لُغَةُ الْقُرْآن

আল-কুরআনের ভাষা

اقرأ

এস এম নাহিদ হাসান

আল-কুরআনের ভাষা

সংকলন

এস এম নাহিদ হাসান

সম্পাদনা

ইমরান হেলাল, রেদওয়ান মাহমুদ

আল-কুরআনের ভাষা

প্রকাশক
র‍্যাকস পাবলিকেশন্স, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

প্রচ্ছদ
প্রকৌশলী মোঃ নওয়াজিস ইসলাম

প্রথম সংস্করণঃ আগস্ট ২০১৬
দ্বিতীয় সংস্করণঃ মার্চ ২০১৭
তৃতীয় সংস্করণঃ ডিসেম্বর ২০১৭

মূল্যঃ **৫০০.০০** টাকা মাত্র

যোগাযোগ
এস এম নাহিদ হাসান
ইমেইলঃ nahide03@yahoo.com
ওয়েব সাইটঃ www.alquranervasha.com
ফেসবুক পেইজঃ fb.com/alquranervasha

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর এবং সালাত ও সালাম তার রসূলের প্রতি।

পার্থিব লাভ কিংবা আগ্রহ যেটাই হোকনা কেন মাতৃভাষার বাইরেও আমরা অনেক ভাষা শিখে থাকি। তবে এর মধ্যে আরবী ভাষা শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশি নয় যেহেতু আমরা এটা শিক্ষা করার লাভ সম্পর্কে অবগত নই অথবা তেমনভাবে চিন্তা করে দেখিনি। সেক্ষেত্রে আসুন আমরা প্রথমেই দেখি আরবী ভাষা শিখলে আমাদের কি ধরণের উপকার হতে পারে।

প্রথমটা অবশ্যই কুরআনকে বুঝতে পারা। মহান আল্লাহ কুরআনে যেখানে আরবী ভাষার উল্লেখ করেছেন সেখানে আরবী ভাষার মর্যাদা বর্ণনা করেননি বরং মূলত এটা বুঝিয়েছেন যে তোমাদের জানা আরবী ভাষায় নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো। তিনি বলেন,

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

আমি একে করেছি কোরআন, আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বোঝ। [৪৩-৩]

অন্যান্য কিতাবগুলোও স্ব স্ব নাবীর মাতৃভাষায় নাযিল হয়েছে। ভাষাটা এখানে মুখ্য নয়। মুখ্য হল বার্তা বা সংবাদ যা মহান আল্লাহ তার বান্দাদের বোঝাতে চান। আরবীকে এজন্যই কুরআনের ভাষা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে যেন আরববাসীরা তা বুঝতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেন,

كَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

এমনি ভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদের সতর্ক করেন। [৪২-৭]

তাহলে প্রশ্ন আসে যে অনারবরা যাদের ভাষা আরবী নয় তারা কিভাবে বুঝবে! উত্তর খুব সহজ তাদেরকে এটা শিখতে হবে। আর যেহেতু এই কাজটা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকেই করতে হবে এজন্য মহান আল্লাহ এর শিক্ষাকে সহজ করেছেন। তিনি বারংবার কুরআনে উল্লেখ করেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। [৫৪: ১৭]

দ্বিতীয়ত, আরবী জানলে কুরআনের আয়াত বা হাদিস মুখস্ত করা অনেক সহজ হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরুপ আমরা ক্বদরের নিম্নোক্ত আয়াত তিনটি লক্ষ্য করি,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ [١:٩٧] وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ [٢:٩٧] لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ [٣:٩٧]

প্রথম আয়াতে আমরা দেখছি "লাইলাতিল ক্বাদরি" পরের আয়াতগুলোতে "লাইলাতুল ক্বাদরি" । যারা আরবী জানেন না তারা মনে রাখেন এভাবে যে প্রথমে "লাইলাতিল" ও পরের দুটিতে "লাইলাতুল"। এমনিভাবে কুরআনে আপনি দেখবেন কোথাও মু'মিনুন আবার কোথাও মু'মিনিন। সাধারনভাবে মুখস্ত রাখা অনেক কষ্টসাধ্য কিন্তু আরবী জানা থাকলে বাক্যের গঠনই আপনাকে বলে দেবে কোথায় কি হবে।

তৃতীয়ত, কুরআন হাদিসের উপস্থাপন সহজ ও প্রাণবন্ত হবে যখন আপনি ভাষার প্রয়োগ ও প্রকাশ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। আরবী না জানলে আপনাকে আলাদা করে পুরো বাক্যের অর্থ মুখস্ত করতে হবে। সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন দ্বিগুণ সময় ও শ্রম প্রয়োজন তেমনি আয়াত বা হাদিসের শব্দে শব্দে বিচরণ করা সম্ভব হয় না।

চতুর্থত, কুরআনের অনেকগুলো অলৌকিকত্বের মধ্যে একটা হলো তার ভাষা। যেটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না, অন্তর দিয়ে দেখতে হয়। আরবী ভাষা বোঝা ব্যতীত এই আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কুরআনের অলঙ্কার, ছন্দ ও তথ্যের উপস্থাপন এমন যে মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতিকে চ্যালেঞ্জ করে রেখেছেন যে কেউ এর মত একটা সুরাও রচনা করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ

এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। [২: ২৩]

মানুষ ও জ্বীন উভয়ে মিলেও কেন কুরআনের একটা সুরা রচনা করতে পারবে না? কি এমন গভীরতা এর মাঝে যেখানে কেউ কোনদিন পৌঁছাতে পারবে না? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদেরকে অবশ্যই আরবী জানতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা অনুবাদ কখনই আল্লাহর কালাম নয়। একটা ভাষার অনুবাদ কখনোই অনুবাদকৃত ভাষাকে পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ একটি বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে যদিও কবিতার ভাবার্থ বোঝা যায় কিন্তু কখনই কবিতার আসল স্বাদ ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না।

সবকিছু বিবেচনায় মহান আল্লাহর কালামকে পুরোপুরিভাবে অনুভব করতে হলে আরবী জানার বিকল্প নাই।

কৃতজ্ঞতাঃ

মূলত বইটির রচনা একটি সমন্বিত প্রয়াস যা গড়ে উঠেছে ডঃ ভি. আব্দুর রহীম এর Madina Book series, দারুস সালামের Learning Arabic Language of The Quran, করাচীর আল বুশরা পাবলিকেশন্সের Lisan-ul-Quran কে অনুসরণ করে। রেফারেন্স হিসেবে আরও ব্যবহৃত হয়েছে মাসুদ রাঙ্গিনওয়ালার Essential of quranic Arabic এবং ডঃ ফজলুর রহমান স্যারের "আরবী ব্যাকরণ", কাওয়ায়িদুল লুগাতিল আরাবিয়া ইত্যাদি।

রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে এতো বেশি লোক জড়িত হয়ে পড়েছে যে সবার নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব না! আমাদের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত সেই সকল ভাই ও বোনদেরকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমরা আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শাইখ আব্দুল মতিন, ডঃ শাহরিয়ার সাদউল্লাহ, রেজা করিম, ইমরান হেলাল, রেদওয়ান মাহমুদ সহ সকল উস্তাদগনের। আর তাদের সাথে আমাদের সহপাঠী ও ছাত্র-ছাত্রীদের যাদের আলোচনা ও পরামর্শ সর্বদা প্রেরণার উৎস হয়েছে।

হে আল্লাহ! আপনি সকলের মেহনতকে কবুল করুন। আমীন।

পরামর্শ

- একটা বিষয় মনে রাখবো যে দিন শেষে আমরা নাহু সরফ আর বালাগাত কি সেটা জানতে চাই না। জানতে চাই কিভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। সুতরাং গ্রামার শেখার সময় আপনি যদি বিভিন্ন টার্মস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাহলে ভুল করবেন। বরং উদাহরণ গুলোর দিকে মন দিন। তবে বইয়ের প্রথমদিকে উল্লেখিত কুরআন ও হাদিসের প্রতিটি শব্দের ব্যাকরণগত গঠন বোঝার দরকার নাই। কেবল আলোচিত বিষয়ের ব্যবহার দেখবো। কেননা একটা আয়াতে ব্যাকরণগত অনেক বিষয়ের সমন্বয় ঘটে যা প্রাথমিক পর্যায়ে বোঝা সম্ভব নয়।

- প্রথমবার পড়ার সময় প্রতিটি ধারণার ততটুকুই আপনি পড়বেন যতটুকু আপনার জন্য সহজ হয়। এমনকি যদি কোন নিয়ম কঠিন মনে হয় সেটা রেখে সামনে এগিয়ে যান। পুরো বই শেষ করে এবার আপনি ঐ ধারণা গুলো আবার দেখেন। দেখবেন সহজ হয়ে গেছে।

- অনেকসময় দেখা যায় আমরা অনেক বই বা কোর্স শেষ করি, বাক্য গঠনের অনেক নিয়ম শিখি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ কুরআন পড়ে, শুনে বোঝা সম্ভব হয় না। মূলত শব্দার্থের দূর্বলতাই এর প্রধান কারণ। সুতরাং আমাদের শব্দার্থ শেখার জন্য মনযোগী হতে হবে।

  কুরআনের শব্দার্থের জন্য **كَلِمَاتُ الْقُرآن** বা **"আল-কুরআনের শব্দসমূহ"** এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দের জন্য **الكَلِمَاتُ الحَسَنَةُ** বা **"সুন্দর শব্দসমূহ"** নামে এই বইয়ের দুটি সম্পূরক বই প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আমরা বইদুটি সংগ্রহ করার অনুরোধ করছি।

- বইটির উপর ধারাবাহিক ভিডিও ক্লাস দেখতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.alquranervasha.com

- যেকোন শব্দের অর্থ জানতে www.almaany.com এবং ক্রিয়াপদের বিভিন্ন পরিবর্তনের জন্য www.arabicverb.com ভিজিট করুন।

- কুরআনের আয়াতসমূহের বিস্তারিত ব্যকরণগত গঠন বোঝার জন্য www.corpus.quran.com

স্টাডি প্লান

নিচে আমরা আপনাদের একটা স্টাডি প্লান দিচ্ছি। আশা করা যায় এটা শেষ করতে পারলে আপনারা আপনাদের কাংখিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারবেন ইন শা আল্লাহ।

আরবী বাক্যের গঠন শিক্ষা

⇩ (১০-১২ মাস)

অনুবাদ/তাফসির দেখে কুরানীয় শব্দার্থ শিক্ষা

⇩ (৮-১০ মাস)

অনুবাদ অধ্যায়ণ

⇩ (২-৩ মাস)

নিজে অর্থ করে অনুবাদের সাথে মেলানো

⇩ (৪-৬ মাস)

ভূল সংশোধন

সূচীপত্র

অধ্যায়-১ (বর্ণ ও ধ্বনি)

একটা ভাষার মৌলিক উপাদান বাক্য আর বাক্যের মৌলিক উপাদান হল বর্ণ বা ধ্বনি। আরবী ভাষায় মোট বর্ণ রয়েছে ২৯ টি। আসুন বন্ধুরা আমরা প্রথমেই বর্ণগুলো মুখস্থ করে নিই।

১। আরবী বর্ণ حَرْفٌ ২৯ টি

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و هـ ء ي

শব্দের শুরুতে, মধ্যে ও শেষে অক্ষরগুলোর রূপ সর্বদা এক নয়। যেমন, নিচের শব্দ গঠনের উদাহরণ লক্ষ্য করি,

قَ + لَ + مٌ = قَلَمٌ	كِ + تَ + ا + بٌ = كِتَابٌ
بَ + حْ + رٌ = بَحْرٌ	يَ + وْ + مٌ = يَوْمٌ
عَ + شَ + ا + ءٌ = عَشَاءٌ	رَ + سُ + وْ + لٌ = رَسُوْلٌ
مَ + سْ + جِ + دٌ = مَسْجِدٌ	طَ + ا + لِ + بٌ = طَالِبٌ

তাহলে আমাদের জানতে হবে শব্দে বর্ণগুলো কেমন রূপে থাকে। এজন্য আমরা নিম্নের চার্টে শব্দে নিজ অবস্থান অনুযায়ী বর্ণগুলোর বিভিন্ন রূপ দেখি,

উদাহরণ	শেষে	উদাহরণ	মধ্যে	উদাহরণ	শুরুতে	বর্ন
دُنْيَا	ـا	مَاءٌ	ـا	اللّٰهُ	ا	ا
مُوْسَى	ى					
كَلْبٌ	ـب	بِئْرٌ	ـبـ	بَيْتٌ	بـ	ب

فُرَاتٌ	ـت	كِتَابٌ	ـتـ	تَعْلِيْمٌ	تـ	ت
جَنَّةٌ	ـة					
حَيَاةٌ	ة					
مَبْثُوثٌ	ـث	غُثَاءٌ	ـثـ	ثَاقِبٌ	ثـ	ث
خَرَجَ	ـج	مَجْنُونٌ	ـجـ	جَهَنَّمُ	جـ	ج
فَتْحٌ	ـح	بَحْرٌ	ـحـ	حُورٌ	حـ	ح
رَاسِخٌ	ـخ	مُخْرِجٌ	ـخـ	خَالِدٌ	خـ	خ
مَوْلُودٌ	ـد	مَدِينَةٌ	ـد	دِيْنٌ	د	د
لَذِيْذٌ	ـذ	مَذْهَب	ـذ	ذَكِيٌّ	ذ	ذ
أَمْرٌ	ـر	غُرْفَةٌ	ـر	رَحِيْمٌ	ر	ر
عَزِيزٌ	ـز	تَنزِيلٌ	ـز	زَيْتُونٌ	ز	ز
شَمْسٌ	ـس	مَسْجِدٌ	ـسـ	سَمَكٌ	سـ	س
عَرْشٌ	ـش	بَشَرٌ	ـشـ	شَرْحٌ	شـ	ش
قَصٌّ	ـص	نَصْرٌ	ـصـ	صَمَدٌ	صـ	ص
أَرْضٌ	ـض	فَضْلٌ	ـضـ	ضَالٌّ	ضـ	ض
مُحِيطٌ	ـط	مَطَرٌ	ـطـ	طَائِرٌ	طـ	ط
غَيْظٌ	ـظ	عَظِيمٍ	ـظـ	ظَنٌّ	ظـ	ظ
مَطْلَعٌ	ـع	كَعْبَةٌ	ـعـ	عَلَقٌ	عـ	ع

بَالِغُ	ـغ	أَغْنَىٰ	ـغـ	غَنِيٌّ	غـ	غ
لَتِيْفٌ	ـف	مَحْفُوظٌ	ـفـ	فَخْرٌ	فـ	ف
خَلْقٌ	ـق	سَقِيمٌ	ـقـ	قَمَرٌ	قـ	ق
عَلَيْكَ	ـك	مَكْرٌ	ـكـ	كَبِيْرٌ	كـ	ك
قَلِيْلٌ	ـل	بَلَدٌ	ـلـ	لَحْمٌ	لـ	ل
رَحِيْمٌ	ـم	حَمِيْمٌ	ـمـ	مَعْبُودٌ	مـ	م
رَحْمَانٌ	ـن	بِنْتٌ	ـنـ	نَجْمٌ	نـ	ن
فِيْهِ	ـه	لَهُمْ	ـهـ	هٰذَا	هـ	ه
هُوَ	ـو	كُوْبٌ	ـو	وَدُوْدٌ	و	و
كُرْسِيٌّ	ـي	عَيْنٌ	ـيـ	يَوْمٌ	يـ	ي
مَاءٌ	ء	جَاءَهُ	ء	أَسْلَمَ	أ	ء
جَرُؤَ	ـؤ	مُؤْمِنٌ	ؤ	إِسْلَامٌ	إ	
شَيْءٌ	ـئ	عَائِشَةُ	ـئـ			
قَرَأَ	ـأ	بَأْسٌ	ـأ			

অনুশীলনী-১.১

নিচের অক্ষরগুলো দিয়ে শব্দ তৈরী কর

	ط+ا+ئ+ف+ة =		م+ا+ء =
	س+ن+ة =		ك+ر+س+ي =

	= م+س+ل+م		= ب+ي+ت
	= ك+ا+ف+ر		= ح+د+ي+ق+ة
	= ع+ق+ي+د+ة		= م+د+ر+س+ة
	= ل+س+ا+ن		= ا+ل+ع+ر+ب+ي+ة
	= ج+س+م		= ا+ل+ج+ن+ة
	= ل+ح+ي+ة		= ا+ل+إ+س+ل+ا+م

যদিও আমরা বর্ণগুলো দিয়ে শব্দ তৈরী করতে পেরেছি তবে অনেকেই কিন্তু শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারিনি তাই না? এর কারন হলো উচ্চারণের জন্য প্রয়োজনীয় স্বরধ্বনি (Vowel Sign) ওখানে দেওয়া নাই। আসুন আমরা স্বরধ্বনি সম্পর্কে জানি,

২। স্বরধ্বনি حَرَكَةٌ এবং سَاكِنٌ

আরবীতে حَرَكَةٌ বা স্বরধ্বনি ৩ টিঃ

◌ُ	◌ِ	◌َ
ضَمَّةٌ পেশ	كَسْرَةٌ যের	فَتْحَةٌ যবর
‘উ’ ধ্বনি যেমন, بُ = বু	‘ই’ ধ্বনি যেমন, بِ = বি	‘আ’ ধ্বনি যেমন, بَ = বা

হরকত দুইবার করে আসলে সেটাকে বলা হয় تَنْوِيْنٌ তানয়ীন। যেমনঃ

দুই পেশে 'উন' ধ্বনি যেমন,	দুই যেরে 'ইন' ধ্বনি যেমন,	দুই যবরে 'আন' ধ্বনি যেমন,
بٌ = বুন	بٍ = বিন	بً = বান
سٌ = সুন	سٍ = সিন	سً = সান

স্বরধ্বনি অনুপস্থিত থাকলে সেখানে সাকিন سَاكِنٌ(ْ) [বা আমরা যেটাকে বলি 'জজম'] দিয়ে পড়তে হয়। যেমনঃ

فِي=فِيْ	ذَهَبُوا= ذَهَبُوْا	قُم= قُمْ	بَيِنَ= بَيْنَ	مِن= مِنْ
ফী	যাহাবু	ক্বুম	বাইনা	মিন

বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমরা এমন একটা ব্যাপার দেখব যা ছোটবেলা থেকেই আমরা জানি তবে খেয়াল করিনি। একদমই নতুন কিছু নয়। যেমন ধরেন اَلشَّمْسُ একে আমরা পড়ি আশ-শামসু। কিন্তু আল-শামসু এভাবে পড়ি না। অনুরূপভাবে اَلرَّحْمَانُ একে আমরা পড়ি আর-রহমান এবং আল-রহমান এভাবে পড়ি না। এই ব্যাপারটাই এখন ব্যাকরণের ভাষায় দেখব।

৩। اَلْحُرُوفُ الشَّمْسِيَّةُ (সুর্যাক্ষর) ও اَلْحُرُوفُ الْقَمَرِيَّةُ (চন্দ্রাক্ষর)

আরবী বর্ণের মধ্যে ১৪ টি বর্ণ এমন যে তাদের পুর্বে اَلْ আসলে ل উচ্চারিত না হয়ে ঐ অক্ষরের উপর তাশদিদ হয়। এ ধরণের অক্ষর গুলোকে সুর্যাক্ষর বলে। আর বাকী ১৪ টি বর্ণের ক্ষেত্রে পুর্বের ل উচ্চারিত হয় যাদেরকে চন্দ্রাক্ষর বলা হয়।

اَلْحُرُوفُ الشَّمْسِيَّةُ সুর্যাক্ষর			اَلْحُرُوفُ الْقَمَرِيَّةُ চন্দ্রাক্ষর		
অর্থ	**উচ্চারণ**	**উদাহরণ**	**অর্থ**	**উচ্চারণ**	**উদাহরণ**
ব্যবসায়ী	আত-তাজিরু	ت: اَلتَّاجِرُ	পিতা	আল-আবু	أ: اَلْأَبُ
জুব্বা	আস-সাওবু	ث: اَلثَّوبُ	দরজা	আল-বাবু	ب: اَلْبَابُ
মোরগ	আদ-দিকু	د: اَلدِّيكُ	বাগান	আল-জান্নাতু	ج: اَلْجَنَّةُ
স্বর্ন	আয-যাহাবু	ذ: اَلذَّهَبُ	গাধা	আল-হিমারু	ح: اَلْحِمَارُ
পুরুষ	আর-রজুলু	ر: اَلرَّجُلُ	রুটি	আল-খুবজু	خ: اَلْخُبْزُ
ফুল	আঝ-ঝাহরাতু	ز: اَلزَّهْرَةُ	চোখ	আল-আইনু	ع: اَلْعَيْنُ
মাছ	আস-সামাকু	س: اَلسَّمَكُ	দুপুরের খাবার	আল-গদাউ	غ: اَلْغَدَاءُ
সুর্য	আশ-শামসু	ش: اَلشَّمْسُ	মুখ	আল-ফামু	ف: اَلْفَمُ
বক্ষ	আস-সদরু	ص: اَلصَّدْرُ	চাঁদ	আল-ক্বমারু	ق: اَلْقَمَرُ
অতিথি	আদ-দইফু	ض: اَلضَّيْفُ	কুকুর	আল-কালবু	ك: اَلْكَلْبُ
ছাত্র	আত্ব-ত্বলিবু	ط: اَلطَّالِبُ	পানি	আল-মাউ	م: اَلْمَاءُ
পিঠ	আয-যাহরু	ظ: اَلظَّهْرُ	বালক	আল-ওলাদু	و: اَلْوَلَدُ
গোস্ত	আল-লাহমু	ل: اَللَّحْمُ	বাতাস	আল-হাওয়াউ	ه: اَلْهَوَاءُ
তাঁরা	আন-নাজমু	ن: اَلنَّجْمُ	হাত	আল-ইয়াদু	ي: اَلْيَدُ

অনুশীলনী-১.২

নিচের আয়াতগুলো থেকে اَلْحُرُوفُ الشَّمْسِيَّةُ , اَلْحُرُوفُ الْقَمَرِيَّةُ চিহ্নিত কর।

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ [٥٥:٥] وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ [٥٥:٦]
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ [١١٤:٦]
قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
عَنْ النَّبَإِ الْعَظِيمِ [٧٨:٢]

৪। هَمْزَةُ الْوَصْلِ এবং هَمْزَةُ الْقَطْعِ

আরবীতে কোন কোন শব্দে ا কখনো উচ্চারিত হয় আবার কখনো উচ্চারিত হয় না, এরুপ ا কে هَمْزَةُ الْوَصْلِ বলে। যথা: اللهُ শব্দের ا | আবার কোন কোন শব্দের ا সবসময় উচ্চারিত হয় এরুপ ا কে هَمْزَةُ الْقَطْعِ বলে।

هَمْزَةُ الْوَصْلِ তে হরকত থাকে না আর هَمْزَةُ الْقَطْعِ তে হরকত থাকে। নিম্নে এগুলোর কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

উচ্চারণ	هَمْزَةُ الْوَصْلِ	উচ্চারণ	هَمْزَةُ الْقَطْعِ
হুয়াবনুল মুদাররিসি	هُوَ ابْنُ الْمُدَرِّسِ	মিন আইনা আন্তা?	مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟
বায়তুল্লাহি	بَيْتُ اللَّهِ	ইলাইহিম	إِلَيْهِمْ
ছুম্মাযহাব	ثُمَّ اذْهَبْ	আসলামা আহমাদু	أَسْلَمَ أَحْمَدُ

মাসমুকা?	مَا اسْمُكَ؟	ইন্নাল ইনসানা	إِنَّ الإِنْسَانَ
নাসারতুম্রআতান	نَصَرْتُ امْرَأَةً	আন আখরুজা	أَنْ أَخْرُجَ
সুম্মাস্তাকবালা	ثُمَّ اسْتَقْبَلَ	বায়তুল আবি	بَيْتُ الْأَبِ
ওয়াসনানি	وَاثْنَانِ	আল্লাহু আকবারু	اللهُ أَكْبَرُ
হুয়াল্লাজি	هُوَ الَّذِي	ওয়া আনা	وَ أنَا

শব্দের শুরুতে হামজাতুল ওয়াসলি সর্বদা উচ্চারিত হয়। যেমন اَللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার)। আবার কখনও কখনও হামজাতুল ওয়াসলিকে লেখার সময়ও বাদ দেওয়া হয় যেমন, بِسْمِ اللهِ এখানে اسْمٌ এর হামজাতুল ওয়াসলি বাদ দেওয়া হয়েছে।

৫। إِلْتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ দুই সাকিনের মিলন

পর পর দুটি সাকিন আসলে তাকে উচ্চারণ করা যায় না। সেক্ষেত্রে একটা সাকিন কে বিলুপ্ত করে যথাযথ হারকতের সাহায্য নিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। সাধারণ নিয়ম হল প্রথম সাকিনের স্থলে যের দিতে হয়।

রুপান্তরিত উচ্চারন	দুই সাকিনের মিলন
عَنِ الْمُجْرِمِينَ	عَنْ الْمُجْرِمِينَ
شَرِبَتِ الْبَقَرَةُ الْمَاءَ	شَرِبَتْ الْبَقَرَةُ الْمَاءَ
سَأَلَ بِلاَلُنِ ابْنَهُ	سَأَلَ بِلاَلٌ ابْنَهُ
قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ	قُل لِّمَنْ الْأَرْضُ
أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ	أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَىٰ

তবে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন,

ক) বহুবচনের مْ এর পরে ال আসলে مُ হবে। যেমন,

রুপান্তরিত উচ্চারন	দুই সাকিনের মিলন
وَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ	وَ عَلَيْكُمْ الْسَّلَامُ

খ) مْ এর পর সর্বনাম (যেমন هُ) আসলে একটা অতিরিক্ত و যোগ করতে হয়।

أَرَأَيْتُمُوْهُ؟	أَرَأَيْتُمْ + هُ ؟

গ) مِنْ এর نْ সর্বদা نَ হবে।

রুপান্তরিত উচ্চারন	দুই সাকিনের মিলন
مِنَ الْبَيْتِ	مِنْ الْبَيْتِ

ঘ) اْ এর আগে যবর, وْ এর আগে পেশ এবং يْ এর আগে যের হলে উচ্চারণে يْ وْ اْ বাদ যাবে।

রুপান্তরিত উচ্চারন	দুই সাকিনের মিলন
كِتَابَا الْوَلَدِ	كِتَابَاْ الْوَلَدِ
أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ	أُدْخُلُوْا الْجَنَّةَ
فِي الْبَيْتِ	فِيْ الْبَيْتِ

অধ্যায়-২ (শব্দ ও শব্দগুচ্ছ)

বর্ণের পরের বিষয় হলো শব্দ বা পদ। ইংরেজীতে একে বলা হয় Parts of Speech. আরবীতে বলা হয় كَلِمَةٌ । শব্দ তিন প্রকার। এদের কিছু উদাহরণ দেখা যাক,

১। শব্দ বা পদ كَلِمَةٌ ৩ প্রকার

مَسْجِدٌ একটি মসজিদ, حَامِدٌ হামিদ, هُوَ সে, جَدِيْدٌ নতুন ইত্যাদি	নাম পদ (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম)	اِسْمٌ
ذَهَبَ সে গেল, خَرَجَ সে বের হল, رَأَى সে দেখল ইত্যাদি	ক্রিয়া পদ	فِعْلٌ
فِيْ মধ্যে, مِنْ থেকে, وَ এবং, هَلْ কি? ইত্যাদি	অব্যয় পদ	حَرْفٌ

প্রথমে আমরা ইসম বা নামপদ সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করব এরপর অব্যয় আর তারপর ক্রিয়া।

২। নির্দিষ্টতার ভিত্তিতে اِسْمٌ এর প্রকারভেদ

ইসম অনির্দিষ্ট (نَكِرَةٌ) কিংবা নির্দিষ্ট (مَعْرِفَةٌ) । জাতিবাচক ইসমের শেষে تَنْوِيْنٌ থাকলে সেটা অনির্দিষ্ট। যেমন, كِتَابٌ একটি বই, كُرْسِيٌّ একটি চেয়ার, بَيتٌ একটি বাড়ি ইত্যাদি।

অনির্দিষ্ট اِسْمٌ কে নির্দিষ্ট করতে اَلْ যুক্ত করতে হয়। সেক্ষেত্রে تَنْوِيْنٌ এর এক হরকত উঠে যায়।

اَلْبَيْتُ	بَيْتٌ
বাড়িটি	একটি বাড়ি

আরও কিছু উদাহরণ,

চাবিটি	الْمِفْتَاحُ	একটি চাবি	مِفْتَاحٌ
কলমটি	الْقَلَمُ	একটি কলম	قَلَمٌ
লোকটি	الرَّجُلُ	একটি লোক	رَجُلٌ
বিড়ালটি	الْقِطُّ	একটি বিড়াল	قِطٌّ

মনে রাখতে হবে, নামবাচক বিশেষ্যের শেষে তানয়ীন থাকলেও সেটা নির্দিষ্ট। যেমন حَامِدٌ 'হামিদুন' এর শেষে তানয়ীন থাকা সত্ত্বেও তা নির্দিষ্ট।

বন্ধুরা পরবর্তী বিষয়টা আলোচনা করার আগে একটা গল্প বলি। এক ক্লাসে ছিলো তিনজন বন্ধু। হামিদ, খালিদ আর বেলাল। তো একদিন...

বেলাল হামিদ খালিদ পিছনে দেখলো

কোন সমস্যা? হ্যা বাক্যই হয়নি তাই না? কেন হয়নি? কারন শব্দগুলোতে সঠিক বিভক্তি যুক্ত হয়নি। আচ্ছা তাহলে শুদ্ধ করে লিখি,

বেলাল হামিদকে খালিদের পিছনে দেখলো

এবার ঠিক আছেতো? আপনারা যদি খেয়াল করেন বাক্যটিতে **বেলাল** কর্তৃ কারক এবং এরপর কোন বিভক্তি যুক্ত হয়নি। **হামিদকে** কর্মকারক এবং তার সাথে "কে" বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। **খালিদের** সম্মন্ধ কারক এবং তার সাথে "এর" বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। আরবীতেও এরকম কারক বিভক্তির ব্যাপার রয়েছে। দেখা যাক সেটা কেমন,

৩। اِسْمٌ এর শেষাক্ষরের হরকতের পরিবর্তন الإِعْرَابُ বা কারক ও বিভক্তি

ইসমগুলোর শেষাক্ষরের হরকত পরিবর্তনশীল। শেষের বর্ণটি কখনো পেশ, কখনও যবর আবার কখনও যের বিশিষ্ট হয়। যেমন আমাদের পরিচিত কয়েকটি বাক্য লক্ষ্য করি,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ	**اللَّهُ** الصَّمَدُ
মুহাম্মাদ(স) আল্লাহর রসুল	আল্লাহ অমুখাপেক্ষী
آتِ **مُحَمَّدًا** الْوَسِيْلَةَ	فَاتَّقُوا **اللَّهَ**
মুহাম্মাদ (স) কে ওসিলা দান কর	সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى **مُحَمَّدٍ**	نَارُ **اللَّهِ** الْمُوقَدَةُ
মুহাম্মাদ (স) এর উপর শান্তি প্রেরন কর	আল্লাহর প্রজ্জলিত আগুন

উপরের বাক্যগুলোতে আমরা দেখছি مُحَمَّدٌ ও اللهُ শব্দদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন রুপে এসেছে। কখনও শেষে পেশ, কখনও যবর আবার কখনও যের হয়েছে। ইসমের এই পরিবর্তনকে الإِعْرَابُ বলে। বোঝার সুবিধার্থে আমরা আগের বাক্যটির আরবী বিবেচনা করি,

বেলাল হামিদকে খালিদের পিছনে দেখলো	رَأَى بِلَالٌ حَامِدًا خَلْفَ خَالِدٍ

আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী,

بِلَالٌ অর্থ "বেলাল"**।** এটা ইসমের مَرْفُوْعٌ (কর্তৃবাচক) অবস্থা যার লক্ষণ শেষে পেশ**।**

حَامِدًا অর্থ "হামিদকে"। এটা ইসমের مَنْصُوْبٌ (কর্মবাচক) অবস্থা যার লক্ষণ শেষে যবর*।

خَالِدٍ অর্থ "খালিদের"**।** এটা ইসমের مَجْرُوْرٌ (সম্মন্ধসূচক) অবস্থা যার লক্ষণ শেষে যের।

* শব্দের শেষে দুই যবর হলে একটা অতিরিক্ত আলিফ যোগ হয়। যেমনঃ حَامِدًا مُحَمَّدًا شَيْئًا
তবে শেষ ء এর পুর্বে আলিফ থাকলে এবং ة এর ক্ষেত্রে হবে না। যেমনঃ حَقِيْبَةً جَنَّةً جَزَاءً مَاءً

অর্থাৎ, আমরা মনে রাখবো,

بِلَالٍ	بِلَالاً	بِلَالٌ
বেলালের	বেলালকে	বেলাল
(مَجْرُوْرٌ)	(مَنْصُوْبٌ)	(مَرْفُوْعٌ)

তবে কিছু কিছু ইসমের পরিবর্তন দুইরকম। এরা তানয়ীন নেয় না এবং মাজরুর অবস্থায় যেরের বদলে যবর নেয়। এদেরকে "দ্বিত্ব" বলে। যেমনঃ মেয়েদের নাম فَاطِمَةُ، مَرْيَمُ আবার কিছু ছেলেদের নাম, عُمَرُ , أَحْمَدُ ইত্যাদি।

أَحْمَدَ	أَحْمَدَ	أَحْمَدُ
আহমাদের	আহমাদকে	আহমাদ
(مَجْرُوْرٌ)	(مَنْصُوْبٌ)	(مَرْفُوْعٌ)

আবার কিছু ইসমের পরিবর্তন হয় না এদেরকে "মাবনী" বলে। যেমনঃ هٰذَا

هٰذَا	هٰذَا	هٰذَا
এটার	এটাকে	এটা
(مَجْرُوْرٌ)	(مَنْصُوْبٌ)	(مَرْفُوْعٌ)

[দ্বিত্ব ও মাবনী সম্পর্কে আমরা চাপ্টার ১৩ এ বিস্তারিত জানবো ইন শা আল্লাহ]

অনুশীলনী–২.১

উদাহরণ দুইটি পড় এবং অনুরুপভাবে বাকী শব্দগুলোর আরবী কর।

হাশিমের	হাশিমকে	হাশিম
هَاشِمٍ	هَاشِمًا	هَاشِمٌ
বালকটির	বালকটিকে	বালকটি
الوَلَدِ	الوَلَدَ	الوَلَدُ
একজন শিক্ষকের	একজন শিক্ষককে	একজন শিক্ষক
		مُدَرِّسٌ
বাগানটির	বাগানটিকে	ব্যাগটি
		الْحَقِيْبَةُ
ছাত্রটির	ছাত্রটিকে	ছাত্রটি
		الطَّالِبُ
ব্যবসায়ীটির	ব্যবসায়ীটিকে	ব্যবসায়ীটি
		التَّاجِرُ
আজমালের	আজমালকে	আজমাল
		أَجْمَلُ
বইটির	বইটিকে	বইটি
		الكِتَابُ
একটি লোকের	একটি লোককে	একটি লোক
		رَجُلٌ

এতোক্ষণ আমরা একটা শব্দ নিয়ে কাজ করেছি। এবার আমরা দুইটি শব্দের মধ্যে সম্পর্ক দেখব। একটা শব্দ অন্য একটা শব্দের সাথে কয়েকভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। যেমনঃ

১) মালিকানার সম্পর্ক যেমনঃ হামিদের কলম
২) অবস্থানগত সম্পর্ক যেমন টেবিলের উপরে, খাটের নীচে
৩) সময়গত সম্পর্ক যেমন নামাজের পরে, বিকালের আগে ইত্যাদি।

তাহলে আসুন আমরা এই তিনটা বিষয় দেখার চেষ্টা করি,

৪। مُضَافٌ অধিকৃত ও مُضَافٌ إِلَيْهِ অধিকারী

দুটি اِسْمٌ এর মধ্যে অধিকারের সম্পর্ক হলে অধিকৃত ব্যাপারটিকে مُضَافٌ এবং অধিকারীকে مُضَافٌ إِلَيْهِ বলা হয়। مُضَافٌ এবং مُضَافٌ إِلَيْهِ সর্বদা পরপর আসে। مُضَافٌ কখনো ال এবং তানয়ীন বিশিষ্ট হয় না এবং مُضَافٌ إِلَيْهِ সর্বদা مَجْرُوْرٌ হবে। আমরা কিছু উদাহরণ দেখি,

বাংলা অর্থ	مُضَافٌ إِلَيْهِ	مُضَافٌ	শব্দের সম্পর্ক
হামিদের কলম	حَامِدٍ	قَلَمُ	قَلَمٌ + حَامِدٌ
একজন ব্যবসায়ীর বাড়ি	تَاجِرٍ	بَيْتُ	بَيْتٌ + تَاجِرٌ
ব্যবসায়ীটির বাড়ি	التَّاجِرِ	بَيْتُ	بَيْتٌ + التَّاجِرُ
মানবজাতির প্রতিপালক	النَّاسِ	رَبُّ	رَبٌّ + النَّاسُ
আল্লাহর ঘর	اللهِ	بَيْتُ	بَيْتٌ + اللهُ
শিক্ষকটির নাম	الْمُدَرِّسِ	اِسْمُ	اِسْمٌ + الْمُدَرِّسُ
জান্নাতটির দরজা	الجَنَّةِ	بَابُ	بَابٌ + الجَنَّةُ

গাছটির পাতা	وَرَقَةُ الشَّجَرَةِ	وَرَقَةٌ + الشَّجَرَةُ
অদৃশ্যের জ্ঞানী	عَالِمُ الغَيْبِ	عَالِمٌ + الغَيْبُ

একটা ইসমে সাধারণত تَنْوِيْنٌ থাকলে অনির্দিষ্ট এবং ال থাকলে নির্দিষ্ট। কিন্তু খেয়াল করেছেন যে মুদাফে 'আল' এবং 'তানয়ীন' কোনটাই নাই। তাহলে সেটা নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট বুঝবো কিভাবে?

মূলত مُضَافٌ এর নির্দিষ্টতা নির্ভর করে مُضَافٌ إِلَيْهِ এর নির্দিষ্টতার উপর। مُضَافٌ إِلَيْهِ নির্দিষ্ট হলে مُضَافٌ নির্দিষ্ট। যেমন প্রথম লাইনে قَلَمُ নির্দিষ্ট যেহেতু হামিদ নির্দিষ্ট কিন্তু দ্বিতীয় লাইনে بَيْتُ অনির্দিষ্ট কারন ব্যবসায়ী অনির্দিষ্ট।

অনুশীলনী–২.২

উদাহরণ দুইটি পড় এবং অনুরুপভাবে বাকী শব্দগুলোর আরবী কর।

اِسمُ الطَّالِبِ	اِسْمٌ + الطَّالِبُ	ছাত্রটির নাম
دُكَّانُ تَاجِرٍ	دُكَّانٌ + تَاجِرٌ	একজন ব্যবসায়ীর দোকান
	قَمِيْصٌ + الوَلَدُ	বালকটির জামা
	سَائِقٌ + سَيَّارَةٌ	একটি গাড়ির চালক
	عَذَابٌ + القَبْرُ	কবরের আযাব
	عَاصِمَةٌ + الدَّوْلَةُ	দেশটির রাজধানী
	جِدَارٌ + بَيْتٌ	একটি ঘরের দেয়াল
	طِفْلٌ + الْمَرْأَةُ	মহিলাটির শিশু
	كَلَامٌ + اللَّهُ	আল্লাহর কথা

	سُنَّةٌ + النَّبِيُّ	নবীর সুন্নাত
	رَبٌّ + النَّاسُ	মানুষের রব
	بَيْتٌ + اللهُ	আল্লাহর ঘর
	حَيَاةٌ + الْآخِرَةُ	আখিরাতের জীবন

বন্ধুরা আমরা প্রথমবারের মত আমাদের শিক্ষাকে কুরআনের সাথে মিলিয়ে নিতে যাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ। তবে প্রাথমিকভাবে আমরা কুরআনের আয়াতের ঐ অংশটুকুই বোঝার চেষ্টা করবো যে অংশটুকু মাত্র পড়া হলো। অন্যন্য অংশের গঠন নিয়ে কোন চিন্তা করবো না।

কুরআনীয় উদাহরণ (বাক্যের পূর্ণ গঠন বোঝার জন্য নয়, কেবল مُضَافٌ এর ব্যবহার দ্রষ্টব্য)

কদরের রাত হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।	**لَيْلَةُ الْقَدْرِ** خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
আর **মন্দের প্রতিফল** তো অনুরূপ মন্দই।	وَ**جَزَاءُ سَيِّئَةٍ** سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا
অতঃপর কেউ **অণুর পরিমাণ** সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে	فَمَن يَعْمَلْ **مِثْقَالَ ذَرَّةٍ** خَيْرًا يَرَهُ
বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি **মানুষের পালনকর্তার**	قُلْ أَعُوذُ **بِرَبِّ النَّاسِ**
আপনি কি দেখেননি **আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর** সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ **رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ**

হাদিসের উদাহরণ

দুনিয়া **মুমিনের জেলখানা** ও **কাফিরের জান্নাত**	الدُّنْيَا **سِجْنُ الْمُؤْمِنِ** وَ**جَنَّةُ الْكَافِرِ**
জ্ঞানের অন্বেষণ প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ	**طَلَبُ الْعِلْمِ** فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

৫। পদান্বয়ী অব্যয় حَرْفُ جَرٍّ

পদান্বয়ী অব্যয় বা Preposition কে আরবীতে বলে حَرْفُ جَرٍّ । এগুলো اِسْمٌ এর পুর্বে বসে তাকে مَجْرُوْرٌ করে। যেমন, اَلْبَيْتُ ঘরটি কিন্তু এর পুর্বে হারফ জার فِي বসালে হবে فِي الْبَيْتِ ঘরের মধ্যে।

فِي الْبَيْتِ	البَيْتُ
বাড়িটির মধ্যে	বাড়িটি

এরকম কিছু বহুল ব্যবহৃত حَرْفُ جَرٍّ হলঃ

মুহাম্মাদের উপর	عَلَى مُحَمَّدٍ	عَلَى	উপরে
শয়তান থেকে	مِنَ الشَّيْطَانِ	مِنْ	থেকে
মসজিদের দিকে	إِلَى الْمَسْجِدِ	إِلَى	দিকে
আল্লাহর নামের সাথে	بِسْمِ اللهِ	بِ	সাথে/দ্বারা
আল্লাহর জন্য	لِلَّهِ	لِ	জন্য
খড়কুটোর মত	كَعَصْفٍ	كَ	মত
আল্লাহর কসম	وَاللهِ	وَ	শপথের জন্য
আল্লাহর কসম	تَاللهِ	تَ	শপথের জন্য
উদয় পর্যন্ত	حَتَّى مَطْلَعِ	حَتَّى	পর্যন্ত
আব্বাস হতে	عَنْ عَبَّاسٍ	عَنْ	হতে/সম্বন্ধে

যায়েদ ব্যতীত	حَاشَ زَيْدٍ	خَلَا/حَاشَ	ব্যতীত
সকাল থেকে	مُنْذُ الصَّبَاحِ	مُنْذُ/مُذْ	(নির্দিষ্ট সময়) হতে

কুরআনীয় উদাহরণঃ (কেবল বোল্ড করা অংশে মন দেব)

যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের **অন্তরের মধ্যে**	الَّذِي يُوَسْوِسُ **فِي صُدُورِ** النَّاسِ
গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের **অনিষ্ট থেকে**	وَ**مِن شَرِّ** النَّفَّاثَاتِ **فِي الْعُقَدِ**
সে সুখী **জীবনের মধ্যে** থাকবে	فَهُوَ **فِي عِيشَةٍ** رَّاضِيَةٍ
যা **হৃদয় পর্যন্ত** পৌছবে	الَّتِي تَطَّلِعُ **عَلَى الْأَفْئِدَةِ**
জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে	**مِنَ الْجِنَّةِ** وَالنَّاسِ
তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার **অনিষ্ট থেকে**	**مِن شَرِّ** مَا خَلَقَ
আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল, যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা	رَسُولٌ **مِّنَ اللَّهِ** يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً
পরম করুনাময় আল্লাহর **নামে**	**بِسْمِ** اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত **তৃণসদৃশ** করে দেন	فَجَعَلَهُمْ **كَعَصْفٍ** مَّأْكُولٍ
এটা নিরাপত্তা, যা ফজরের **উদয় পর্যন্ত** অব্যাহত থাকে	سَلَامٌ هِيَ **حَتَّىٰ مَطْلَعِ** الْفَجْرِ
শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের,	**وَالتِّينِ** وَالزَّيْتُونِ
তারা বললঃ **আল্লাহর কসম,** তোমরা তো জান, আমরা অনর্থ ঘটাতে এদেশে আসিনি	قَالُوا **تَاللَّهِ** لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ
ডানদিক থেকে ও **বামদিক থেকে** দলে দলে।	**عَنِ الْيَمِينِ** وَ**عَنِ الشِّمَالِ** عِزِينَ

৬। সময় ও স্থানবাচক শব্দ ظَرْفٌ

সময় এবং স্থান বাচক اِسْمٌ গুলোকে ظَرْفٌ বলা হয়। ظَرْفٌ দুই প্রকার। স্থান বাচক জারফ এবং সময় সূচক জারফ। ظَرْفٌ গুলোকে مُضَافٌ হিসেবে ধরা হয়। সুতরাং এর পরবর্তী শব্দ مُضَافٌ إِلَيْهِ হিসেবে মাজরুর হবে। যেমনঃ

সালাতের পরে	بَعْدَ الصَّلَاةِ	মসজিদটির সামনে	أَمَامَ الْمَسْجِدِ
যুহরের পূর্বে	قَبْلَ الظُّهْرِ	গাছটির নিচে	تَحْتَ الشَّجَرَةِ
আল্লাহর সাথে	مَعَ اللهِ	বাড়িটির পাশে	بِجَانِبِ الْبَيْتِ

এখানে আমরা কিছু জারফের উদাহরণ দেখি।

ظَرْفُ الزَّمَانِ **সময় সূচক জারফ**		ظَرْفُ الْمَكَانِ **স্থান বাচক জারফ**	
পরে	بَعْدَ	এখানে	هُنَا
আগে	قَبْلَ	সেখানে	هُنَاكَ
সকালে	صَبَاحًا	মধ্যে	بَيْنَ
দুপুরে	ظُهْرًا	নিকটে	قُرْبَ
বিকালে	مَسَاءً	দূরে	بَعِيْدًا
সকালে	سَحَرًا	নিকটে/কাছে	عِنْدَ/ لَدَى/لَدُنْ
রাতে	لَيْلاً	উপরে	فَوْقَ
আজ	الْيَوْمَ	পিছনে	وَرَاءَ

আগামীকাল	غَدًا	সামনে	أَمَامَ
গতকাল	أَمْسِ	পাশে	بِجَانِبِ
এখন	الْآنَ	ভিতরে	دَاخِلَ
সকালে	بُكْرَةً	বাহিরে	خَارِجَ
তাড়াতাড়ি	فَوْرَا	মধ্যে	وَسَطَ
শীঘ্রই	قَرِيْبًا	চারপাশে	حَوْلَ
ইতোমধ্যে	سَابِقًا	বিপরীতে	مُقَابِلَ
গত রাতে	لَيْلَةُ أَمْسِ	ডানে	يَمِينَ
আগামী সপ্তাহে	الْأُسْبُوْعُ الْمُقْبِلُ	বামে	يَسَارَ
আগামী পরশু	بَعْدَ غَدٍ	উত্তরে	شَمَالَ
গত পরশু	أَوَّلَ أمْسِ	দক্ষিণে	جُنُوبَ
মাঝে মাঝে	أَحْيانًا	পুর্বে	شَرْقَ
প্রায়ই	غَالِبًا	পশ্চিমে	غَرْبَ
প্রতিদিন	يَوْمِيًّا	সাথে	مَعَ

ظَرْفٌ গুলো সাধারণত মানসুব। তবে এর পূর্বে হারফ জার আসলে মাজরুর হয়। যেমনঃ

আল্লাহর নিকট থেকে	مِنْ عِنْدِ اللهِ
তার পেছন থেকে	مِنْ وَرَاءِهِ
তার পর থেকে	مِنْ بَعْدِ

কিছু কিছু ظَرْفٌ মাবনী। এদের মধ্যে আছে مَتَى , هُنَا، حَيْثُ , أَمْسِ, أَيْنَ ইত্যাদি।

যেখান থেকে	مِنْ حَيْثُ
কোথা থেকে?	مِنْ أَيْنَ
কখন পর্যন্ত?	إِلَى مَتَى

কুরআনীয় উদাহরণ (কেবল জারফ ও তার পরবর্তী ইসমটি লক্ষ্যনীয়)

এবং আপনি **তাদের কাছে** ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিলো।	وَمَا كُنتَ **لَدَيْهِمْ** إِذْ يَخْتَصِمُونَ
অতএব, আপনি **আল্লাহর সাথে** অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন না।	فَلَا تَدْعُ **مَعَ اللَّهِ** إِلَٰهًا آخَرَ
আমরা তাদেরকে **আমাদের পায়ের নীচে** পিষবো	نَجْعَلْهُمَا **تَحْتَ أَقْدَامِنَا**
তিনিই স্বীয় **বান্দাদের উপর** প্রবল	وَهُوَ الْقَاهِرُ **فَوْقَ عِبَادِهِ**
জ্ঞানময় **প্রজ্ঞাময়ের কাছ** থেকে	مِن **لَّدُنْ حَكِيمٍ** عَلِيمٍ
তোমাদের উপর কোন শাস্তি **উপর দিক** থেকে অথবা **তোমাদের পদতল** থেকে	عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن **فَوْقِكُمْ** أَوْ مِن **تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ**
তারপর, **মরে যাবার পর** তোমাদিগকে আমি তুলে দাঁড় করিয়েছি,	ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن **بَعْدِ مَوْتِكُمْ**
বরং **তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট** জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।	بَلْ أَحْيَاءٌ **عِندَ رَبِّهِمْ** يُرْزَقُونَ
আমরা তাঁদের **কারো মধ্যে** পার্থক্য করি না।	لَا نُفَرِّقُ **بَيْنَ أَحَدٍ** مِّنْهُمْ

উপরোক্ত উদাহরণগুলোতে কয়েকটি স্থানে জারফের সাথে সর্বনামের ব্যবহার রয়েছে যেমন, لَدَيْهِمْ (لَدَى+هِمْ), (أَقْدَامِ+نَا) أَقْدَامِنَا, (عِبَادِ+هِ) عِبَادِهِ ইত্যাদি। এ পর্যায়ে আমরা এসব সর্বনাম সম্পর্কে দেখবো। এখানে একটা বিষয় লক্ষনীয় যে আরবীতে বচন তিন প্রকার। বাংলায় যেমন তুমি এবং তোমরা কিন্তু আরবীতে তুমি, তোমরা দুজন এবং তোমরা সকলে।

৭। ضَمِيْرٌ সর্বনাম

আরবীতে সর্বনামকে বলা হয় ضَمِيْرٌ। এরা দুই প্রকার। এক প্রকার সর্বনাম কোন শব্দের সাথে যুক্ত না হয়ে মুক্তাবস্থায় বসে আর অন্য প্রকার সর্বনাম ইসম বা ক্রিয়ার সাথে যুক্তাবস্থায় বসে। সর্বনামগুলো নির্দিষ্ট।

ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ মুক্তসর্বনাম				
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন		
هُمْ	هُمَا	هُوَ		الغَائِبُ ৩য় পুরুষ
তারা	তারা দুজন	সে	পুং	
هُنَّ	هُمَا	هِيَ		
তারা	তারা দুজন	সে	স্ত্রী	
أَنْتُمْ	أَنْتُمَا	أَنْتَ		الْمُخَاطَبُ ২য় পুরুষ
তোমরা	তোমরা দুজন	তুমি	পুং	
أَنْتُنَّ	أَنْتُمَا	أَنْتِ		
তোমরা	তোমরা দুজন	তুমি	স্ত্রী	
نَحْنُ	نَحْنُ	أَنَا		الْمُتَكَلِّمُ ১ম পুরুষ
আমরা	আমরা দুজন	আমি	উভয়	

ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ সংযুক্ত সর্বনাম				
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন		
هُمْ	هُمَا	هُ		الْغَائِبُ ৩য় পুরুষ
তাদের/ তাদেরকে	তাদের দুজনের/ তাদের দুজনকে	তার/ তাকে	পুং	
هُنَّ	هُمَا	هَا		
তাদের/ তাদেরকে	তাদের দুজনের/ তাদের দুজনকে	তার/ তাকে	স্ত্রী	
كُمْ	كُمَا	كَ		الْمُخَاطَبُ ২য় পুরুষ
তোমাদের/ তোমাদেরকে	তোমাদের দুজনের/ তোমাদের দুজনকে	তোমার/ তোমাকে	পুং	
كُنَّ	كُمَا	كِ		
তোমাদের/ তোমাদেরকে	তোমাদের দুজনের/ তোমাদের দুজনকে	তোমার/ তোমাকে	স্ত্রী	
نَا	نَا	ي		الْمُتَكَلِّمُ ১ম পুরুষ
আমাদের/ আমাদেরকে	আমাদের দুজনের/ আমাদের দুজনকে	আমার/ আমাকে	উভয়	

লক্ষ্যণীয়ঃ

- ‘আমরা সকল’ এবং ‘আমরা দুজন’ দুই ক্ষেত্রে একই সর্বনাম ব্যবহৃত হয়।
- মুক্ত সর্বনামগুলো সাধারণত মারফু অবস্থায় থাকে। সংযুক্ত সর্বনামগুলো মানসুব বা মাজরুর অবস্থায় আসে।
- ي কে বলা হয় “ইয়া মুতাকাল্লিম”।

ইসমের সাথে সংযুক্ত সর্বনামগুলোর ব্যবহার

بَيْتُهُمْ	بَيْتُهُمَا	بَيْتُهُ
তাদের বাড়ি	তাদের দুজনের বাড়ি	তার বাড়ি
بَيْتُهُنَّ	بَيْتُهُمَا	بَيْتُهَا
তাদের বাড়ি	তাদের দুজনের বাড়ি	তার বাড়ি
بَيْتُكُمْ	بَيْتُكُمَا	بَيْتُكَ
তোমাদের বাড়ি	তোমাদের দুজনের বাড়ি	তোমার বাড়ি
بَيْتُكُنَّ	بَيْتُكُمَا	بَيْتُكِ
তোমাদের বাড়ি	তোমাদের দুজনের বাড়ি	তোমার বাড়ি
بَيتُنَا	بَيتُنَا	* بَيْتِي
আমাদের বাড়ি	আমাদের দুজনের বাড়ি	আমার বাড়ি

* "ইয়া মুতাকাল্লিম" এর পূর্বে যের/যবর/পেশ আসলে এতে সাকিন হয় এবং এর পূর্বের বর্ণে যের হয়। যেমনঃ

আমার কলম	قَلَمُ+ي = قَلَمِيْ
আমার কলমকে	قَلَمَ+ي = قَلَمِيْ
আমার কলমের	قَلَمِ+ي = قَلَمِيْ

ক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত সর্বনামগুলোর ব্যবহার। (رَأَيْتُ = আমি দেখেছিলাম, رَأَيْتَ = তুমি দেখেছিলে)

رَأَيْتُهُمْ	رَأَيْتُهُمَا	رَأَيْتُهُ
তাদেরকে দেখেছিলাম	তাদের দুজনকে দেখেছিলাম	তাকে দেখেছিলাম
رَأَيْتُهُنَّ	رَأَيْتُهُمَا	رَأَيْتُهَا
তাদেরকে দেখেছিলাম	তাদের দুজনকে দেখেছিলাম	তাকে দেখেছিলাম

رَأَيْتُكُمْ	رَأَيْتُكُمَا	رَأَيْتُكَ
তোমাদেরকে দেখেছিলাম	তোমাদের দুজনকে দেখেছিলাম	তোমাকে দেখেছিলাম
رَأَيْتُكُنَّ	رَأَيْتُكُمَا	رَأَيْتُكِ
তোমাদেরকে দেখেছিলাম	তোমাদের দুজনকে দেখেছিলাম	তোমাকে দেখেছিলাম
رَأَيْتَنَا	رَأَيْتَنَا	رَأَيْتَنِي*
আমাদেরকে দেখেছিলে	আমাদের দুজনকে দেখেছিলে	আমাকে দেখেছিলে

* ইয়া মুতাকাল্লিম'' ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হলে পুর্বে একটা نِ আসে, তখন হয় نِيْ যেমনঃ رَأَيْتَنِيْ

আবার অনেক সময় نِيْ এর يْ বাদ যায়।

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন	الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ
তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।	لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

হারফ জারের সাথে সংযুক্ত সর্বনামের কিছু উদাহরণঃ

فِيْهِمْ	فِيهِمَا	فِيْهِ
فِيْهِنَّ	فِيهِمَا	فِيْهَا
فِيْكُمْ	فِيكُمَا	فِيْكَ
فِيْكُنَّ	فِيكُمَا	فِيْكِ
فِيْنَا		فِيَّ

مِنْهُمْ	مِنهُمَا	مِنْهُ*
مِنْهُنَّ	مِنهُمَا	مِنْهَا
مِنْكُمْ	مِنْكُمَا	مِنْكَ
مِنْكُنَّ	مِنْكُمَا	مِنْكِ
مِنَّا		مِنِّيْ

لَهُمْ	لَهُمَا	لَهُ
لَهُنَّ	لَهُمَا	لَهَا
لَكُم	لَكُمَا	لَكَ
لَكُنَّ	لَكُمَا	لَكِ
لَنَا		لِيْ

عَلَيهِمْ	عَلَيهِمَا	عَلَيْهِ
عَلَيهِنَّ	عَلَيهِمَا	عَلَيْهَا
عَلَيكُمْ	عَلَيكُمَا	عَلَيْكَ
عَلَيكُنَّ	عَلَيكُمَا	عَلَيْكِ
عَلَيْنَا		عَلَيَّ

*** লক্ষ্যনীয়ঃ** সর্বনামগুলো মাবনী। যেমন আমরা উপরোক্ত উদাহরণগুলোতে দেখছি যে মুদাফ ইলাইহি হিসেবে (بَيْتُهُ) বা হারফ জারের পরে মাজরুর অবস্থায় (مِنْهُ) কিংবা ক্রিয়ার কর্ম হিসেবে মানসুব অবস্থায় (رَأَيْتُهُ) তাদের চেহারায় পরিবর্তন হয়নি। তবে,

- هُنَّ هُمْ هُمَا هُ এই চারটি সর্বনামের আগে যের বা ي আসলে এদের প্রথম অক্ষর যের বিশিষ্ট হয়। যেমনঃ فِيْهِنَّ، بِهِمْ، إِلَيْهِمْ ، عَلَيْهِمْ، فِيْهِ، بِهِ، ইত্যাদি। [ব্যতিক্রম সুরা ৪৮-১০] عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ
- لَهُ=لِ+هُ ইত্যাদি উচ্চারণের সুবিধার্থে
- ى এর পর কোন বর্ণ যোগ হলে তা ي তে পরিণত হয়। যেমনঃ عَلَيكَ = عَلَى+ كَ
- "ইয়া মুতাকাল্লিম" এর পূর্বে ا বা ى আসলে এতে যবর হয়।

  যেমনঃ عَلَيَّ = عَلَيْيَ = عَلَى+يْ

কুরআনীয় উদাহরণ (বাক্যের পূর্ণ গঠন বোঝার জন্য নয়, কেবল ضَمِيْرٌ এর ব্যবহার দ্রষ্টব্য)

বলুন, **তিনি** আল্লাহ, এক	قُلْ **هُوَ** اللَّهُ أَحَدٌ
যখন **তারা** তার কিনারায় বসেছিল	إِذْ **هُمْ** عَلَيْهَا قُعُودٌ
আর আমি **তাদেরকে** যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে	وَمِمَّا رَزَقْنَا**هُمْ** يُنفِقُونَ
তিনি আমাদের বলে দিন যে, **সেটা** কিরূপ	يُبَيِّن لَّنَا مَا **هِيَ**
হে মানব সমাজ! তোমরা **তোমাদের পালনকর্তার** এবাদত কর, যিনি **তোমাদিগকে** এবং **তোমাদের** পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, **তোমরা** পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا **رَبَّكُمُ** الَّذِي **خَلَقَكُمْ** وَالَّذِينَ مِن **قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ** تَتَّقُونَ
এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, **তুমি** ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক	وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ **أَنتَ** وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
এমতাবস্থায় যে, **সে** ভয় করে	وَ**هُوَ** يَخْشَىٰ
তার মধ্যে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ	**فِيهِنَّ** خَيْرَاتٌ حِسَانٌ
আমি কি **আপনার জন্য** আপনার বক্ষ উম্মুক্ত করে দেইনি	أَلَمْ نَشْرَحْ **لَكَ** صَدْرَكَ
আর যখন ফেরেশতা বলল হে মারইয়াম!, আল্লাহ **তোমাকে** পছন্দ করেছেন এবং **তোমাকে** পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর **তোমাকে** বিশ্ব নারী সমাজের উর্ধ্বে মনোনীত করেছেন।	وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا**كِ** وَطَهَّرَ**كِ** وَاصْطَفَا**كِ** عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ
তারা বলে, **আমরা** তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি	قَالُوا إِنَّمَا **نَحْنُ** مُصْلِحُونَ
এবং **আমি** এবাদতকারী নই, যার এবাদত তোমরা কর।	وَلَا **أَنَا** عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ

অধ্যায়-৩ (বাক্য গঠন)

বাক্য গঠনের শুরু হয় কোন কিছু সম্পর্কে পরিচিতি দানের মাধ্যমে। যেমন ধরেন কাছের একটা কলমকে দেখিয়ে আমরা বলি "এটা একটা কলম"। দূরের একটা বইকে দেখিয়ে বলি "ওটা একটা বই" ইত্যাদি। তাহলে আসুন বাক্য সম্পর্কে মূল আলোচনার আগে আমরা আমাদের চারপাশের জিনিসগুলোর পরিচয় দিই!

১। هٰذَا/هٰذِهِ এবং ذٰلِكَ/تِلْكَ এর ব্যবহার

পুরুষবাচক নিকটস্থ কোন কিছুকে নির্দেশ করতে هٰذَا (এটা) এবং দুরবর্তী কিছুকে নির্দেশ করতে ذٰلِكَ (ঐটা) ব্যবহৃত হয়। নিচে আমরা পুরুষ বাচক কিছু ইসমকে নির্দেশ করা শিখি,

এই একটি বাড়ি	هٰذَا بَيْتٌ
এই একটি চাবি	هٰذَا مِفْتَاحٌ
এটা একটা যাদু	هٰذَا سِحْرٌ
এটা একটা দিন	هٰذَا يَوْمٌ
এই একটি পাহাড়	هٰذَا جَبَلٌ
এই একটি নদী	هٰذَا نَهْرٌ
ঐ একটি বই	ذٰلِكَ كِتَابٌ
ঐ একজন লোক	ذٰلِكَ رَجُلٌ
ওটা একটা কাজ	ذٰلِكَ أَمْرٌ

স্ত্রীবাচক নিকটস্থ কোন কিছুকে নির্দেশ করতে هٰذِهِ (এটা) এবং দুরবর্তী কিছুকে নির্দেশ করতে تِلْكَ (ঐটা) ব্যবহৃত হয়। নিচে আমরা স্ত্রী বাচক কিছু ইসমকে নির্দেশ করা শিখি,

এই একটি ডাস্টার	هٰذِهِ خِرْقَةٌ
এই একটি ব্যাগ	هٰذِهِ حَقِبَةٌ
এটা একটা গাছ	هٰذِهِ شَجَرَةٌ
এটা একটা পাখা	هٰذِهِ مِرْوَحَةٌ
এই একটি বাগান	هٰذِهِ حَدِيقَةٌ
ঐ একটি গাভী	تِلْكَ بَقَرَةٌ
ঐ একটি গ্রাম	تِلْكَ قَرْيَةٌ
ঐ একটি কক্ষ	تِلْكَ غُرْفَةٌ
ঐ একটি ব্লাক বোর্ড	تِلْكَ سَبُّورَةٌ
ঐ একটি জানালা	تِلْكَ نَافِذَةٌ

অনুশীলনী–৩.১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

	এই একটি কলম
	ঐ একটি চাঁদ
	এই একটি নদী
	এই একটি বালক
	ঐ একটি পাখা

অনুশীলনী–৩.২

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর।

	هٰذَا سِحْرٌ
	ذٰلِكَ الرَّجُلُ
	تِلْكَ جَنَّةٌ
	هٰذَا مِفْتَاحٌ
	هٰذَا نَهْرٌ
	هٰذِهِ بقَرَةٌ
	هٰذِهِ قَرْيَةٌ

২। বাক্য جُمْلَةٌ

আরবীতে বাক্যকে বলা হয় جُمْلَةٌ । বাক্য দুই প্রকার। ১) নামপ্রধান বাক্য এবং ২) ক্রিয়া প্রধান বাক্য

১) নামপ্রধান বাক্য বা اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ

যখন কোন বাক্য اِسْمٌ বা حَرْفٌ দিয়ে শুরু হয় তখন তাকে নামপ্রধান বাক্য বা اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ বলে। এর দুটি অংশ রয়েছেঃ ক) مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য (subject) অর্থাৎ যার উদ্দেশ্যে কিছু বলা হয় এবং খ) خَبَرٌ বিধেয় (predicate) অর্থাৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে খবর/সংবাদ দেওয়া হয়।

مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ সর্বদা مَرْفُوْعٌ হবে। কিছু ব্যতিক্রম বাদে মুবতাদা শুরুতে আসলে নির্দিষ্ট হয়। খবর নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট উভয়ই হতে পারে। মুবতাদা ও খবরের মধ্যে লিংগ ও বচনে মিল থাকবে। যেমন আমরা নিচে একটা বাক্য দেখি,

বইটি নতুন

বাক্যটিতে 'বইটি' সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে তা নতুন। সুতরাং বইটি হল مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য আর তার خَبَرٌ হলো 'নতুন'। [অধ্যায় ১৩ এ আমরা মুবতাদা ও খবর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানব ইন শা আল্লাহ]

২) ক্রিয়া প্রধান বাক্য বা اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ

যখন কোন বাক্য فِعْلٌ দিয়ে শুরু হয় তখন তাকে اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ বলে। এর মৌলিক দুইটি অংশ। فِعْلٌ ক্রিয়া (verb) ও فَاعِلٌ কর্তা (Doer)। কর্তা সর্বদা মারফু।

খালিদ বের হলো

কর্তা অনেক সময় উহ্য বা গোপন থাকতে পারে যেমন, নিচের বাক্যটিতে কর্তা هُوَ "সে" উহ্য আছে।

"সে" বের হলো
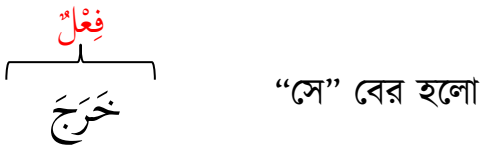
৩। এক শব্দ বিশিষ্ট খবর اَلْخَبَرُ الْمُفْرَدُ

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ এর দুইটি অংশ مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ যেমন الكِتَابُ جَدِيْدٌ বাক্যটিতে الكِتَابُ হল مُبْتَدَأٌ আর جَدِيْدٌ হল خَبَرٌ। এখানে খবর মাত্র একটি শব্দ বিশিষ্ট। এধরণের এক শব্দ বিশিষ্ট খবরকে বলা হয় الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ।

এক শব্দ বিশিষ্ট خَبَرٌ এর আরও কিছু উদাহরণঃ

বাংলা অর্থ	خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ	বাংলা অর্থ	خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ
কলমটি ভাঙ্গা	مَكْسُوْرٌ	الْقَلَمُ	রুমালটি নোংরা	وَسِخٌ	الْمِنْدِيْلُ
দরজাটি খোলা	مَفْتُوْحٌ	الْبَابُ	পানি ঠান্ডা	بَارِدٌ	الْمَاءُ
বালকটি বসা	جَالِسٌ	الْوَلَدُ	চাঁদটি সুন্দর	جَمِيْلٌ	الْقَمَرُ

অনুশীলনী–৩.৩

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

	বাড়িটি বড়
	বইটি নতুন
	টেবিলটি ভাঙ্গা
	পানি গরম
	দরজাটি খোলা

অনুশীলনী–৩.৪

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর।

السَّرِيْرُ مَكْسُورٌ	
اَلْقَلَمُ قَدِيمٌ	
اَلْقِطُّ صَغِيرٌ	
اَلْكَلْبُ كَبِيرٌ	
اَلْمِنْدِيلُ وَسِخٌ	

অনুশীলনী–৩.৫

বাক্য দুটির ব্যকরণগত বিশ্লেষণ লক্ষ কর।

عَذَابُ القَبْرِ شَدِيْدٌ	ذٰلِكَ بَيْتُ خَالِدٍ
কবরের আযাব কঠোর	ঐটা খালিদের বাড়ি
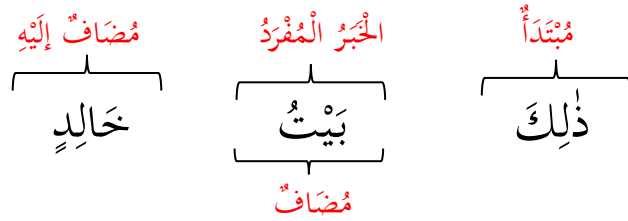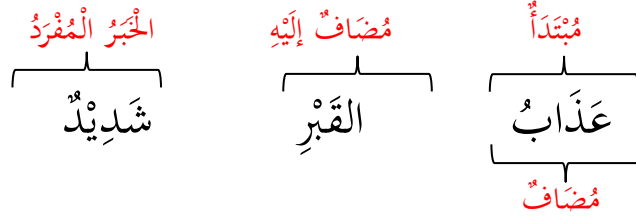
নিচের বাক্যগুলোর ব্যকরণগত বিশ্লেষণ কর,

اِسْمِيْ حَامِدٌ	আমার নাম হামিদ	اَلْقَلَمُ مَكْسُورٌ	কলমটি ভাঙা
ذٰلِكَ بَيْتُنَا	ওটা আমাদের বাড়ি	اَلْقَلَمُ قَدِيمٌ	কলমটি পুরাতন
بَيْتُنَا جَمِيْلٌ	আমাদের বাড়িটি সুন্দর	اَلْقِطُّ صَغِيرٌ	বিড়ালটি ছোট
مَدْرَسَةُ خَالِدٍ كَبِيْرَةٌ	খালিদের স্কুলটি বড়	اَلْكَلْبُ كَبِيرٌ	কুকুরটি বড়
عَذَابُ القَبْرِ شَدِيْدٌ	কবরের আযাব কঠোর	اَلْمِنْدِيلُ وَسِخٌ	রুমালটি নোংরা
اَلْقَمَرُ جَمِيلٌ	চাঁদটি সুন্দর	اَلْمَاءُ بَارِدٌ	পানি ঠান্ডা
هٰذِهِ قَرْيَتُنَا	এটা আমাদের গ্রাম	اَلْبَيْتُ قَرِيبٌ	বাড়িটি নিকটে
أَنَا طَالِبٌ	আমি একজন ছাত্র	اَلْمَسْجِدُ بَعِيدٌ	মসজিদটি দূরে
حَيَاةُ الآخِرَةِ دَائِمَةٌ	আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী	اَلْحَجَرُ ثَقِيلٌ	পাথরটি ভারী
العَرَبِيَّةُ لُغَةُ الْقُرآنِ	আরবী কুরানের ভাষা	اَلْقَمِيصُ نَظِيفٌ	জামাটি পরিস্কার

উপরোক্ত উদাহরণগুলোতে খবর মাত্র এক শব্দ বিশিষ্ট। কিন্তু খবর কয়েকটি শব্দের কিংবা একটা পুরো বাক্যেরই হতে পারে।

৪। জার মাজরুর খবর جَارٌّ وَمَجْرُوْرٌ خَبَرٌ

حَرْفُ جَرٍّ ও তার পরবর্তী اِسْمٌ مَجْرُوْرٌ মিলে গঠিত হয় جَارٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ যেমন,

বইটি টেবিলের উপর

অথবা যদি مُبْتَدَأٌ অনির্দিষ্ট হয় তাহলে হবে,

টেবিলটির উপর একটি বই

আমরা এর আরও কিছু উদাহরণ দেখি,

مُبْتَدَأٌ	جَارٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ	جَارٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ
رَجُلٌ	فِي الْمَطْبَخِ	فِي الْمَطْبَخِ	اَلرَّجُلُ
রান্না ঘরটিতে একজন লোক		লোকটি রান্না ঘরে	
حِصَانٌ	فِي الْحَقْلِ	فِي الْحَقْلِ	اَلْحِصَانُ
খামারটিতে একটি ঘোড়া		ঘোড়াটি খামারে	

পড় ও লিখ

الْمِرْوَحَةُ عَلَى الْمَكْتَبِ

পাখাটি টেবিলটির উপর

عَلَى الْمَكْتَبِ مِرْوَحَةٌ

টেবিলটির উপর একটি পাখা

أَيْنَ التُّفَّاحُ؟

আপেলগুলো কোথায়?

التُّفَّاحُ فِيْ الْكَيْلَةِ

আপেলগুলো ঝুড়িতে

أَيْنَ السَّيَّارَةُ؟

গাড়িটি কোথায়?

السَّيَّارَةُ فِيْ الشَّارِعِ

গাড়িটি রাস্তায়

الْكُرْسِيُّ كَأَرِيكَةٍ

চেয়ারটি একটি সোফার মত

لِمَنْ هُوَ؟

সেটা কার জন্য?

هُوَ لِحَامِدٍ

সেটা হামিদের জন্য

الزَّهْرَةُ فِيْ الْإِنَاءِ

ফুলটি ফুলদানিতে

فِيْ الْإِنَاءِ زَهْرَةٌ

ফুলদানিতে একটি ফুল

بِمَ كَتَبْتَ؟

কি দিয়ে লিখেছিলে?

كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ

কলম দিয়ে লিখেছিলাম

অনুশীলনী–৩.৬

বাক্য দুটির ব্যকরণগত বিশ্লেষণ লক্ষ কর।

عَلَى السَّرِيْرِ مِفْتَاحٌ	الْمِفْتَاحُ عَلَى السَّرِيْرِ
খাটের উপর একটা চাবি	চাবিটি খাটের উপর
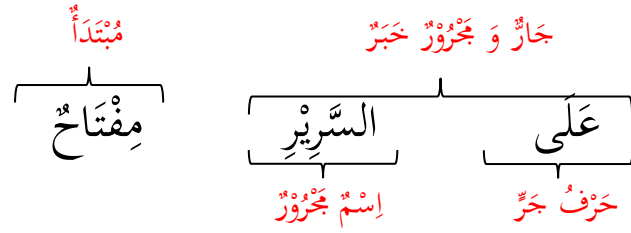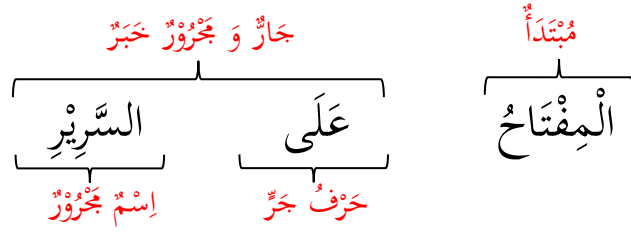
নিচের বাক্যগুলো পড় এবং حَرْفُ جَرٍّ ও اِسْمٌ مَجْرُوْرٌ নির্দিষ্ট কর।

الطَّالِبُ فِي الفَصْلِ	ছাত্রটি ক্লাস রুমে	أَيْنَ الطَّالِبُ؟	ছাত্রটি কোথায়?
فِي البَيْتِ طَبِيْبٌ	বাড়িতে একজন ডাক্তার	مَنْ فِي البَيْتِ؟	বাড়িতে কে?
أَنَا مِنَ الْهِنْدِ	আমি ভারত থেকে	مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟	তুমি কোথা থেকে?
القَلَمُ لِحَامِدٍ	কলমটি হামিদের	لِمَنِ الْقَلَمُ؟	কলমটি কার?
فِي الشَّارِعِ سَيَّارَةٌ	রাস্তায় একটি গাড়ি	مَا فِي الشَّارِعِ؟	রাস্তায় কি?
بِالبَابِ سَائِلٌ	দরজায় একজন ভিক্ষুক	مَنْ بِالبَابِ؟	দরজায় কে?
وَاللهِ هُوَ كَاذِبٌ	আল্লাহর কসম, সে একজন মিথ্যাবাদী	وَجْهُكَ كَالْقَمَرِ	তোমার চেহারা চাদের মত
ذَهَبَ إِلَى السُّوقِ	সে বাজারের দিকে গেল	أَيْنَ ذَهَبَ خَالِدٌ؟	খালিদ কোথায় গেল?
نَامَ حَتَّى الصَّبَاحِ	সে সকাল পর্যন্ত ঘুমাল	حَتَّى مَتَى نَامَ ؟	সে কতক্ষণ ঘুমালো?
عَائِشَةُ كَالْقَمَرِ	আয়েশা চাঁদের মত	الْمَكْتَبُ مِنَ الخَشَبِ	টেবিলটি কাঠের তৈরী

অনুশীলনী–৩.৭

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

	বাগানটির মধ্যে একটি চেয়ার
	গাধাটি ঘোড়ার মত বড়
	ফুলটি তার হাতের মধ্যে
	আমি বাংলাদেশ থেকে
	টেবিলে উপর কি?

৫। জারফ খবর ظَرْفٌ خَبَرٌ

শুধু ظَرْفٌ গুলোই خَبَرٌ । যেমনঃ اللّٰهُ فَوْقَ الْعَرْشِ আল্লাহ আরশের উপর - এখানে اللّٰهُ হল মুবতাদা, فَوْقَ হল জারফ খবর।
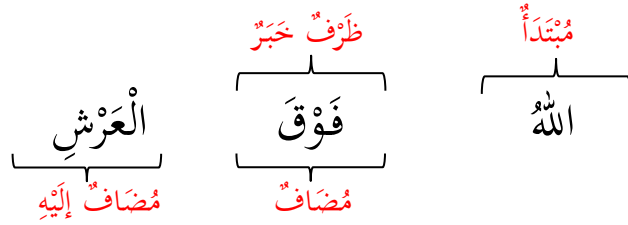
আমরা আরও কিছু উদাহরণ লক্ষ্য করি,

ظَرْفٌ خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ	مُبْتَدَأٌ	ظَرْفٌ خَبَرٌ
تَحْتَ الْمَكْتَبِ حَقِيْبَةٌ টেবিলটির নীচে একটি ব্যাগ	الْحَقِيْبَةُ تَحْتَ الْمَكْتَبِ ব্যাগটি টেবিলের নীচে
فَوْقَ السَّقْفِ رَجُلٌ ছাদটির উপরে একজন লোক	الرَّجُلُ فَوْقَ السَّقْفِ লোকটি ছাদের উপরে
خَلْفَ الْمَسْجِدِ بَيْتٌ মসজিদটির পিছনে একটি বাড়ি	البَيتُ خَلْفَ الْمَسْجِدِ ঘরটি মসজিদের পিছনে
أَمَامَ الْمَدْرَسَةِ نَهْرٌ স্কুলের সামনে একটি নদী	النَّهْرُ أَمَامَ الْمَدْرَسَةِ নদীটি স্কুলের সামনে

লক্ষ্যণীয়ঃ مُبْتَدَأٌ অনির্দিষ্ট হওয়াতে ظَرْفٌ خَبَرٌ এর পরে এসেছে।

অনুশীলনী–৩.৮

বাক্য দুটির ব্যকরণগত বিশ্লেষণ লক্ষ কর।

تَحْتَ الشَّجَرَةِ حِصَانٌ	الْحِصَانُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
গাছের নিচে একটি ঘোড়া	ঘোড়াটি গাছের নিচে
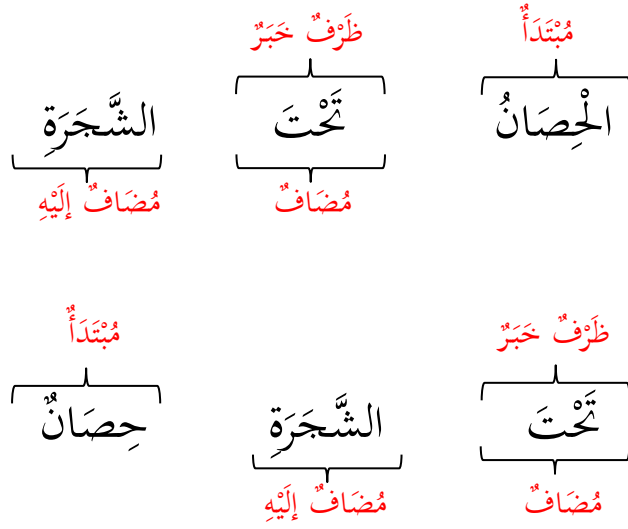
নিচের বাক্যগুলো পড় এবং ظَرْفٌ নির্দিষ্ট কর।

আমাদের বাড়িটি বাজারের নিকটে	بَيْتُنَا قُرْبَ السُّوْقِ
মসজিদটির পাশে একটি নলকূপ	بِجَانِبِ الْمَسْجِدِ عَيْنٌ
আজ আবহাওয়া গরম	الْجَوُّ حَارٌّ الْيَوْمَ
রুমের বাইরে একজন লোক	خَارِجَ الْغُرْفَةِ رَجُلٌ
মাঠের চারপাশে একটি বাগান	حَوْلَ الْمَلْعَبِ حَدِيْقَةٌ
তুমি এখন কোথায়?	أَيْنَ أَنْتَ الْآنَ؟
মসজিদের বিপরীতে আমার অফিস	مَكْتَبَتِيْ مُقَابِلَ الْمَسْجِدِ
প্রতিদিন আমি স্কুলে যাই	أَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ يَوْمِيًّا
আগামী পরশু আমরা যাব	نَحْنُ نَذْهَبُ بَعْدَ غَدٍ

৬। খবর হিসেবে নামপ্রধান বাক্য اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ خَبَرٌ

একটা পুর্ণ নাম প্রধান বাক্য আবার অন্য একটি মুবতাদার খবর হতে পারে। এক্ষেত্রে নাম প্রধান খবরে একটা সর্বনাম থাকে যা পুর্বোক্ত মুবতাদাকে নির্দেশ করে। যেমন নিচের বাক্যটি লক্ষ্য করি,
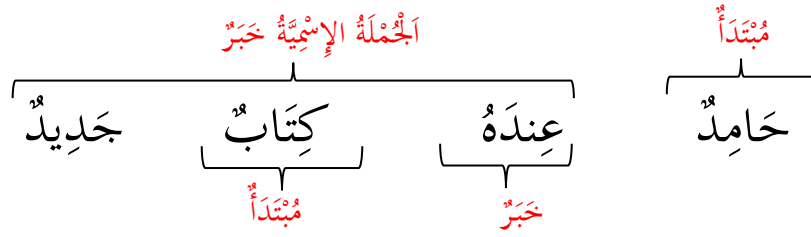
সম্পূর্ণ বাক্যের মুবতাদা হল حَامِدٌ এবং খবর হল عِنْدَهُ كِتَابٌ جَدِيدٌ যা নিজেই একটা নাম প্রধান বাক্য। عِنْدَهُ এর هُ দ্বারা حَامِدٌ কে নির্দেশ করা হয়েছে। অনুরূপ আরও কিছু বাক্য হল,

مُبْتَدَأٌ	اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ خَبَرٌ	বাংলা অর্থ
أَحْمَدُ	لَهُ طِفْلٌ صَغِيْرٌ مُبْتَدَأٌ = طِفْلٌ خَبَرٌ= لَهُ	আহমাদ, তার একটি ছোট শিশু আছে
آمِنَةُ	مَعَهَا زَوْجُهَا مُبْتَدَأ= زَوْجٌ خَبَرٌ=مَعَ	আমিনাহ, তার সাথে তার বর
اللَّهُ	عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ مُبْتَدَأ= أَجْرٌ خَبَرٌ= عِندَ	আল্লাহ, তার কাছে আছে বিরাট পুরস্কার
الْوَلَدُ	اسْمُهُ حَامِدٌ مُبْتَدَأ= اسْمُ خَبَرٌ= حَامِدٌ	ছেলেটি, তার নাম হামিদ

৭। খবর হিসেবে ক্রিয়া প্রধান বাক্য اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ خَبَرٌ

এক্ষেত্রে একটি পূর্ন ক্রিয়া প্রধান বাক্য অন্য একটা মুবতাদার খবর হয় । যেমন নিচের বাক্যটি লক্ষ্য করি,
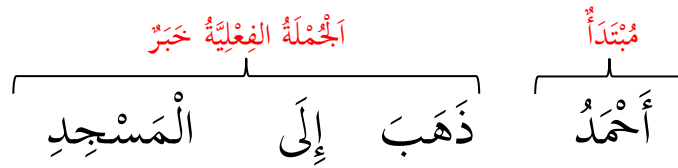
সম্পূর্ণ বাক্যের মুবতাদা হল حَامِدٌ এবং খবর হল ذَهَبَ إِلى الْمَسْجِدِ যা নিজেই একটা ক্রিয়া প্রধান বাক্য। যেখানে ذَهَبَ হল ক্রিয়া এবং কর্তা هُوَ যা উহ্য (مُسْتَتِرٌ) । অনুরূপ আরও কিছু ক্রিয়া প্রধান বাক্যের খবর বাক্য হল,

বাংলা অর্থ	الْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ
আহমাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে গেল	ذَهَبَ إِلَى الْجَامِعَةِ فِعْلٌ=ذَهَبَ فَاعِلٌ= هُوَ (مُسْتَتِرٌ)	أَحْمَدُ
শিক্ষকটি ক্লাস রুম থেকে বেরিয়ে গেল	خَرَجَ مِنَ الفَصْلِ فِعْلٌ=خَرَجَ فَاعِلٌ= هُوَ (مُسْتَتِرٌ)	الْمُدَرِّسُ
আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছানা	جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا فِعْلٌ= جَعَلَ فَاعِلٌ= هُوَ (مُسْتَتِرٌ)	وَاللَّهُ

৮। না-বাচক নাম প্রধান বাক্য

নাম প্রধান বাক্যে না অর্থে مَا ব্যবহৃত হয়। مَا খবরকে মানসুব করে। অনেক সময় مَا এর পর بِ অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

না-বাচক বাক্য		হ্যা-বাচক বাক্য
مَا الْبَيْتُ بِجَدِيْدٍ বাড়িটি নতুন নয়	مَا الْبَيْتُ جَدِيْدًا বাড়িটি নতুন নয়	اَلْبَيْتُ جَدِيْدٌ বাড়িটি নতুন
مَا أَنَا بِمُدَرِّسٍ আমি শিক্ষক নই	مَا أَنَا مُدَرِّسًا আমি শিক্ষক নই	أَنَا مُدَرِّسٌ আমি একজন শিক্ষক
	مَا عِنْدِي سَيَّارَةٌ আমার কাছে কোন গাড়ি নাই	عِنْدِيْ سَيَّارَةٌ আমার একটি গাড়ি আছে

দুটি না-বোধকের জন্য প্রথমটির পূর্বে مَا বসে এবং দ্বিতীয়টির পূর্বে لَا বসে।

না আমার কাছে কোন বই আছে না কোন কলম	مَا عِنْدِيْ قَلَمٌ وَ لَا كِتَابٌ
সে বাঘও না এবং ভাল্লুকও না	مَا هُوَ بَبْرًا وَ لَا دُبًّا
সে না কোন শিক্ষক না কোন ছাত্র	مَا هُوَ مُدَرِّسًا وَ لَا طَالِبًا
সুতরাং তার জন্য কোন শক্তি নাই আর নাই কোন সাহায্যকারী	فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

আবার কখনও কখনও দুটি لَا ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং তাদের কোন ভয় নাই আর না তারা চিন্তিত হবে	فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অনুশীলনী–৩.৯

উদাহরণ চারটি পড় এবং অনুরুপভাবে বাকী বাংলা বাক্যগুলোর আরবী কর।

مَا الطَّالِبُ جَدِيدًا	ছাত্রটি নতুন নয়
مَا عَلَى الْمَكْتَبِ كِتَابٌ	টেবিলের উপর কোন বই নাই
مَا الْكِتَابُ عَلَى الْمَكْتَبِ	বইটি টেবিলের উপর নয়
مَا هُوَ طَوِيلًا وَ لَا قَصِيْرًا	সে লম্বাও নয় এবং খাটোও নয়
	বালকটির জামা পরিস্কার নয়
	তার বাবা ডাক্তার নয়
	লোকটি ধনী নয়
	আমি মিথ্যাবাদী নই
	আমার কাছে কিছু নাই
	মসজিদটি বড় নয়
	আকাশ মেঘাচ্ছন্ন নয়
	ফলটি কাচাও নয় পাকাও নয়

প্রয়োজনীয় শব্দার্থঃ

মিথ্যাবাদী	ধনী	ডাক্তার	জামা	পরিস্কার
كَاذِبٌ	غَنِيٌّ	طَبِيْبٌ	قَمِيصٌ	نَظِيفٌ
কাঁচা (স্ত্রী)	মেঘাচ্ছন্ন	আকাশ	পাকা (স্ত্রী)	কিছু
خَامَةٌ	غَائِمٌ	سَمَاءٌ	مُحْصِدَةٌ	شَيءٌ

অধ্যায়-৪ (লিঙ্গ ও বচন)

১। الْمُذَكَّرُ এবং الْمُؤَنَّثُ

আরবীতে প্রত্যেকটা اِسْمٌ হয় الْمُذَكَّرُ পুরুষবাচক অথবা الْمُؤَنَّثُ স্ত্রীবাচক। ক্লীব লিঙ্গ বলে কিছু নাই। স্ত্রীবাচক শব্দ কয়েকভাবে হতে পারে,

১ .স্ত্রীবাচক নামঃ

سُعَادُ	زَيْنَبُ	مَرْيَمُ
সুয়াদু	যায়নাবু	মারইয়ামু

২ .স্ত্রীবাচক সম্পর্কঃ

بِنْتٌ	أُخْتٌ	عَرُوْسٌ	أُمٌّ
কন্যা	বোন	বধূ	মা

৩ .দেহের যে অঙ্গসমুহ দুটো করে আছেঃ

عَيْنٌ	يَدٌ	أُذُنٌ	رِجْلٌ
চোখ	হাত	কান	পা

৪ .শেষে তা التَّاءُ مَرْبُوْطَةُ বিশিষ্টঃ

زَوجَةٌ	دَرَّاجَةٌ	بَقَرَةٌ	حَقِيْبَةٌ	قَرْيَةٌ
স্ত্রী	সাইকেল	গাভী	ব্যাগ	গ্রাম

أُمَّةٌ	زِلَّةٌ	جَنَّةٌ	زَكَاةٌ	صَلاَةٌ
জাতি	লাঞ্চনা	বাগান	যাকাত	সালাত

কিছু শব্দে শেষে ة থাকলেও স্ত্রীবাচক নয়। যেমন عَلَّامَةٌ ، خَلِيْفَةٌ

৫ .শেষে الأَلِفُ الْمَقْصُوْرَةُ বিশিষ্টঃ

كُبْرَى	سَلْمَى	لَيْلَى	بُشْرَى	حُبْلَى	دُنْيَا	عَطْشَى
বড় (মহিলা)	সালমা	লায়লা	সুসংবাদ	গর্ভবতী	নিকটবর্তী	পিপাশার্ত

কিছু শব্দে শেষে ى থাকলেও স্ত্রীবাচক নয়। যেমনঃ يَتَمَى ، أَعْمَى ، أَعْلَى ، مَعْنَى ইত্যাদি

৬ .শেষে الأَلِفُ الْمَمْدُوْدَةُ বিশিষ্টঃ اء

حَسْنَاءُ	أَسْمَاءٌ	خَضْرَاءُ	حَمْرَاءُ	سَمَاءٌ
সুন্দরী নারী	নাম সমূহ	সবুজ	লাল	আকাশ

কিছু শব্দে শেষে اء থাকলেও স্ত্রীবাচক নয়। যেমন عُلَمَاءُ ، فُقَرَاءُ ، شُهَدَاءُ

৭ .পুরুষবাচক শব্দের শেষে ة যোগ করে

طَبِيْبَةٌ	اِبْنَةٌ	لَيْلَةٌ	مُسْلِمَةٌ	جَدِيْدَةٌ
ডাক্তারনী	কন্যা	রাত	মুসলিমাহ	নতুন

৮. আগুনের কিছু নাম

جَهَنَّمُ	نَارٌ	سَعِيْرٌ	جَحِيْمٌ	سَقَرٌ
জাহান্নাম	আগুন	সায়ির	জাহিম	সাকার

৯. বাতাসের কিছু নাম

رِيْحٌ	سَمُوْمٌ	صَرْصَرٌ	عَاصِفٌ
বাতাস	ঘূর্ণি ঝড়	হিমবাহ	ঝড়ো বাতাস

১০. কিছু দৈনন্দিন শব্দ ও দেশ , শহর বা গোত্রের নাম

خَمْرٌ	دَارٌ	طَرِيْقٌ	نَفْسٌ	أَرْضٌ
মদ	বাড়ি	পথ	সত্তা	মাটি

شَمْسٌ	حَرْبٌ	مِصْرُ	دِمَشْقُ	قُرَيْشٌ
সূর্য	যুদ্ধ	মিশর	দামেস্ক	কোরাইশ

কিছু শব্দ স্ত্রী ও পুরুষ উভয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমনঃ

سُوْقٌ	حَالٌ	رُوْحٌ	نَفْسٌ	بَلَدٌ	طَرِيْقٌ	إِصبَعٌ
বাজার	অবস্থা	রূহ	আত্মা	দেশ	পথ	আঙ্গুল

অনুশীলনী–৪.১

উদাহরণ তিনটি পড় এবং অনুরূপভাবে বাকী পুরুষবাচক শব্দগুলোকে স্ত্রীবাচক করে তা দিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরী কর।

অর্থ	বাক্য	স্ত্রী	পুং	
ফাতিমা খাটো	فَاطِمَةُ قَصِيرَةٌ	قَصِيرَةٌ	قَصِيرٌ	খাটো
সে একজন মহিলা ইঞ্জিনিয়ার	هِيَ مُهَنْدِسَةٌ	مُهَنْدِسَةٌ	مُهَنْدِسٌ	প্রকৌশলী
বিলালের কন্যা একজন ডাক্তার	اِبْنَةُ بِلَالٍ طَبِيْبَةٌ	اِبْنَةٌ	اِبْنٌ	পুত্র
			غَنِيٌّ	ধনী
			كَافِرٌ	অবিশ্বাসী

			خَادِمٌ	সেবক
			عَالِمٌ	জ্ঞানী
			حَاضِرٌ	উপস্থিত
			مُعَلِّمٌ	শিক্ষক
			جَاهِلٌ	অজ্ঞ
			صَادِقٌ	সত্যবাদী
			حَالٌ	অবস্থা
			قَرِيبٌ	নিকটবর্তী
			سَعِيدٌ	নেতা
			مُغْلَقٌ	বন্ধ
			حَيٌّ	জীবিত
			مَيِّتٌ	মৃত
			خَشِنٌ	রুদ্র
			سَارِقٌ	চোর
			طَوِيلٌ	লম্বা
			وَاسِعٌ	প্রশস্ত

২। الْمُفْرَدُ একবচন, الْمُثَنَّى দ্বিবচন, الْجَمْعُ বহুবচন

শব্দের শেষে তানয়ীন থাকলে একবচনকে নির্দেশ করে। যেমন كِتَابٌ একটি বই। حَقِيْبَةٌ একটি ব্যাগ ইত্যাদি। আমরা এই অধ্যায়ে দ্বিবচন ও বহুবচন করার নিয়ম শিখব।

দ্বিবচন করার নিয়মঃ

ইসম مَرْفُوْعٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে اَنِ যোগ করে এবং مَنْصُوْبٌ ও مَجْرُوْرٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে يْنِ যোগ করে দ্বিবচন করতে হয়।

الْمُثَنَّى	الْمُفْرَدُ	ক্ষেত্র
عِنْدِيْ كِتَابَانِ আমার কাছে দুইটি বই	عِنْدِيْ كِتَابٌ আমার কাছে একটি বই	مَرْفُوْعٌ
رَأَيْتُ طَالِبَيْنِ দুজন ছাত্রকে দেখেছিলাম	رَأَيْتُ طَالِبًا একজন ছাত্রকে দেখেছিলাম	مَنْصُوْبٌ
هٰذَا لِطَالِبَيْنِ এটা দুজন ছাত্রের জন্য	هٰذَا لِطَالِبٍ এটা একজন ছাত্রের জন্য	مَجْرُوْرٌ
عِنْدِيْ حَقِيْبَتَانِ আমার কাছে দুইটি ব্যাগ	عِنْدِيْ حَقِيْبَةٌ আমার কাছে একটি ব্যাগ	مَرْفُوْعٌ
رَأَيْتُ طَالِبَتَيْنِ দুজন ছাত্রীকে দেখেছিলাম	رَأَيْتُ طَالِبَةً একজন ছাত্রীকে দেখেছিলাম	مَنْصُوْبٌ
هٰذَا لِطَالِبَتَيْنِ এটা দুজন ছাত্রীর জন্য	هٰذَا لِطَالِبَةٍ এটা একজন ছাত্রীর জন্য	مَجْرُوْرٌ

[উল্লেখ্য যে শব্দের শেষে ى ،ء ،ا থাকলে সামান্য ভিন্ন নিয়ম]

দ্বিবচনগুলো মুদাফ হলে ن উঠে যায়।

বেলালের দুই কন্যা কোথায় ?	أَيْنَ بِنْتَا بِلَالٍ؟	بِنْتَانِ
বেলালের দুই কন্যাকে দেখেছিলাম	رَأَيْتُ بِنْتَيْ بِلَالٍ	بِنْتَيْنِ
বেলালের দুই কন্যাকে খুঁজছি	أَبْحَثُ عَنْ بِنْتَيْ بِلَالٍ	بِنْتَيْنِ

অনুশীলনী–৪.২

উদাহরণ তিনটি পড় এবং অনুরূপভাবে বাকী একবচনগুলোকে দ্বিবচন কর।

অর্থ	দ্বিবচন (মানসুব ও মাজরুর)	অর্থ	দ্বিবচন (মারফু)	অর্থ	একবচন (মারফু)
দুজন লোককে/ দুজন লোকের	رَجُلَيْنِ	দুজন লোক	رَجُلَانِ	একজন লোক	رَجُلٌ
দুজন নারীকে/ দুজন নারীর	اِمْرَأَتَيْنِ	দুজন নারী	اِمْرَأَتَانِ	একজন নারী	اِمْرَأَةٌ
দুটি শিশুকে/ দুটি শিশুর	طِفْلَيْنِ	দুটি শিশু	طِفْلَانِ	একটি শিশু	طِفْلٌ
				একজন ছাত্র	تِلْمِيْذٌ
				একটি গোড়ালী	كَعْبٌ
				একজন মিথ্যুক	كَاذِبٌ
				একজন স্বামী	زَوْجٌ
				একজন মুর্খ	جَاهِلٌ
				একজন সহপাঠী	زَمِيْلٌ

				একটি গ্রাম	قَرْيَةٌ
				একজন বন্ধু	صَادِقٌ
				একটি হাত	يَدٌ
				একটি হাতা	كُمٌّ
				একটি ঋণ	خَصْمٌ
				একটি কনুই	مِرْفَقٌ
				একটি চোখ	عَيْنٌ
				একজন জ্ঞানী	عَالِمٌ
				একটি বাহু	سَاعِدٌ

কুরআনীয় উদাহরণ

বিবাদমান দুটি পক্ষ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি	**خَصْمَانِ** بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ
দুটি উদ্যান, একটি ডানদিকে, একটি বামদিকে	**جَنَّتَانِ** عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ
আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে **দুটি হৃদয়** স্থাপন করেননি	مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن **قَلْبَيْنِ** فِي جَوْفِهِ
আপনি তাদের কাছে **দু ব্যক্তির** উদাহরণ বর্ণনা করুন	وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا **رَّجُلَيْنِ**
আমি রাত্রি ও দিনকে **দুটি নিদর্শন** করেছি	وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ **آيَتَيْنِ**

বহুবচন করার নিয়মঃ

আরবীতে বহুবচন দুপ্রকার ১। جَمْعٌ سَالِمٌ সুগঠিত বহুবচন ২। جَمْعٌ تَكْسِيرٌ ভঙ্গুর বহুবচন

সুগঠিত বহুবচন দুই প্রকারঃ

١ . جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ ٢. جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمُ

جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ এর ক্ষেত্রে ইসম مَرْفُوْعٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে وْنَ যোগ করে এবং مَنْصُوْبٌ ও مَجْرُوْرٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে يْنَ যোগ করে বহুবচন করতে হয়। কিছু ব্যতিক্রম বাদে সাধারনত ব্যক্তিবাচকের ক্ষেত্রে সুগঠিত বহুবচন হয়। বস্তুবাচকের ক্ষেত্রে পুরুষ বাচক সুগঠিত বহুচন হয় না।

الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ	ক্ষেত্র
هُمْ مُسْلِمُوْنَ তারা মুসলিম	هُوَ مُسْلِمٌ সে একজন মুসলিম	مَرْفُوْعٌ
رَأَيْتُ مُسْلِمِيْنَ মুসলিমদেরকে দেখেছিলাম	رَأَيْتُ مُسْلِمًا একজন মুসলিমকে দেখেছিলাম	مَنْصُوْبٌ
هٰذَا لِمُهَنْدِسِيْنَ এটা প্রকৌশলীদের জন্য	هٰذَا لِمُهَنْدِسٍ এটা একজন প্রকৌশলীর জন্য	مَجْرُوْرٌ

[উল্লেখ্য যে শব্দের শেষে ى ،اء ،ا থাকলে সামান্য ভিন্ন নিয়ম]

جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمُ এর ক্ষেত্রে ইসম مَرْفُوْعٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে اتٌ যোগ করে এবং مَنْصُوْبٌ ও مَجْرُوْرٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে اتٍ যোগ করে দ্বিবচন করতে হয়। স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে গোল তা থাকলে সাধারণত এ ধরনের বহুবচন হয়।

الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ	ক্ষেত্র
هُنَّ مُسْلِمَاتٌ তারা মুসলিমা	هِيَ مُسْلِمَةٌ সে একজন মুসলিমা	مَرْفُوْعٌ
رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ মুসলিমাদের দেখেছিলাম	رَأَيْتُ مُسْلِمَةً একজন মুসলিমাকে দেখেছিলাম	مَنْصُوْبٌ
هٰذَا لِمُهَنْدِسَاتٍ এটা নারী প্রকৈশলীদের জন্য	هٰذَا لِمُهَنْدِسَةٍ এটা একজন নারী প্রকৌশলীর জন্য	مَجْرُوْرٌ

সম্পূর্ণ নতুন শব্দ বিশিষ্ট। যেমন

	الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ
নারী	نِسَاءٌ	إِمْرَأَةٌ

বহুবচনগুলো মুদাফ হলে ن উঠে যায়।

মাদ্রাসার শিক্ষকগণ কোথায় ?	أَيْنَ مُدَرِّسُو الْمَدْرَسَةِ؟	مُدَرِّسُونَ
মাদ্রাসার শিক্ষকগণকে দেখেছিলাম	رَأَيْتُ مُدَرِّسِي الْمَدْرَسَةِ	مُدَرِّسِيْنَ
এটা মাদ্রাসার শিক্ষকগনের জন্য	هٰذَا لِمُدَرِّسِي الْمَدْرَسَةِ	مُدَرِّسِيْنَ

جَمْعُ تَكْسِيرٍ ভঙ্গুর বহুবচনঃ এক্ষেত্রে মূল শব্দ ভেঙ্গে যায়। এর বিভিন্ন প্যাটার্ন আছে। যেমন,

অর্থ	الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ	গঠন	অর্থ	الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ	গঠন
পরিবার	أُسَرٌ	أَسْرَةٌ		নতুন	جُدُدٌ	جَدِيْدٌ	
রুম	غُرَفٌ	غُرْفَةٌ	**فُعَلٌ**	বই	كُتُبٌ	كِتَابٌ	
বাক্য	جُمَلٌ	جُمْلَةٌ		রসূল	رُسُلٌ	رَسُوْلٌ	**فُعُلٌ**
প্রশ্ন	أَسْئِلَةٌ	سُؤَالٌ	**أَفْعِلَةٌ**	শহর	مُدُنٌ	مَدِيْنَةٌ	
উত্তর	أَجْوِبَةٌ	جَوَابٌ		নৌকা	سُفُنٌ	سَفِيْنَةٌ	
বালক	أَولَادٌ	وَلَدٌ		পাঠ	دُرُوْسٌ	دَرْسٌ	
পুত্র	أَبْنَاءٌ	اِبْنٌ		ক্লাসরুম	فُصُوْلٌ	فَصْلٌ	
চাচা	أَعْمَامٌ	عَمٌّ		বাড়ি	بُيُوْتٌ	بَيْتٌ	
রব	أَرْبَابٌ	رَبٌّ	**أَفْعَالٌ**	কাজ	أُمُوْرٌ	أَمْرٌ	
রূহ	أَرْوَاحٌ	رُوْحٌ		মাস	شُهُوْرٌ	شَهْرٌ	**فُعُوْلٌ**
সম্পদ	أَمْوَالٌ	مَالٌ		চোখ	عُيُونٌ	عَيْنٌ	
নদী	أَنْهَارٌ	نَهْرٌ		তলোয়ার	سُيُوفٌ	سَيْفٌ	
সঙ্গী	أَزْوَاجٌ	زَوْجٌ		যুবক	فِتْيَةٌ	فَتًى	**فِعْلَةٌ**
সহপাঠি	زُمَلَاءُ	زَمِيْلٌ		ভাই	إِخْوَةٌ	أَخٌ	
জ্ঞানী	حُكَماءُ	حَكِيْمٌ	**فُعَلَاءُ**	লেখক	كُتَّابٌ	كَاتِبٌ	**فُعَّالٌ**
অপরিচিত	غُرَباءُ	غَرِيبٌ		পাঠক	قُرَّاءٌ	قَارِئٌ	
আত্মীয়	أَقْرِباءُ	قَرِيْبٌ		দেশ	بِلَادٌ	بَلَدٌ	
বন্ধু	أَصْدِقاءُ	صَدِيقٌ		লোক	رِجَالٌ	رَجُلٌ	

ধনী	أَغْنِيَاءُ	غَنِيٌّ	**أَفْعِلَاءُ**	বয়স্ক	كِبَارٌ	كَبِيْرٌ	**فِعَالٌ**
নবী	أَنْبِيَاءُ	نَبِيٌّ		পাহাড়	جِبَالٌ	جَبَلٌ	
জিহবা	أَلْسُنٌ	لِسَانٌ	**أَفْعُلٌ**	ফ্যাক্টরি	مَصَانِعُ	مَصْنَعٌ	**مَفَاعِلُ**
মাস	أَشْهُرٌ	شَهْرٌ		স্কুল	مَدَارِسُ	مَدْرَسَةٌ	
পা	أَرْجُلٌ	رِجْلٌ		অফিস	مَكَاتِبُ	مَكْتَبٌ	
মাস	أَشْهُرٌ	شَهْرٌ					
চোখ	أَعْيُنٌ	عَيْنٌ					

মারফু অবস্থায় এসকল বহুবচন পেশ, মানসুব অবস্থায় যবর এবং মাজরুর অবস্থায় যের নেয়। তবে أَفْعِلَاءُ فُعَلَاءُ এবং مَفَاعِلُ এই তিনটি গঠন ব্যতিক্রম। এরা দ্বিত্ব। অর্থাৎ মাজরুর অবস্থায় যবর নেয়। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করি।

দ্বিত্ব	মুরাব	ক্ষেত্র
هُمْ غُرَبَاءُ তারা অপরিচিত	هُمْ عُمَّالٌ তারা কর্মী	مَرْفُوْعٌ
رَأَيْتُ غُرَبَاءَ অপরিচিতদের দেখেছিলাম	رَأَيْتُ عُمَّالًا কর্মীদেরকে দেখেছিলাম	مَنْصُوْبٌ
هٰذَا لِغُرَبَاءَ এটা অপরিচিতদের জন্য	هٰذَا لِعُمَّالٍ এটা কর্মীদের জন্য	مَجْرُوْرٌ

অনেক ভঙ্গুর বহুবচনের অক্ষর সংখ্যা কমে যায়

বহুবচন	একবচন
بَرَامِجُ	প্রোগ্রাম = بَرْنَامَجٌ
عَنَاكِبُ	মাকড়শা = عَنْكَبُوْتٌ

عَنَادِلُ	পাপিয়া পাখি = عَنْدَلِيْبٌ
مَشَافٍ	হাসপাতাল = مُسْتَشْفَى
نَاسٌ (أُنَاسٌ)	মানুষ = إِنْسَانٌ

কিছু শব্দে ة একবচন নির্দেশক। তাই ة উঠে গেলে বহুবচন হয়। যেমনঃ

অর্থ	বহুবচন	একবচন
খেজুর	نَخْلٌ	نَخْلَةٌ
পাথর	حَجَرٌ	حَجَرَةٌ
আপেল	تُفَّاحٌ	تُفَّاحَةٌ
বৃক্ষ	شَجَرٌ	شَجَرَةٌ
মাছ	سَمَكٌ	سَمَكَةٌ
কলা	مَوْزٌ	مَوْزَةٌ

অনুশীলনী–৪.৩

جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ এর উদাহরণ তিনটি পড় এবং অনুরূপভাবে বাকী একবচনগুলোকে বহুবচন কর।

অর্থ	বহুবচন (মানসুব ও মাজরুর)	অর্থ	বহুবচন (মারফূ)	অর্থ	একবচন (মারফূ)
বিশ্বাসীগণকে / বিশ্বাসীগণের	مُؤْمِنِيْنَ	বিশ্বাসীগণ	مُؤْمِنُوْنَ	বিশ্বাসী	مُؤْمِنٌ
দাসগনকে/ দাসগনের	عَابِدِيْنَ	দাসগণ	عَابِدُوْنَ	দাস	عَابِدٌ

সিজদাকারীগনকে/ সিজদাকারীগনের	سَاجِدِيْنَ	সিজদাকারীগণ	سَاجِدُوْنَ	সিজদাকারী	سَاجِدٌ
				রুকুকারী	رَاكِعٌ
				রোজাদার	صَائِمٌ
				ভীত	خَاشِعٌ
				শুকরিয়াকারী	شَاكِرٌ
				সবরকারী	صَابِرٌ
				অবিশ্বাসী	كَافِرٌ
				মুনাফিক	مُنَافِقٌ
				মুহাদ্দিস	مُحَدِّثٌ
				পথভ্রষ্ট	ضَالٌّ

অনুশীলনী–৪.৪

الجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ السَّالِمُ এর উদাহরণ তিনটি পড় এবং অনুরূপভাবে বাকী একবচনগুলো বহুবচন কর।

অর্থ	**বহুবচন (মানসুব ও মাজরুর)**	**অর্থ**	**বহুবচন (মারফু)**	**অর্থ**	**একবচন (মারফু)**
মুমিনাহগণকে/ মুমিনাহগণের	مُؤْمِنَاتٍ	মুমিনাহগণ	مُؤْمِنَاتٌ	মুমিনাহ	مُؤْمِنَةٌ
মায়েদেরকে/ মায়েদের	وَالِدَاتٍ	মায়েরা	وَالِدَاتٌ	মাতা	وَالِدَةٌ
শিক্ষিকাগণকে/ শিক্ষিকাগণের	مُعَلِّمَاتٍ	শিক্ষিকাগণ	مُعَلِّمَاتٌ	শিক্ষিকা	مُعَلِّمَةٌ
				সেবিকা	مُرَبِّيَةٌ

				রোজাদার	صَائِمَةٌ
				স্মৃতি	ذَاكِرَةٌ
				হিফজকারীনি	حَافِظَةٌ
				ডাক্তারনী	طَبِيْبَةٌ
				অবিশ্বাসীনি	كَافِرَةٌ
				গমনকারিনী	ذَاهِبَةٌ
				সেবিকা	مُمَرِّضَةٌ

অনুশীলনী–৪.৫

ভঙ্গুর বহুবচনের প্রথম তিনটি উদাহরণ পড় এবং তার মত পরবর্তী উদাহরণগুলোর সাধারণ গঠন লিখ।

সাধারণ গঠণ	বহুবচন	অর্থ	একবচন
فُعُوْلٌ	خُصُوْمٌ	প্রতিযোগী	خَصْمٌ
مَفَاعِلُ	سَوَاعِدُ	বাহু	سَاعِدٌ
فُعَلَاءُ	سُفَهَاءُ	নির্বোধ	سَفِيهٌ
	سُهُولٌ	সহজ	سَهْلٌ
	صِعَابٌ	কঠিন	صَعْبٌ
	مَرَافِقُ	কনুই	مِرْفَقٌ
	كُعُوبٌ	গোড়ালী	كَعْبٌ
	كُؤُوسٌ	গ্লাস	كَأْسٌ

	أَحْذِيَةٌ	মুচি	حِذَّاءٌ
	أَكْتَافٌ	কাধ	كَتِفٌ
	أَكْمَامٌ	হাতা	كُمٌّ

কুরআনীয় উদাহরণ

আর এ **দিনগুলোকে** আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি।	وَتِلْكَ **الْأَيَّامُ** نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ
ও **জান্নাত সমূহ**, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ	وَ**جَنَّاتٌ** تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ	**أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ** خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
এবং **পর্বতমালাকে** পেরেক	وَ**الْجِبَالَ** أَوْتَادًا
এবং **বহু কীলকের** অধিপতি ফেরাউনের সাথে	وَفِرْعَوْنَ ذِي **الْأَوْتَادِ**
তোমাদের **কোন কোন স্ত্রী** ও **সন্তান-সন্ততি** তোমাদের দুশমন।	إِنَّ مِنْ **أَزْوَاجِكُمْ** وَ**أَوْلَادِكُمْ** عَدُوًّا لَّكُمْ
তাদের **অন্তর** রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না	لَهُمْ **قُلُوبٌ** لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا
আকাশ বিদীর্ণ হয়ে; তাতে **বহু দরজা** সৃষ্টি হবে	وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ **أَبْوَابًا**
আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের **বহুবিধ উপকার**	وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ**مَنَافِعُ** لِلنَّاسِ
সে কি **বহু উপাস্যের** পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে।	أَجَعَلَ **الْآلِهَةَ** إِلَٰهًا وَاحِدًا
এবং তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের **বহু বছর** কাটিয়েছ	وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ **سِنِينَ**

প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে **আনন্দিত** হচ্ছে	كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ **فَرِحُونَ**
এরপর তাদের পরে আমি **বহু সম্প্রদায়** সৃষ্টি করেছি	ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ **قُرُونًا** آخَرِينَ
আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার নিদর্শনের প্রতি **বেখেয়াল**	وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا **لَغَافِلُونَ**
তবে তোমার পূর্বেও এরা এমন **বহু নবীকে** মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে	فَقَدْ كُذِّبَ **رُسُلٌ** مِّن قَبْلِكَ
নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালণকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, , যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী-তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার।	إِنَّ **الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ** فُرُوجَهُمْ **وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ** اللَّهَ كَثِيرًا **وَالذَّاكِرَاتِ** أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

৩। كُلُّ جَمْعٍ مُؤَنَّثٌ

বুদ্ধিহীন বহুবচনকে নির্দেশ করতে স্ত্রীবাচক একবচন ইসম ব্যবহৃত হয়। সংক্ষেপে একে كُلُّ جَمْعٍ مُؤَنَّثٌ বলে। যেমনঃ

হে মুহাম্মাদ! এই কলমগুলো কার জন্য?	لِمَنْ هٰذِهِ الْأَقْلَامُ يَا مُحَمَّدُ؟
মসজিদটির দরজাগুলি খোলা।	أَبْوَابُ الْمَسْجِدِ مَفْتُوْحَةٌ
টেবিলের উপর যে বইগুলো (আছে) তা আমার	اَلْكُتُبُ الَّتِي عَلَى الْمَكْتَبِ هِيَ لِيْ
বাড়িগুলো সুন্দর	اَلْبُيُوْتُ جَمِيْلَةٌ

অনুশীলনী-৪.৬

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর এবং মুবতাদাগুলো কোন প্রকার বহুবচন তা নির্ণয় কর।

মুবতাদার বহুবচনের প্রকার	আরবী	বাক্য
جَمْعُ تَكْسِيرٌ	الكُؤُوْسُ مَكْسُورَةٌ	গ্লাসগুলো ভাঙ্গা
الجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ السَّالِمُ	الشَّجَرَاتُ قَرِيْبَةٌ	গাছগুলো নিকটে
الجَمْعُ الْمُذَكَّرُ السَّالِمُ	الَّاعِبُوْنَ أَطْوَالٌ	খেলোয়াড়গুলো লম্বা
		মহিলাগুলো ভীত
		মসজিদগুলো সুন্দর
		তারাগুলো দূরে
		হাতাগুলো ছোট
		জানালাগুলো খোলা
		লোকগুলো পরিশ্রমী

		ছাত্রগুলো মেধাবী
		দরজাগুলো বন্ধ
		গ্রামগুলো পরিস্কার
		শিক্ষকগণ নতুন
		ডাক্তারনীগন পুরাতন

প্রয়োজনীয় শব্দার্থঃ

পরিস্কার	পুরাতন	বন্ধ	মেধাবী	পরিশ্রমী	জানালা
نَظِيْفٌ	قَدِيْمٌ (ج) قُدَمَاءُ	مُغْلَقٌ	ذَكِيٌّ	جَاهِدٌ	نَافِذَةٌ

কুরআনীয় উদাহরণ

নিশ্চয়ই এটা রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে	إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ **الْأُولَىٰ**
এগুলোই এখন তাদের ঘর-বাড়ী।	**فَتِلْكَ** مَسَاكِنُهُمْ
এই তো তাদের বাড়ীঘর-তাদের অবিশ্বাসের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে।	**فَتِلْكَ** بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا

অনুশীলনী–৪.৭

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর

আরবী	বাক্য
	ছাত্রগণ অনুপস্থিত
	মুসল্লিগন খুশি
	বালিকারা কোথায়?
	আমি দুইজন খেলোয়াড়কে দেখেছিলাম

	দুজন লোক বাড়ির সামনে
	বাড়িগুলো সুন্দর
	বাগানদুটি বড়
	পাহাড়গুলো উঁচু
	কক্ষগুলো ছোট
	দরজাদুটি খোলা
	হামিদের কলম দুটি কোথায়?
	বই দুইটি হামিদের
	তাদের বাড়িগুলো নদীর পাড়ে
	গাছদুটি বাড়ির পিছনে

উল্লেখ্যঃ এই নিয়মের ব্যতিক্রম রয়েছে অর্থাৎ অনেকসময় বুদ্ধিহীন বহুবচনকে নির্দেশ করতে বহুবচন ব্যবহৃত হয়।

৪। শেষে انُ বিশিষ্ট ইসমের লিঙ্গ ও বচন

শেষে انُ বিশিষ্ট শব্দগুলোর স্ত্রীজাতীয় ও বহুবচন করার নিয়ম নিম্নরূপ,

বহুবচন পুং ও স্ত্রী (فِعَالٌ)	একবচন স্ত্রী (فَعْلَى)	একবচন পুং (فَعْلَانُ)	অর্থ
غِضَابٌ	غَضْبَى	غَضْبَانُ	রাগান্বিত
عِطَاشٌ	عَطْشَى	عَطْشَانُ	পিপাসার্ত
جِيَاعٌ *	جَوْعَى	جَوْعَانُ	ক্ষুধার্ত

كُسَالَى	كَسْلَى	كَسْلَانُ	অলস
مِلَاءٌ	مَلْأَى	مَلآنُ	পূর্ন

* جِيَاعٌ এর ক্ষেত্রে و বিলুপ্ত হয়ে ي এসেছে কারন আরবীতে যেরের পরে و বেমানান। আর كُسَالَى ব্যতিক্রম।

অনুশীলনী–৪.৮

উদাহরণ চারটি পড় অতঃপর বাকী বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
الطَّالِبُ كَسْلَانُ	ছাত্রটি অলস
الطُّلَّابُ كُسَالَى	ছাত্ররা অলস
الطَّالِبَةُ كَسْلَى	ছাত্রীটি অলস
الطَّالِبَاتُ كُسَالَى	ছাত্রীরা অলস
	লোকটি ক্ষুধার্ত
	লোকগুলো ক্ষুধার্ত
	মহিলাটি ক্ষুধার্ত
	মহিলারা ক্ষুধার্ত
	শিক্ষকটি রাগন্বিত
	শিক্ষকগন রাগন্বিত
	শিক্ষিকাটি রাগন্বিত
	শিক্ষিকাগণ রাগন্বিত

	গ্লাসগুলো পানি দ্বারা পূর্ণ
	ছেলেটি পিপাসার্ত
	ছেলেরা পিপাসার্ত
	মেয়েটি পিপাসার্ত
	মেয়েরা পিপাসার্ত

৫। جَمْعُ الجَمْعِ বহুবচনের বহুবচন

বহুবচনের বহুবচন	বহুবচন	একবচন
পথসমূহ = طُرُقَاتٌ	পথসমূহ = طُرُقٌ	পথ = طَرِيْقٌ
স্থানসমূহ = أَمَاكِنُ	স্থানসমূহ = أَمْكِنَةٌ	স্থান = مَكَانٌ
চুড়িসমূহ = أَسَاوِرُ	চুড়িসমূহ =أَسْوِرَةٌ	চুড়ি = سِوَارٌ
হাতগুলো = أَيَادٍ	হাতগুলো = أَيْدٍ	হাত = يَدٌ
বাড়িগুলো = بُيُوْتَاتً	বাড়িগুলো = بُيُوْتٌ	বাড়ি = بَيْتٌ

অধ্যায়-৫ (বিশেষণ ও বাদাল)

১। نَعْتٌ বিশেষণ

যখন একটা اِسْمٌ বা বাক্য অন্য কোন اِسْمٌ এর দোষ-গুন বর্ণনা করে তখন তাকে نَعْتٌ বলে। যার গুণ বর্ণনা করা হয় তাকে مَنْعُوتٌ বলে। نَعْتٌ ও مَنْعُوتٌ এর মধ্যে চারটি বিষয়ে মিল থাকতে হবে,

১.লিঙ্গ اَلْمُذَكَّرُ /اَلْمُؤَنَّثُ

বাংলা অর্থ	نَعْتٌ	خَبَرٌ وَ هُوَ مَنْعُوتٌ	مُبْتَدَأٌ
সে একজন মেধাবী ছাত্র	ذَكِيٌّ	طَالِبٌ	هُوَ
সে একজন মেধাবী ছাত্রী	ذَكِيَّةٌ	طَالِبَةٌ	هِيَ

২.এর সমাপ্তি مَرْفُوْعٌ/مَنْصُوْبٌ/ مَجْرُوْرٌ

বাংলা অর্থ	نَعْتٌ	خَبَرٌ وَ هُوَ مَنْعُوتٌ	مُبْتَدَأٌ
কলমটি ছোট ব্যাগটির মধ্যে	الصَّغِيرَةِ	فِي الْحَقِيبَةِ	اَلْقَلَمُ
ইনি একজন নতুন শিক্ষক	جَدِيدٌ	مُدَرِّسٌ	هَٰذَا

৩.এর নির্দিষ্টতা مَعْرِفَةٌ / نَكِرَةٌ

বাংলা অর্থ	خَبَرٌ	نَعْتٌ	مُبْتَدَأٌ وَ هُوَ مَنْعُوتٌ
নতুন শিক্ষকটি লম্বা	طَوِيْلٌ	اَلجَدِيْدُ	اَلْمُدَرِّسُ

৪.বচন الْمُفْرَدُ / التَّثْنِيَّةُ / الجَْمْعُ

বাংলা অর্থ	نَعْتٌ	خَبَرٌ وَ هُوَ مَنْعُوتٌ	مُبْتَدَأٌ
সে একজন নতুন ছাত্র	جَدِيْدٌ	طَالِبٌ	هُوَ
তারা নতুন ছাত্র	جُدُدٌ	طُلَّابٌ	هُمْ

نَعْتٌ এর পরপরই مَنْعُوْتٌ নাও আসতে পারে। যেমনঃ بَيْتُ اللهِ الحَرَامُ আল্লাহর পবিত্র ঘর। এখানে الحَرَامُ হল نَعْتٌ এবং بَيْتُ হল مَنْعُوْتٌ ।

অনুশীলনী–৫.১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর এবং نَعْتٌ ও مَنْعُوتٌ নির্দিষ্ট কর।

مَنْعُوتٌ	نَعْتٌ	আরবী	বাক্য
			আলি একজন কর্মঠ কর্মচারী
			বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়
			আয়েশা একজন ধার্মিকা মহিলা
			খালিদ একজন ধার্মিক লোক
			ছোট ছেলেদুটি দুষ্ট
			নতুন বাড়িগুলো সুন্দর
			বড় হোটেলটি মসজিদের পিছনে
			উপকারী বইটি খুঁজেছিলাম
			সে একজন ভালো লোককে সাহায্য করেছিলো

			ভাঙ্গা কলমটি টেবিলের উপর
			বাড়িটির চারপাশে একটি বড় নদী
			সে একজন ধনী লোকের ছেলে

প্রয়োজনীয় শব্দার্থঃ

দুষ্ট	খোঁজা	মহিলা	হোটেল	ধার্মিকা	উপকারী	পছন্দনীয়	কর্মঠ
فَاحِشٌ	بَحَثَ عَنْ	إِمْرَأَةٌ	فُنْدُقٌ	صَالِحَةٌ	مُفِيْدٌ	مُحِبٌّ	مُجْتَهِدٌ

অনুশীলনী–৫.২

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর।

বাংলা	বাক্য
	الطَّالِبَانِ الْمُجِدَّانِ نَاجِحَانِ فِي الإِمْتِحَانِ
	الأَقْلَامُ الْجَدِيدَةُ مَكْسُوْرَةٌ
	آمِنَةُ مُعَلِّمَةٌ جَيِّدَةٌ
	الْكُتُبُ الْجَدِيْدَةُ غَالِيَةٌ
	فِي جَيْبِكَ مِنْدِيلٌ وَسِخٌ
	رَأَيْتُ مُهَنْدِسًا شَهِيرًا
	فِي الْكَيْلَةِ تُفَّاحَةٌ لَذِيذَةٌ
	بَيْتُنَا فِي الْمَدِينَةِ الْكَبِيرَةِ
	الْقَلَمُ فِي الْحَقِيبَةِ الصَّغِيرَةِ
	الْكِتَابُ الْقَدِيمُ تَحْتَ السَّرِيْرِ الْجَدِيدِ

	الْمَاءُ فِي كَأْسٍ مَكْسُورٍ
	اِشْتَرَيْتُ الْمِرْوَحَةَ الْجَدِيدَةَ
	دَخَلَ أَحْمَدُ فِي مَنْزِلٍ كَبِيرٍ
	العُصْفُورُ طَائِرٌ جَمِيلٌ
	هَذَا طَرِيقٌ مُزْدَحِمٌ

প্রয়োজনীয় শব্দার্থঃ

طَائِرٌ	دَخَلَ	كَأْسٌ	لَذِيْذَةٌ	مُهَنْدِسٌ	جَيْبٌ	جَيِّدَةٌ	مُجِدٌّ
পাখি	প্রবেশ করেছে	গ্লাস	সুস্বাদু	প্রকৌশলী	পকেট	উত্তম	পরিশ্রমী

কুরআনীয় উদাহরণঃ

আর তাদের জন্য রয়েছে **কঠোর** শাস্তি।	وَلَهُمْ عَذَابٌ **عَظِيمٌ**
সে তোমাদের **প্রকাশ্য** শত্রু	إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ **مُّبِينٌ**
করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে সালাম।	سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ **رَّحِيمٍ**
আপনার পালনকর্তা অবশ্যই পরাক্রমশালী, **পরম দয়ালু।**	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ **الرَّحِيمُ**
আমাদেরকে **সরল** পথ দেখাও,	اهْدِنَا الصِّرَاطَ **الْمُسْتَقِيمَ**
উজ্জ্বল নক্ষত্র	النَّجْمُ **الثَّاقِبُ**
সে **সুখী** জীবনযাপন করবে	فَهُوَ فِي عِيشَةٍ **رَّاضِيَةٍ**
বরং সেটা এক **মহান** কোরআন	بَلْ هُوَ قُرْآنٌ **مَّجِيدٌ**
আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই **মহা** সাফল্য	ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ **الْعَظِيمُ**

২। بَدَلٌ وَ مُبْدَلٌ বাদাল ও মুবদাল

একটা শব্দকে ব্যখ্যা করতে বা পরিচয় করিয়ে দিতে অনেক সময় কিছু অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করতে হয়। এই শব্দগুলোকে বাদল বা বদলি শব্দ বলে। নিচের উদাহরণ দুটি লক্ষ্য করি,

এই বইটি নতুন	هَذَا الْكِتَابُ جَدِيْدٌ
সে আমার বন্ধু মুহাম্মাদ	هُوَ صَدِيْقِي مُحَمَّدٌ

هَذَا الكِتَابُ جَدِيْدٌ বাক্যটিতে الكِتَابُ শব্দটি هٰذَا এর বর্ণনা বা ব্যখ্যা হিসেবে এসেছে যাকে بَدَلٌ বলা হয় এবং هٰذَا কে বলা হয় مُبْدَلٌ। অনুরূপভাবে هُوَ صَدِيْقِي مُحَمَّدٌ বাক্যটিতে مُحَمَّدٌ শব্দটি এসেছে صَدِيْقُ এর বর্ণনা বা ব্যখ্যা হিসেবে। সুতরাং مُحَمَّدٌ হল بَدَلٌ এবং صَدِيْقُ হল مُبْدَلٌ। সহজে মনে রাখার জন্য বলা যায় أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ এর পর الْ বিশিষ্ট اِسْمٌ আসলে সেটা بَدَلٌ।

বাদল ও মুবদালের الإِعْرَابُ (বিভক্তি) একই। অর্থাৎ মুবদাল মারফু হলে বাদলও মারফু, মুবদাল মানছুব হলে বাদলও মানছুব ইত্যাদি। তবে নির্দিষ্টতায় মিল থাকা জরুরী নয়। আরও কিছু উদাহরণঃ

এই কলমটি আমার	هٰذَا القَلَمُ لِيْ
ওটা কি তোমার বই?	أَذٰلِكَ الْكِتَابُ لَكَ؟
ঐ বাড়িটা একজন ডাক্তারের	ذٰلكَ الْبَيْتُ لِطَبِيْبٍ
হামিদের বন্ধু খালিদকে কি দেখেছিলে?	أَرَأَيْتَ صَدِيْقَ حَامِدٍ خَالِدًا؟
সেটা শিক্ষকের স্ত্রী ফাতিমার জন্য	هِيَ لِزَوْجَةِ الْمُدَرِّسِ فَاطِمَةَ

হামিদের আব্বা জায়েদ আজকে আমাদের সাহায্য করেছিলো	زَيْدٌ أَبُو حَامِدٍ نَصَرْنَا الْيَوْمَ
আমি বরকতপূর্ণ শহর মদীনা থেকে	أَنَا مِنْ مَدِيْنَةٍ مُبَارَكَةٍ الْمَدِيْنَةِ

অনুশীলনী–৫.৩

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর এবং বাদাল ও মুবদাল নির্দিষ্ট কর।

مُبْدَلٌ	بَدَلٌ	আরবী	বাক্য
ذٰلِكَ	الطَّالِبُ	ذٰلِكَ الطَّالِبُ ذَكِيٌّ	ঐ ছাত্রটি মেধাবী
صَدِيقُ	مُحَمَّدٌ	أَيْنَ صَدِيقُكَ مُحَمَّدٌ	তোমার বন্ধু মুহাম্মাদ কোথায়?
هٰذَا	الدَّوَاءُ	هٰذَا الدَّوَاءُ مُفِيْدٌ	এই ঔষধটি উপকারী
هٰذَا	الكِتَابَ	قَرَأْتُ هٰذَا الكِتَابَ	আমি এই বইটি পড়েছিলাম
			ঐ গাছটি আমাদের
			এই ব্যবসায়ীটি বিশ্বস্ত
			ঐ কর্মচারীটি দরিদ্র
			এই যুবতীটি কে?
			এই ম্যাগাজিনটি নতুন
			ঐ পাহাড়গুলো বড়
			এই ফলগুলো কি মিষ্টি?

প্রয়োজনীয় শব্দার্থঃ

ম্যাগাজিন	চিঠি	দরিদ্র	ফলগুলো	বিশ্বস্ত	কর্মচারী
مَجَلَّةٌ	رِسَالَةٌ	فَقِيرٌ	فَوَكِهُ	أَمِيْنٌ	عَامِلٌ

কুরআনীয় উদাহরণ

এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই।	ذَٰلِكَ **الْكِتَابُ** لَا رَيْبَ فِيهِ
আমরা তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব।	نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ **إِبْرَاهِيمَ** وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
অতএব তারা যেন এবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا **الْبَيْتِ**
এবং বলা হবেঃ এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে	هَٰذِهِ **النَّارُ** الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ
এই নদী গুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়	وَهَٰذِهِ **الْأَنْهَارُ** تَجْرِي مِن تَحْتِي
সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর উপর তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর।	فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ **النَّبِيِّ** الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ
আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ।	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * **صِرَاطَ** الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
বলল, আমরা ঈমান আনছি মহা বিশ্বের পরওয়ারদেগারের প্রতি। যিনি মূসা ও হারুনের পরওয়ারদেগার।	قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * **رَبِّ** مُوسَىٰ وَهَارُونَ

অধ্যায়-৬ (ইশারাবাচক বিশেষ্য ও সম্বন্ধ কারক সর্বনাম)

١. أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ ইশারা বাচক বিশেষ্য

ইতিপূর্বে আমরা هٰذَا/هٰذِهِ এবং ذٰلِكَ/تِلْكَ এর ব্যবহার দেখেছি। এখানে লিঙ্গ ও বচন ভেদে এর বাকী রূপগুলো দেখব। ইশারাবাচক সর্বনামগুলো নির্দিষ্ট ও দ্বিবচন ছাড়া সবগুলোর রূপ মারফু, মানসুব, মাজরুর অবস্থায় অপরিবর্তনীয়।

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
هٰؤُلَاءِ এইগুলো/এইগুলোর/এইগুলোকে (উভয়)	هٰذَانِ/ هٰذَيْنِ এই দুটি/দুটির/দুটিকে (পুং)	هٰذَا এটি/এটির/এটিকে (পুং)	(لِلْقَرِيبِ) নিকটের জন্য
	هَاتَانِ/ هَاتَيْنِ এই দুটি/দুটির/দুটিকে (স্ত্রী)	هٰذِهِ এটি/এটির/এটিকে (স্ত্রী)	
أُوْلَئِكَ ঐগুলো/ ঐগুলোর/ ঐগুলোকে (উভয়)	ذٰنِكَ/ذَيْنِكَ ঐ দুটি/দুটির/দুটিকে (পুং)	ذٰلِكَ ওটি/ওটির/ওটিকে (পুং)	(لِلْبَعِيدِ) দূরের জন্য
	تَانِكَ/ تَيْنِكَ ঐ দুটি/দুটির/দুটিকে (স্ত্রী)	تِلْكَ ওটি/ওটির/ওটিকে (স্ত্রী)	

অনুশীলনী–৬.১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী করঃ

আরবী	বাক্য
	এই একজন ভালো ছাত্র এবং ঐ একজন ভালো ছাত্রী
	এই দুজন ছাত্র অনুপস্থিত এবং ঐ দুজন ছাত্রী অনুপস্থিত
	ঐ সকল লোক কারা?

	ওগুলো আল্লাহর শাস্তি এবং এগুলো তার নিয়ামত
	তারা আল্লাহর দল এবং ওরা শয়তানের দল
	এই দুটি জানালা খোলা এবং ঐ দুটি দরজা বন্ধ
	ঐ মহিলারা পর্দানশীল এবং মুত্তাকী
	এটি একটি সুস্বাদু ফল এবং ওটা একটা তিক্ত ফল
	ঐ ছাত্রী দুটি মেধাবী এবং এই ছাত্রী দুটি মুর্খ
	ঐ লোকদুটি আমার ভাই এবং ঐ মহিলাদুটি হামিদের বোন
	ঐ দুটি নতুন ছাত্র বাংলাদেশী আর ঐ দুটি পুরাতন ছাত্র তুর্কী
	এই লোকগুলো ধনী এবং ঐ লোকগুলো গরীব

প্রয়োজনীয় শব্দার্থঃ

সুস্বাদু	পর্দানশীল	দল	পাকিস্তান	অনুপস্থিত
لَذِيْذٌ	مُحَجَّبَةٌ	حِزْبٌ	بَاكِسْتَانُ	غَائِبٌ
তুর্কী	নিয়ামত	শাস্তি	মুর্খ	তিক্ত
تُرْكِيٌّ	نِعْمَةٌ(ج)نِعَمٌ	عَذَابٌ(ج)عَذَابَةٌ	جَاهِلٌ	سَاخِرٌ
বাংলাদেশী	গরীব	ধনী	শয়তান	দুই ভাই
بَنْغَلَادِيْشُ	فَقِيْرٌ	غَنِيٌّ	شَيطَانٌ	أَخَوَانِ

কুরআনীয় উদাহরণ (বাক্যের পূর্ণ গঠন বোঝার জন্য নয়, কেবল أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ এর ব্যবহার দ্রষ্টব্য)

অতএব তারা যেন এবাদত করে **এই** ঘরের পালনকর্তার	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ **هَٰذَا** الْبَيْتِ

এবং **এই** নিরাপদ নগরীর	وَ**هَٰذَا** الْبَلَدِ الْأَمِينِ
এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববতী কিতাবসমূহে	إِنَّ **هَٰذَا** لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ
ওটাই মহাসাফল্য	**ذَٰلِكَ** الْفَوْزُ الْكَبِيرُ
এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে।	**هَٰذَانِ** خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ
ওরাই সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে।	**أُولَٰئِكَ** الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ
এই দু'টি ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের প্রতি তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ।	**فَذَانِكَ** بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

২। নাত হিসাবে ইসমুল ইশারা

ইসমুল ইশারাগুলো অনেক সময় নামবাচক বিশেষ্য বা মুদাফ ইলাইহির পরে নাত হিসাবে আসে।

কোন ইব্রাহীম ইনি ?	مَنْ إِبْرَحِيمُ هٰذَا؟
প্রধান শিক্ষকের এই গাড়িটি সুন্দর	سَيَّارَةُ الْمُدِيْرِ هٰذِهِ جَمِيْلَةٌ
এই পাসপোর্টটি কার ?	لِمَنْ جَوَازُ السَّفَرِ هَذَا؟
তোমার এই ঘড়িটা আমাকে দেখাও	أَرِنِيْ سَاعَتَكَ هٰذِهِ
এই বইটি নিয়ে যাও এবং তার কাছে ফেলে আস	اِذْهَبْ بِكِتَابِيْ هٰذَا وَالْقِ إِلَيْهِمْ
এই ইতিহাসের বইটি	كِتَابُ التَّارِيْخِ هٰذَا
এই পেন্সিলটি	قَلَمُ الرِّصَاصِ هٰذَا

আমার এই বইটি ধরো	خُذْ كِتَابِيْ هٰذَا

অনুশীলনী–৬.২

নিচের বাক্যগুলোর আরবী করঃ

আরবী	বাক্য
	তোমার এই বাগানদুটি সুন্দর
	আমার এই বাড়িটি বড়
	হামিদের এই জামাটি নতুন
	কোন আয়শা উনি?
	বাড়ির ঐ জানালাটি ভাঙ্গা
	নতুন ঐ ছেলে দুটি বাংলাদেশ থেকে
	ফাতিমার এই শিশুটি ছোট
	কেমন কথা এটা?

৩। اِسْمُ الْمَوْصُوْلِ সম্বন্ধ কারক সর্বনাম

সম্বন্ধ কারক সর্বনামগুলোর মধ্যে রয়েছে রয়েছে الَّذِيْ (যিনি/যা/যার/যাকে - ব্যক্তি ও বস্তুর জন্য), مَا (যা/যাকে/যার- বস্তুর জন্য) , مَنْ (যিনি/যাকে/যার- ব্যক্তির জন্য) ইত্যাদি। এগুলো তার পুর্বোক্ত নির্দিষ্ট اِسْمٌ কে পরবর্তী বাক্যের সাথে সংযুক্ত করে যাকে (صِلَّةُ الْمَوْصُوْلِ) বলা হয়।

صِلَةُ الْمَوْصُوْلِ মূলত তার পুর্বোক্ত ইসমের বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে একটি **সর্বনাম** থাকে যা পুর্বোক্ত الاِسْمُ الْمَوْصُولُ কে নির্দেশ করে। একে عَائِدٌ বলে। তবে সেটা কখনও কখনও উহ্য থাকতে পারে।

	(صِلَةُ الْمَوْصُوْلِ)	(الاِسْمُ الْمَوْصُولُ)	
مُدَرِّسٌ	(هُوَ) وَاقِفٌ هُنَا	الَّذِي	الرَّجُلُ
একজন শিক্ষক	এখানে দাঁড়ানো	যিনি	লোকটি
لِيْ	(هُوَ) عَلَى الْمَكْتَبِ	الَّذِي	الْكِتَابُ
সেটা আমার	টেবিলের উপর	যা	বইটি
	(هُوَ) جَاءَ أَمْسِ	الَّذِي	هٰذَا الرَّجُلُ
	গতকাল এসেছিলো	যিনি	ইনি (সেই) লোক
	قَرَأْتُهُ	الَّذِي	هٰذَا الكِتَابُ
	আমি পড়েছি	যেটা	এই সেই বইটি
	نَجَحَ	الَّذِي	هَٰذَا مُحَمَّدٌ
	পাস করেছে	যিনি	ইনি মুহাম্মাদ

প্রথম তিনটি বাক্যে عَائِدٌ হল (هُوَ) যা উপেক্ষা করা যায়। যেমনঃ الرَّجُلُ الَّذِي وَاقِفٌ هُنَا مُدَرِّسٌ আবার চতুর্থ বাক্যে هُ হলো عَائِدٌ । এটাকে বাদ দিয়ে এভাবেও লেখা যায় هٰذَا الكِتَابُ الَّذِي قَرَأْتُ

লিংগ ও বচন ভেদে الَّذِي এর রূপ

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
الَّذِيْنَ যারা/যাদেরকে/যাদের	الَّذَانِ / الَّذَيْنِ যে দুজন; যে দুজনকে/যে দুজনের	الَّذِي যে/যাকে/যার	(পুং)
الَّاتِيْ যারা/যাদেরকে/যাদের	الَّتَانِ / الَّتَيْنِ যে দুজন; যে দুজনকে/যে দুজনের	الَّتِي যে/যাকে/যার	(স্ত্রী)

সম্বন্ধকারক সর্বনামগুলো মাবনী। তবে দ্বিবচনের মারফু অবস্থায় الَّذَانِ , الَّتَانِ এবং মানসুব বা মাজরুর অবস্থায় الَّتَانِ , الَّتَيْنِ

এরকম কিছু উদাহরণঃ

(صِلَةُ الْمَوْصُوْلِ)	(الاِسْمُ الْمَوْصُولُ)	
مَرِيْضَانِ অসুস্থ	الَّذَانِ যে দুজন	هُمَا صَدِيْقَايَ তারা দুজন আমার বন্ধু
رَاسِخُونَ فِي العِلْمِ জ্ঞানে গভীর	الَّذِيْنَ যারা	هُمُ الْمُكَرَّمُونَ তারা সম্মানিত
أَمَامَ بَيْتِي আমার বাড়ির সামনে	الَّتِي যেটা	هِيَ الحَدِيْقَةُ সেই বাগানটি
مِنْ قَرْيَةٍ একটা গ্রাম থেকে (এসেছে)	الَّتَانِ যে দুজন	هُمَا الطَّالِبَتَانِ الذَّكِيَّتَانِ তারা দুজন সেই মেধাবী ছাত্রীদ্বয়

هٰؤُلَاءِ النِّسَاءُ الشَّرِيفَاتُ	الَّاتِيْ	مُحَجَّبَاتٌ
এই সেই মর্যাদাবান মহিলারা	যারা	পর্দানশীল
هٰذِهِ الأَقْلَامُ الرَّخِيْصَةُ	الَّتِي	اشْتَرَيْتُهَا
এই সেই সস্তা কলমগুলো	যা	আমি যা কিনেছিলাম

আরো কিছু উদাহরণঃ

সে আমার বন্ধু যিনি পরীক্ষায় সফল হয়েছেন	هُوَ صَدِيقِيْ الَّذِي فَازَ فِي الإِمْتِحَانِ
তিনিই হলেন আল্লাহ যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন	هُوَاللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
যে রাশেদ সফল হয়েছে সে মেধাবী	رَاشِدٌ الَّذِي فَازَ ذَكِيٌّ
যার পিতা মারা গেছেন তিনি একজন শিক্ষক	أَبُو الَّذِي مَاتَ مُدَرِّسٌ
যাদের আমি মসজিদে দেখেছিলাম তারা শিক্ষক	هُمُ الْمُدَرِّسُونَ الَّذِينَ رَأَيتُهُم فِي الْمَسجِدِ
আমি তাদেরকে দেখেছি যারা মসজিদের দিকে গিয়েছিল	رَأَيتُ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى الْمَسجِدِ
তাকে দেখেছিলাম যিনি বাড়ি থেকে বের হয়েছিল	رَأَيْتُ الَّذِي خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ
অতঃপর আল্লাহ তাদের কাছে আসবেন সেই রূপে যেরূপ তারা চেনে	فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ
আমি হারিয়েছি তাকে যে আমাকে হারিয়েছিল	غَلَبْتُ الَّذِيْ غَلَبَنِيْ
আমি তাই করেছিলাম যা হামিদ বলেছিল	فَعَلْتُ مَا قَالَ حَامِدٌ
কার বাড়ি সেটা যেটা সুন্দর?	لِمَنِ البَيتُ الَّذِي جَمِيْلٌ؟
এটা সেই বই যেটা আমি কিনেছিলাম	هٰذَا الكِتَابُ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ

কিন্তু অনির্দিষ্ট ইসমের ক্ষেত্রে الاِسْمُ الْمَوْصُولُ দরকার হয় না। যেমনঃ

আমার এক বন্ধু (আছে) যে ভারত থেকে (এসেছে)	لِيْ زَمِيْلٌ مِنَ الهِنْدِ
যে তা বলেছিল সে একজন শিক্ষক হামিদ	حَامِدٌ مُدَرِّسٌ قَالَ ذٰلِكَ
(এটি) একটি কিতাব যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি	كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ

অনুশীলনী–৬.৩

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর এবং الاِسْمُ الْمَوْصُولُ ও صِلَّةُ الْمَوْصُوْلِ নির্ণয় কর।

বাংলা	বাক্য
	هٰذَا مُحَمَّدٌ الَّذِي نَجَحَ
	هٰذَا الْبَابُ الَّذِي أَمَامَ الْمَسْجِدِ مَكْسُورٌ
	هٰذَا الْقِطُّ الَّذِي جَلَسَ تَحْتَ السَّرِيرِ لِي
	هُوَ مَالِكُ الْمَنْزِلِ الَّذِي خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ
	هُمُ الَّذِيْنَ يَغُشُّونَ فِي الإِمْتِحَانِ
	هَاتَانِ الطَّالِبَتَانِ الَّتَانِ مِنَ الهندِ مُجْتَهِدَتَانِ
	الَّذِي جَاءَ أَمْسِ مُدَرِّسٌ جَدِيْدٌ
	سَلَّمْتُ عَلَى الَّذِي نَجَحَ فِي الْإِمْتِحَانِ
	رَأَيْتُ الَّذِي خَطَبَ فِي الْمَحْفِلِ
	هُوَ مُدَرِّسٌ جَدِيدٌ مِنْ بَاكِسْتَانَ
	أَنَا طَالِبٌ مِنْ الهِندِ

শব্দার্থ

إِمْتِحَانٌ	خَرَجَ	خَطَبُوا	مُجْتَهِدَةٌ	يَغُشُّونَ	نَجَحَ
পরীক্ষা	বের হলো	বক্তৃতা করলো	পরিশ্রমী	প্রতারণা করা	পাস করলো

অনুশীলনী–৬.৪

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর এবং الاِسْمُ الْمَوْصُوْلُ ও صِلَّةُ الْمَوْصُوْلِ নির্ণয় কর।

আরবী	বাক্য
	তিনি আমার রব যিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা
	তিনি সেই শিক্ষক যিনি আমাদের পড়িয়েছেন
	ঐ লোকটি যিনি চেয়ারে বসা তিনি আমাদের হেডমাস্টার
	এখন যে বালকটি ক্লাস থেকে বের হল সে হামিদ
	তোমার গাড়িটি কই যেটা গতকাল কিনেছো?
	আমি সেই কলমটি দিয়ে লিখেছি যেটা নতুন
	তিনি একজন ধনী লোক যিনি মাঠে বসা
	কার টেবিল ওটা যার উপর তোমার বই?
	আমি তাকে দেখেছিলাম যার ভাই ডাক্তার

প্রয়োজনীয় শব্দার্থঃ

ডাক্তার	মাঠ	নেককার	সে ফেল করেছে	দেয়াল
طَبِيْبٌ	مَلْعَبٌ	صَالِحٌ	رَسَبَ	جِدَارٌ
কই?	আমি দেখেছিলাম	হেডমাস্টার	ছবি	পড়িয়েছেন
أَيْنَ؟	رَأَيْتُ	مُدِيْرٌ	صُوْرَةٌ	دَرَّسَ

কুরআন ও হাদিসের উদাহরণঃ

তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ
মহা সংবাদ সম্পর্কে, যে সম্পর্কে তারা মতানৈক্য করে।	عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ
যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তণস্থল।	الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ
কাফেররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! যেসব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট।	ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা আছে, তিনি তা জানেন	يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
আল্লাহ তাদের অভিভাবক যারা ঈমান এনেছে	اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا
যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ	وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
আল্লাহ যার কল্যান চান তাকে তিনি দ্বীনের গভীর জ্ঞান দেন	مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
দুনিয়া অভিশপ্ত, এবং অভিশপ্ত তা যা তার মধ্যে আছে	الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا
কতক মানুষ অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে	وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

অধ্যায়-৭ (অতীত কালের ক্রিয়া)

বন্ধুরা আরবী ব্যকরণের সবচেয়ে মজার অধ্যায় ক্রিয়া জগতে আপনাদের স্বাগতম। আরবীতে ক্রিয়াপদ অনেকটা গণিতের সুত্রের মত সহজ কিছু সুত্র মেনে চলে। আমরা চেষ্টা করব এমন কিছু টেকনিক এপ্লাই করতে যাতে আমাদের এই সুত্রগুলো স্রেফ মুখস্থ করার কষ্ট না হয়ে উপভোগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আসুন শুরু করা যাক,

কাল অনুযায়ী ক্রিয়া দুই প্রকারঃ

ক) الفِعْلُ الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া। যেমনঃ ذَهَبَ সে গেল

খ) الفِعْلُ الْمُضَارِعُ বর্তমান/ভবিষ্যত কালের ক্রিয়া। যেমনঃ يَذْهَبُ সে যায়/যাবে

এই অধ্যায়ে আমরা কেবল অতীত কালের ক্রিয়া الفِعْلُ الْمَاضِي দেখবো ইন শা আল্লাহ।

১। الفِعْلُ الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া

الفِعْلُ الْمَاضِي-এর সাধারন গঠন হলঃ فَعَلَ، فَعِلَ، فَعُلَ । অক্ষর তিনটিকে যথাক্রমে ف কালিমা , ع কালিমা এবং ل কালিমা বলা হয়। আমরা খেয়াল করি যে ف এবং ل কালিমায় সর্বদা যবর হবে কিন্তু ع কালিমায় যবর, যের বা পেশ হতে পারে। আমরা নিচে কিছু উদাহরণ দেখি,

	فَعُلَ		فَعِلَ		فَعَلَ
সে করুনা করল	كَرُمَ	সে শুনল	سَمِعَ	সে সাহায্য করল	نَصَرَ
সে বড় হল	كَبُرَ	সে ভাবল	حَسِبَ	সে প্রহার করল	ضَرَبَ

সে ছোট হল	صَغُرَ	সে করল	عَمِلَ	সে লিখল	كَتَبَ
সে সহজ হল	سَهُلَ	সে শিখল	عَلِمَ	সে পাঠ করল	دَرَسَ
সে কঠিন হল	صَعُبَ	সে বুঝল	فَهِمَ	সে পাঠালো	بَعَثَ
		সে প্রশংসা করল	حَمِدَ	সে খুলল	فَتَحَ
		সে আনন্দিত হল	فَرِحَ	সে গেল	ذَهَبَ
		সে রাগান্বিত হল	غَضِبَ	সে বের হল	خَرَجَ
		সে ক্লান্ত হল	تَعِبَ	সে খেলো	أَكَلَ

বাক্যের অধ্যায়ে আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে, যখন কোন বাক্য فِعْلٌ দিয়ে শুরু হয় তখন তাকে اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ বলে। এর মৌলিক দুইটি অংশ। فِعْلٌ ক্রিয়া (verb) ও فَاعِلٌ কর্তা (Doer)। কর্তা সর্বদা মারফু।
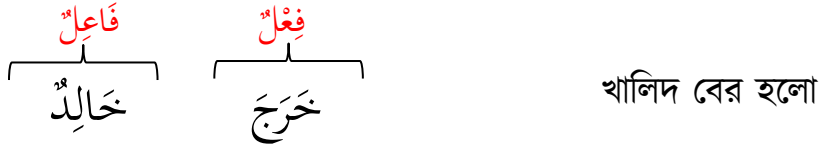
فِعْلٌ (ক্রিয়ার) সাথে সর্বদা فَاعِلٌ (কর্তা) থাকবে। সেটা উপরোক্ত উদাহরণের মত প্রকাশ্য ইসম বা সর্বনাম হতে পারে আবার তা গোপন বা উহ্য থাকতে পারে। যেমন আপনারা খেয়াল করবেন যে উপরোক্ত চার্টের প্রতিটা ক্রিয়ার সাথে তার কর্তা "সে" هُوَ উল্লেখ করা হয়েছে যদিও ক্রিয়াপদের সাথে তাকে দেখা যাচ্ছে না।

নিচের আমরা অতীত কালের কিছু ক্রিয়ার ব্যবহার দেখি।

فَاعِلٌ	فِعْلٌ	আরবী	বাংলা
نَاصِرٌ	نَصَرَ	نَصَرَ نَاصِرٌ	নাসির সাহায্য করলো
هُوَ	سَمِعَ	سَمِعَ	সে শুনলো
بِلَالٌ	عَلِمَ	عَلِمَ بِلَالٌ	বেলাল শিখল
اِبْرَاهِمُ	حَمِدَ	حَمِدَ اِبْرَاهِمُ	ইব্রাহিম প্রশংসা করল
حَامِدٌ	ذَهَبَ	ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى السُّوقِ	হামিদ বাজারে গেল
هُوَ	رَجَعَ	رَجَعَ مِنْ دَاكَّ أَمْسِ	সে গতকাল ঢাকা থেকে ফিরে আসলো
خَالِدٌ	جَلَسَ	جَلَسَ خَالِدٌ مَعِي	খালিদ আমার সাথে বসলো
الطَّالِبُ	ذَهَبَ	ذَهَبَ الطَّالِبُ إِلى الْمَكْتَبَةِ	ছাত্রটি লাইব্রেরীতে গেল

২। مَفْعُوْلٌ بِهِ ক্রিয়ার কর্ম

ক্রিয়াকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে مَفْعُوْلٌ بِهِ কর্ম (object) পাওয়া যায়। কর্ম সর্বদা মানসুব।

ক্রিয়ার কর্ম থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। কর্ম থাকা না থাকার উপর ভিত্তি করে ক্রিয়াকে দুটি ভাগ করা হয়েছে,

হামিদ বাজারের দিকে গেল	ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى السُّوْقِ	الْفِعْلُ الَّازِمُ
মুহাম্মাদ আমার সাথে বসল	جَلَسَ مُحَمَّدٌ مَعِي	অকর্মক ক্রিয়া
বেলাল মসজিদ থেকে বের হল	خَرَجَ بِلَالٌ مِنَ الْمَسْجِدِ	فِعْلٌ + فَاعِلٌ

মুহাম্মাদ কুরআন পড়ল	قَرَأَ مُحَمَّدٌ الْقُرْآنَ	الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي
হামিদ দরজাটি খুলল	فَتَحَ حَامِدٌ الْبَابَ	সকর্মক ক্রিয়া
আল্লাহ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَ اللهُ كُلَّ شَيْءٍ	فِعْلٌ + فَاعِلٌ + مَفْعُوْلٌ بِهِ

জোর দেওয়ার জন্য আগে مَفْعُوْلٌ بِهِ বা খবর আসতে পারে। যেমনঃ

সাধারণ	জোর দেয়া
رَأَيْتُ بِلَالً	بِلَالً رَأَيْتُ
أَذَهَبْتُمْ إِلَى الْمُدِيْرِ؟	أَ إِلَى الْمُدِيْرِ ذَهَبْتُمْ؟

অনুশীলনী–৭.১

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর।

বাংলা	বাক্য
	دَرَسَ أَخُوْكَ هَذَا الْكِتَابَ
	نَزَلَ أَخِي مِنَ السَّيَّارَةِ
	سَمِعَ الْمُدَرِّسُ الْقُرْآنَ
	عَمَّارٌ دَرَسَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
	قَتَلَ الْمُجْرِمُ رَجُلًا

	كَسَرَ الطِّفْلُ الكُوْبَ
	جَلَسَ الْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ
	بَعَثَ اللهُ الأَنْبِيَاءَ
	خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
	الطِّفْلُ فَسَدَ لُعَبَهُ
	ذَهَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى الْعَمَلِ
	شَرِبَ الطِّفْلُ لَبَانًا
	طَلَبَ أَخُوْ حَامِدٍ أَبَاكَ
	قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ

শব্দার্থ

لَبَنٌ	عَمَلٌ	خَتَمَ	صَفٌّ	كُوبٌ
দুধ	কাজ	সিল মারা	সারি	পাত্র

অনুশীলনী–৭.২

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	ছাত্রটি বসল
	মুসলিমরা বিজয়ী হলো
	রাসূলুল্লাহﷺ বলেছেন
	আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন

	মুহাম্মাদ হামিদকে সাহায্য করলো
	আমার বাবা হজে গিয়েছেন
	ইঞ্জিনিয়ার গাড়িটি ঠিক করলেন
	সে নতুন চাঁদ দেখলো
	আল্লাহ মানুষদের মধ্যে রাসূল পাঠালেন
	শিক্ষক বোর্ডে তার নাম লিখলেন
	উমার তার বাড়িতে প্রবেশ করল
	খালিদ পাঠটি ভালো করে বুঝলো
	সত্য প্রকাশিত হলো ও মিথ্যা বিদূরিত হলো
	আয়েশা আজ মাছ দিয়ে ভাত খেয়েছে

শব্দার্থ

ঠিক করা	প্রকাশিত হওয়া	বিদূরিত হওয়া	মাছ	ভাত	নতুন চাঁদ
صَلِحَ	ظَهَرَ	زَهَقَ	سَمَكٌ	أَرُزٌّ	هِلَالٌ
	বুঝলো	খেয়েছে(স্ত্রী)	ভালো করে	বোর্ড	বিজয়ী হল
	فَهِمَ	أَكَلَتْ	جَيِّدًا	سَبُّورَةٌ	غَلَبَ

অনুশীলনী–৭.৩

নিচের ক্রিয়া গুলো দিয়ে আরবী বাক্য রচনা কর

বাক্য	ক্রিয়া	অর্থ
	সে সাহায্য করল	نَصَرَ

	সে প্রহার করল	ضَرَبَ
	সে লিখল	كَتَبَ
	সে পাঠ করল	دَرَسَ
	সে পাঠালো	بَعَثَ
	সে খুলল	فَتَحَ
	সে গেল	ذَهَبَ
	সে বের হল	خَرَجَ
	সে ফিরে আসল	رَجَعَ
	সে খেলো	أَكَلَ
	সে শুনল	سَمِعَ
	সে ভাবল	حَسِبَ
	সে বুঝল	فَهِمَ

কুরআনীয় উদাহরণ

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন	هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ
বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ
সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে	خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ
দাউদ জালুতকে হত্যা করলো	وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ
তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।	رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا

আল্লাহ তার চারদিকের আলোকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন	ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ
যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন	وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ

৩। লিংগ ও বচনভেদে الفِعْلُ الْمَاضِي এর বিভিন্ন রূপ

هُمْ ذَهَبُوْا	هُمَا ذَهَبَا	هُوَ ذَهَبَ
তারা সকলে (পুং) গিয়েছে	তারা দুজন (পুং) গিয়েছে	সে একজন (পুং) গিয়েছে
هُنَّ ذَهَبْنَ	هُمَا ذَهَبَتَا	هِيَ ذَهَبَتْ
তারা সকলে (স্ত্রী) গিয়েছে	তারা দুজন (স্ত্রী) গিয়েছে	সে একজন (স্ত্রী) গিয়েছে
أَنْتُمْ ذَهَبْتُمْ	أَنْتُمَا ذَهَبْتُمَا	أَنْتَ ذَهَبْتَ
তোমরা সকলে (পুং) গিয়েছো	তোমরা দুজন (পুং) গিয়েছো	তুমি একজন (পুং) গিয়েছো
أَنْتُنَّ ذَهَبْتُنَّ	أَنْتُمَا ذَهَبْتُمَا	أَنْتِ ذَهَبْتِ
তোমরা সকলে (স্ত্রী) গিয়েছো	তোমরা দুজন (স্ত্রী) গিয়েছো	তুমি একজন (স্ত্রী) গিয়েছো
نَحْنُ ذَهَبْنَا	نَحْنُ ذَهَبْنَا	أَنَا ذَهَبْتُ
আমরা গিয়েছি	আমরা দুজন গিয়েছি	আমি গিয়েছি

মনে রাখার জন্যঃ

- দ্বিবচনে ا যোগ ذَهَبَ + ا = ذَهَبَا
- বহু বচনে وْا যোগ ذَهَبَ + وْا = ذَهَبُوْا

- মেয়ে আসলে تْ যোগ ذَهَبَتْ = تْ + ذَهَبَ
- সব মেয়ের সময় ব্যতিক্রম হল ل কালিমায় সাকিন ذَهَبْ আর সাথে نَ যোগ, ذَهَبْنَ
- এরপর ذَهَبْ এর সাথে تَ، تُمَا، تُمْ، تِ، تُمَا، تُنَّ، تُ، نَا যোগ।

এবার তাহলে আমরা কয়েকটি ক্রিয়ার ১৪টি রূপ দেখি,

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
نَصَرُوْا	نَصَرَا	نَصَرَ	পুং
نَصَرْنَ	نَصَرَتَا	نَصَرَتْ	স্ত্রী
نَصَرْتُمْ	نَصَرْتُمَا	نَصَرْتَ	পুং
نَصَرْتُنَّ	نَصَرْتُمَا	نَصَرْتِ	স্ত্রী
نَصَرْنَا		نَصَرْتُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
سَمِعُوْا	سَمِعَا	سَمِعَ	পুং
سَمِعْنَ	سَمِعَتَا	سَمِعَتْ	স্ত্রী
سَمِعْتُمْ	سَمِعْتُمَا	سَمِعْتَ	পুং
سَمِعْتُنَّ	سَمِعْتُمَا	سَمِعْتِ	স্ত্রী
سَمِعْنَا		سَمِعْتُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
كَرُمُوْا	كَرُمَا	كَرُمَ	পুং
كَرُمْنَ	كَرُمَتَا	كَرُمَتْ	স্ত্রী
كَرُمْتُمْ	كَرُمْتُمَا	كَرُمْتَ	পুং
كَرُمْتُنَّ	كَرُمْتُمَا	كَرُمْتِ	স্ত্রী
كَرُمْنَا		كَرُمْتُ	উভয়

অনুশীলনী–৭.৪

লিংগ ও বচনভেদে নিচের ক্রিয়া গুলোর ১৪ টি রূপ লিখ।

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন		বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
		كَتَبَ				ضَرَبَ	পুং
							স্ত্রী
							পুং
							স্ত্রী
							উভয়
		فَتَحَ				دَرَسَ	পুং
							স্ত্রী

							পুং
							স্ত্রী
							উভয়
		بَعَثَ				خَرَجَ	পুং
							স্ত্রী
							পুং
							স্ত্রী
							উভয়

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন		বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
		فَهِمَ				أَكَلَ	পুং
							স্ত্রী
							পুং
							স্ত্রী
							উভয়
		عَمِلَ				كَبُرَ	পুং
							স্ত্রী

							পুং
							স্ত্রী
							উভয়
		حَبِطَ				جَعَلَ	পুং
							স্ত্রী
							পুং
							স্ত্রী
							উভয়

৪। الْفِعْلُ الْمَاضِي এর فَاعِلٌ বা কর্তা

আমরা এর পূর্বে কর্তা হিসেবে প্রকাশ্য ইসমকে দেখেছি। এখন আমরা নিচের চার্টে ক্রিয়ার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন কর্তা দেখব।

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
ذَهَبُوْا	**ذَهَبَا**	**ذَهَبَ**	**পুং**
فَاعِلٌ=وْ=هُمْ	فَاعِلٌ=ا=هُمَا	فَاعِلٌ=مُسْتَتِرٌ * =هُوَ	
ذَهَبْنَ	**ذَهَبَتَا**	**ذَهَبَتْ**	**স্ত্রী**
فَاعِلٌ=نَ=هُنَّ	فَاعِلٌ=ا=هُمَا	فَاعِلٌ=مُسْتَتِرٌ * =هِيَ	

ذَهَبْتُمْ	ذَهَبْتُمَا	ذَهَبْتَ	**পুং**
فَاعِلٌ=تُ=أَنْتُمْ	فَاعِلٌ=تُ=أَنْتُمَا	فَاعِلٌ=تَ=أَنْتَ	
ذَهَبْتُنَّ	ذَهَبْتُمَا	ذَهَبْتِ	**স্ত্রী**
فَاعِلٌ=تُ=أَنْتُنَّ	فَاعِلٌ=تُ=أَنْتُمَا	فَاعِلٌ=تِ=أَنْتِ	
ذَهَبْنَا		ذَهَبْتُ	**উভয়**
فَاعِلٌ=نَا=نَحْنُ		فَاعِلٌ=تُ=أَنَا	

* مُسْتَتِرٌ শব্দের অর্থ গুপ্ত অর্থাৎ ক্রিয়ার মধ্যে এদের খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন ذَهَبَ এখানে তিনটা বর্ণই ক্রিয়া মুল আবার ذَهَبَتْ যেখানে تْ হল স্ত্রী বাচক হওয়ার আলামত। এই দুই ক্ষেত্রে কর্তা مُسْتَتِرٌ বা উহ্য আছে।

দুই কর্তার মিলন অসম্ভব

একটি ক্রিয়া প্রধান বাক্যে দুটি কর্তা থাকতে পারে না। যেমনঃ ذَهَبُوْا الطُّلاَّبُ বাক্যটি সঠিক নয় কারন ذَهَبُوْا এর و এবং الطُّلاَّبُ উভয়ই হল فَاعِلٌ। সেক্ষেত্রে সঠিক প্রয়োগ হবে, ذَهَبَ الطُّلاَّبُ যেখানে الطُّلاَّبُ হল فَاعِلٌ। তবে اَلطُّلاَّبُ ذَهَبُوْا এর ব্যবহার সঠিক যেহেতু তা নামপ্রধান বাক্য এবং ذَهَبُوْا সেখানে একটি স্বতন্ত্র জুমলা ফেলিয়া খবর।

√ اَلطُّلاَّبُ ذَهَبُوْا	√ ذَهَبَ الطُّلاَّبُ	× ذَهَبُوْا الطُّلاَّبُ

অনুশীলনী–৭.৫

নিচের বাক্যগুলো ভুল হলে শুদ্ধ কর।

শুদ্ধ বাক্য	বাক্য
	الطُّلَّابُ ذَهَبَ إِلى الْمَلْعَبِ
	كَتَبَا الْمُعَلِّمَانِ اِسْمَاهُمَا
	حَضَرَ الطُّلَّابُ وَ ذَهَبُوا
	نَجَحَتْ بِنْتَانِ فِي عِلْمِ الُّغَةِ
	ذَهَبَ حَامِدٌ وَ أَصْدِقَائُهُ اِلَى الْمَلْعَبِ
	ذَهَبَا حَامِدٌ وَ خَالِدٌ لِحَجِّ بَيْتِ اللهِ
	الطَّالِبُ الْجَدِيْدُ ذَهَبُوا إِلَى الْمَسْجِدِ
	الطَّالِبَاتُ الْجُدُدُ ذَهَبْنَ إِلى الْمَطْعَمِ

অনুশীলনী–৭.৬

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	আমি মসজিদে গিয়েছি
	আমরা বিকালে ফুটবল খেলেছি
	আমরা তার ভাইকে জ্ঞানী ভেবেছি
	আমি একটা বড় সিংহ মেরেছি
	আমিনা কাপড়টি ধৌত করলো
	তারা আযান শুনলো ও মাসজিদে গেলো

	মেয়েরা নতুন জামা পরলো
	তারা দুইজন গাছ থেকে ফল খেলো
	তোমরা আমাকে সাহায্য করেছো
	ফাতিমা ও আয়েশা আরবি ভাষা শিখেছে

শব্দার্থ

ধোয়া	পরলো	ভাবা	আযান	ফুটবল	সিংহ
غَسَلَ	لَبِسَ	حَسِبَ	أَذَانٌ	كُرَةُ الْقَدَمِ	أَسَدٌ

কুরানীয় উদাহরণঃ

অতঃপর যখন তাঁরা দুই সুমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছালেন, তখন তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন	فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا
আর আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুর পর্বতকে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলাম	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী,	وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি	وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا
তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে।	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ
ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত	وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
এরাই হলো সে লোক যাদের সমগ্র আমল দুনিয়া ও আখেরাত উভয়লোকেই বিনষ্ট হয়ে গেছে।	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখন্ডিত করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে	وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ

৫। না বোধক অতীত

অতীত কালের ক্রিয়ায় না অর্থে مَا ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

আমি কফি পান করিনি	مَا شَرِبْتُ الْقَهْوَةَ
আমি আজ অফিসে যাইনি	مَا ذَهَبْتُ إِلَى الْمَكْتَبِ الْيَوْمَ
তুমি কি পাঠটি লিখনি ?	أَمَا كَتَبْتَ الدَّرْسَ؟
আইয়িশাহ আমার সাথে যায়নি	مَا ذَهَبَتْ عَائِشَةُ مَعِي

ক্রিয়া প্রধান বাক্যে দুইটা না বোধক হলে উভয়ই لا দিয়ে শুরু হবে।

আমি খাইনি পানও করিনি	لَا أَكَلْتُ وَلَا شَرِبْتُ
সে পড়েওনি লেখেওনি	لَا قَرَأَ وَلَا كَتَبَ
সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি	فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ

অনুশীলনী–৭.৭

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	শিশুটি দুধ পান করেনি
	আমরা বিকালে ফুটবল খেলিনি
	সে মিথ্যা বলে নি
	আনাস গতকাল রাতে ঘুমায়নি
	তুমি বাড়ির কাজ করোনি
	তারা ঈমান আনেনি

	সে আমাকে আদেশও করেনি,মানাও করেনি
	আমি কথাও বলিনি,নকলও করিনি
	তুমি সালাতও পড়োনি,রোযাও রাখোনি

শব্দার্থ

দুধ পান করা	মিথ্যা বলা	বাড়ির কাজ	ঈমান আনা	আদেশ করা
رَضِعَ	كَذَبَ	الْفُولَ	أَمَنَ	أَمَرَ
নকল করা	সালাত পড়া	তুমি রোযা রেখেছো	ঘুমানো	নিষেধ করা
نَقَلَ	صَلَّى	صُمْتَ	نَامَ	مَنَعَ

৬। অতীত কালের ক্রিয়ার বিভিন্ন ব্যবহার

অতীত কালের ক্রিয়ার পূর্বে বিভিন্ন অব্যয় আসলে বিভিন্ন ধরনের অর্থ হয়ে থাকে। যেমন নিচের চার্টটি আমরা খেয়াল করি,

হামিদ আরবী পড়েছে	دَرَسَ حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	
নিশ্চয়ই হামিদ আরবী **পড়েছে**	**قَدْ دَرَسَ** حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	قَدْ +
হামিদ **মাত্র** আরবী **পড়েছে**	**قَدْ دَرَسَ** حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	قَدْ +
হামিদ আরবী **পড়েছিলো**	**كَانَ دَرَسَ** حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	كَانَ +
হামিদ **সম্ভবত** আরবী **পড়েছে**	**لَعَلَّمَا دَرَسَ** حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	لَعَلَّمَا +
হামিদ **হয়ত** আরবী **পড়েছে**	**يَكُونُ دَرَسَ** حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	يَكُونُ +

হামিদ **যদি** আরবী **পড়তো!**	**لَيْتَمَا دَرَسَ** حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	لَيْتَمَا +

এখন আমরা এগুলোর বিস্তারিত দেখব,

ক) অতীতকালের ক্রিয়ার পূর্বে قَدْ বসলে তা নিশ্চয়তা কিংবা নিকট অতীতে করা বোঝায়। যেমন,

নিশ্চয়তা অর্থে,

নিশ্চয়ই আমি আয়াত সুস্পষ্ট করেছি বিশ্বাসী জাতির জন্য	قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
নিশ্চয়ই সে সফল হয়েছে যে পবিত্র হয়েছে	قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا
এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়	وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا
আল্লাহ তাকে উত্তম রিযিক দিয়েছেন	قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا
আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন	قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
সত্য তোমাদের কাছে পোঁছে গেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে।	قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ

নিকট অতীত অর্থে,

শিক্ষকটি এইমাত্র শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলো	قَدْ دَخَلَ الْمُدَرِّسُ الفَصْلَ
প্রত্যেক লোক এইমাত্র তাদের পান করার জায়গা জেনে নিল	قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ

গ) দূর অতীত কাল = كَانَ + الْمَاضِي

অতীতে একটা কাজ অনেক পুর্বে হয়েছিল এরুপ বোঝাতে كَانَ + الْمَاضِي ব্যবহৃত হয়।

সামির আরবী ভাষা পড়েছিল	كَانَ سَمِيرُ دَرَسَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
আমি আরবী ভাষা পড়েছিলাম	كُنْتُ دَرَسْتُ اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ

ঘ) অতীতে সম্ভাবনা = لَعَلَّمَا + الْمَاضِي অথবা يَكُونُ + الْمَاضِي

সামির সম্ভবত আরবী ভাষা পড়েছে	لَعَلَّمَا سَمِيرُ دَرَسَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
হামিদ সম্ভবত মাসজিদে গিয়েছে	لَعَلَّمَا حَامِدٌ ذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ
সামির আরবী ভাষা পড়ে থাকবে	يَكُونُ سَمِيرُ دَرَسَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
হামিদ মাসজিদে যেয়ে থাকবে	يَكُوْنُ حَامِدٌ ذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ

ঙ) অতীতে কাজের জন্য আফসোস/আশা অর্থে = لَيْتَمَا + الْمَاضِي

অতীতে কাজের জন্য আফসোস/আশা বোঝাতে لَيْتَمَا + الْمَاضِي ব্যবহৃত হয়।

যদি সামির আরবী ভাষা পড়ত!	لَيْتَمَا سَمِيرُ دَرَسَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
যদি তোমরা জানতে!	لَيْتَمَا عَلِمْتُمْ

অনুশীলনী–৭.৮

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর।

বাংলা	বাক্য
	قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ
	وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا
	وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ

	سَمِعَ الْمُدَرِّسُ الْقُرْآنَ
	الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
	لَعَلَّمَا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا
	لَيْتَمَا سَمِعْتُ النَّصِيْحَةَ

শব্দার্থ

بَصِيرٌ	مُّبِينٌ	نَصِيْحَةٌ	يَتَّقُونَ	خَلَتْ
চক্ষুষ্মান	সুস্পষ্ট	উপদেশ	তারা ভয় করে	গত হয়েছে

অনুশীলনী–৭.৯

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	নিশ্চয়ই আমি সত্য বলেছি
	আমরা চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম
	আমরা যদি তার কথা শুনতাম!
	উমার হয়ত কাজটা করে থাকবে
	সে এইমাত্র বের হলো
	আল্লাহ আমাদের কাজ কবুল করুন
	নিশ্চয়ই আমি তাকে দেখেছি
	তুমি যদি একটু আগে আসতে!
	আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করুন

	শিশুটি এইমাত্র ঘুম থেকে উঠল

শব্দার্থ

চিড়িয়াখানা	ঘুম থেকে উঠা	কবুল করা	সুস্থ করা	কাজ
حَدِيقَةُ الْحَيْوَانَاتِ	اِسْتَيْقَظَ	تَقَبَّلَ/قَبِلَ	شَفَى	أَمْرٌ

চ) দুয়া করার জন্য অতীত কালের ব্যবহার

আল্লাহ তার উপর রহম কর	رَحِمَهُ اللّٰهُ
আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুক	غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ
আল্লাহ তোমার মুখকে ধ্বংস না করুক	لَافَضَّ اللّٰهُ فَاكَ
আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিক	جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا
আল্লাহ তাকে হেফাজত করুক	حَفِظَهُ اللهُ

অধ্যায়-৮ (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া)

১। اَلْمُضَارِعُ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া

তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়ামূল فَعَلَ ,فَعِلَ ،فَعُلَ এর اَلْمُضَارِعُ এর সাধারণ রূপ يَفْعَلُ ، يَفْعِلُ يَفْعُلُ। যেমনঃ অতীত কালের ক্রিয়া ذَهَبَ এর বর্তমান কালের ক্রিয়ার রূপ হলো يَذْهَبُ ।
আমরা লক্ষ্য করি,

- শুরুতেই اَلْمُضَارِعُ এর নির্দেশক একটি অতিরিক্ত বর্ণ يَ এসেছে,
- ف কালিমায় সুকুন হয়েছে, ع কালিমায় যবর এসেছে এবং ل কালিমায় পেশ এসেছে।

তবে ع কালিমায় যের বা পেশও আসতে পারে। ع কালিমার হরকত পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে ক্রিয়াগুলোকে মোট ৬ টি গ্রুপে ভাগ করা হয় যাকে ব্যাকরনের পরিভাষায় “বাব” বলা হয়।

ع কালিমার হরকত পরিবর্তন	اَلْمُضَارِعُ	اَلْمَاضِي	বাবের নাম
দম্মা << ফাতহা	يَنْصُرُ	نَصَرَ	বাব-نَصَرَ
কাছরা << ফাতহা	يَضْرِبُ	ضَرَبَ	বাব-ضَرَبَ
ফাতহাতানী	يَفْتَحُ	فَتَحَ	বাব-فَتَحَ
দম্মা << দম্মা	يَكْرُمُ	كَرُمَ	বাব-كَرُمَ
ফাতহা << কাছরা	يَسْمَعُ	سَمِعَ	বাব-سَمِعَ
কাছরাতানী	يَحْسِبُ	حَسِبَ	বাব-حَسِبَ

লক্ষ্য করি যে অতীত কালের ক্রিয়ার ع কালিমায় পেশ থাকলে বর্তমান কালের ক্রিয়ার ع কালিমায় সর্বদা পেশ হবে। নিচে আমরা বিভিন্ন বাবের অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়াপদের উদাহরণ দেখি,

نَصَرَ – يَنْصُرُ (ফাতহা-দম্মা)			
অতীত কালের অর্থ	**الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ**	**অতীত কালের অর্থ**	**الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ**
সে খুঁজে পেল	طَلَبَ – يَطْلُبُ	সে পরিবর্তন করল	نَقَلَ – يَنْقُلُ
সে প্রবেশ করল	دَخَلَ – يَدْخُلُ	সে দাসত্ব করল	عَبَدَ – يَعْبُدُ
সে হত্যা করল	قَتَلَ – يَقْتُلُ	সে সৃষ্টি করল	خَلَقَ – يَخْلُقُ
সে বিশৃঙ্খলা করল	فَسَدَ – يَفْسُدُ	সে মানল	قَنَتَ – يَقْنُتُ
সে বিচার করল	حَكَمَ – يَحْكُمُ	সে অধ্যয়ন করল	دَرَسَ – يَدْرُسُ
সে বসল	قَعَدَ – يَقْعُدُ	সে অবস্থান করল	مَكَثَ – يَمْكُثُ
সে ছেড়ে দিল	تَرَكَ – يَتْرُكُ	সে পৌছে দিল	بَلَغَ – يَبْلُغُ
সে শর্ত ভাঙ্গল	نَقَضَ – يَنْقُضُ	সে ধরল	أَخَذَ–يَأْخُذُ
সে লক্ষ্য করল	نَظَرَ – يَنْظُرُ	সে আদেশ করলো	أَمَرَ– يَأْمُرُ
সে কৃতজ্ঞ হল	شَكَرَ – يَشْكُرُ	সে লুকালো	سَتَرَ – يَسْتُرُ
সে নীরব হল	سَكَتَ – يَسْكُتُ	সে চাষাবাদ করল	حَرَثَ – يَحْرُثُ

ضَرَبَ – يَضْرِبُ (ফাতহা -কাছরা)

অতীত কালের অর্থ	الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ	অতীত কালের অর্থ	الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ
সে মিথ্যা বলল	كَذَبَ – يَكْذِبُ	সে ধৌত করল	غسَلَ – يَغْسِلُ
সে উপার্জন করল	كَسَبَ – يَكْسِبُ	সে জয় করল	غَلَبَ – يَغْلِبُ
সে ভাঙ্গল	كَسَرَ – يَكْسِرُ	সে অত্যাচার করল	ظَلَمَ – يَظْلِمُ
সে সহিষ্ণু হল	صَبَرَ – يَصْبِرُ	সে আলাদা করল	فَصَلَ – يَفْصِلُ
সে ফিরে আসল	رَجَعَ – يَرْجِعُ	সে বসল	جَلَسَ – يَجْلِسُ
সে খুলল	كَشَفَ – يَكْشِفُ	সে শেষ করল	خَتَمَ – يَخْتِمُ
সে চুরি করল	سَرَقَ – يَسْرِقُ	সে জানল	عَرَفَ – يَعْرِفُ
সে বহন করল	حَمَلَ – يَحْمِلُ	সে উপস্থিত করল	عَرَضَ – يَعْرِضُ
সে ধ্বংস হল	هَلَكَ – يَهْلِكُ	সে ক্ষমা করল	غَفَرَ – يَغْفِرُ
সে অবতীর্ন হল	نَزَلَ – يَنْزِلُ	সে পরিকল্পনা করল	غَرَسَ – يَغْرِسُ

فَتَحَ – يَفْتَحُ (ফাতহাতানী)

অতীত কালের অর্থ	الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ	অতীত কালের অর্থ	الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ
সে দান করল	مَنَحَ – يَمْنَحُ	সে প্রদর্শণ করল	ظَهَرَ – يَظْهَرُ
সে খুলল	فَتَحَ–يَفْتَحُ	সে জিজ্ঞাসা করল	سَأَلَ – يَسْأَلُ

সে পাঠালো	بَعَثَ–يَبْعَثُ	সে পাঠ করল	قَرَأَ – يَقْرَأُ
সে প্রশংসা করল	مَدَحَ – يَمْدَحُ	সে বাধা দিল	مَنَعَ – يَمْنَعُ
সে উঠালো	رَفَعَ – يَرْفَعُ	সে আঘাত করল	جَرَحَ – يَجْرَحُ
সে জমা করল	جَمَعَ– يَجْمَعُ	সে পাস করল	نَجَحَ – يَنْجَحُ
সে বানালো	جَعَلَ – يَجْعَلُ	সে অভিশাপ দিল	لَعَنَ – يَلْعَنُ
সে যাদু করল	سَحَرَ– يَسْحَرُ	সে চাষাবাদ করল	زَرَعَ – يَزْرَعُ
সে সংশোধন করল	صَلَحَ– يَصْلَحُ	সে কাটল	قَطَعَ – يَقْطَعُ
সে লাভ করল	نَفَعَ– يَنْفَعُ	সে উদ্ভাবন করল	بَدَأَ – يَبْدَأُ

كَرُمَ – يَكْرُمُ (দম্মা-দম্মা)			
অতীত কালের অর্থ	**الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ**	**অতীত কালের অর্থ**	**الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ**
সে ভারী হল	ثَقُلَ – يَثْقُلُ	সে নিকটবর্তী হল	قَرُبَ – يَقْرُبُ
সে দূরদর্শী হল	بَصُرَ – يَبْصُرُ	সে দূরে গেল	بَعُدَ – يَبْعُدُ
সে কঠোর হল	صَعُبَ – يَصْعُبُ	সে বৃদ্ধি করল	كَثُرَ – يَكْثُرُ
সে বড় হল	عَظُمَ – يَعْظُمُ	সে সুন্দর হল	حَسُنَ – يَحْسُنُ
সে খাঁটি হল	طَهُرَ – يَطْهُرُ	সে খাটো হল	قَصُرَ – يَقْصُرُ
সে নিখুঁত হল	لَطُفَ – يَلْطُفُ	সে বড় হল	كَبُرَ – يَكْبُرُ

سَمِعَ – يَسْمَعُ (কাছরা-ফাতহা)			
অতীত কালের অর্থ	**الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ**	**অতীত কালের অর্থ**	**الْمَاضِي– الْمُضَارِعُ**
সে খুশি হল	فَرِحَ – يَفْرَحُ	সে শুনল	سَمِعَ – يَسْمَعُ
সে চিন্তিত হল	حَزِنَ – يَحْزَنُ	সে জানল	عَلِمَ – يَعْلَمُ
সে পিপাসার্ত হল	عَطِشَ – يَعْطَشُ	সে মুখস্ত করল	حَفِظَ – يَحْفَظُ
সে পরিষ্কার করে বলল	جَهِرَ – يَجْهَرُ	সে মূর্খ হল	جَهِلَ – يَجْهَلُ
সে নিরাপদ হল	سَلِمَ – يَسْلَمُ	সে প্রশংসা করল	حَمِدَ – يَحْمَدُ
সে চড়ল	رَكِبَ – يَرْكَبُ	সে বুঝল	فَهِمَ – يَفْهَمُ
সে পান করল	شَرِبَ – يَشْرَبُ	সে রাগান্বিত হল	غَضِبَ – يَغْضَبُ
সে হাসল	ضَحِكَ – يَضْحَكُ	সে সাক্ষ্য দিল	شَهِدَ – يَشْهَدُ
সে ঘৃণা করল	كَرِهَ – يَكْرَهُ	সে নিরাপদ হলো	أَمِنَ – يَأْمَنُ

حَسِبَ – يَحْسِبُ (কাছরাতানী)			
সে মনে করল	حَسِبَ – يَحْسِبُ	সে স্বচ্ছন্দ হল	نَعِمَ – يَنْعِمُ
		সে ওয়ারিশ হল	وَرِثَ – يَرِثُ

فَاعِلٌ এর সাথে الفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর পরিবর্তন

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَذْهَبُوْنَ	يَذْهَبَانِ	يَذْهَبُ	পুং
তারা সকলে যায়/যাবে	তারা দুজন যায়/যাবে	সে যায়/যাবে	
يَذْهَبْنَ	تَذْهَبَانِ	تَذْهَبُ	স্ত্রী
তারা সকলে যায়/যাবে	তারা দুজন যায়/যাবে	সে যায়/যাবে	
تَذْهَبُوْنَ	تَذْهَبَانِ	تَذْهَبُ	পুং
তোমরা সকলে যাও/যাবে	তোমরা দুজন যাও/যাবে	তুমি যাও/যাবে	
تذْهَبْنَ	تَذْهَبَانِ	تَذْهَبِيْنَ	স্ত্রী
তোমরা সকলে যাও/যাবে	তোমরা দুজন যাও/যাবে	তুমি যাও/যাবে	
نَذْهَبُ		أَذْهَبُ	উভয়
আমরা যাই/যাবো		আমি যাই/যাবো	

মনে রাখার জন্যঃ

- দ্বিবচনে انِ যোগ يَذْهَبَانِ = انِ + يَذْهَبَ
- বহু বচনে وْنَ যোগ يَذْهَبُوْنَ = وْنَ + يَذْهَبُ
- মেয়ে আসলে ت দিয়ে শুরু تَذْهَبُ আবার দ্বিবচনে انِ যোগ تَذْهَبَانِ = انِ + تَذْهَبَ

- সব মেয়ের সময় ব্যতিক্রম হল ل কালিমায় সাকিন يَذْهَبْ আর সাথে نَ যোগ, يَذْهَبْنَ
- أَنْتَ= هِيَ অর্থাৎ তুমি একটা ছেলের জন্য সে একজন মেয়ের ন্যায় تَذْهَبُ
- আবার দ্বিবচনে انِ যোগ تَذْهَبَ + انِ = تَذْهَبَانِ
- বহু বচনে وْنَ যোগ تَذْهَبُ + وْنَ = تَذْهَبُوْنَ
- ঈনা একটা মেয়ের নাম تَذْهَبِيْنَ

অতীত কালের ক্রিয়া মাবনী কিন্তু বর্তমান কালের ক্রিয়ার মারফু, মানসুব আর মাজ্জুম (শেষ বর্ণে যজম) অবস্থা আছে। উল্লেখ্য যে ক্রিয়া কখনও মাজরুর হয় না। প্রতিটি ক্রিয়ার সাথে চারটি বিষয় থাকে যা মনে রাখা খুবই গুরুত্বপুর্ন। তিনটা গ্রুপে এদের শ্রেনীভুক্ত করলে মনে রাখতে সুবিধা হয়।

গ্রুপ-১ কর্তা উহ্য বা مُسْتَتِرٌ			
জ্ঞাতব্য বিষয়		**অর্থ**	الْمُضَارِعُ
الْمُضَارِعُ এর চিহ্নঃ	نَ، أَ، تَ، يَ	সে যায়	يَذْهَبُ
ক্রিয়ার মূলঃ	ذهب	সে যায় (স্ত্রী)	تَذْهَبُ
কর্তাঃ	مُسْتَتِرٌ	তুমি যাও	تَذْهَبُ
মারফুর আলামতঃ	ُ	আমি যাই	أَذْهَبُ
		আমরা যাই	نَذْهَبُ

গ্রুপ-২ ن আসে ن যায়				
জ্ঞাতব্য বিষয়		অর্থ	ن যায়	ن আসে
اَلْمُضَارِعُ এর চিহ্নঃ	تَ، يَ	তারা দুইজন যায়	يَذْهَبَا	يَذْهَبَانِ
ক্রিয়ার মূলঃ	ذهب	তারা সকলে যায়	يَذْهَبُوْا	يَذْهَبُوْنَ
কর্তাঃ	ا وْ ي	তারা দুইজন (স্ত্রী) যায় তোমরা দুইজন যাও তোমরা দুইজন (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبَا	تَذْهَبَانِ
মারফু আলামতঃ	ن আসে	তোমরা সকলে যাও	تَذْهَبُوْا	تَذْهَبُوْنَ
মানসুব ও মাজ্জুমের আলামতঃ	ن যায়	তুমি (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبِيْ	تَذْهَبِيْنَ

গ্রুপ-৩ هُنَّ ও تُنَّ মাবনি			
জ্ঞাতব্য বিষয়		অর্থ	اَلْمُضَارِعُ
اَلْمُضَارِعُ এর চিহ্নঃ	تَ، يَ	তারা (স্ত্রী)যায়	يَذْهَبْنَ
ক্রিয়ার মূলঃ	ذهب	তোমরা (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبْنَ
কর্তাঃ	ن		
বিভক্তিঃ	মাবনী		

এবার তাহলে আমরা কয়েকটি ক্রিয়ার ১৪টি রূপ দেখি,

الفِعْلُ الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَنْصُرُوْنَ	يَنْصُرَانِ	يَنْصُرُ	পুং
يَنْصُرْنَ	تَنْصُرَانِ	تَنْصُرُ	স্ত্রী
تَنْصُرُوْنَ	تَنْصُرَانِ	تَنْصُرُ	পুং
تَنْصُرْنَ	تَنْصُرَانِ	تَنْصُرِينَ	স্ত্রী
نَنْصُرُ		أَنْصُرُ	উভয়

الفِعْلُ الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَسْمَعُوْنَ	يَسْمَعَانِ	يَسْمَعُ	পুং
يَسْمَعْنَ	تَسْمَعَانِ	تَسْمَعُ	স্ত্রী
تَسْمَعُوْنَ	تَسْمَعَانِ	تَسْمَعُ	পুং
تَسْمَعْنَ	تَسْمَعَانِ	تَسْمَعِيْنَ	স্ত্রী
نَسْمَعُ		أَسْمَعُ	উভয়

الفِعْلُ الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَحْسِبُوْنَ	يَحْسِبَانِ	يَحْسِبُ	পুং
يَحْسِبْنَ	تَحْسِبَانِ	تَحْسِبُ	স্ত্রী
تَحْسِبُوْنَ	تَحْسِبَانِ	تَحْسِبُ	পুং
تَحْسِبْنَ	تَحْسِبَانِ	تَحْسِبِيْنَ	স্ত্রী
نَحْسِبُ		أَحْسِبُ	উভয়

অনুশীলনী–৮.১

লিংগ ও বচনভেদে নিচের ক্রিয়া গুলোর ১৪ টি রূপ লিখ।

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন		বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
		يَكْتُبُ				يَضْرِبُ	পুং
							স্ত্রী
							পুং
							স্ত্রী
							উভয়
		يَفْتَحُ				يَدْرُسُ	পুং
							স্ত্রী

							পুং
							স্ত্রী
							উভয়
		يَحْبِطُ				يَجْعَلُ	পুং
							স্ত্রী
							পুং
							স্ত্রী
							উভয়

মুদারী সাধারনভাবে মারফু তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা মানসুব ও মাজ্জুম হয়। ক্ষেত্রগুলো আমরা ধীরে ধীরে দেখব। এখানে আমরা কেবল এর তিনটা রূপ একসাথে দেখি,

মাজ্জুম	মানসুব	মারফু	অর্থ
يَذْهَبْ	يَذْهَبَ	يَذْهَبُ	সে যায়/যাবে
يَذْهَبَا	يَذْهَبَا	يَذْهَبَانِ	তারা দুজন যায়/যাবে
يَذْهَبُوْا	يَذْهَبُوْا	يَذْهَبُوْنَ	তারা সকলে যায়/যাবে
تَذْهَبْ	تَذْهَبَ	تَذْهَبُ	সে (স্ত্রী) যায়/যাবে
تَذْهَبَا	تَذْهَبَا	تَذْهَبَانِ	তারা দুজন (স্ত্রী) যায়/যাবে
يَذْهَبْنَ	يَذْهَبْنَ	يَذْهَبْنَ	তারা সকলে (স্ত্রী) যায়/যাবে
تَذْهَبْ	تَذْهَبَ	تَذْهَبُ	তুমি যাও/যাবে

تَذْهَبَا	تَذْهَبَا	تَذْهَبَانِ	তোমরা দুজন যাও/যাবে
تَذْهَبُوْا	تَذْهَبُوْا	تَذْهَبُوْنَ	তোমরা সকলে যাও/যাবে
تَذْهَبِيْ	تَذْهَبِيْ	تَذْهَبِيْنَ	তুমি (স্ত্রী) যাও/যাবে
تَذْهَبَا	تَذْهَبَا	تَذْهَبَانِ	তোমরা দুজন (স্ত্রী) যাও/যাবে
تَذْهَبْنَ	تَذْهَبْنَ	تَذْهَبْنَ	তোমরা সকলে(স্ত্রী) যাও/যাবে
أَذْهَبْ	أَذْهَبَ	أَذْهَبُ	আমি যাই/যাবো
نَذْهَبْ	نَذْهَبَ	نَذْهَبُ	আমরা যাই/যাবো

অনুশীলনী–৮.২

নিচের الفعل الْمضارع গুলো থেকে মুদারীর আলামত, ক্রিয়ার মুল, কর্তা, বিভক্তি চিহ্নিত করো

বিভক্তি	কর্তা	ক্রিয়ার মূল	মুদারীর আলামত	الْمُضَارِعُ
مَرْفُوعٌ	و	ذهب	ي	يَذْهَبُوْنَ
مَجْجُومٌ	مُسْتَتِرٌ	نظر	ت	تَنْظُرْ
				تَنْصُرِيْنَ
				تَكْتُبَ
				يَشْرَبْنَ
				نَأْكُلْ
				تَحْسِبَا
				تَلْعَبُونَ

				أَقْرَأُ
				تَأْخُذُوْا
				تَسْمَعَانِ
				تَقْرَبُوا

কুরানীয় উদাহরণঃ

আর আল্লাহ যা ইচ্ছা, তা করেন।	وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ
এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।	وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ
তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমীবস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে।	يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ
তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে।	ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ
ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না।	قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
তাদের নিকট কি একথা প্রকাশিত হয়নি, যারা উত্তারাধিকার লাভ করেছে। সেখানকার লোকদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে তাদেরকে তাদের পাপের দরুন পাকড়াও করে ফেলতাম। বস্তুতঃ আমি মোহর এঁটে দিয়েছি তাদের অন্তরসমূহের উপর। কাজেই এরা শুনতে পায় না।	أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
আল্লাহ এক কাক প্রেরণ করলেন। সে মাটি খনন করছিল যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার	فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ

মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে।	كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ
তার কারণ, ওরা নাফরমানী করেছে এবং সীমা লংঘন করেছে।	ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ
এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে।	كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

২। না – বোধক বর্তমান

الْمُضَارِعُ এর পূর্বে مَا বসালে বর্তমান অবস্থায় "না করা" বোঝায়, কিন্তু لاَ বসালে "না করার অভ্যাস" বোঝায় একে لَا النَّافِيَةُ বলে।

الْمُضَارِعُ এর পূর্বে لاَ	الْمُضَارِعُ এর পূর্বে مَا
لاَ يَذْهَبُ إِلَى السُّوْقِ بَعْدَ الظُّهْرِ	مَا يَذْهَبُ إِلَى السُّوْقِ الْآنَ
সে জোহরের পর মার্কেটে যায় না।	সে এখন মার্কেটে যাচ্ছে না/যাবে না
لَا أَشْرَبُ الْقَهْوَةَ	مَا أَشْرَبُ الْقَهْوَةَ
আমি কফি পান করি না	আমি কফি পান করছি না/করব না
وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا	
এবং তিনি তার হুকুমে কাউকে শরীক করেন না	

৩। না বোধক ভবিষ্যত

ভবিষ্যৎ কাজকে না বোধক করতে لَنْ، لَا، مَا ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। لَنْ অব্যয়টি الْمُضَارِعُ কে মানসুব করে। জোর দিতে لَنْ এর পর أَبَدًا যুক্ত হয়।

আমি আগামিকাল রিয়াদ যাবনা	لَنْ أَذْهَبَ إِلَى الرِّيَاضِ غَدًا
আমি কখনো অলস হবোনা ইনশা আল্লাহ	لَنْ أَكْسَلَ أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না	وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি তাদের পর তুমি কক্ষনোও পথভ্রষ্ট হবে নাঃ আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাত	تَرَكْتُ فِيْكُم شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي

অনুশীলনী–৮.৩

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	আমি মাছ খাই না
	আমি এখন খাবো না
	আমি কখনো সালাত ত্যাগ করবো না
	উমার কখনোও মিথ্যা বলেনা
	আল্লাহ যুলুম করবেন না।
	নিশ্চয়ই আমি তাকে দেখেছি
	ফাতিমা অলসতা করে না।

শব্দার্থ

অলসতা করা	যুলুম করা	ত্যাগ করা
كَسِلَ–يَكْسَلُ	ظَلَمَ–يَظْلِمُ	تَرَكَ–يَتْرُكُ

৪। বর্তমান কালের ক্রিয়ার বিভিন্ন ব্যবহার

বর্তমান কালের ক্রিয়ার পূর্বে বিভিন্ন অব্যয় আসলে বিভিন্ন ধরনের অর্থ হয়ে থাকে। যেমন নিচের চার্টটি আমরা খেয়াল করি,

হামিদ আরবী পড়ে	يَدْرُسُ حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	
নিশ্চয়ই হামিদ আরবী **পড়ে**	**قَدْ يَدْرُسُ** حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	قَدْ +
হামিদ **মাঝে মাঝে** আরবী **পড়ে**	**قَدْ يَدْرُسُ** حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	
হামিদ **হয়ত** আরবী **পড়ে**	**قَدْ يَدْرُسُ** حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	
হামিদ আরবী **পড়তো**	**كَانَ يَدْرُسُ** حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	كَانَ +
হামিদ **প্রায়** আরবী **পড়ে ফেলল**	**كَادَ يَدْرُسُ** حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	كَادَ +
হামিদ **প্রায়** আরবী **পড়ে ফেলবে**	**يَكَادُ يَدْرُسُ** حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	يَكَادُ +

এখন আমরা এগুলোর বিস্তারিত দেখব,

ক) মুদারীতে قَدْ শব্দের ব্যবহার

মুদারির পূর্বে قَدْ আসলে তা নিশ্চয়তা, অপ্রতুলতা, সম্ভাবনা/সন্দেহ প্রকাশ করে।

তুমি অবশ্যই জান যে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুল	وَ قَدْ تَعْلَمُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ	নিশ্চয়তা
মাঝে মাঝে অলস ছাত্রও পাশ করে	قَدْ يَنْجَحُ الطَّالِبُ الكَسْلَانُ	অপ্রতুলতা
মাঝে মাঝে মুনাফিকও সত্য কথা বলে	قَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ	
আজ বৃষ্টি নামতে পারে	قَدْ يَنْزِلُ الْمَطَرُ اليَوْمَ	সম্ভবনা

খ) ঘটমান অতীত কাল = الْمُضَارِعُ + كَانَ

অতীতে একটা কাজ চলছিল এরূপ বোঝাতে الْمُضَارِعُ + كَانَ ব্যবহৃত হয়।

হামিদ খাচ্ছিল	كَانَ حَامِدٌ يَأْكُلُ
খাদিজা খাচ্ছিল	كَانَتْ خَدِيْجَةُ تَأْكُلُ
তাঁরা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন	كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ
তারা আরও বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।	وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ
আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত	وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا
তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে তৃপ্তির সাথে পানাহার কর	كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

অনুশীলনী–৮.৪

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর।

বাংলা	বাক্য
	لَمْ يَحْفَظْ مُحَمَّدٌ دَرْسَهُ
	لَمْ يَنْقَطِعْ نُزُولُ الْمَطَرِ
	لَمْ يَقْبِضْ أَحَدٌ عَلَى اللِّصِّ
	قَدْ يَصْدُقُ الكَذُوْبُ
	قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ
	مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ

শব্দার্থ

حَفِظَ–يَحْفَظُ	اِنْقَطَعَ–يَنْقَطِعُ	لِصٌّ	قَبَضَ–يَقْبِضُ
সংরক্ষণ করা	থেমে যাওয়া	চোর	পাকড়াও করা

অনুশীলনী–৮.৫

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	আমরা বিকালে ফুটবল খেলিনি।
	সে ভালো করে আরবি শেখেনি।
	উইলিয়াম ঈমান আনে নি।
	আমি এখনও বাড়ি পৌঁছাই।
	শিশুটির মা এখনও ঘুমায়নি।
	মানুষ খুব অল্পই পড়াশোনা করে।
	কাফিরদের পরিকল্পনা অল্পই সফল হয়।
	সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছিল।
	ফাতিমা রান্না করছিল।
	ক্লাস সম্ভবত শুরু হয়ে গিয়েছে।

শব্দার্থ

রান্না করা	বৃষ্টি পড়া	সফল হওয়া	পরিকল্পনা
طَبَخَ–يَطْبَخُ	مَطَرَ–يَمْطُرُ	فَازَ–يَفُوزُ	كَيْدٌ

গ)) প্রায়ই ঘটেছিল বা ঘটবে এমন ক্ষেত্রে يَكَادُ – كَادَ এর ব্যবহার

প্রায়ই ঘটেছিল এক্ষেত্রে الْمُضَارِعُ + اِسْمٌ مَرْفُوْعٌ + كَادَ এবং প্রায়ই ঘটতে যাবে এমন ক্ষেত্রে الْمُضَارِعُ + اِسْمٌ مَرْفُوْعٌ + يَكَادُ গঠন আসে,

বালকটি প্রায় হেসেই ফেলেছিল	كَادَ الْوَلَدُ يَضْحَكُ
তাদের কিছু কিছু অন্তর প্রায় ঘুরে গিয়েছিল	كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ
বালকটি প্রায় হেসে ফেলবে	يَكَادُ الْوَلَدُ يَضْحَكُ
বিদ্যুৎ চমক প্রায় তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেবে	يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ
ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে	تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ
আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হবে	تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ

লিংগ ও বচনভেদে كَادَ এর রূপ

كِدْتَ	كِدْنَ	كَادَتَا	كَادَتْ	كَادُوا	كَادَا	كَادَ
كِدْنَا	كِدْتُ	كِدْتُنَّ	كِدْتُمَا	كِدْتِ	كِدْتُمْ	كِدْتُمَا

অনুশীলনী–৮.৬

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
كِدْتُ أَمُوْتُ	আমি প্রায় মরতে যাচ্ছিলাম
كِدْتَ تَضُلُّنِي	তুমি তো আমাকে প্রায় পথভ্রষ্ট করে ফেলেছিলে
	সে বাস হাত ছাড়া করার উপক্রম করেছিলো

	আমরা প্রায় কেদে ফেললাম
	শিক্ষক ছাত্রটিকে মারার উপক্রম করলেন
	তারা প্রায় বের হয়ে যাচ্ছিলো
	আমার বাবা প্রায় ঘুমিয়ে যাচ্ছিলেন
	ভবনটি প্রায় ধ্বসে পড়ছে।

শব্দার্থ

ভবন	পথভ্রষ্ট করা	হাত ছাড়া করা	কান্না করা	ধ্বসে পড়া	ঘুমিয়ে যাওয়া
إِمَارَةٌ	ضَلَّ–يَضِلُّ	فَاتَ –يَفُوْتُ	بَكَى–يَبْكِيْ	هَارَ–يَهُوْرُ	نَامَ–يَنَامُ

৫। لَمْ মুদারীকে অতীত অর্থ দেয়

لَمْ শব্দটি الْمُضَارِعُ এর পুর্বে বসে তাকে মাজ্জুম করে এবং অতীত অর্থ তৈরী করে।

তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান?	أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী।	وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না।	وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না	الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ
আমি কি আপনার বক্ষ উম্মুক্ত করে দেইনি?	أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।	عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
যে আমার উপর এমন কিছু বলল যা আমি বলি নাই সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়	مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

লক্ষ্যণীয়ঃ

لَمْ اَذْهَبْ اِلَى الرِّيَاضِ	ما ذَهَبْتُ اِلَى الرِّيَاضِ
আমি রিয়াদ যাইনি	আমি রিয়াদ যাইনি

এখনও করা হয়নি অর্থে এরপর بَعْدُ শব্দটি আসে,

আমার বাবা এখনও ফিরে আসেন নি	لَمْ يَرجِعْ أَبِيْ بَعْدُ
আমি তাকে এখনও একটি চিঠি লিখিনি	لَمْ أَكْتُبْ لَهُ رِسَالَةً بَعْدُ
আমি এখনও বিবাহ করিনি	لَمْ أَنْكَحْ بَعْدُ

৬। একসাথে ক্রিয়ার কাল

he did (long ago)	সে করেছিল	كَانَ فَعَلَ	দূর অতীত
he did	সে করেছে	فَعَلَ	সাধারণ অতীত
he was doing	সে করতো	كَانَ يَفْعَلُ	ঘটমান অতীত

he has done	সে (মাত্র) করল	قَدْ فَعَلَ	নিকট অতীত
he does	সে করে	يَفْعَلُ	সাধারণ বর্তমান
he is doing	সে করছে	يَفْعَلُ	ঘটমান বর্তমান
he will do	সে করবে	يَفْعَلُ	সাধারণ ভবিষ্যত
he will do (soon)	সে (অচিরেই) করবে	سَيَفْعَلُ	নিকট ভবিষ্যত
he will be doing	সে করতে থাকবে	سَيَكُوْنُ يَفْعَلُ	ঘটমান ভবিষ্যত
he will do (later)	তারা (পরে) করবে	سَوْفَ يَفْعَلُ	দূর ভবিষ্যত

অধ্যায়-৯ (আদেশ ও নিষেধ)

১। أَمْرٌ আদেশ

أَمْرٌ বা আদেশ কেবল الْمُضَارِعُ এর ২য় পুরুষে হয়। আদেশ সর্বদা মাজ্জুম। الْمُضَارِعُ থেকে কয়েকটি ধাপে এটা পরিবর্তিত হয়। যেমন,

- تَذْهَبُ এর الْمُضَارِعُ এর আলামত تَ এবং মারফুর আলামত 'পেশ' উঠে যাবে। শেষে মাজ্জুমের আলামত 'সাকিন' বসবে, ذْهَبْ
- প্রথমে সাকিন বসায় উচ্চারন করা যাচ্ছে না। তাই এখানে اِ বা اُ রূপে হামজাতুল ওয়াসলি আসবে। ع কালিমায় পেশ থাকলে اُ নাহলে اِ

তুমি যাও!	تَذْهَبُ > ذْهَبْ > اِذْهَبْ	ع কালিমায় যবর
তুমি সাহায্য কর!	تَنْصُرُ > نْصُرْ > اُنْصُرْ	ع কালিমায় পেশ

আদেশ সূচক	أَمْرٌ	সাধারণ বর্তমান	الْمُضَارِعُ
তুমি যাও!	اِذْهَبْ	তুমি যাও	تَذْهَبُ
তোমরা দুজন যাও! (স্ত্রী বা পুং)	اِذْهَبَا	তোমরা দুজন যাও (স্ত্রী বা পুং)	تَذْهَبَانِ
তোমরা সকলে যাও!	اِذْهَبُوْا	তোমরা সকলে যাও	تَذْهَبُوْنَ
তুমি (স্ত্রী) যাও!	اِذْهَبِيْ	তুমি(স্ত্রী) যাও	تَذْهَبِيْنَ
তোমরা সকল (স্ত্রী) যাও!	اِذْهَبْنَ	তোমরা সকল(স্ত্রী) যাও	تَذْهَبْنَ

أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
أُنْصُرُوْا	أُنْصُرَا	أُنْصُرْ	পুং
أُنْصُرْنَ	أُنْصُرَا	أُنْصُرِيْ	স্ত্রী

অনুশীলনী–৯.১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	জানালাটি খোলো
	আমি যা বলছি তা শোন (স্ত্রী)
	তোমরা (স্ত্রী) সেখানে যাও
	তোমরা দুজন এখন পড়
	চিঠিটি লেখ (স্ত্রী)
	তোমরা কাল আমার বাড়িতে থাকবে
	আমি যা তোমাদের দিয়েছি সেখন থেকে পান কর
	তোমরা (স্ত্রী) দুজন বিশ্রাম নাও
	হিসাব কর যা খরচ করেছো
	আমাদের সাহায্য করো

শব্দার্থ

খরচ করা	থাকা	বিশ্রাম নেওয়া	শোনা	খোলা
سَلَخَ–يَسْلُخُ	سَكَنَ–يَسْكُنُ	رَقَدَ–يَرْقُدُ	سَمِعَ–يَسْمَعُ	فَتَحَ–يَفْتَحُ

কুরআনীয় উদাহরণ

ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে।	اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ
তিনি বলেন, কখনই নয় তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে	قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا
অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর।	فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا
আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে।	وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ
এবং যখন আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো।	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে	وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।	فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ
অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।	فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্যে কর।	وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

বর্তমান কালের ক্রিয়াও অনেক সময় আদেশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমনঃ تُؤْمِنُوْنَ بِا اللهِ وَ رَسُوْلِهِ - তোমরা আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি ঈমান আনো। এখানে تُؤْمِنُوْنَ দ্বারা আদেশ آمِنُوْا "ঈমান আনো" বোঝানো হয়েছে।

২। نَهِي নিষেধ

نَهِي বা নিষেধ কেবল اَلْمُضَارِعُ এর ২য় পুরুষে হয়। নিষেধ সর্বদা মাজ্জুম। اَلْمُضَارِعُ থেকে نَهِي করতে تَذْهَبُ এর পুর্বে না বাচক لَا বসে এবং মারফুর আলামত 'পেশ' উঠে মাজ্জুমের আলামত 'সাকিন' বসে। যেমনঃ لَا تَذْهَبْ

নিষেধ সূচক	نَهِيْ	সাধারণ	اَلْمُضَارِعُ
তুমি যেওনা!	لاَ تَذْهَبْ	তুমি যাও	تَذْهَبُ
তোমরা দুজন যেওনা! তোমরা দুজন (স্ত্রী) যেওনা!	لاَ تَذْهَبَا	তোমরা দুজন যাও তোমরা দুজন (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبَانِ
তোমরা সকলে যেওনা!	لاَ تَذْهَبُوْا	তোমরা সকলে যাও	تَذْهَبُوْنَ
তুমি (স্ত্রী) যেওনা!	لاَ تَذْهَبِيْ	তুমি (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبِيْنَ
তোমরা সকল (স্ত্রী) যেওনা!	لاَ تَذْهَبْنَ	তোমরা সকল(স্ত্রী) যাও	تَذْهَبْنَ

نَهِي নিষেধ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لَا تَنْصُرُوْا	لَا تَنْصُرَا	لَا تَنْصُرْ	পুং
لَا تَنْصُرْنَ	لا تَنْصُرَا	لا تَنْصُرِيْ	স্ত্রী

অনুশীলনী–৯.২

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	তোমরা দুজন দুশ্চিন্তা করো না
	তোমরা সালাত ত্যাগ করো না
	তুমি (স্ত্রী) ওটা খেও না
	তুমি এই জামাটি পড়ো না
	তুমি (স্ত্রী) কাল সেখানে যেও না
	মেয়েদের মত হেঁটো না
	তোমরা রস্তায় খেলো না
	তুমি রাগ করো না
	তুমি (স্ত্রী) ছলনা করো না
	তোমরা প্রতারণা করো না
	তোমরা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করো না
	পাপাচারে সাহায্য করো না

শব্দার্থ

ছলনা করা	রাগ করা	কাপড় পড়া	ছেড়ে দেওয়া	দুশ্চিন্তা করা
خَدَعَ–يَخْدَعُ	غَضِبَ–يَغْضَبُ	لَبِسَ–يَلْبَسُ	تَرَكَ–يَتْرُكُ	حَزِنَ–يَحْزَنُ

কুরআনীয় উদাহরণ

যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না	وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ
তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না	لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
তোমরা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্য সাব্যস্ত করো না	وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
ওয়াদা পাকাপাকি করার পর তা ভঙ্গ কর না	وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না	لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

৩। لَامُ الْأَمْرِ তৃতীয়পুরুষে ও প্রথমপুরুষে আদেশ ও নিষেধ

তৃতীয়পুরুষে /প্রথম পুরুষের মুদারী মাজ্জুমের আগে لِ বসালে আদেশ বোঝায়। যেমনঃ

সে লেখুক	لِيَكْتُبْ
সে যাক	لِيَذْهَبْ
সে খাক	لِيَأْكُلْ
তারা দুইজন (পুং) বসুক	لِيَجْلِسَا
সে (একজন মেয়ে) বসুক	لِتَجْلِسْ
আমরা যেন খাই	لِنَأْكُلْ

এই لِ কে বলা হয় لَامُ الْأَمْرِ। এটা যের বিশিষ্ট হয়। তবে এর পূর্বে ثُمَّ, فَ, وَ আসলে সুকুন বিশিষ্ট হয়। যেমনঃ

প্রত্যেক ছাত্র যেন বসে এবং লেখে	لِيَجْلِسْ كُلُّ طَالِبٍ وَلْيَكْتُبْ
সুতরাং সে বের হোক	فَلْيَخْرُجْ
আমরা যেন কিছু পড়ি অতঃপর যেন ঘুমাই	لِنَقْرَأْ قَلِيْلًا ثُمَّ لْنَنَمْ
এর জন্যে পরিশ্রমীরা পরিশ্রম করুক	لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ
অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে	فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا

তৃতীয়পুরুষে /প্রথম পুরুষের মুদারী মাজ্জুমের আগে لَا বসালে নিষেধ বোঝায়। যেমনঃ

সে না লেখুক	لَا يَكْتُبْ
সে না যাক	لَا يَذْهَبْ
সে না খাক	لَا يَأْكُلْ
তারা দুইজন (পুং) না বসুক	لَا يَجْلِسَا
সে (একজন মেয়ে) না বসুক	لَا تَجْلِسْ
আমরা যেন না খাই	لَا نَأْكُلْ
কেউ যেন কাউকে উপহাস না করে	لَا يَسْخَرْ أَحَدٌ مِنْ أَحَدٍ
মাহরাম ছাড়া মেয়েরা যেন তিন দিন সফর না করে	لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثلاثَةَ أيامٍ إلاّ مَعَ ذِي مَحْرَمًا

অনুশীলনী–৯.৩

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর।

বাংলা	বাক্য
	وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
	وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
	فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
	فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ
	فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ
	لِيَقْرَأِ الْقُرْآنَ

শব্দার্থঃ (নিচের ক্রিয়াগুলো সম্পর্কে অধ্যায় ২৪ এ আলোচনা করা হয়েছে। এখন কেবল ব্যবহার দেখব)

প্রতিযোগিতা করা	ডাকে সারা দেওয়া	সুপথ পাওয়া	ভরসা করা	লক্ষ্য করা
تَنَافَسَ–يَتَنَافَسُ	اِسْتَجَابَ–يَسْتَجِيْبُ	رَشَدَ–يَرْشُدُ	تَوَكَّلَ–يَتَوَكَّلُ	أَنْظَرَ–يُنْظِرُ

অনুশীলনী–৯.৪

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা করুক
	তারা আল্লাহর ইবাদাত করুক
	সে পবিত্র হোক
	সে আল্লাহর রাস্তায় বের হোক
	সে কৃতজ্ঞ হোক

	আমরা যেন প্রতিদিন স্কুলে যাই
	আমরা যেন মিথ্যা না বলি
	সে যেন এই কথা না বলে
	তারা দুজন যেন এখন না ঘুমায়
	তারা যেন এখনে না বসে
	আমরা যেন দেরি না করি

শব্দার্থঃ

কৃতজ্ঞ হওয়া	পবিত্র হওয়া	ইবাদাত করা	চিন্তা করা
شَكَرَ–يَشْكُرُ	تَطَهَّرَ–يَتَطَهَّرُ	عَبَدَ–يَعْبُدُ	تَدَبَّرَ – يَتَدَبَّرُ
মিথ্যা বলা	দেরি করা	ঘুমানো	কথা বলা
كَذَبَ–يَكْذِبُ	تَأَخَّرَ–يَتَأَخَّرُ	نَامَ–يَنَامُ	قَالَ–يَقُولُ

কুরানীয় উদাহরণঃ

অতএব তারা যেন এবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ
তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেয়; লেখক লিখতে অস্বীকার না করে। আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া। এবং ঋন গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে।	وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

অধ্যায়-১০ (ক্রিয়া সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়)

১। اَلْمَصْدَرُ ক্রিয়া বিশেষ্য

ক্রিয়া থেকে কর্তা এবং ক্রিয়ার কাল বাদ দিলে কেবল ক্রিয়ার নাম অবশিষ্ট থাকে। এই 'ক্রিয়ার নাম' কে اَلْمَصْدَرُ বা ক্রিয়া বিশেষ্য বলে। ইংরেজীতে Gerund/Verbal Noun বলা হয়। যেমন نَصَرَ অর্থ সে সাহায্য করল। আর এর মাসদার نَصْرٌ অর্থ সাহায্য।

তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়াগুলোর মাসদারের নির্দিষ্ট কোন গঠন নাই বরং বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমনঃ قَتَلَ থেকে قَتْلٌ, كَتَبَ থেকে كِتَابَةٌ ، دَخَلَ থেকে دُخُوْلٌ ، شَرِبَ থেকে شُرْبٌ , نَجَحَ থেকে نَجَاحٌ , شَرَحَ থেকে شَرْحٌ , غَابَ থেকে غِيَابٌ ইত্যাদি। আমরা যখন কোন ক্রিয়া শিখব তখন তার মাসদারগুলো ডিকশনারি থেকে দেখে নেব।

যেহেতু মাসদারগুলো ইসম সেহেতু তা اَلْ অথবা তানভীন বিশিষ্ট হয়।

প্রবেশ নিষেধ।	اَلدُّخُوْلُ مَمْنُوْعٌ
হামিদ বের হল শিক্ষকটির বের হওয়ার পুর্বে	خَرَجَ حَامِدٌ قَبْلَ خُرُوْجِ الْمُدَرِّسِ
ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ	طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য	الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

তিন অক্ষর বিশিষ্ট কিছু ক্রিয়ার الْمَصْدَرُ

অর্থ	المَصْدَرُ	الْمَاضِي	
হত্যা	قَتْلٌ	قَتَلَ	فَعْلٌ
ছেড়ে দেওয়া	تَرْكٌ	تَرَكَ	
চুক্তি ভংগ করা	نَقْضٌ	نَقَضَ	
লক্ষ্য	نَظْرٌ	نَظَرَ	
অবিশ্বাস	كُفْرٌ	كَفَرَ	
অধ্যায়ন	دَرْسٌ	دَرَسَ	
কথা	قَوْلٌ	قَالَ	
নিষেধ	نَهْيٌ	نَهَى	
যুদ্ধ	غَزْوٌ	غَزَا	
বুঝ	فَهْمٌ	فَهِمَ	
শুরু	فَتْحٌ	فَتَحَ	
প্রশংসা	حَمْدٌ	حَمِدَ	
প্রহার	ضَرْبٌ	ضَرَبَ	

অংশীদার করা	شِرْكٌ	شَرَكَ	**فِعْلٌ**
বড়ই জঘন্য	كِبْرٌ	كَبَرَ	
শ্মরণ	ذِكْرٌ	ذَكَرَ	
মিথ্যা	كِذْبٌ	كَذَبَ	
সংরক্ষণ	حِفْظٌ	حَفِظَ	
পানীয়	شُرْبٌ	شَرِبَ	**فُعْلٌ**
অস্বীকার	كُفْرٌ	كَفَرَ	
বিচার	حُكْمٌ	حَكَمَ	
কৃতজ্ঞতা	شُكْرٌ	شَكَرَ	
আচ্ছাদন	غُلْفٌ	غَلَفَ	
অসন্তুষ্টি	سُخْطٌ	سَخِطَ	
কৃপণতা	قَتَرٌ	قَتَرَ	**فَعَلٌ**
যন্ত্রণা	كَبَدٌ	كَبَدَ	
সতর্কতা	سَهَرٌ	سَهَرَ	

লোভ	طَمَعٌ	طَمَعَ	
অন্বেষণ	طَلَبٌ	طَلَبَ	
কাজ	عَمَلٌ	عَمِلَ	
আনন্দ	فَرَحٌ	فَرِحَ	
মিথ্যা	كَذِبٌ	كَذَبَ	**فَعِلٌ**
খেলা	لَعِبٌ	لَعِبَ	
শপথ	حَلِفٌ	حَلَفَ	
বড়	كِبَرٌ	كَبُرَ	**فِعَلٌ**
বিশাল	عِظَمٌ	عَظُمَ	
ছোট	صِغَرٌ	صَغُرَ	
সন্তুষ্টি	رِضىً	رَضِيَ	
সঠিক নির্দেশনা	هُدًى	هَدَى	**فُعَلٌ**
প্রবাহ	سُرىً	سَرَى	

বের হওয়া	خُرُوْجٌ	خَرَجَ	**فُعُوْلٌ**
বসা	قُعُوْدٌ	قَعَدَ	
পৌছানো	بُلُوْغٌ	بَلَغَ	
প্রবেশ	دُخُوْلٌ	دَخَلَ	
সিজদাহ	سُجُودٌ	سَجَدَ	
গ্রহণ	قَبُولٌ	قَبِلَ	**فَعُولٌ**
বিশৃঙ্খলা	فَسَادٌ	فَسَدَ	**فَعَالٌ**
যাওয়া	ذَهَابٌ	ذَهَبَ	
খালি	فَرَاغٌ	فَرَغَ	
সফলতা	نَجَاحٌ	نَجَحَ	
ভালো	صَلاَحٌ	صَلَحَ	
প্রশ্ন	سُؤَالٌ	سَأَلَ	**فُعَالٌ**
আহ্বান	دُعَاءٌ	دَعَا	

বিতর্ক	خِصَامٌ	خَصَمَ	**فِعَالٌ**
দাঁড়ানো	قِيَامٌ	قَامَ	
বিবাহ	نِكَاحٌ	نَكَحَ	
বিরত থাকা	صِيَامٌ	صَامَ	
প্রত্যাবর্তন	إِيَابٌ	آبَ	
তাওবা	تَوْبَةٌ	تَابَ	**فَعْلَةٌ**
করুনা/ অনুগ্রহ	رَحْمَةٌ	رَحِمَ	
অনেক	كَثْرَةٌ	كَثُرَ	
প্রত্যাবর্তন	حَيْرَةٌ	حَارَ	
বিজয়	غَلَبَةٌ	غَلَبَ	
ডাকা	دَعْوَى	دَعَا	**فَعْلَى**
অভিযোগ	شَكْوَى	شَكَا	

স্মরণিকা	ذِكْرَى	ذَكَرَ	**فِعلَي**
প্রত্যাবর্তন	رُجْعَى	رَجَعَ	**فُعْلَى**
স্মৃতিভ্রম	نِسْيَانٌ	نَسِيَ	**فِعْلانٌ**
সন্তুষ্টি	رِضْوانٌ	رَضِيَ	
অতিরিক্ত	رُجْحَانٌ	رَجَحَ	**فُعْلانٌ**
ক্ষমা	غُفْرَانٌ	غَفَرَ	
অস্বীকার	كُفْرَانٌ	كَفَرَ	
লেখনি	كِتَابَةٌ	كَتَبَ	**فِعَالةٌ**
পঠন	قِرَاءَةٌ	قَرَأَ	
দাসত্ব	عِبَادَةٌ	عَبَدَ	
পঠন	تِلاَوَةٌ	تَلاَ	
দেখতে যাওয়া	زِيَارَةٌ	زَارَ	

অনুশীলনী–১০.১

১। নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	কৃতজ্ঞতা ঈমানের অঙ্গ।
	বাবা বের হয়ে গেল আমি পৌছানোর পূর্বে!
	বই অধ্যয়ন জরুরী।
	নামাজ ছেড়ে দেয়া কুফরী।
	তার ওইখানে যাওয়া আমি পছন্দ করি না।

অনুশীলনী–১০.২

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর।

বাংলা	বাক্য
	دَرْسُ التَّوْحِيْدِ وَاجِبٌ
	وَعْظُهُ مَقْبُوْلٌ
	وَثْقُهُ نَفْحٌ لِي
	دُخُوْلٌ فِي هٰذَ الْمَسْجِدِ مَمْنُوْعٌ لِلْكَافِرِ

কুরানীয় উদাহরণঃ

[নিচের কিছু মাসদার মানসুব অবস্থায় আছে যার বিস্তারিত ব্যখ্যা সামনে আসছে। এ পর্যায়ে আমরা কেবল কুরানে মাসদারের ব্যবহার দেখব]

দরবেশ ও আলেমরা কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না?	لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن **قَوْلِهِمُ** الْإِثْمَ **وَأَكْلِهِمُ** السُّحْتَ

মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা কর-আন্তরিক তওবা।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ **تَوْبَةً** نَّصُوحًا
অতঃপর তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদুদ্ধ করল। অনন্তর সে তাকে হত্যা করল।	فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ **قَتْلَ** أَخِيهِ فَقَتَلَهُ
নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়।	إِنَّ **الشِّرْكَ** لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
তারা বলে, আমাদের হৃদয় অর্ধাবৃত।	وَقَالُوا قُلُوبُنَا **غُلْفٌ** ۚ
এবং তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল।	وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ **كَذِبٍ**
এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য,	ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ **هُدًى** لِّلْمُتَّقِينَ
অতঃপর আমি সেই প্রেরিত ব্যক্তির পদচিহ্নে নীচ থেকে এক মুঠি মাটি নিয়ে নিলাম।	فَقَبَضْتُ **قَبْضَةً** مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ
এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বন্টন।	تِلْكَ إِذًا **قِسْمَةٌ** ضِيزَىٰ
অথচ কাফেলা তোমাদের থেকে নীচে নেমে গিয়েছিল।	وَ**الرَّكْبُ** أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ
আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম।	وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ **صِدْقًا** وَعَدْلًا ۚ
পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।	وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ **الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ** وَالْعِصْيَانَ
আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মত অতঃপর আমি জমিনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম।	وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً **بِقَدَرٍ** فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ **ذَهَابٍ** بِهِ لَقَادِرُونَ
সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।	**بَرَاءَةٌ** مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
অতএব, তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্যে আপনি ছবর করুন এবং, আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস	فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ **بِحَمْدِ** رَبِّكَ

পবিত্রতা ঘোষণা করুন	
বলুনঃ হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে রাজকীয় সাহায্য।	وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ **صِدْقٍ** وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ **صِدْقٍ** وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

الْمَصْدَرُ গুলো কিছু ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের মত কাজ করে। যেমন,

জায়েদ খালেদকে অনেক কঠোরভাবে মেরেছে	**ضَرْبُ** زَيْدٍ خَالِدًا شَدِيْدٌ جِدًّا
আমি আশ্চর্য হয়েছি সে যায়েদকে মেরেছে	عَجِبْتُ مِنْ **ضَرْبٍ** زَيدًا
আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন	وَلَوْلَا **دَفْعُ** اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم

২। مَفْعُوْلٌ فِيْهِ ক্রিয়া সংঘটনের সময়/স্থান

স্থান বা সময় বাচক اِسْمٌ গুলোকে নামবাচক বাক্যে ظَرْفٌ ও ক্রিয়াবাচক বাক্যে তাদেরকে مَفْعُوْلٌ فِيْهِ বলে। এটা মানসুব।

শুক্রবারে আমি মক্কায় ছিলাম	كُنْتُ فِيْ مَكَّةَ **يَوْمَ** الْجُمُعَةِ
তোমরা এই সন্ধ্যায় কোথায় যাচ্ছ?	أَيْنَ تَذْهَبُوْنَ هٰذَا **الْمَسَاءَ؟**
আসছে বছর আমি আরবী ভাষা শিখব।	سَأَدْرُسُ اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ **الْعَامَ** الْقَادِمَ

مَفْعُوْلٌ فِيْهِ	ظَرْفٌ
جَلَسْتُ عِنْدَ الْمُدِيْرِ	الطَّالِبُ عِنْدَ الْمُدِيْرِ
نِمْتُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ	الْقِطُّ تَحْتَ الْمَكْتَبِ

৩। مَفْعُوْلٌ لَهُ ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার কারণ

এটা হল এমন একটা মাসদার যা কোন ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করে। এটা মানসুব।

لَمْ أَخْرُجْ **خَوفًا** مِنَ الْمَطَرِ	আমি বৃষ্টির ভয়ে বের হই নি
حَضَرْتُ **حُبًّا** لِلنَّحْوِ	আমি উপস্থিত হয়েছি গ্রামারকে ভালবেসে
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ **عَبَثًا**	তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি?
كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ **رِئَاءَ** النَّاسِ	সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ **خَشْيَةَ** إِمْلَاقٍ	দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না।
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ **ابْتِغَاءَ** مَرْضَاتِ اللَّهِ	আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে।
يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ **حَذَرَ** الْمَوْتِ	তারা মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়।

অনুশীলনী–১০.৩

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	আমরা মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে বেড়াই না
	ক্ষমতার লোভে সে সবকিছু করতে পারে
	মায়ার কারনে জড়িয়ে পড়েছিলাম
	রাগের জন্য কথাগুলো বললাম

৪। مَفْعُوْلٌ مَعَهُ ক্রিয়া সংঘটনের সাথী

وَ অব্যয়টি مَعَ অর্থে ব্যবহার করে مَفْعُوْلٌ مَعَهُ গঠিত হয়। এরপর ইসমটি মানসুব।

পাহাড় ধরে দৌড়িয়েছিলাম	سِرْتُ وَ**الْجِبَالَ**
তারা রাস্তা ধরে হঁটছিলো	كَانُوا يَمْشُوْنَ وَ**الشَّارِعَ**
হামিদের সাথে গল্পটি পড়েছিলাম	قَرَأْتُ القِصَّةَ وَ**حَامِدًا**
খালিদের সাথে খেলেছিলাম	لَعِبْتُ وَ**خَالِدًا**
জায়েদ খালিদের সাথে এসেছিলো	جَاءَ زَيْدٌ وَ**خَالِدًا**
ছাত্রটি বই সাথে করে হেটেছিলো	مَشَى الطَّالِبُ **وَالكِتَابَ**

৫। الْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ অসমাপিকা ক্রিয়া

যেতে (to go), পড়তে (to read), খেতে (to eat), বসতে (to seat) ইত্যাদি হল অসমাপিকা ক্রিয়া (Infinitive) । আরবীতে একে বলে الْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ । এর সাধারণ গঠন হল

أَنْ + الْمُضَارِعُ مَنْصُوْبٌ , যেমনঃ أَنْ يَذْهَبَ 'যেতে', أَنْ يَخْرُجَ 'বের হতে' ইত্যাদি।

আমি বাড়ি থেকে সাত ঘটিকায় বের হতে চাই	أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ فِي السَّاعَةِ السَّابِعَةِ
আমি কুরআন পড়তে ভালোবাসি	أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرآنَ
নিশ্চয়ই আল্লাহ একটা উদাহরণ দিতে লজ্জা পান না	إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا
নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী জবেহ করতে আদেশ করেন	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً
তোমরা কি ভেবেছো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে ?	أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
ইসলাম হল আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই সাক্ষ্য দেওয়া...	الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

লক্ষ্যণীয়ঃ أَنْ এর পরিবর্তে لِ ও আসতে পারে

أُحِبُّ لِأَجْلِسَ	أُحِبُّ أَنْ أَجْلِسَ
আমি বসতে পছন্দ করি	আমি বসতে পছন্দ করি
أُرِيْدُ لِأَخْرُجَ	أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ
আমি বের হতে চাই	আমি বের হতে চাই

“মাসদার মুয়াওয়াল” এর মারফু মানসুব এবং মাজরুর অবস্থা।

এটা জরুরী যে তুমি পাঠটি লিখবে	يَنْبَغِيْ أَنْ تَكْتُبَ الدَّرْسَ	মারফু
আমি বের হতে চাই	أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ	মানসুব
তোমার প্রস্থানের পূর্বে এসো	تَعَلَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ	মাজরুর

অনুশীলনী–১০.৪

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	আমি ওখানে যেতে চাই।
	সে মাছ খেতে পছন্দ করে।
	শিক্ষক তোমাদের বই পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।
	বাবা তোমাদের বের হতে নিষেধ করেছেন।
	মানুষ মরতে চায় না।

অনুশীলনী–১০.৫

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর।

বাংলা	বাক্য
	تُحِبُّ أُمِّيْ لِتُطْعِمَنِيْ
	يَنْبَغِيْ أَنْ تَحْفَظَ الْقُرْاٰنَ
	يَأْمُرُكُمُ الرَّسُوْلُ أَنْ لَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهُ

يَقُوْلُ أَبِيْ لِيْ أَنْ أَسْمَعَ الْإِمَامَ فِي الْمَسْجِدِ	
أُرِيْدُ أَنْ أَفْعَلَ الْعَمَلَ	

৬। ক্রিয়ার সাথে হারফ জার

ক্রিয়ার সাথে হারফ জার আসলে ক্রিয়ার মূল অর্থ পরিবর্তিত হয়। এখানে কিছু উদাহরণ দেখানো হল,

ক্রিয়ার সাথে হারফ জার فِعل + صِلَةُ الْفِعْل			
أَتَى	সে আসল	ضَرَبَ فِي	সে স্বচেষ্ট হল
أَتَى بِ	সে নিয়ে আসল	ضَرَبَ لِ	সে উল্লেখ করলো
بَغَى	সে খুঁজলো	ضَرَبَ عَلَى	সে জমা করল
بَغَى عَلَى	সে অবিচার করল	ضَرَبَ مَثَلًا	সে উদাহরণ দিল
تَابَ،تَابَ إِلَى	সে তাওবা করল	عَفَا	সে মুছে দিলো
تَابَ عَلَى	সে তাওবা গ্রহন করল	عَفَا عَنْ	সে ক্ষমা করল
جَاءَ	সে আসল	قَضَى	সে পুর্ণ করল
جَاءَ بِ	সে নিয়ে আসল	قَضَى بَيْنَ	সে বিচার করল
ذَهَبَ	সে গেলো	قَضَى عَلَى	সে হত্যা করল
ذَهَبَ بِ	নিয়ে গেলো	وَضَعَ	রাখলো
ذَهَبَ عَنْ	চলে গেল	وَضَعَ عَنْ	মুছে দিল
رَضِيَ	সন্তুষ্ট হল	وَلَّى	ফিরে গেল

একটা দিকে ফিরে গেল	وَلَّى إِلَى	কারও উপর সন্তুষ্ট হল	رَضِيَ عَنْ
কিছু হতে ফিরে গেল	وَلَّى عَنْ	সাক্ষ্য দিলো	شَهِدَ
		বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলো	شَهِدَ عَلَى

কুরানীয় উদাহরণঃ

যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।	وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ
তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং তাকে হত্যা করল	فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ
কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে।	فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ
তারা বলবেঃ আমরা স্বীয় গোনাহ স্বীকার করে নিলাম।	قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا
অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।	فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ
অতঃপর মূসা যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন	فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ
আপনি জিজ্ঞেস করুনঃ ঐ গ্রন্থ কে নাযিল করেছে, যা মূসা নিয়ে এসেছিল ? যা জ্যোতিবিশেষ এবং মানব মন্ডলীর জন্যে হেদায়েতস্বরূপ,	قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ

৭। ক্রিয়ার সাথে বিভিন্ন উপসর্গ

ক্রিয়ামূলের সাথে বিভিন্ন উপসর্গ/বর্ণ যোগ হয়ে অনেক সময় ভিন্ন অর্থের নতুন ক্রিয়া গঠিত হয়। এখানে আমরা এর কিছু উদাহরণ দেখব কেবল, মনে রাখার চেষ্টা করব না। বিস্তারিত পড়ব অধ্যায় ২৫ এ ইন

শা আল্লাহ। এটা এই কারনে যে কুরানের অনেক উদাহরণে এধরনের ক্রিয়া উল্লেখ থাকবে সেক্ষেত্রে এগুলোর সাথে অন্তত একটু পরিচয় থাকলে ভালো।

নিচের চার্টে আমরা عَلِمَ ক্রিয়ার সাথে বিভিন্ন উপসর্গ যোগে উদ্ভুত ক্রিয়ার বিভিন্ন বিষয় দেখি,

অর্থ	الْمَصْدَرُ	نَهِيْ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	অর্থ	الْمَاضِي
জ্ঞান	عِلْمٌ	لَا تَعْلَمْ	اِعْلَمْ	يَعْلَمُ	জানা	عَلِمَ
শিক্ষা	تَعْلِيْمٌ	لَا تُعَلِّمْ	عَلِّمْ	يُعَلِّمُ	শেখানো	عَلَّمَ
ঘোষনা	إِعْلَامٌ	لَا تُعْلِمْ	أَعْلِمْ	يُعْلِمُ	জানানো	أَعْلَمَ
শিক্ষা	تَعَلُّمٌ	لَا تَتَعَلَّمْ	تَعَلَّمْ	يَتَعَلَّمُ	শেখা	تَعَلَّمَ
বুঝ	تَعَالُمٌ	لَا تَتَعَالَمْ	تَعَالَمْ	يَتَعَالَمُ	বুঝতে পারা	تَعَالَمَ
তথ্য	اِسْتِعْلَامٌ	لَا تَسْتَعْلِمْ	اِسْتَعْلِمْ	يَسْتَعْلِمُ	তদন্ত করা	اِسْتَعْلَمَ

আরও কিছুর উদাহরণঃ

الْمَصْدَرُ	نَهِيْ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	অর্থ	الْمَاضِي
تَسْبِيْحٌ	لَا تُسَبِّحْ	سَبِّحْ	يُسَبِّحُ	প্রশংসা করা	سَبَّحَ
اِسْلَامٌ	لَا تُسْلِمْ	أَسْلِمْ	يُسْلِمُ	আত্মসমর্পন করা	أَسْلَمَ
مُجَاهَدَةٌ	لَا تُجَاهِدْ	جَاهِدْ	يُجَاهِدُ	চেষ্টা করা	جَاهَدَ
تَكَلُّمٌ	لَا تَتَكَلَّمْ	تَكَلَّمْ	يَتَكَلَّمُ	কথা বলা	تَكَلَّمَ

تَعَارُفٌ	لَا تَتَعَارَفْ	تَعَارَفْ	يَتَعَارَفُ	চেনা	تَعَارَفَ
اِنْقِلَابٌ	لَا تَنْقَلِبْ	اِنْقَلِبْ	يَنْقَلِبُ	উল্টে যাওয়া	اِنْقَلَبَ
اِخْتِلَافٌ	لَا تَخْتَلِفْ	اِخْتَلِفْ	يَخْتَلِفُ	মত পার্থক্য করা	اِخْتَلَفَ
اِسْتِغْفَارٌ	لَا تَسْتَغْفِرْ	اِسْتَغْفِرْ	يَسْتَغْفِرُ	ক্ষমা চাওয়া	اِسْتَغْفَرَ

লিংগ ও বচন ভেদে এসকল ক্রিয়া আগের মূল ক্রিয়ার ন্যায় পরিবর্তিত হয়। উদাহরণ স্বরুপ,

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
عَلَّمُوْا	عَلَّمَا	عَلَّمَ	পুং
عَلَّمْنَ	عَلَّمَتَا	عَلَّمَتْ	স্ত্রী
عَلَّمْتُمْ	عَلَّمْتُمَا	عَلَّمْتَ	পুং
عَلَّمْتُنَّ	عَلَّمْتُمَا	عَلَّمْتِ	স্ত্রী
عَلَّمْنَا		عَلَّمْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُعَلِّمُوْنَ	يُعَلِّمَانِ	يُعَلِّمُ	পুং
يُعَلِّمْنَ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمُ	স্ত্রী
تُعَلِّمُوْنَ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمُ	পুং

تُعَلِّمْنَ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمِيْنَ	স্ত্রী
نُعَلِّمُ		أُعَلِّمُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
أَخْرَجُوْا	أَخْرَجَا	أَخْرَجَ	পুং
أَخْرَجْنَ	اَخْرَجَتَا	أَخْرَجَتْ	স্ত্রী
أَخْرَجْتُمْ	أَخْرَجْتُمَا	أَخْرَجْتَ	পুং
أَخْرَجْتُنَّ	أَخْرَجْتُمَا	أَخْرَجْتِ	স্ত্রী
أَخْرَجْنَا		أَخْرَجْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُخْرِجُوْنَ	يُخْرِجَانِ	يُخْرِجُ	পুং
يُخْرِجْنَ	تُخْرِجَانِ	تُخْرِجُ	স্ত্রী
تُخْرِجُوْنَ	تُخْرِجَانِ	تُخْرِجُ	পুং
تُخْرِجْنَ	تُخْرِجَانِ	تُخْرِجِيْنَ	স্ত্রী
نُخْرِجُ		أُخْرِجُ	উভয়

অধ্যায়-১১ (প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর)

১। الإِسْتِفْهَامُ প্রশ্নবোধক শব্দ

অর্থ	উদাহরণ	অর্থ	الاسْتِفْهَامُ
তোমার নাম কি ?	مَا اسْمُكَ؟	কি?	مَا...؟
তুমি কেমন আছ?	كَيْفَ حَالُكَ؟	কেমন?	كَيْفَ...؟
তুমি কোত্থেকে (এসেছো)?	مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟	কোত্থেকে	مِنْ أَيْنَ...؟
তুমি কি একজন ছাত্র?	هَلْ أَنْتَ طَالِبٌ؟	(তাই) কী?	هَلْ ...؟
তোমার কি কোন ভাই আছে ?	أَ لَكَ أَخٌ ؟	(তাই) কী?	أَ...؟
এটা কি একটি বাড়ি?	أَهَذَا بَيْتٌ؟	(তাই) কী?	
তুমি হাসপাতালে গিয়েছিলে কেন?	لِمَاذَا ذَهَبْتَ إِلَى الْمُسْتَشْفَى؟	কেন?	لِمَاذَا. / لِمَ؟
তুমি কখন বের হয়েছিলে?	مَتَى خَرَجْتَ؟	কখন?	مَتَى...؟
হামিদ কোথায় গেল ?	أَيْنَ ذَهَبَ حَامِدٌ؟	কোথায়?	أَيْنَ...؟
শোবার ঘরে কে ?	مَنْ فِي الْغُرْفَةِ؟	কে?	مَنْ...؟
টেবিলটির উপর কি ?	مَاذَا عَلَى الْمَكْتَبِ؟	কি?	مَاذَا...؟
এই কলমটি কার?	لِمَنْ هٰذَاالْقَلَمُ؟	কার জন্য?	لِمَنْ...؟
তোমার কাছে কয়টি কলম আছে?	كَمْ قَلَمًا عِنْدَكَ؟	কত?	كَمْ....؟
তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?	عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ	কোন ব্যাপারে?	عَمَّ...؟

তারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে হবে?	يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ	কখন?	أَيَّانَ...؟
তোমার জন্য এটা কোত্থেকে?	أَنَّىٰ لَكِ هٰذَا	কোত্থেকে	أَنَّى...؟
না কি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন দলীল রয়েছে?	أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ	না কি ?	أَمْ...؟

উল্লেখ্যঃ বুদ্ধি বিশিষ্ট প্রানী যেমন মানুষ ,জিন ,ফেরেশতা এদের ক্ষেত্রে مَنْ এবং বুদ্ধিহীন প্রানী/বস্তুর ক্ষেত্রে مَا ব্যবহৃত হয়। যেমন,

ইনি কে? مَنْ هَٰذَا؟	এটা কি? مَا هَٰذَا؟
উনি কে? مَنْ ذَلِكَ؟	ওটা কি? مَا ذَلِكَ؟

২। প্রশ্নের উত্তরে بَلَى، لَا، نَعَمْ ইত্যাদির ব্যবহার

হাঁ বোধক প্রশ্নের উত্তর হাঁ বোধক হলে نَعَمْ এবং না বোধক হলে لَا

আর না বোধক প্রশ্নের উত্তর হ্যা বোধক হলে بَلَى এবং না বোধক হলে نَعَمْ

তুমি কি গতকাল স্কুলে গিয়েছিলে?	أَذَهَبْتَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ أَمْسِ؟	হা বোধক প্রশ্ন
হ্যাঁ ,আমি গিয়েছিলাম।	نَعَمْ، ذَهَبْتُ	হ্যা উত্তর
না ,আমি যাইনি।	لا، مَا ذَهَبْتُ	না উত্তর
এটা কি একটি বাড়ি?	أَهَٰذَا بَيْتٌ؟	প্রশ্ন

হ্যাঁ ,এটা একটা বাড়ি	نَعَمْ، هَٰذَا بَيْتٌ	হ্যা উত্তর
না ,এটা একটা মাসজিদ	لَا، هَٰذَا مَسْجِدٌ	না উত্তর
তুমি কি আজ লাইব্রেরীতে যাওনি ?	أَمَا ذَهَبْتَ إِلَى الْمَكْتَبَةِ الْيَوْمَ ؟	না বোধক প্রশ্ন
অবশ্যই !গিয়েছিলাম ।	بَلَى، ذَهَبْتُ	হ্যা উত্তর
হ্যা ,আমি যাইনি ।	نَعَمْ، مَا ذَهَبْتُ	না উত্তর

৩। أَيٌّ (কোন) শব্দের ব্যবহার

أَيٌّ শব্দের অর্থ "কোন"। এটা مُضَافٌ এবং এর পরবর্তী শব্দ হবে অনির্দিষ্ট ও মাজরুর।

أَيُّ طَالِبٍ خَرَجَ؟ কোন ছাত্রটি বের হয়েছিলো?	مَرْفُوْعٌ
أَيَّ كِتَابٍ قَرَأْتَ؟ কোন বইটি তুমি পড়েছিলে?	مَنْصُوْبٌ
بِأَيِّ قَلَمٍ كَتَبْتَ؟ কোন কলম দিয়ে তুমি লিখেছিলে?	مَجْرُوْرٌ

৪। প্রশ্ন করতে كَمْ [কত] শব্দের ব্যবহার

كَمْ كِتَاباً لَكَ ؟ তোমার কয়টি বই আছে?	প্রশ্ন করতে كَمْ এর পরবর্তী ইসম একবচন, অনির্দিষ্ট ও مَنْصُوْبٌ হবে।

كَمْ مِنَ الكِتَابِ عِنْدَكَ؟ কয়টি বই তোমার কাছে? كَم مِّن حُجرَةٍ فِي البَيتِ؟ কয়টি রুম আছে ঘরটিতে?	كَمْ مِنْ হলে এর পরবর্তী ইসম নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট উভয়ি হতে পারে।
بِكَمْ رِيَالٍ هٰذَا؟ অথবা بِكَمْ رِيَالًا هٰذَا؟ এটা কত রিয়াল?	كَمْ এর পুর্বে হারফ জার থাকলে ইসমটি مَجْرُوْرٌ বা مَنْصُوْبٌ উভয়ই হতে পারে

অনুশীলনী–১১.১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	বাচ্চার বয়স কত?
	এই জামাটা কেমন?
	এটার দাম কত টাকা?
	আপনি কয়টা জামা চান?
	এই বইটার দাম কত রিয়াল?
	ঐ কলমগুলোর দাম কত?

শব্দার্থ

রিয়াল	চাওয়া	বয়স	মূল্য
رِيَالٌ	أَرَادَ–يُرِيْدُ	سِنٌّ	ثَمَنٌ

কুরআনীয় উদাহরণ

আল্লাহ বলবেনঃ তোমরা পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করলে বছরের গণনায়?	قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ

৫। প্রশ্নবোধক বাক্যে أَمْ ও أَ ব্যবহার

তুমি কি ইঞ্জিনিয়ার নাকি ডাক্তার ?	أَ مُهَنْدِسٌ أَنْتَ أَمْ طَبِيْبٌ؟
তুমি পাকিস্তান থেকে নাকি ভারত থেকে ?	أَمِنْ بَاكِسْتَانَ أَنْتَ أَمْ مِنَ الهِنْدِ؟
এটা আমার নাকি তোমার ?	أَلِيْ هٰذَا أَمْ لَكَ؟

অনুশীলনী–১১.২

বাম পাশের তালিকার শব্দগুলো ব্যবহার করে أَمْ ও أَ যুক্ত প্রশ্ন বানাও।

বাক্য	শব্দ
	كَسْلَانُ, مُجْتَهِدٌ, أَنْتَ؟
	مُؤْمِنٌ, كَافِرٌ, هُوَ؟
	شَعِيْراً, قَمْحاً, بَاعَ الفَلَّاحُ؟
	نَاعِمَةٌ, خَشْنَةٌ ,هِيَ؟
	تُفَّاحاً , بُرْتُقَالاً ,أَكَلْتِ؟
	عَلِيٌّ ,حَسَنٌ ,مُسَافِرٌ؟
	رَاكِباً ,مَاشِياً, جِئْتَ؟
	صَبَاحاً ,مَسَاءً ,حَضَرْتَ؟

শব্দার্থ

যব	গম	মসৃণ	খসখসে	গাড়িতে চড়ে	হেঁটে
شَعِيْرٌ	قَمْحٌ	نَاعِمَةٌ	خَشْنَةٌ	رَاكِبًا	مَاشِيًا

৬। প্রশ্নবোধক أ এর পরে اَلْ

প্রশ্নবোধক أَ এর পরে اَلْ থাকলে آ হয়।

শিক্ষকটি কি তোমাকে বলেছিল ?	آلْمُدَرِّسُ قَالَ لَكَ ؟
আজ কি তাকে দেখেছিলে ?	آلْيَوْمَ رَأَيْتَهُ ؟
ছাত্রটি কি ভারত থেকে ?	آلطَّالِبُ مِنَ الْهِنْدِ؟

৭। প্রশ্নবোধক أَ এর পূর্বে সংযোজক و বসে না

অর্থ	সঠিক	ভুল
এবং হেডমাস্টার এসেছিলো কী?	أَ وَجَاءَ الْمُدِيرُ؟	وَأَ جَاءَ الْمُدِيْرُ؟

তবে وَ এর পরে هَلْ বসে। যেমনঃ وَ هَلْ جَاءَ الْمُدِيْرُ؟ এবং হেডমাস্টার এসেছিল কি?

৮। প্রশ্নবোধক مَا এর পুর্বে حَرْفُ جَرٍّ

প্রশ্নবোধক مَا এর পূর্বে حَرْفُ جَرٍّ থাকলে مَا এর আলিফ উঠে যায়।

عَنْ + مَا = عَمَّ	مِنْ + مَا = مِمَّ	لِ + مَا = لِمَ	بِ + مَا = بِمَ
কোন ব্যাপারে?	কি হতে?	কি জন্য, কেন?	কি দ্বারা?

প্রশ্নবোধক বাক্য	বিবৃতি মূলক বাক্য
بِمَ ضَرَبْتَهُ؟	وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ
কি দ্বারা তাকে মেরেছিলে?	এবং তোমরা যা করছ আল্লাহ তার দর্শক
لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ؟	فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
যা করনা তা বল কেন?	অতঃপর আল্লাহ মুমিনদের পথ দেখিয়েছেন সেই সত্য বিষয়ে,
مِمَّ تُنْفِقُوْنَ؟	وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
কি হতে তোমরা ব্যয় কর ?	এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ؟	وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
তারা কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছে ?	এবং আল্লাহ তোমরা যা কর তা সম্পর্কে অনবহিত নন।

কুরআনীয় উদাহরণঃ

তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ!	قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ
তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য উপাস্যও রয়েছে ?	أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ
আপনি জিজ্ঞেস করুনঃ সর্ববৃহৎ সাক্ষ্যদাতা কে ?	قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً
তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে,	أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
হে মূসা, তোমার ডানহাতে ওটা কি?	وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ
তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে?	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ
জিজ্ঞেস করতেন "মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?	قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا
তিনি বললেন, পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান	قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ

হবে	
বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে?	قَالَ كَمْ لَبِثْتَ
আজ রাজত্ব কার?	لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ
যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে, তারা কোথায়?	أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ
তারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে হবে?	يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ
অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
তুমি কি বিশ্বাস কর না?	قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن
কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে?	كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ
তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?	عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ
কখন আসবে আল্লাহর সাহায্যে?	مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ
তারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে হবে?	يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ
কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে	مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

অধ্যায়-১২ (বিবিধ শব্দের ব্যবহার)

১। إِنَّ এর ব্যবহার

إِنَّ অর্থ "নিশ্চয়ই" অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়। একে বলা হয় حَرْفُ تَوْكِيْدٍ وَنَصْبٍ অর্থাৎ এমন হারফ যা নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য ইসমের পূর্বে বসে তাকে মানসুব করে। যেমন,

নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন	إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
নিশ্চয়ই হামিদ একজন ছাত্র	إِنَّ حَامِدًا طَالِبٌ
নিশ্চয়ই শিক্ষকটি নতুন	إِنَّ الْمُدَرِّسَ جَدِيْدٌ

إِنَّ এর পর মুবতাদাকে বলা হয় اِسْمُ إِنَّ এবং খবরকে বলা হয় خَبَرُ إِنَّ । উপরোক্ত বাক্য সমূহে اللَّهَ, حَامِدًا, الْمُدَرِّسَ হল اِسْمُ إِنَّ এবং الصَّابِرِينَ, طَالِبٌ, جَدِيْدٌ হল خَبَرُ إِنَّ

إِنَّ এর পরপরই اِسْمُ إِنَّ নাও থাকতে পারে।যেমনঃ

নিশ্চয়ই আমার পাঁচজন ভাই আছে	إِنَّ لِيْ خَمْسَةَ إِخْوَةٍ
নিশ্চয়ই পরহেযগারদের জন্যে রয়েছে সাফল্য	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

উল্লেখ্য قَالَ, ইসমুল মাউসুলি, কসম করার হারফ (وَ، تَ، بِ) ইত্যাদির পরে এবং শব্দের শুরুতে إِنَّ ব্যবহৃত হয়। বাকী স্থানে أَنَّ ব্যবহৃত হয়। যেমন قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ সে বললঃ যে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি। [এখানে أَنِّي=أَنَّ+يْ]

إِنَّ এর সাথে সর্বনামের ব্যবহারঃ

إِنَّهُمْ	إِنَّهُمَا	إِنَّهُ
إِنَّهُنَّ	إِنَّهُمَا	إِنَّهَا
إِنَّكُمْ	إِنَّكُمَا	إِنَّكَ
إِنَّكُنَّ	إِنَّكُمَا	إِنَّكِ
إِنَّنَا/ إِنَّا		إِنَّنِيْ/ إِنِّيْ

إِنَّ এর মত আরও কিছু حَرْفٌ আছে যাদেরকে إِنَّ এর বোন বলা হয়। নিচে এদের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল,

শুনেছিলাম যে শিক্ষকটি নতুন	سَمِعْتُ أَنَّ الْمُدَرِّسَ جَدِيْدٌ	যে	أَنَّ
ইমামটি যেন অসুস্থ	كَأَنَّ الْإِمَامَ مَرِيْضٌ	যেন	كَأَنَّ
হামিদ পরিশ্রমী কিন্তু খালিদ অলস	حَامِدٌ مُجْتَهِدٌ وَلٰكِنَّ خَالِدًا كَسْلَانُ	কিন্তু	وَلٰكِنَّ
তবে আল্লাহর আযাব কঠিন	وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ	তবে	وَلٰكِنَّ
হয়ত ছাত্রটি অসুস্থ	لَعَلَّ الطَّالِبَ مَرِيْضٌ	হয়ত (ভয়)	لَعَلَّ
হয়ত আবহাওয়া ভালো	لَعَلَّ الْجَوَّ جَمِيْلٌ	হয়ত (আশা)	لَعَلَّ
যদি যৌবন ফিরে আসতো !	لَيْتَ الشَّبَابَ عَائِدٌ	হায়, যদি!	لَيْتَ

অনুশীলনী–১২.১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	নিশ্চয়ই আমরা মুসলিম
	হয়ত সে অসুস্থ
	হায় যদি মাটি হতাম!
	কিন্তু সে ফিরবে না
	নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে
	নিশ্চয়ই তারা ভালো লোক
	নিশ্চয়ই দান হলো জান্নাতের দলিল

শব্দার্থঃ

নিষিদ্ধ কাজ	অশ্লীল	মাটি	দলিল	দান	হতাম	বিরত রাখে
مُنْكَرٌ	فَحْشَاءٌ	طُرَابٌ	بُرْهَانٌ	صَدَقَةٌ	كُنْتُ	تَنْهَى

কুরআনীয় উদাহরণ

যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ	إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত	إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।	إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ
কিন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন।	وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ
কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।	وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

এবং কাফের বলবেঃ হায়, আফসোস-আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।	وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا
নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ	إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

২। যে অর্থে أَنَّ এর ব্যবহার

এক্ষেত্রে এর সাধারণ গঠন হল أَنَّ+اِسْمٌ+خَبَرٌ যেমন

আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে সে মরেছে	بَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ
আমি খুশি যে তুমি আমার ছাত্র	يَسُرُّنِيْ أَنَّكَ تِلْمِيْذِيْ
মনে হচ্ছে যে তুমি ব্যস্ত	يَبْدُوْ أَنَّكَ مُسْتَعْجِلٌ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রসূল	أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ
শুনেছি যে হামিদ একজন মেধাবী ছাত্র	سَمِعْتُ أَنَّ حَامِدًا طَالِبٌ ذَكِيٌّ

অনুশীলনী-১২.২

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	মনে হচ্ছে যে তুমি ক্লান্ত
	আমার বাবা বলেছেন যে তুমি তার ছাত্র
	শুনলাম যে সে অসুস্থ
	আমি জানি যে আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান

শব্দার্থঃ

শক্তিমান	সব বিষয়	অসুস্থ	ছাত্র	বলেছেন	বাবা	ক্লান্ত
قَدِيْرٌ	كُلُّ شَيْءٍ	مَرِيْضٌ	تِلْمِيْذٌ	قَالَ	أَبٌ	سَئِمٌ

অনুশীলনী–১২.৩

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর।

বাংলা	বাক্য
	يَخْبُرُ الطَّالِبُ أَنَّ الْمُدَرِّسَ جَدِيْدٌ
	قَالَ عَبَّاسٌ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ
	قَالَ عَمَّارٌ أَنَّ هَذَا كِتَابُ حَامِدٍ
	وَاعْلَمُوْا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ

৩। كَانَ এর ব্যবহার

كَانَ হল সহায়ক ক্রিয়া (auxiliary verb) যার অর্থ "ছিল" ইংরেজিতে "was"। এটা নামবাচক বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে ইসমকে মারফু এবং খবরকে মানসুব করে। তখন মুবতাদাকে বলা হয় اِسْمُ كَانَ ও খবরকে বলা হয় خَبَرُ كَانَ । যেমনঃ كَانَ حَامِدٌ حَاضِرًا 'হামিদ উপস্থিত ছিল'।

এখানে حَامِدٌ হল اِسْمُ كَانَ এবং حَاضِرًا হল خَبَرُ كَانَ

كَانَ এর রূপ কর্তার পরিবর্তনের সাথে বদলায়ঃ

كَانُوْا	هُمْ	كَانَا	هُما	كَانَ	هُوَ
كُنَّ	هُنَّ	كَانَتَا	هُما	كَانَتْ	هِيَ
كُنْتُمْ	أَنْتُمْ	كُنْتُمَا	أَنْتُما	كُنْتَ	أَنْتَ
كُنْتُنَّ	أَنْتُنَّ	كُنْتُمَا	أَنْتُما	كُنْتِ	أَنْتِ
كُنَّا	نَحْن			كُنْتُ	أَنَا

কিছু উদাহরণঃ

অর্থ	আরবী
হামিদ অসুস্থ ছিলো	كَانَ حَامِدٌ مَرِيْضًا
তোমরা উৎফুল্ল ছিলে	كُنْتُمْ فَارِحِيْنَ
আয়িশা মেধাবী ছিলো	كَانَتْ عَائِشَةُ ذَكِيَّةً
ডাক্তারগণ ভালো ছিলো	الأَطِبَّاءُ كَانُوا صَالِحِيْنَ
তোমরা দুজন খুশি ছিলে না	مَا كُنْتُمَا فَارِحَيْنِ
তারা অপরাধী ছিলো	كَانُوا مُجْرِمِيْنَ
মেয়েটি খারাপ ছিলো না	مَا كَانَتِ الفَتَاةُ فَاسِدَةً

অনুশীলনী–১২.৪

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	তোমরা বিশ্বাসী ছিলে না
	আমরা খুশি ছিলাম

	খালিদ অসুস্থ ছিলো
	তারা দুজন মেয়ে ধৈর্যশীল ছিলো
	আবহাওয়া গরম ছিলো
	মেয়েটি উৎফুল্ল ছিলো
	শিক্ষকটি মেজাজি ছিলো

শব্দার্থঃ

ধৈর্যশীল	উৎফুল্ল	মেজাজি	আবহাওয়া	বিশ্বাসী
حَلِيْمٌ	مَرِحٌ	غَاضِبٌ	جَوٌّ	آمِنٌ

কুরআনীয় উদাহরণ

ইব্রাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না	مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا
অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা।	فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا
নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে	إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا
তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে বল এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে?	وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

كَانَ এর বোনঃ

সকালে লোকটি মুমিন হল	أَصْبَحَ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا	সে হল, সে সকালে হল	أَصْبَحَ
হে আল্লহর বান্দা দুপুরে যোহরের সালাত পড়	أَضْحُوا عِبَادَ اللهِ صَلَاةَ الضُّحَى	দুপুরে হল	أَضْحَى
সন্ধ্যায় লোকটি মুমিন হল	أَمْسَى الرَّجُلُ مُؤْمِنًا	সে হল, সে	أَمْسَى

		সন্ধ্যায় হল	
অতঃপর সারাদিন এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি।	فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ	দিনে হল	ظَلَّ
এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান হয়ে	وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا	রাতে হল	بَاتَ
হামিদ অসুস্থ নয়	لَيْسَ حَامِدٌ مَرِيْضًا	নয়, is not	لَيْسَ
লোকেরা এখনও আশাবাদী	مَا زَالَ الشَّعْبُ مُتَفَائِلاً	এখনও শেষ নয়, still	مَا زَالَ
হামিদ এখনও অসুস্থ	لَا يَزَالُ حَامِدٌ مَرِيْضًا	এখনও, still	لَا يَزَالُ
বালকটি যুবক হয়ে গেছে	صَارَ الوَلَدُ شَابًّا	হওয়া, to be	صَارَ
যতক্ষণ লোকটি মিথ্যা বলছে আমি কিচ্ছু শুনব না	مَادَامَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ مَا أَسْمَعُ شَيْئًا	যতক্ষণ, as long as	مَادَامَ

أَصْبَحَ কখনো কেবল“ হল ”অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

অতঃপর তোমরা তার অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে।	فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

কুরআনীয় উদাহরণ

ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্নবিচ্ছিন্ন তৃণসম	فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
অতঃপর তিনি প্রভাতে উঠলেন সে শহরে ভীত-শংকিত অবস্থায়।	فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا
সকালে মূসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল।	وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا
ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।	فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

৪। لَيْسَ এর ব্যবহার

لَيْسَ হল সহায়ক ক্রিয়া যার অর্থ “নয়” ইংরেজিতে “is not”। এটা নামবাচক বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ لَيْسَ حَامِدٌ بِمُدَرِّسٍ ‘হামিদ শিক্ষক নয়’। এখানে حَامِدٌ হল اِسْمُ لَيْسَ এবং بِمُدَرِّسٍ হল خَبَرٌ لَيْسَ । لَيْسَ এর পর সাধারণত بِ যোগ হয়। এর বর্তমান কালের রুপ নাই।

না বাচক	হ্যাঁ বাচক
لَيْسَ الْقَلَمُ بِمَكْسُوْرٍ	الْقَلَمُ مَكْسُورٌ
কলমটি ভাঙ্গা নয়	কলমটি ভাঙ্গা
لَيْسَ الْكِتَابُ بِجَدِيْدٍ	الْكِتَابُ جَدِيدٌ
বইটি নতুন নয়	বইটি নতুন
لَيْسَ لِيْ أَخٌ	لِيْ أَخٌ
আমার কোন ভাই নাই	আমার এক ভাই আছে

তবে لَيْسَ এর পরে حَرْفُ جَرٍّ থাকলে بِ যোগ হয় না যেমন

তাদের হেদায়েত তোমার উপর নয় বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়েত দেন	لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
সিদ্ধান্তের কোন কিছুই তোমার নয়	لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে গোত্রবাদের দিকে আহবান করে	لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ

لَيْسَ এর রূপ কর্তার পরিবর্তনের সাথে বদলায়ঃ

لَيْسُوْا	هُمْ	لَيْسَا	هُما	لَيْسَ	هُوَ
لَسْنَ	هُنَّ	لَيْسَتَا	هُما	لَيْسَتْ	هِيَ
لَسْتُمْ	أَنْتُمْ	لَسْتُمَا	أَنْتُما	لَسْتَ	أَنْتَ
لَسْتُنَّ	أَنْتُنَّ	لَسْتُمَا	أَنْتُما	لَسْتِ	أَنْتِ
لَسْنَا	نَحْنُ			لَسْتُ	أَنَا

অনুশীলনী–১২.৫

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	কলমদুটো ভাঙ্গা নয়
	বইগুলো নতুন নয়
	আমি খেলোয়াড় নই
	আমরা মুনাফিক নই
	আমিনা শিক্ষিকা নয়
	মেয়েরা দুর্বল নয়
	তোমরা পরিচিত নও

৫। طَفِقَ , جَعَلَ , أَخَذَ এর ব্যবহার

শুরু করা অর্থে أَخَذَ , جَعَلَ , طَفِقَ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এরপর ইসম ও খবর আসে এবং এগুলোতে ক্রিয়ার বর্তমান /ভবিষ্যত রূপ বসে।

বিলাল লিখতে শুরু করল	طَفِقَ بِلَالٌ يَكْتُبُ
বেলাল পাঠটি ব্যাখ্যা করতে শুরু করল	أَخَذَ بِلَالٌ يَشْرَحُ الْدَّرْسَ
আমি খেতে আরম্ভ করলাম	جَعَلْتُ آكُلُ
অতঃপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল	فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ

অনুশীলনী–১২.৬

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	বালকটি কাঁদতে শুরু করলো
	আমিনা গাইতে আরম্ভ করলো
	খেলোয়াড়রা ছুটতে শুরু করলো
	ইমাম কুরান পড়তে শুরু করলো
	আমরা রচনাটি লিখতে শুরু করলাম
	তারা চোরটিকে মারতে শুরু করল

শব্দার্থঃ

চোর	রচনা	ছোটা	গাওয়া	কাঁদা
لِصٌّ	بَحْثٌ	سَارَ-يَسِيْرُ	صَدَحَ-يَصْدُحُ	بَكَى-يَبْكِي

৬। لَا يَزَالُ এর ব্যবহার

لَا يَزَالُ অর্থ "সে এখনও" । এটা كَانَ এর বোনদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তা মুবতাদাকে মারফু ও খবরকে মানসুব করে। অতীত কালের রুপ مَا زَالَ এবং এর আদেশ বাচক রুপ নাই।

বেলাল এখনও অসুস্থ	لَا يَزَالُ بِلَالٌ مَرِيْضًا
ইব্রাহীম এখনও হাসপাতালে	لَا يَزَالُ إِبْرَاهِيْمُ فِي الْمُسْتَشْفَى
বালকটি এখনও হাসছে	لَا يَزَالُ الْوَلَدُ يَضْحَكُ
বৃষ্টি এখনো পড়ছে	لَا يَزَالُ الْمَطَرُ يَنْزِلُ
ফাতিমা লিখতে থাকবে	لَا تَزَالُ فَاطِمَةُ تَكْتُبُ
আমরা চিরদিন সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবো	لَا نَزَالُ نُقَاتِلُ لِلْحَقِّ أَبَدًا

অনুশীলনী-১২.৭

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	খাদিজা এখনও হাসছে
	তারা চিরজীবন পরিশ্রম করতে থাকবে

	আমরা সর্বদা সত্য বলতে থাকব
	লোকেরা কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন পড়তে থাকবে

কুরআনী ও হাদিসের উদাহরণ

কাফেররা সর্বদাই সন্দেহ পোষণ করবে যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আকস্মিকভাবে কেয়ামত এসে পড়ে	وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ
কাফেররা তাদের কৃতকর্মের কারণে সব সময় আঘাত পেতে থাকবে	وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ
তাদের নির্মিত গৃহটি তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করে যাবে	لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ
আমার উম্মতের মধ্যে একদল উম্মত সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে	لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ

৭। ذُوْ এর ব্যবহার

ذُوْ অর্থ "অধিকারী/বিশিষ্ট/ওয়ালা"। এটা খবর বা নাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ذُوْ হল মুদাফ সুতরাং এর পরবর্তী ইসমটি হবে মুদাফ ইলাইহি।

অর্থ	উদাহরণ	ذُوْ এর অবস্থা
বেলাল জ্ঞানের অধিকারী	بِلَالٌ ذُوْ عِلْمٍ	خَبَرٌ
এই ছাত্রটি চরিত্রবান	هٰذَا الطَّالِبُ ذُوْ خُلُقٍ	خَبَرٌ
মিনার সহ মসজিদটি বড়	اَلْمَسْجِدُ ذُوْ الْمَنَارَةِ كَبِيْرٌ	نَعْتٌ

আমাদের মহল্লায় মিনারসহ একটি মসজিদ আছে	فِيْ حَيِّنَا مَسْجِدٌ ذُوْ مَنَارَةٍ	نَعْتٌ
আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের উপর নিয়ামত পূর্ণ	اللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ	خَبَرٌ
আমি দাড়ি ওয়ালা লোকটিকে চিনি	أَعْرِفُ الرَّجُلَ ذَا اللِّحْيَةِ	نَعْتٌ

লক্ষ্যণীয়ঃ ذُوْ যখন নির্দিষ্ট اِسْمٌ এর نَعْتٌ হিসেবে আসে তখন মুদফ ইলাহীতে الْ যোগ হয়। এটা এ কারনে যে, মুদফ হওয়ার দরুন ذُوْ এর সাথে الْ হতে পারেনা। যেমন الْمَسْجِدُ ذُوْ الْمَنَارَةِ كَبِيْرٌ বাক্যে الْمَسْجِدُ নির্দিষ্ট হওয়াতে মুদাফ ইলাইহি الْ বিশিষ্ট হয়েছে الْمَنَارَةِ

একজন দাড়ি ওয়ালা লোক	رَجُلٌ ذُوْ لِحْيَةٍ
দাড়ি ওয়ালা লোকটি	الرَّجُلُ ذُوْ اللِّحْيَةِ
এই দাড়ি ওয়ালা লোকটি	هٰذَا الرَّجُلُ ذُوْ اللِّحْيَةِ
এই লোকটি দাড়ি ওয়ালা	هٰذَا الرَّجُلُ ذُوْ لِحْيَةٍ

ذُوْ এর রুপ তার দ্বারা নির্দেশিত ইসমটির বচন, লিঙ্গ ও বিভক্তি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

বহুবচন	**একবচন**		
الطُّلَّابُ ذَوُوْ الْعِلْمِ ذَهَبُوْا أَمْسِ জ্ঞানী ছাত্ররা গতকাল গিয়েছিল	الطَّالِبُ ذُوْ خُلُقٍ ছাত্রটি চরিত্রবান	মারফু	**পুরুষ**
رَأَيْتُ الطُّلَّابَ ذَوِيْ العِلْمِ জ্ঞানী ছাত্রদেরকে দেখেছিলাম	أَعْرِفُ الطَّالِبَ ذَا النَّظَّارَةِ চশমা পড়া ছাত্রটিকে আমি চিনি	মানসুব	
ذَهَبْتُ مَعَ طُلَّابٍ ذَوِيْ خُلُقٍ চরিত্রবান ছাত্রদের সাথে গিয়েছিলাম	ذَهَبْتُ إِلَى رَجُلٍ ذِيْ مَالٍ সম্পদশালী এক লোকের কাছে গিয়েছিলাম	মাজরুর	

هَؤُلَاءِ الطَّالِبَاتُ ذَوَاتُ عِلْمٍ এই ছাত্রীগন জ্ঞানী	الطَّالِبَةُ ذَاتُ خُلُقٍ ছাত্রীটি চরিত্রবান	মারফু	স্ত্রী
أعْرِفُ طَالِبَاتٍ ذَوَاتَ خُلُقٍ আমি চরিত্রবান ছাত্রীদেরকে চিনি	أعْرِفُ طَالِبَةً ذَاتَ خُلُقٍ আমি একজন চরিত্রবান ছাত্রীকে চিনি	মানসুব	
ذَهَبْتُ مَعَ طَالِبَاتٍ ذَوَاتِ خُلُقٍ চরিত্রবান ছাত্রীদের সাথে গিয়েছিলাম	ذَهَبْتُ مَعَ الطَّالِبَةِ ذَاتِ العِلْمِ জ্ঞানী ছাত্রীটির সাথে গিয়েছিলাম	মাজরুর	

অনুশীলনী–১২.৮

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	দাড়ি ওয়ালা লোকটি আমার ভাই
	লম্বা হাতা ওয়ালা জামাটি আমার
	চশমা পড়া লোকটি কে
	আমাদের মহল্লার মসজিদগুলো উচু মিনার বিশিষ্ট

কুরআনীয় উদাহরণ

এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ	فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ
দীর্ঘ স্তম্ভ সম্পন্ন ইরাম গোত্র	إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ
শপথ চক্রশীল আকাশের	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ
সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে	سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি	فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ

৮। أَوْ এবং أَمْ এর ব্যবহার

বিবৃতি মূলক বাক্যে 'অথবা' অর্থে أَوْ কিন্তু প্রশ্নবোধক বাক্যে 'অথবা/নাকি' অর্থে أَمْ ব্যবহৃত হয়।

যেমনঃ

বেলাল অথবা হামিদ বের হল	خَرَجَ بِلَالٌ أَوْ حَامِدٌ
আমি বেলাল অথবা হামিদকে দেখেছিলাম	رَأَيْتُ بِلَالًا أَوْ حَامِدًا
গাড়িটি বেলালের অথবা হামিদের	السَّيَارَةُ لِبِلَالٍ أَوْ لِحَامِدٍ
তুমি কি ভারত নাকি পাকিস্তান থেকে?	أَ أَنْتَ مِنَ الهِنْدِ أَمْ مِنْ بَاكِسْتَانَ
তুমি কি ইঞ্জিনিয়ার নাকি ডাক্তার?	أَ مُهَنْدِسٌ أَنْتَ أَمْ طَبِيْبٌ؟

অনুশীলনী–১২.৯

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	আমাকে একটা পেন্সিল অথবা কলম দাও
	গাড়িটি কালো কিংবা নীল ছিলো
	ফুটবল অথবা ক্রিকেট খেলব
	হামিদ ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়
	হামিদ কিংবা খালিদ যাবে

কুরআনীয় উদাহরণ

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকে অথবা সফরে থাকে…	فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে	كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভূক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না	إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
তারা আরও বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না	وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ
নাকি তারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছে?	أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
তাদের কাছে কি আপনার পালনকর্তার ভান্ডার রয়েছে, নাকি তারাই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক?	أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ

৯। فَإِنَّ ও لِأَنَّ এর ব্যবহার

কারণ অর্থে لِأَنَّ এবং যেহেতু/ অতএব/ তবে অর্থে فَإِنَّ এর ব্যবহার লক্ষ্য করি

শার্টটি পরিষ্কার কর যেহেতু সেটা ময়লা।	اِغْسِلِ القَمِيْصَ فَإِنَّهُ وَسِخٌ
আমি আজ স্কুলে যাইনি কারণ আমি অসুস্থ	مَا ذَهَبْتُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ الْيَوْمَ لِأَنَّنِي مَرِيْضٌ
আমরা আরবী ভাষা শিখেছিলাম কারণ সেটা কুরআনের ভাষা	دَرَسْنَا اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ لِأَنَّهَا لُغَةُ القُرْآنِ
বাড়ি থেকে বের হইনি কারণ আবহাওয়া ঠান্ডা	مَا خَرَجْتُ مِنَ البَيْتِ لِأَنَّ الجَوَّ بَارِدٌ
এবং বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো মুমিনদের উপকারে আসবে	وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

অতএব, আমরা তোমাদের আনীত বিষয় অমান্য করলাম	فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ
যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে আল্লাহ তোমাদের থেকে বেপরওয়া।	إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ
আল্লাহ বললেনঃ বের হয়ে যা এখান থেকে। কারণ, তুই অভিশপ্ত	قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ
অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব তারা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে আসবে	فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

১০। آخَرُ ও أُخْرَى এর ব্যবহার

آخَرُ অর্থ "অন্য" এর স্ত্রীবাচক হল أُخْرَى। এরা উভয়ই দ্বিত্ব। অর্থাৎ এরা মাজরুর অবস্থায় যেরের বদলে যবর নেবে।

আজ ইব্রাহীম ও অন্য একজন ছাত্র অনুপস্থিত	غَابَ اليَوْمَ إِبْرَاهِيْمُ وَ طَالِبٌ آخَرُ
আমাদের শিক্ষক ও অন্য একজন শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম	سَأَلْتُ مُدَرِّسَنَا وَ مُدَرِّسًا آخَرَ
আমি সূরা রহমান ও অন্য একটি সূরা মুখস্ত করেছিলাম	حَفِظْتُ سُوْرَةَ الرَّحْمَنِ وَ سُوْرَةً أُخْرَى

آخَرُ "অন্য"- এর বচন ও লিঙ্গ

বহুবচন	একজন	
آخَرُوْنَ	آخَرُ	পুরুষ
أُخَرُ	أُخْرَى	স্ত্রী

বেলাল এবং অন্য একজন ছাত্র আজ অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَ الْيَوْمَ بِلَالٌ وَطَالِبٌ آخَرُ
বেলাল এবং অন্যান্য ছাত্ররা আজ অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَ الْيَوْمَ بِلَالٌ وَطُلَّابٌ آخَرُوْنَ
জয়নাব এবং অন্য এক ছাত্রী অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَتْ زَيْنَبُ وَطَالِبَةٌ أُخْرَى
জয়নাব এবং অন্যান্য ছাত্রীরা অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَتْ زَيْنَبُ وَطَالِبَاتٌ أُخَرُ

কুরআনীয় উদাহরণ

আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদ সাব্যস্ত কর না	لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
এবং কোন বোঝা বহনকারী অন্য কারও বোঝা বহন করবে না	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই	وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ
নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল,	وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ
আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম।	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ
সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক।	هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

১১। أَحَدُهُمَا...وَالآخَرُ এর ব্যবহার

দুটি বিষয়কে পাশাপাশি উল্লেখ করতে أَحَدُهُمَا...وَالآخَرُ ব্যবহৃত হয়। নিচে এর পুরুষ ও স্ত্রীবাচকের উদাহরণ দেখানো হলো।

স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক
إِحْدَاهُمَا... وَالْأُخْرَى.......	أَحَدُهُمَا... وَالْآخَرُ.....

তাদের একজন......... এবং অন্যজন......	তাদের একজন......... এবং অন্যজন......
لِيْ أُخْتَانِ ، اِحْدَاهُمَا مُدَرِّسَةٌ و الْأُخْرَى مُمَرِّضَةٌ	لِيْ أَخَوَانِ ، أَحَدُهُمَا طَبِيْبٌ و الآخَرُ مُهَنْدِسٌ
আমার দুই বোন, তাদের একজন শিক্ষিকা এবং অন্যজন সেবিকা	আমার দুই ভাই ,তাদের একজন ডাক্তার এবং অন্যজন ইঞ্জিনিয়ার

১২। إِمَّا.... وَإِمَّا এর ব্যবহার

হয়...অথবা'' বা ইংরেজীতে either...or বোঝাতে إِمَّا.... وإِمَّا ব্যবহৃত হয়।

ইসম হয় পুরুষবাচক অথবা স্ত্রী	اَلْاِسْمُ إِمَّا مُذَكَّرٌ وَإِمَّا مُؤَنَّثٌ
হয় তুমি আমাকে দেখতে আসবে অথবা আমি তোমাকে দেখতে যাবো	إِمَّ تَزُوْرُنِيْ وَإِمَّا أَزُوْرُكَ

অনুশীলনী-১২.১০

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	লোকটি হয় একজন শিক্ষক অথবা আলিম
	চিঠিটা হয় তুমি লিখবে নতুবা আমি লিখবো
	ইসম হয় নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট
	আরবী বাক্য হয় নামবাচক অথবা ক্রিয়া বাচক

১৩। مُنْذُ এর ব্যবহার

পুর্বেকার কোন সময় ধরে কিছু বোঝাতে مُنْذُ অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি প্রতিশব্দ "since"। এটা حَرْفُ جَرٍّ সুতরাং এর পরবর্তী ইসমটি মাজরুর হয়।

তাকে শনিবার থেকে দেখিনি	مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ يَوْمِ السَّبْتِ
বেলাল এক সপ্তাহ ধরে অনুপস্থিত	بِلَالٌ غَائِبٌ مُنْذُ أُسْبُوْعٍ

অনুশীলনী-১২.১১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	শিশুটি সকাল থেকে খেলছে
	এক বছর ধরে তোমাকে বলছি
	বিকাল থেকে খেলোয়াড়রা খেলছে
	হামিদ এক সপ্তাহ ধরে অসুস্থ

১৪। مِنْ قَبْلُ এর ব্যবহার

আমরা জানি যে قَبْلَ এবং بَعْدَ হল জারফ এবং মুদাফ। কিন্তু এদের কখনো কখনো "মুদাফ ইলাইহি" নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে مِنْ قَبْلُ এবং مِن بَعْدُ হবে।

মুদাফ ইলাইহি ছাড়া	মুদাফ ইলাইহি সহ
لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ	ذَهَبْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ قَبْلَ الْأَذَانِ
আগে পিছের সব আদেশ আল্লাহর	আযানের পুর্বে মাসজিদে গিয়েছিলাম

কুরআনীয় উদাহরণ

তোমাদের পুর্বে যারা কাফের ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌছেনি?	أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।	وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল।	وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ
আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম।	إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ
এরূপ লোকদের মর্যদা বড় তাদের অপেক্ষা, যার পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে।	أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا
এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয়	لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ

১৫। أَوْشَكَ-يُوشِكُ শব্দের ব্যবহার

أَوْشَكَ – يُوْشِكُ অর্থ" – সে প্রায়ই হলো"। এটা أَفْعَلَ গঠনের এবং كَانَ এর বোন। এর খবর সর্বদা (أَنْ + الْمُضَارِعُ مَنْصُوبٌ) হবে।

হামিদ গতকাল প্রায় মরেছিল	أَوْشَكَ حَامِدٌ أَنْ يَمُوْتَ أَمْسِ
আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি	أُوْشِكُ أَنْ أَتَزَوَّجَ

শীঘ্রই মানুষের উপর এমন এক যমানা আসবে যে ইসলামের নাম ছাড়া আর কোরানের অক্ষর ছাড়া কিছু অবশিষ্ট থাকবে না	يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ

অনুশীলনী–১২.১২

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	সে মরতে বসছিলো
	ছেলেটি প্রায়ই পড়ে যাচ্ছিল
	শিঘ্রই শান্তি ফিরে আসবে
	মারইয়াম শিঘ্রই ক্লাসে যোগ দেবে
	আমরা প্রায়ই জিতে যাচ্ছিলাম

১৬। সম্ভব অর্থে أَمْكَنَ – يُمْكِنُ এর ব্যবহার

يُمْكِنُ এর অর্থ" এটা সম্ভব"। এর পর (الْمُضَارِعُ مَنْصُوبٌ + أَنْ) হবে।

এটা কি সম্ভব যে আমি এখানে বসি?	أَيُمْكِنُنِي أَنْ أَجْلِسَ هُنَا؟
তার এখন বের হওয়া সম্ভব না	لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَخْرُجَ الْآنَ
হামিদের জন্য যাওয়া সম্ভব ছিলো না	مَا أَمْكَنَ لِحَامِدٍ أَنْ يَذْهَبَ

অনুশীলনী–১২.১৩

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	এটা কি সম্ভব যে সে কাজটা করবে?
	আমাদের জন্য এই কাজ করা সম্ভব না
	আপনি কি আমাকে প্রবেশ করার অনুমতি দেবেন?
	একজন আলিমের জন্য মিথ্যাচার সম্ভব না

১৭। أَظُنُّ এর ব্যবহার

ظَنَّ অর্থ “সে মনে করেছিল” এর বর্তমান কালের রূপ يَظُنُّ “সে মনে করে”। أَظُنُّ অর্থ ‘‘আমি মনে করি’’ । এর পরে সাধারণত ‘‘যে’’ অর্থে أَنَّ বা أَنْ ব্যবহৃত হয়।

আমি মনে করি যে হামিদ মক্কা গিয়েছে	أَظُنُّ أَنَّ حَامِدً ذَهَبَ إِلَى مَكَّةَ
আমি মনে করি যে আপনি ক্লান্ত	أَظُنُّ أَنَّكَ مُتْعَبٌ
আমি মনে করি যে ইমামটি নতুন	أَظُنُّ أَنَّ الإِمَامَ جَدِيْدٌ
আমি মনে করি যে ফাতিমা অনুপস্থিত	أَظُنُّ أَنَّ فَاطِمَةَ غَائِبَةٌ
আমি ভাবিনি যে আহমাদ ফেল করবে	ما ظَنَنْتُ أَنْ يَرْسُبَ أَحْمَدُ
সে বলল আমি মনে করি না যে এই সব কিছু কোনদিন ধ্বংস হবে।	قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيْدَ هٰذِهِ أَبَدًا

অনুশীলনী–১২.১৪

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	তারা মনে করেছে যে তারা ফেল করবে
	আমি মনে করি যে তোমার কথা ঠিক নয়
	আয়শা মনে করল তার স্বামী মরে গেছে
	সে দুজন ভাবলো আমরা নতুন ছাত্র

১৮। بَيْنَ এর ব্যবহার

بَيْنَ এর অর্থ 'মধ্যে'। ইহা একটি ظَرْفٌ এর সুতরাং পরবর্তী ইসমটি মাজরুর।

হামিদ, বেলাল এবং ফায়সালের মাঝে বসল।	جَلَسَ حَامِدٌ بَيْنَ بِلاَلٍ وَ فَيْصَلٍ
আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মধ্যে বিচার করে	وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন।	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
হালাল সুস্পষ্ট, হারাম সুস্পষ্ট আর এদুয়ের মধ্যে আছে অস্পষ্ট কিছু যা মানুষের মধ্যে অধিকাংশই জানে না	الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হল সালাত ছেড়ে দেওয়া	بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلاَةِ
নিশ্চয়ই মুমিন লোকদের আর মুশরিক ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য হল সালাত ছেড়ে দেওয়া	إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ

যে ব্যক্তির দুনিয়া অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহ তার চোখের সামনে অভাব তুলে ধরেন	وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ

بَيْنَ সর্বনামের সাথে পুনরাবৃত্তি হয়।

এটা তোমার আর আমার মধ্যে	هٰذَا بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ
বলুনঃ 'হে আহলে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই।	وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا
যিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, দয়াময়, কেউ তাঁর সাথে কথার অধিকারী হবে না।	رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا
তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে।	يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ
যে চুক্তিটি আমাদের ও তাদের মধ্যে রয়েছে তা হল সালাত। সুতরাং যে তা ছেড়ে দিল সে অবশ্যই কুফরি করল	الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

১৯। أَمَّا এর ব্যবহার

দুটি বা অধিক বিষয় সম্পর্কে বলতে أَمَّا ব্যবহৃত হয়। أَمَّا এর পরবর্তী خَبَرٌ এর সাথে فَ যুক্ত হয়।

আমার বোন আমার সাথে বাস করে ,আমার ভাইয়ের ব্যাপার হল সে আমার আব্বার সাথে বাস করে।	أُخْتِيْ تَسْكُنُ مَعِيْ أَمَّا أَخِيْ فَيَسْكُنُ مَعَ أَبِيْ
বস্তুতঃ যারা মুমিন তারা জানে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক	فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ
আর যারা কাফের তারা বলে, এরূপ উপমা উপস্থাপনে আল্লাহর মতলবই বা কী ছিল।	وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا
প্রাচীরের ব্যাপার-সেটি ছিল নগরের দুজন পিতৃহীন বালকের।	وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ

অনুশীলনী–১২.১৫

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	হামিদ ফুটবল খেলতে ভালোবাসে আর আমার ব্যাপারটা হল আমি তা পছন্দ করি না
	আর যারা বিশ্বাস করে না তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না
	আয়িশার ব্যাপারটা হল সে হাফিজা হতে চায়
	খালিদ গ্রামে থাকে আর বেলালের ব্যাপারটা হলে সে শহরে থাকে

২০। এর ব্যবহার

(إِنَّ+مَا) إِنَّمَا এর অর্থ কেবল/ মূলত/ প্রকৃতপক্ষে। এরপর ইসম মারফু মানসুব দুটোই হতে পারে।

আমি কেবল ছবিগুলো দেখছি।	إِنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى الصُّوَرِ
কাজের ফল কেবল নিয়তের উপর	إِنَّمَا الْاَ عْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
মূলত তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত প্রাণী	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
প্রকৃতপক্ষে মুশরিকরা হল অপবিত্র	إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

অনুশীলনী–১২.১৬

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	মুলত আমরা হচ্ছি সত্যবাদী
	প্রকৃতপক্ষে তারাই জ্ঞানী যারা নিজেদের জ্ঞানী মনে করে না
	আসলে তাদের উদ্দেশ্য ভালো ছিলো না
	আমি আসলে একজন ভালো মুসলিম হতে চাই
	আমি একজন মানুষ মাত্র

২১। كَ এর ব্যবহার

كَ অর্থ " মত" । এটা একটি حَرْفُ جَارٍّ সুতরাং এর পরের ইসমটি মাজরুর।

মুসলিমগণ একটা মাত্র লোকের ন্যায়	الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ
আমার ঘড়ি তোমার ঘড়ির মত।	سَاعَتِيْ كَسَاعَتِكَ
আর এভাবে আমি তোমাদের করেছি ভারসাম্যপূর্ণ জাতি	وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায়	يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
নিশ্চয়ই আমার উপর মিথ্যারোপ অন্য কারো উপর মিথ্যারোপের মত নয়	إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ

كَ সর্বনামের সাথে ব্যবহৃত হয় না। যেমনঃ أَنَا كَهُ হবে না। এই ক্ষেত্রে كَ এর সাথে مِثْلُ যুক্ত হয়।

যেমনঃ أَنَا كَمِثْلِهِ আমি তার মত। অনুরূপে, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ তার মত সাদৃশ্যপূর্ন কেউই নাই।

অনুশীলনী–১২.১৭

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	সে আমার মত নয় আমিও তার মত নই
	তোমার ন্যায় আমার একটা ছেলে আছে
	তোমার মুখটা সুন্দর যেন চাদের মত
	রাক্ষসের মত খেও না

২২। كُلٌّ এর ব্যবহার

كُلٌّ এর অর্থ 'প্রত্যেক' অথবা 'সব'। যখন তা অনির্দিষ্ট ইসমের আগে আসে তখন সাধারণত 'প্রত্যেক' বোঝায় আর যখন নির্দিষ্ট ইসমের আগে আসে তখন 'সব' অর্থে আসে। এটা অধিকাংশ সময়ই মুদাফ এবং এর বিভক্তি যাকে জোর দেওয়া হয় তার মত।

নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
প্রত্যেক রাতে আল্লাহ পৃথিবীর নিকটতম আকাশে অবতীর্ন হন	يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ
প্রত্যেক প্রানীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
প্রত্যেক (প্রানীর) ছবি অঙ্কনকারী জাহান্নামে	كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ
এবং আল্লাহ কোন সীমালঙ্ঘনকারী কাফেরকে ভালোবাসেন না	وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
তাদের সকলেই তার প্রতি অনুগত	كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ
প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট	كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
এই ক্লাসের সকল ছাত্রীরাই ভারত থেকে	كُلُّ الطَّالِبَاتِ فِي هٰذَا الصَّفِّ مِنَ الْهِنْدِ

লক্ষ্যণীয়ঃ

প্রত্যেক পাতা	كُلُّ صَفْحَةٍ
সব পাতা	كُلُّ الصَّفْحَةِ
পাতাগুলোর সব	كُلُّ الصَّفْحَاتِ

অনুশীলনী–১২.১৮

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	সবগুলো জানালা খুলে দাও
	প্রত্যেক ছাত্র আজকে উপস্থিত
	রমাদানে প্রতি রাতে আল্লাহ মানুষকে ক্ষমা করেন
	পাতাগুলোর সবটাই শুকিয়ে গেছে
	সব কাজেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে

২৩। بَلْ শব্দের ব্যবহার

بَلْ শব্দের অর্থ" বরং"। এটি সাধারণত দুটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

ক- পূর্বোক্ত বাক্যকে নাকচ করার জন্য। যেমন,

এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদের মৃত ভেবো না বরং তারা জীবিত	وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ
আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করেছে।	أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ
আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি উপদেশ নাযিল করা হয়েছে? বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।	أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ

খ- একটা বাক্যের অর্থকে পরবর্তী বাক্যে নিয়ে যাওয়া। যেমন,

ইব্রাহিম অলস, সে অসচেতনও বটে।	إِبْرَاهِيْمُ كَسْلاَنٌ بَلْ هُوَ مُهْمِلٌ
তারা কি একে অপরকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে? বস্তুতঃ ওরা দুষ্ট সম্প্রদায়।	أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও	بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
বরং এটা মহান কুরআন	بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ
এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।	وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ

২৪। لَمَّا এর ব্যবহার

"এখনো নয়" বা "যখন" এ দুটি অর্থেই لَمَّا ব্যবহৃত হয়। এরপর মুদারি আসলে মাজ্জুম হবে।

ক্রিয়াপ্রধান বাক্যে	নাম প্রধান বাক্যে
لَمَّا يَأْكُلِ الْوَلَدُ	الْوَلَدُ لَمَّا يَأْكُلْ
এখনো খায়নি ছেলেটা	ছেলেটা এখনো খায়নি

لَمَّا এরপরে ক্রিয়াটি উহ্য থাকতে পারে যেমনঃ لَمَّا يَخْرُجُوْا 'সে এখনও বের হয়নি' এর বদলে কেবল لَمَّا 'এখনও নয়' । "যখন" অর্থে আসলে একে لَمَّا الحِنِيَّةُ বলে। এরপরে 'তখন' ব্যবহার করে একটা বাক্য যুক্ত হয়। এবং উক্ত বাক্যের ক্রিয়া অতীত কালের হবে।

যখন আমি আজান শুনলাম তখন মাসজিদের দিকে গেলাম	لَمَّا سَمِعْتُ الأَذَانَ ذَهَبْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ
যখন রুকাইইয়া মারা গেল তখন সে তার বোনকে বিবাহ করলো	لَمَّا تُوَفِّيَتْ رُقَيَّةُ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا

আমি যখন মসজিদে গিয়েছিলাম তখন সে আমাকে দেখেছিলো	لَمَّا ذَهَبْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ رَآنِي

কুরআনীয় উদাহরণ

সে কখনও কৃতজ্ঞ হয়নি, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি	كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ
যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম	إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ
তোমরা কি ভেবেছো যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনও তোমাদের তাদের মত অবস্থা আসেনি যারা তোমাদের পুর্বে গত হয়েছে	أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم

২৫। لَدَى এর ব্যবহার

لَدَى হল ظَرْفٌ এর অর্থ "কাছে" । যেমনঃ كَانَ حَامِدٌ لَدَى الْبَابِ হামিদ দরজার কাছে ছিল।

এরপর সর্বনাম আসলে আলিফ মাকসুরা ي তে পরিণত হয়। যেমনঃ لَدَيْكَ তোমার কাছে

কুরআনীয় উদাহরণ

নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুন্ড।	إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا
আমার কাছে কথা রদবদল হয় না	مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ
তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবেঃ আমার কাছে যে, আমলনামা ছিল, তা এই	وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ
নিশ্চয় এ কোরআন আমার কাছে সমুন্নত অটল রয়েছে লওহে মাহফুযে	وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ
এভাবে তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।	كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا

প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে।	كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

২৬। কাছে / দিকে অর্থে عَلَى এর ব্যবহার

আমি পরিচালকের অফিসে গিয়েছিলাম	دَخَلْتُ عَلَى الْمُدِيْرِ
সালাতের জন্য এসো	هَيَّا عَلَى الصَّلَاةِ

২৭। حَتَّى শব্দের ব্যবহার

حَتَّى শব্দের অর্থ ১। যাতে (so that)। ২।পর্যন্ত (till) ৩। ব্যতিত (except) । এরপর ইসম মাজরুর এবং মুদারি মানসুব হয়।

যাতে (so that)

অপেক্ষা কর যতক্ষণ আমি পোশাক পরি	إِنْتَظِرْ حَتَّى أَلْبِسَ
আমি প্রবেশ করলাম (না বলে) যাতে তোমাকে বিচলিত না করি।	دَخَلْتُ حَتَّى لَا أَشْغَلَكَ

পর্যন্ত (till)

আপনি কিছুকালের জন্যে তাদেরকে উপেক্ষা করুন।	وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ
এটা নিরাপত্তা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।	سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ
এবং পালনকর্তার এবাদত করুন,যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে।	وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

এবং কখনোই ইয়াহুদি এবং খ্রীষ্টানেরা আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষন আপনি তাদের ধর্ম গ্রহন না করেন	وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষন আমি যা নিয়ে এসেছি তাতে তার প্রবৃত্তি অনুগত হয়	لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ
কেয়ামত ততদিন হবে না যতক্ষন আমার উম্মতের একটা দল মুশরিকদের সাথে মিলিত হয় এবং যতক্ষন তারা মুর্তি পুজা করে	لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى يَعْبُدُوا الأَوْثَانَ

ব্যতিত (except)

কস্মিণকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর।	لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

২৮। وَ এর বিভিন্ন ব্যবহার

ক) "এবং" অর্থে সংযোগকারী অব্যয় হিসেবে

আমি একটি বই ও একটি কলম চাই	أُرِيْدُ كِتَابًا وَقَلَمًا
আমার আব্বা ও আম্মা তাদের রুমে আছেন।	أَبِي وَ أَمِّي فِي غُرْفَتِهِمَا
আরবী আল কুরআনের ভাষা এবং সেটা জান্নাতেরও ভাষা।	الْعَرَبِيَّةُ لُغَةُ الْقُرْآنِ وَ هِيَ لُغَةُ الْجَنَّةِ أَيْضًا

খ) কসমের জন্য বাক্যের শুরুতে وَ ব্যবহৃত হয়। وَ হল হারফ জার সুতরাং এর পর ইসমটি মাজরুর হবে। জোর দিতে হ্যাঁ বোধক বাক্যে وَ এরপর لَقَد শব্দটি আসে কিন্তু না বোধক বাক্যে তা আসে না।

وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي السُّوْقِ	وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ فِي السُّوْقِ
আল্লাহর কসম তাকে আমি বাজারে দেখেছিলাম	আল্লাহর কসম তাকে আমি বাজারে দেখিনি
وَاللهِ لَقَدْ كِدْتُ أَمُوْتُ	وَاللهِ مَا اَكَلتُ شَيْئًا
আল্লাহর কসম আমি প্রায় মরে গিয়েছিলাম	আল্লাহর কসম আমি কিছুই খাইনি

গ) وَ আল হাল (বিস্তারিত পরে)

مَاتَ اَبِيْ وَاَنَا صَغِيْرٌ	আমার বাবা মারা গেছেন যখন আমি ছোট ছিলাম
جَاءَنِي الْوَلَدُ وَهُوَ يَبْكِيْ	বালকটি আমার কাছে কান্নারত অবস্থায় আসল
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ	তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَرْكَعُ	আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম যখন ইমাম রুকু করছিল
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ قَرَأَ الْإِمَامُ الفَاتِحَةَ	ইমাম ফাতিহা শেষ করার পর আমি মাসজিদে প্রবেশ করেছিলাম
خَرَجْنَا مِنَ الفَصْلِ وَ قَدْ شَرَحَ الْمُدَرِّسُ الدَّرْسَ	শিক্ষকটি পাঠ ব্যাখ্যা শেষ করার পর আমরা ক্লাস ত্যাগ করেছিলাম
جَاءَ الطَّبِيْبُ وَ قَدْ مَاتَ الْمَرِيْضُ	রোগী মরার পরে ডাক্তার আসল
قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ	তিনি বললেন হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র সন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে

লক্ষ্যণীয়ঃ

- و আল হাল এর পর নামপ্রধান বাক্যে ক্রিয়ার বর্তমানকাল ব্যবহৃত হলেও অর্থ অতীতকালের হবে।
- و আল হাল এর পর ক্রিয়াপ্রধান বাক্যের হ্যাঁ-সূচক অতীতকালের পূর্বে قَدْ বসে।

২৯। مَا এর বিভিন্ন ব্যবহার।

এর পূর্বে আমরা "না/নয়" অর্থে , প্রশ্ন করতে "কি" অর্থে, এবং সম্বন্ধবাচক সর্বনাম হিসেবে "যা" অর্থে مَا এর ব্যাবহার দেখেছি। এখানে আমরা مَا এর আরও দুটি ব্যবহার দেখব।

ক) কিছু" অর্থে مَا এর ব্যবহার

আমাকে কিছু বই দাও	أَعْطِنِي كِتَابًا مَا
আমি তাকে কিছু জায়গায় দেখেছিলাম	رَأَيْتُهُ فِي مَكَانٍ مَا
তুমি এটা কিছু দিনেই বুঝবে	سَتَفْهِمُ هٰذَا يَوْمًا مَا

খ) "যতক্ষন পর্যন্ত" বা ইংরেজিতে "so long as" বোঝাতে مَا এর ব্যবহার

ইসলাম ততোদিন বাকী থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত পৃথিবী বাকী থাকবে	سَيَبْقَى الْإِسْلَامُ مَا بَقِيَ العَالَمُ
আমাকে মান্য কর যতক্ষন পর্যন্ত আমি আল্লাহ ও তার রসুলকে অনুসরন করি।	أَطِيْعُوْنِي مَا أَطَعْتُ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ
এই চেয়ারটিতে বস যতক্ষন পর্যন্ত সে না আসে	اِجْلِسْ فِي هٰذَا الكُرْسِيِّ مَا لَمْ يَأْتِ

অনুশীলনী–১২.১৯

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	তুমি যতদিন পরিশ্রম করবে ততদিন সাফল্য পাবে
	যতক্ষণ তুমি মাফ চাইবে ততক্ষণ তুমি নিরাপদ
	এখানে ততক্ষণ বসো যতক্ষণ আমি না আসি
	যতক্ষণ বৃষ্টি হবে ততক্ষণ বের হবো না
	যতক্ষণ আকাশে সুর্য আছে ততক্ষণ মাগরিব নয়
	যতক্ষণ পরীক্ষা চলবে ততক্ষণ কথা বলবে না

গ) মাসদার বা ক্রিয়া বিশেষ্যের পরিবর্তে مَا এর ব্যবহার

এক্ষেত্রে এর সাধারণ গঠন مَا+ الْمَاضِي/ الْمُضَارِعُ যেমনঃ

مَا دَخَلَ = دُخُوْلٌ	دَخَلْتُ **بَعْدَ مَا دَخَلَ** الْمُدَرِّسُ
	دَخَلْتُ **بَعْدَ دُخُوْلِ** الْمُدَرِّسِ
	আমি প্রবেশ করেছিলাম শিক্ষকের প্রবেশের পরে

আমরা আরও কিছু উদাহরন দেখি,

আমি তোমাকে ম্যাগাজিনটি দেখাবো শিক্ষকের বের হওয়ার পরে	سَأُرِيْكَ الْمَجَلَّةَ **بَعْدَ مَا يَخْرُجُ** الْمُدَرِّسُ
হিসাবের দিন ভুলে যাওয়ার জন্য তাদের জন্য আছে কঠোর আযাব	لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ **بِمَا نَسُوْا** يَوْمَ الحِسَابِ
তাহলে আযাব আস্বাদন কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করছিলে	فَذُوْقُوْ الْعَذَابَ **بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ**

অনুশীলনী–১২.২০

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	তোমাদের গন্ডগোলের জন্য কিছুই শুনতে পাইনি
	তোমাকে উত্তর বলব পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর
	ইসলাম গ্রহণের পর তুমি হজ্জে যেতে পারবে
	আত্তাহিয়াতুর পর দুরুদ পড়বে
	সালাম ফিরানোর পর দোয়া করবে যা নবী (স) করেছেন
	তোমাদের ফিরে আসার পর আমরা বের হবো

৩০। كِلَا "উভয়" পুং এবং كِلْتَا "উভয়" স্ত্রী এর ব্যবহার

كِلَا শব্দের অর্থ" উভয় "পুং এবং এর স্ত্রীবাচক كِلْتَا । এরা উভয়েই মুদাফ। সুতরাং এর পরবর্তী মুদাফ ইলাইহী দ্বিবচন মাজরুর হবে। যেমনঃ

উভয় ছাত্র লাইব্রেরিতে।	كِلَا الْطَّالِبَيْنِ فِيْ الْمَكْتَبَةِ
উভয় গাড়ি বাড়িটির সামনে	كِلْتَا الْسَّيَّارَتَيْنِ أَمَامَ الْبَيْتِ

كِلَا ও كِلْتَا উভয়কেই একবচন ধরা হয় । তাই এদের খবর একবচন হয়। [দ্বিবচনও অনুমোদিত]

উভয় ছাত্র গিয়েছিল	كِلَا الْطَّالِبَيْنِ ذَهَبَ
সুন্দর ঘড়ি উভয়	كِلْتَا السَّاعَتَيْنِ جَمِيْلَةٌ

كِلَا ও كِلْتَا উভয়ই মানসুব ও মাজরুর অবস্থায় অপরিবর্তনীয় যখন তাদের মুদাফ ইলাইহি কোন اِسْمٌ হয়। আর যদি মুদাফ ইলাইহি ضَمِيْرٌ হয় তাহলে এর বিভক্তি দ্বিবচনের ন্যায়।

বিভক্তি পরিবর্তনীয় যখন মুদাফ ইলাইহি ضَمِيْرٌ	বিভক্তি অপরিবর্তনীয় যখন মুদাফ ইলাইহি اِسْمٌ	
كِلَانَا مَسْرُوْرٌ	كِلَا اْلطَّالِبَيْنِ مَسْرُوْرٌ	মারফু
رَأَيْتُ كِلَيْهِمَا	أَعْرِفُ كِلَا اْلطَّالِبَيْنِ	মানসুব
بَحَثْتُ عَنْ كِلَيْهِمَا	بَحَثْتُ عَنْ كِلَا اْلطَّالِبَيْنِ	মাজরুর

অনুশীলনী-১২.২১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	উভয় দলই শক্তিশালী
	তারা উভই মেধাবী
	উভয় খেলাই আমি ভালোবাসি
	উভয় বাগান ফুলে পুর্ণ

কুরআনীয় উদাহরণ

তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না	إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ
উভয় বাগানই ফলদান করে এবং তা থেকে কিছুই হ্রাস করত না	كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا

৩১। هَاهُوَذَا এর ব্যবহার

هَاهُوَذَا অর্থ "সেটা এখানে" বা "সে এখানে"। লিংগ ও বচন ভেদে এর রুপোগুলো নিচে দেওয়া হলো।

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
هَاهُم أُوْلَاءِ তারা সকলে এখানে	هَهُمَاذَانِ তারা দুজন এখানে	هَاهُوَذَا সে এখানে	পুং
هَاهُنَّ أُوْلَاءِ তারা সকলে এখানে	هَهُمَاتَانِ তারা দুজন এখানে	هَاهِيَ ذِيْ সে এখানে	স্ত্রী
هَانَحْنُ أُوْلَاءِ আমরা সকলে এখানে		هَأَنَذَا আমি এখানে	পুং
هَانَحْنُ أُوْلَاءِ আমরা সকলে এখানে		هَأَنَذِيْ আমি এখানে	স্ত্রী

৩২। সাবধান করতে إِيَّاكَ

কোন কাজ করা থেকে সাবধান করতে إِيَّاكَ এর পরে (أَنْ + مُضَارِع مَنْصُوبٌ) ব্যবহৃত হয়।

ক্লাসে ঘুমানো থেকে সাবধান থেকো	إِيَّاكَ أَنْ تَنَامَ فِي الفَصْلِ
যেনা করা থেকে সাবধান	إِيَّاكَ أَنْ تَزْنُوْا

যদি إِيَّاكَ এর পর ইসম থাকে তাহলে এরপর وَ আসে এবং পরবর্তী ইসমটি মানসুব।

ক্লাসে ঘুমানো থেকে সাবধান থেকো	إِيَّاكَ وَ النَّوْمَ فِي الفَصْلِ
মিথ্যা থেকে সাবধান	إِيَّاكَ وَ الْكَذِبَ
হিংসা থেকে সাবধান	إِيَّكُنَّ وَ الْحَسَدَ
নব উদ্ভাবিত (ইবাদাত মূলক) কাজ থেকে সাবধান	إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ

৩৩। অবশ্যই অর্থে لَا بُدَّ এর ব্যবহার

কোনো কিছুকে অবশ্যই অর্থে لَا بُدَّ ব্যবহৃত হয়। এর পরে مِنْ বসে।

অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে	لَابُدَّ مِنَ الإِخْتِبَارِ
অবশ্যই মরতে হবে	لَابُدَّ مِنَ الْمَوْتِ

তবে এর পর অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলে مِنْ কে বাদ দেওয়া যায়।

তোমাকে অবশ্যই তাকে লিখতে হবে	لَابُدَّ أَنْ تَكْتُبَ لَهُ
তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে কীভাবে কম্পিউটার অপারেট করতে হয়	لَابُدَّ أَنْ تَتَعَلَّمُوْا تَشْغِيْلَ الحَاسُوْبِ

অনুশীলনী-১২.২২

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	অবশ্যই যেতে হবে
	আমাদের অবশ্যই কুরআন বুঝে পড়তে হবে

	এখন তাদের ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই
	অবশ্যই তোমরা সংশোধন হবে

৩৪। সন্দেহ অর্থে رَأَى - يَرَى এর ব্যবহার

رَأَى – يَرَى এর দুটি অর্থ

আমি ইব্রাহীমকে দেখেছিলাম।	رَأَيْتُ إِبْرَا هِيْمَ	১) সে দেখেছিল এটা হল رَأَى الْبَصَرِيَّةُ
তারা তাঁকে দূরবর্তী মনে করে।	إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا	২) সে মনে করেছিল বা সে সন্দেহ করেছিল, সে বিচার করল ইত্যাদি। এই ক্রিয়ার দুটি কর্ম যারা মূলত মুবতাদা ও খবর।
আমি মনে করি তুমি দুর্বল।	أَرَاكَ ضَعِيْفًا	
আমি মনে করি হামিদ একজন আলিম।	أَرَى حَامِدًا عَالِمًا	
যে আমার হতে হাদিস বর্ণনা করে এবং সন্দেহ করে যে সেটা মিথ্যা তাহলে সেও মিথ্যাবাদীদের একজন	مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ	

অনুশীলনী–১২.২৩

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	আমি তাকে ভালো ভেবেছিলাম
	হামিদ খালিদকে সকালে মাঠে দেখেছিলো
	হামজাহ মনে করে যে সে একজন বুদ্ধিমান লোক

৩৫। عَسَى এর ব্যবহার

عَسَى দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ক) আশা এবং খ) আশঙ্কা। এর পরে অসমাপিকা ক্রিয়া অর্থাৎ (أَنْ + مُضَارِعِ مَنْصُوبٌ) ব্যবহৃত হয়।

আশা করা যায় আল্লাহ তাদের উপর ক্ষমাপরায়ণ হবেন।	عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ	আশা অর্থে
তোমরা যা পছন্দ কর না এমন হতেই পারে যে, তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর	وَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ	
আশা করি এই বছর বিবাহ করব	عَسَيْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ هٰذَا الْعَامَ	
হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন।	عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا	
এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা পছন্দ কর তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর	وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ	আশংকা অর্থে
পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।	وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ	

عَسَى দুর্বল ক্রিয়া বা পূর্ণ ক্রিয়া উভয় হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

اَلْفِعْلُ التَّامُ সরল ক্রিয়া বা পূর্ণ ক্রিয়া	الفِعْلُ النَّاقِصُ দুর্বল ক্রিয়া
عَسَى اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّيْ আশা করছি যে আমার রব আমাকে পথ দেখাবেন।	عَسَى اللَّهُ اَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ আশা করা যায় আল্লাহ তাদের উপর ক্ষমাপরায়ণ হবেন।

৩৬। لِكَيْ শব্দের ব্যবহার

لِكَيْ একটি অসমাপিকা অব্যয়। لِكَيْ শব্দের অর্থ "যেহেতু বা সে কারনে"। এরপরের ক্রিয়া মানসুব হয়। لِكَيْ এর সাথে না বোধক لَا যোগ হতে পারে এবং মাঝে মাঝে لِكَيْ এর لِ উঠে যায়। যেমনঃ

আমি আরবী ভাষা পাঠ করি যাতে সম্মানিত কুরআন বুঝতে পারি	أَدْرُسُ اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ لِكَيْ أَفْهَمَ القُرْآنَ الكَرِيْمَ
পরিশ্রম কর যাতে তুমি ফেল না কর	اِجْتَهِدْ لِكَيْلَا تَرْسُبَ
যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না।	لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا
যাতে আমরা আপনার বেশি প্রশংসা করতে পারি।	كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا

৩৭। إِذَنْ শব্দের ব্যবহার

إِذَنْ শব্দের অর্থ "সে কারণে"। এটা মুদারির পূর্বে বসে তাকে মানসুব করে। একটা বিবৃতির জবাব হয়।

জবাব	বিবৃতি
إِذَنْ نَسْتَقْبِلَهُ فِي الْمَطَارِ	يَرْجِعُ الْمُدِيْرُ اليَوْمَ مِنَ الخَارِجِ
সে কারনে আমরা তাকে বিমান বন্দরে স্বাগত জানাব	প্রধান শিক্ষক আজ বাহির থেকে ফিরবেন

إِذَنْ ক্রিয়াকে মানসুব করে নিচের তিনটি ক্ষেত্রেঃ

- إِذَنْ অবশ্যই বাক্যের শুরুতে আসবে। যেমন نَحْنُ إِذَنْ نَسْتَقْبِلُهُ তে ক্রিয়া মানসুব হয়নি যেহেতু তা শুরুতে আসেনি।

- ক্রিয়াপদ ঠিক তার পরপরই আসতে হবে। অবশ্য না বোধক لَا এবং و আল কসম এ দুয়ের মধ্যে আসতে পারে। যেমন إِذَنْ وَاللهِ نَسْتَقْبِلَهُ فِي الْمَطَارِ
- ক্রিয়াটি ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশ করবে।

অনুশীলনী–১২.২৪

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

জবাব	বিবৃতি
সে কারনে তাকে পুরস্কার দেব	সে ক্লাসে প্রথম হয়েছে
সে কারনে তাদের শাস্তি দেব	তারা অন্যায় করেছে
তাই সে আজ যেতে পারবে না	সে গতকাল অনুপস্থিত ছিলো

৩৮। جَعَلَ এর বিভিন্ন ব্যবহার

ক- কোন কিছু তৈরী

সকল প্রশংসা তাঁর যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং তৈরী করেছেন অন্ধকার ও আলো	اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ النُّوْرَ
আখিরাত যার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তার অন্তরকে ধনী করে দিয়েছেন	مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ

খ- কোনকিছু হতে কোনকিছুতে পরিণত করা

শীঘ্রই আমি এই রুমটাকে দোকান বানাবো	سَأَجْعَلُ هَذِهِ الْغُرْفَةَ دُكَّانًا

আল্লাহ মদকে হারাম করেছেন	جَعَلَ اللهُ الْخَمْرَ حَرَامًا
এবং তিনি চাঁদকে নূর ও সূর্যকে সিরাজ বানিয়েছেন	و جَعَلَ الْقَمَرَ نُوْرًا وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

গ- শুরু হওয়া অর্থে| এক্ষেত্রে এটা كَانَ এর মত ব্যবহৃত হয় এবং এর ইসম ও খবর থাকে।

হামিদ আমাকে পেটাতে শুরু করে	جَعَلَ حَامِدٌ يَضْرِبُنِيْ

ঘ- চিন্তা করা অর্থে এক্ষেত্রেও দুটি কর্ম থাকে।

তুমি কি আমাকে হেডমাস্টার ভেবেছো?	اَجَعَلْتَنِيْ مُدِيْرًا

৩৯। اَلْ এর বভিন্ন ব্যবহার

চাঁদটি সুন্দর	القَمَرُ جَمِيْلٌ	নির্দিষ্টতা অর্থে	لَامُ التَّعْرِيْفِ
মুসলিমরা ভাই ভাই	الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ	সাধারণ অর্থে	لام العَهْدِ
নারী ও সন্তানাদি থেকে	مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ	নির্দিষ্ট শ্রেণী	لَامُ الْجِنْسِ
সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর	ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ	সামগ্রিকতা অর্থে	لَامُ الْإِسْتِغْرَاقِ
এবং মদীনাবাসী থেকে	وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ	অতিরিক্ত	لَام الزَّائِدَةِ

৪০। هَاءَ এর ব্যবহার

هَاءَ শব্দের অর্থ“ লও” এটা একটা আদেশ।

	একবচন	বহুবচন
পুং	هَاءَ الْكِتَابَ يَا عَلِيُّ	هَاؤُمُ الْكِتَابَ يَا إِخْوَانُ
	হে আলী বইটি নাও	হে ভাইয়েরা বইটা নাও
স্ত্রী	هَاءِ الْكِتَابَ يَا آمِنَةُ	هَاؤُنَّ الْكِتَابَ يَا أَخَوَاتُ
	হে আমিনা বইটি নাও	হে বোনেরা বইটি নাও

কুরআনীয় উদাহরণঃ

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ	অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবেঃ নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ

৪১। “ধরো” বা “লও” অর্থে إِلَيْكُمْ، عَلَيْكُمْ ইত্যাদির ব্যবহার

إِلَيْكَ هٰذَا الْكِتَابَ يَاوَلَدُ	এই বইটি ধরো ,হে বালক
إِلَيْكُمْ أَمْثِلَةً أُخْرَى	আরো কিছু উদাহরণ নাও
عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ	তোমরা আল্লাহর কিতাব আঁকড়ে ধরে থাকবে
فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ	আমার পরে যারা বেঁচে থাকবে তারা শীঘ্রয়ই অনেক মতপার্থক্য দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত ও ন্যায়পরায়ণশীল হেদায়েত প্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাত গ্রহন করবে।

৪২। تَعَالَ শব্দের ব্যবহার

تَعَالَ একটা আদেশ। অর্থ' ,আসো'। "সে আসল" এই অর্থে ব্যবহৃত ক্রিয়া হল جَاءَ – يَجِيْءُ ও أَتَى – يَأْتِي কিন্তু "আদেশে" ব্যবহৃত হয় تَعَالَ এর রুপগুলো হলঃ

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
تَعَالَوْا	تَعَالَيَا	تَعَالَ	পুং
تَعَالَيْنَ	تَعَالَيَا	تَعَالِيْ	স্ত্রী

Note تَعَالَى হলো একটি ক্রিয়া যার অর্থ 'সে উপরে উঠল ,সে উচ্চ হল' ইত্যাদি। আদেশ বা আমর تَعَالَ এর মূল অর্থ হলো "উঠে আসো"

কুরআনীয় উদাহরণ

বলুনঃ এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক হারাম করেছেন	قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ
আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো-যা তিনি রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফেকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে সরে যাচ্ছে	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا

৪৩। هَبْ এবং تَعَلَّمْ এর ব্যবহার

هَبْ (দাও) এবং تَعَلَّمْ (জেনে রাখ) কেবল আদেশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়,

হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে এক সৎপুত্র দান কর।	رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ
হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর	رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ
যেনে রাখ যে সে একজন সত্যবাদী	تَعَلَّمْ أَنَّهُ صَادِقٌ

৪৪। هَاتِ এর ব্যবহার

هَاتِ (দাও, নিয়ে আসো) এর ব্যবহার

বহুবচন	একবচন	
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ	هَاتِ قَلَمًا يَا وَلَدُ!	পুরুষ
তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো ,যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	একটা কলম দাও হে বালক	
هَاتِينَ بُرْهَانَكُنَّ إِنْ كُنْتُنَّ صَادِقَاتٍ	هَاتِيْ كِتَابًا يَا عَائِشَةُ!	স্ত্রী
তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো, যদি তোমরা (স্ত্রী) সত্যবাদী হও।	হে আয়েশা একটা বই নিয়ে আসো	

৪৫। هَلاَّ এর ব্যবহার

এটা ক্রিয়াপ্রধান বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এটা মুদরীতে কোন কাজের উৎসাহ দিতে আর মাদীতে কাজ না করার জন্য ভর্ৎসনা দিতে বসে বা অনুমোদন না দিতে বসে।

তুমি কি তার ব্যাপারে হেডমাস্টারের কাছে অভিযোগ করবে না! (অর্থাৎ অভিযোগ করা উচিত)	هَلاَّ تَشْكُوْهُ إِلٰى الْمُدِيْرِ
তোমার কি তার ব্যাপারে হেডমাস্টারের কাছে অভিযোগ করা উচিত ছিল না! (অর্থাৎ অভিযোগ করনি কেন)	هَلاَّ شَكَوْتَهُ إِلٰى الْمُدِيْرِ

অধ্যায়-১৩ (বিবিধ নিয়ম)

١۔ الْكَلِمَاتُ الْمَبْنِيَّةُ মাবনী

যে সকল ইসমের শেষ বর্ণের হরকত পরিবর্তন হয় না তাদেরকে مَبْنِيٌّ বলে। মোট সাত প্রকার ইসম মাবনী।

	প্রকার	উদাহরণ	ব্যতিক্রম
১	أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ	هٰذَا، ذٰلِكَ، أُولٰئِكَ	هَذَانِ ، هَاتَانِ
২	أَسْمَاءُ الإِسْتِفْهَامِ	مَا، مَنْ، أَينَ ، مَتَى	
৩	ضَمِيْرٌ	هُوَ ، هُمَا ، هُمْ	
৪	الإِسْمُ الْمَوْصُولُ	الَّذِي، الَّتِي ، الَّذِيْنَ	الَّذَانِ ، اللَّتَانِ
৫	بَعْدُ الظُّرُفِ	إِذَا ، الآنَ ، أَمْسِ	
৬	أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ	أُفٍّ، آهِ ، آمِيْنْ	
৭	العَدَادُ الْمُرَكَّبَةُ	أَحَدَ عَشَرَ، إِحْدَى عَشْرَةَ	إِثْنَا عَشَرَ، إِثْنَتَا عَشْرَةَ

الْكَلِمَاتُ الْمَبْنِيَّةُ এর উদাহরণ

مَرْفُوْعٌ	مَنْصُوْبٌ	مَجْرُوْرٌ
هٰذَا بَيْتٌ	سَمِعْتُ هٰذَا	فِي هٰذَا البَيْتِ
এটা একটি বাড়ি	আমি এটা শুনেছি	এই বাড়িটিতে
مَنْ هُوَ؟	ضَرَبَ مَنْ هُوَ؟	لِمَنْ هٰذَا الْقَلَمُ؟

এই কলমটি কার?	সে কাকে মেরেছিল?	সে কে?
لَهُ بَيْتٌ كَبِيْرٌ	أَنَا أَعْرِفُهُ	هُوَ طَبِيْبٌ
তার একটি বড় বাড়ি আছে	আমি তাকে চিনি	সে একজন ডাক্তার

এছাড়াও যখন দুটি ইসম মিলে একটা ইসমের ন্যায় কাজ করে যেমন لَيْلَ نَهَارَ দিন-রাত, صَبَاحَ مَسَاءَ সকাল সন্ধ্যা। এগুলো মাবনি।

আমি দিন রাত কাজ করি	أَعْمَلُ لَيْلَ نَهَارَ
আমরা সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর ইবাদাত করি	نَعْبُدُ اللهَ صَبَاحَ مَسَاءَ

দ্বিত্ব الْمَمْنُوعُ مِنَ الصَّرْفِ ।২

কিছু শব্দ আছে যারা تَنْوِيْنٌ গ্রহন করে না এবং مَجْرُوْرٌ অবস্থায় যের এর বদলে যবর গ্রহন করে। আরবীতে এদেরকে الْمَمْنُوعُ مِنَ الصَّرْفِ বলে। যেমনঃ

এই বইটি হামজার	هٰذَا الْكِتَابُ لِحَمْزَةَ
হামিদ লন্ডনে গেল	حَامِدٌ ذَهَبَ إِلَى لَنْدَنَ
উসমানের কলমটি লাল	قَلَمُ عُثْمَانَ أَحْمَرُ

এদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরুপঃ

স্ত্রীবাচক নাম	آمِنَةُ، زَيْنَبُ، مَرِيَمُ ইত্যাদি। কিন্তু যে সকল নাম তিন অক্ষর বিশিষ্ট এবং মধ্যের অক্ষরে সুকুন সেগুলো দ্বিত্ব বা ত্রিত্ব উভয়ই হতে পারে। যদিও ত্রিত্ব হিসেবে ব্যবহারই উত্তম। যেমন هِنْدٌ، دَعْدٌ، رِيْمٌ
অনারব পুরুষের নাম	إِبْرَاهِيْمُ، وِلْيَامُ، بَاكِسْتَانُ ইত্যাদি। কিন্তু যেসকল নাম তিন অক্ষরবিশিষ্ট এবং মধ্যের অক্ষরে সুকুন তারা ত্রিত্ব। যেমন لُوْطٌ ، نُوْحٌ
শেষে ة বিশিষ্ট পুরুষবাচক আরবী নাম	حَمْزَةُ، أُسَامَةُ، طَلحَةُ ইত্যাদি।
فُعَلُ গঠনের পুরুষবাচক আরবী নাম	هُبَلُ، زُحَلُ، زُفَرُ، عُمَرُ ইত্যাদি।
নামের শেষে اَنُ	عُثْمَانُ، شَعْبَانُ، مَرْوَانُ، رَمْضَانُ কিন্তু فَعَّالٌ গঠনের হলে দ্বিত্ব নয়। যেমন حَسَّانٌ
فَعْلاَنُ গঠনের বিশেষণ	مَلْآنُ، عَطْشَانُ، شَبْعَانُ، جَوْعَانُ
ক্রিয়ার ন্যায় গঠন	যেমন, أَجْمَلُ، أَحْمَدُ যা أَذْهَبُ এর মত এবং يَزِيْدُ যা يَبِيْعُ এর মত
أَفْعَلُ গঠনের বিশেষণ যা ة যোগে স্ত্রীবাচক হয় না	أَحْمَرُ (حَمْرَاءُ) ، أَكْبَرُ (كُبْرَى) কিন্তু أَرْمَلٌ দ্বিত্ব নয় কারণ তার স্ত্রীবাচক أَرْمَلَةٌ
مَفَاعِلُ , مَفَاعِيْلُ , أَفْعِلَاءُ , فُعَلَاءُ ইত্যাদি গঠনের বহুবচন	حَدَائِقُ، مَدَارِسُ، مَسَاجِدُ، مَنَادِيْلُ، فَنَادِقُ، اَنَامِلُ، سَلاَسِلُ
শেষে أَلِفُ التَّانِيْثِ বা স্ত্রীবাচক আলিফ।	ক) আলিফ মাকসুরাঃ مَرْضَى، دُنْيَا، حُبْلَى، هَدَايَا، فَتَاوَى কিন্তু যে আলিফ তৃতীয় অক্ষর সেগুলো দ্বিত্ব নয়। যেমন

	عَصًا، رَحًى، فَتًى খ) আলিফ মামদুদাঃ أَغْنِيَاءُ، حَمْرَاءُ، صَحْرَاءُ، فُقَرَاءُ، أَصْدِقَاءُ কিন্তু أَفْعَالٌ গঠনের হলে দ্বিত্ব হবে না। যেমন أَنْحَاءٌ، أَلْآءٌ، أَبْنَاءٌ، أَسْمَاءٌ،

দ্বিত্বগুলো الْ বিশিষ্ট বা مُضَافٌ হলে ত্রিত্ব হয়ে যায়

الْ বিশিষ্ট দ্বিত্ব	
লাল জামা পড়া ঐ বালকটি কে ?	مَنْ ذٰلِكَ الْوَلَدُ ذُوْ الْقَمِيْصِ الْاَحْمَرِ
হামিদ ক্ষুধার্থ বালকটিকে খাইয়েছিল	حَامِدٌ أَطْعَمَ الْوَلَدَ الْجَوْعَانَ
সে সবচেয়ে বড় বাড়িটিতে আছে	هُوَ فِي الْبَيْتِ الْأَكْبَرِ

مُضَافٌ হিসেবে দ্বিত্ব	
আমি মদীনার স্কুলগুলোতে পড়িয়েছিলাম	دَرَّسْتُ فِي مَدَارِسِ الْمَدِيْنَةِ
সে সবচেয়ে ভালো ছাত্রদের একজন	هُوَ مِنْ أَحْسَنِ الطُّلَّابِ
আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে।	لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

৩। اَلأَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ পাঁচটি বিশেষ বিশেষ্য

পাঁচটি বিশেষ বিশেষ্য এমন যে যখন এরা মুদাফ হিসেবে আসে তখন ,মারফু অবস্থায় و মানসুব অবস্থায় ا

এবং মাজরুর অবস্থায় ي যোগ হয়। এগুলো হলো,

ذُوْ	فَمٌ	حَمٌ	أَخٌ	أَبٌ
ওয়ালা	মুখ	শ্বশুর	ভাই	পিতা

নিচে এদের বিভক্তি খেয়ায়ল করি,

তোমার আব্বা কেমন আছেন ?	كَيْفَ أَبُوْكَ؟	মারফূ
আমি বেলালের আব্বাকে চিনি	أَعْرِفُ أَبَا بِلَالٍ	মানসূব
বেলালের বাবার দিকে গিয়েছিলাম	ذَهَبْتُ إِلَى أَبِيْ بِلَالٍ	মাজরূর

তবে মুদাফ ইলাইহি ইয়া মুতাকাল্লিম হলে কিছু যোগ হয় না।

আমার আব্বা কোথায় গিয়েছিল ?	أَيْنَ ذَهَبَ أَبِيْ؟	মারফূ
তুমি কি আমার ভাইকে চেন?	أَتَعْرِفُ أَخِيْ؟	মানসূব
আমার ভাইয়ের থেকে ঠিকানাটা নাও	خُذِالْعُنْوَانَ مِنْ أَخِيْ	মাজরূর

৪। الْمَنْقُوْصُ মানকুস

নাকিস ক্রিয়া থেকে উদ্ভুত ইসম ফায়িলগুলোকে মানকুস বলে। যেমনঃ قَاضِيٌ বিচারক। যখন মানকুছ গুলো তানবীন নেয় তখন শেষের ي লোপ পায়। যেমনঃ قَاضِيٌ < قَاضٍ । অবশ্য যখন মানকুছ নির্দিষ্ট , মানসুব অথবা মুদাফ হয় তখন ي ফিরে আসে।

বিচারক উকিলকে অপরাধী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল	سَأَلَ الْقَاضِيْ الْمُحَامِيَ عَنِ الْجَانِيْ	নির্দিষ্ট
আমি একজন বিচারককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম	سَأَلْتُ قَاضِيًا	মানসুব

মক্কার বিচারক এসেছিলো	جَاءَ قَاضِيْ مَكَّةَ	মুদাফ

কিছু শব্দের বিভক্তি মানকুসের বিভক্তির ন্যায়

নির্দিষ্ট	বহুবচন	একবচন	
اَلْمَعَانِي	مَعَانٍ	مَعْنَى	অর্থ
اَلْجَوَارِي	جَوَارٍ	جَارِيَةٌ	মেয়ে
اَللَّيَالِي	لَيَالٍ	لَيْلَةٌ	রাত
اَلنَّوَادِي	نَادٍ	نَوَادٍ	ক্লাব

৫। مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ

মুবতাদা ও খবরের কিছু বৈশিষ্ট্য হলঃ

১। মুবতাদা اِسْمٌ বা ضَمِيرٌ বা اَلْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ বা الاِسْمُ الإِسْتِفْهَامُ হতে পারে।

اِسْمٌ	اللهُ رَبُّنَا
ضَمِيرٌ	نَحْنُ طُلَّابٌ
اَلْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ	وَأَنْ تَعْفُوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
الاِسْمُ الإِسْتِفْهَامُ	كَيْفَ حَالُكَ؟

২। মুবতাদা সাধারণত নির্দিষ্ট কিন্তু তা অনির্দিষ্টও হতে পারে। যেমন নিচের ক্ষেত্রগুলোতে,

• যদি খবর জার-মাজরুর/ জারফ-মাজরুর খবর হয় এবং তা আগে আসে।	تَحْتَ الْمَكْتَبِ سَاعَةٌ
	فِيْ الْغُرْفَةِ رَجُلٌ
• যদি মুবতাদা الاسْمُ الإِسْتِفْهَامُ হয়।	مَنْ مَرِيْضٌ؟
	كَمْ طَالِبًا فِيْ الْفَصْلِ؟
• প্রশ্নবোধক শব্দের পর	أَ أَقْرَبٌ فِي الفَصْلِ؟
	أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ؟
• মুবতাদা مَنْعُوتٌ হলে	كِتَابٌ جَدِيْدٌ عَلَى الْمَكْتَبِ
• মুবতাদা দোয়ার জন্য হলে	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ
• মুদাফ হিসেবে আসলে	قَلَمُ طَالِبٍ مَكْسُوْرٌ
• না বোধকের পর আসলে	مَا ظَالِمٌ نَاجِحٌ

৩। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে খবর আগে আসতে পারে,

• যদি তা اِسْمُ الإِسْتِفْهَامِ হয়,	مَا اسْمُكَ؟
• যদি তা اِسْمُ الإِسْتِفْهَامِ এর পরে আসে,	أَ قَائِمٌ أَنْتَ؟
• যদি জার-মাজরুর/ জারফ-মাজরুর খবর হয় এবং মুবতাদা অনির্দিষ্ট হয় (মুদাফ, মানুত ব্যতীত)	أَمَامَ الْبَيْتِ شَجَرَةٌ
• যদি জার-মাজরুর/ জারফ-মাজরুর খবর হয় এবং মুবতাদা নির্দিষ্ট হয়।	فِي التَّأَنِّي السَّلامَةُ أَمَامَ القَاضِي قَائِلُ الْحَقِّ

৪। মুবতাদা বা খবর উঠে যায়। যেমনঃ مَا اِسْمُكَ؟ এর জবাবে কেবল مُحَمَّدٌ ব্যবহৃত হয়।

৫। মুবতাদা ও খবর স্থান বদল করতে পারে।

أَأَنْتَ مُدَرِّسٌ؟ > أَ مُدَرِّسٌ أَنْتَ؟	عَجِيْبٌ هٰذَا > هَذا عَجِيْبٌ

আরও কিছু বিষয়ঃ

- هَلْ لَدَيْكَ سُؤَالٌ তোমার কোন প্রশ্ন আছে? এখানে هَلْ হল হারফুল ইসতিফহাম। এর ব্যাকরণগত কোন অবস্থান নাই। لَدَيْكَ হল খবর এবং سُؤَالٌ হল মুবতাদা।
- أَفَأَذْهَبُ أَمْ أَحْضُرُ الدَّرْسَ؟ আমি কি যাব নাকি পাঠে উপস্থিত হব? এখানে فَ হল حَرْفُ عَطْفٍ এটা أَ এর পরে আসে কারন এর আগে কিছু আসে না। তবে هَلْ হলে فَ আগে আসত। যেমনঃ فَهَلْ أَذْهَبُ؟ সুতরাং আমি কি যাব?
- প্রশ্নবোধক বাক্যে মুবতাদা ও খবর স্থান বদল হবে না। যেমন مَنْ مَرِيْضٌ؟ কিন্তু مَرِيْضٌ مَنْ؟ হবে না।
- একাধিক খবর হতে পারে। যেমনঃ الرُّمَّانُ حُلْوٌ حَامِضٌ

৬। একাধিক শব্দের মুদাফ ইলাইহি

ইব্রাহিমের মৃত্যুর দিনে সূর্যগ্রহন হয়েছিল	اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ **مَاتَ إِبْرَهِيْمُ**
আমার দাদার মৃত্যুর দিনে আমি জন্মগ্রহন করেছিলাম	وُلِدْتُ يَوْمَ **مَاتَ جَدِّيْ**
রেজাল্ট প্রকাশের দিন আমি সফর করেছিলাম	سَافَرْتُ يَوْمَ **ظَهَرَتِ النَّتَائِجُ**
এটা কেউ না কথা বলার দিন	هَٰذَا يَوْمُ **لَا يَنطِقُونَ**

৭। ضَمِيْرُ الفَصْلِ পৃথকীকরণ সর্বনাম

আমরা যদি বলি "এই সেই লোক" তাহলে আরবিতে তা হবে هَذَا هُوَ الرَّجُلُ

এরাই সেই অপরাধীরা	هَؤُلَاءِ هُمُ الْمُجْرِمُوْنَ
এই সেই গাড়িটি	هَذِهِ هِيَ السَّيَّارَةُ
খেলোয়াড়টি হল হামিদ	حَامِدٌ هُوَ الَّاعِبُ
এবং তারাই যারা সফলকাম	وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
ওটাই হল বিরাট সফলতা	ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ العَظِيْمِ
কে প্রকাশ্য পথ-ভ্রষ্টতায় আছে।	مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ
তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল	أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ
তারাই সত্যনিষ্ঠ	أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ

কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যেমনঃ

সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নাই	ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ
ওটা বিরাট সফলতা	ذٰلِكَ الفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অনুশীলনী-১৩.১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	এই সেই মহিলা যে তোমাকে খাদ্য দিয়েছিলো

	এই সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছিলো
	ওটা সেই জায়গা যেখানে তুমি জন্মেছিলে
	হামিদই সেই খেলোয়াড় যে তিনটা গোল দিয়েছে
	এই সেই ছেলেরা যারা গতকাল এসেছিলো

৮। الإِخْتِصَاصُ বা সর্বনামকে নির্দিষ্ট করণ

সর্বনামকে কে মাঝে মাঝে কিছু শব্দ দ্বারা সুনির্দিষ্ট করতে হয়। যেমনঃ نَحْنُ الطُّلَّابَ। এই ঘটনাকে বলা হয় الإِخْتِصَاصُ। এক্ষেত্রে সর্বনামের পরের ইসমটি মানসুব। কারন তা প্রচ্ছন্নভাবে أَخَصُّ এর মাফউলুন বিহি। [خَصَّ অর্থ সে নির্দিষ্ট করল]

আমরা মুসলিমরা শুকরের গোশ্ত খাই না	نَحْنُ الْمُسْلِمِيْنَ لَا نَأْكُلُ لَحْمَ الخِنْزِيْلِ
আমরা ছাত্ররা রাস্তায় খেলি না	نَحْنُ الطُّلَّابَ لَا نَلْعَبُ فِيْ الشَّارِعِ
তোমরা জ্ঞানুসান্ধানকারীগন লাইব্রেরীতে যাও	أَنْتُمْ طُلَّابَ العِلْمِ ذَاهِبُوْنَ إِلَى الْمَكْتَبِ
আমরা এই ছাত্রীরা ভারত থেকে	نَحْنُ هٰؤُلَاءِ الطَّالِبَاتِ مِنَ الْهِنْدِ
নিশ্চইয় আমরা মুহাম্মাদের (স) বংশধর, আমাদের জন্য দান বৈধ নয়	إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

৯। মুক্ত সর্বনামগুলোর মানসুব অবস্থা

সাধারণত মুক্ত সর্বনামগুলো মারফু অবস্থায় থাকে। কিন্তু নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে এগুলো মানসুব হয়।

১) যদি ক্রিয়ার পূর্বে মাফুলুন বিহি হিসেবে বসে। যেমনঃ

نَعْبُدُكَ থেকে إِيَّاكَ نَعْبُدُ আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি। [আমরা نَعْبُدُ كَ বলতে পারি না ,

কারণ كَ হচ্ছে সংযুক্ত] । অনুরূপভাবে, وَإِيَّايَ فَرَهَبُوْنَ এবং কেবল আমাকেই ভয় কর।

২) যখন মাসদার ফায়িল এবং সর্বনামটি তার কর্ম হয়। যেমনঃ

প্রধান শিক্ষকের পরিদর্শন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে (অর্থাৎ আমরা আমাদের প্রধান শিক্ষকের পরিদর্শনের অপেক্ষা করছি)	تَنْتَظِرُ زِيَارَةُ الْمُدِيْرِ إِيَّانَا
আমাদের জন্য আজ প্রধান শিক্ষকের পরিদর্শন (অর্থাৎ প্রধান শিক্ষকের পরিদর্শন আমাদের জন্য আজ)	زِيَارَةُ الْمُدِيْرِ إِيَّانَا الْيَوْمَ

৩) যদি তা একটি সংযোগকারী অব্যয় এবং إِلَّا এরপরে আসে। যেমন

وَهُ হবে না	رَأَيْتُكَ وَ إِيَّاهُ
وَ أَنْتَ হবে না	إِنِّي وَ إِيَّاكَ نَاجِحَانِ
তুমি তাকে ছাড়া কারও ইবাদাত করো না	لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ
কেবল তোমাকেই প্রশ্ন করেছিলাম	سَأَلْتُ إِلَّا إِيَّاكَ

৪) যদি তা সংযুক্ত সর্বনামের পরে আসে যা মানসুব হিসাবে আছে।

হেডমাস্টারের ম্যাগাজিনটি কোথায় ?	أَيْنَ مَجَلَّةُ الْمُدِيْرِ؟
সেটাতো তোমাকে দিয়েছিলাম	أَعْطَيْتُكَ وَ إِيَّاهُ / أَعْطَيْتُكَهُ
সেটাতো তাকে দিয়েছিলাম	أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا

৫) كَانَ এর খবর সর্বনাম হলে তা যুক্ত বা মুক্ত উভয় অবস্থায় আসতে পারে। যেমন,

لاَ، مَا أُرِيْدُ أَنْ أَكُوْنَهُ / أَكُوْنَ إِيَّاهُ	أَتُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ قَاضِيًا؟
না, আমি তা হতে চাই না	তুমি কি চাও যে তুমি বিচারক হবে?

অনুশীলনী–১৩.২

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	আমরা তোমাকে ছাড়া কারও ইবাদাত করি না
	তোমাকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করি না
	তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই
	সে ছাড়া এই গ্রামে আর কোন ডাক্তার নাই
	তোমাদের বিজয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে (অর্থাৎ আমরা তোমাদের বিজয়ের অপেক্ষা করছি)

১০। اَلْ বিশিষ্ট নামবাচক বিশেষ্য

কিছু নামবাচক বিশেষ্য اَلْ যুক্ত হয়। যেমন اَلزُّبَيْرُ، اَلْحُسَيْنُ، اَلْحَسَنُ

কিন্তু এদেরকে ডাকার সময় থাকবে না। যেমন يَا حُسَيْنُ، يَا حَسَنُ

১১। اِسْمُ الفِعْلِ ক্রিয়াবাচক নাম

اِسْمُ الْفِعْلِ গুলো বিশেষ্য কিন্তু তাতে ক্রিয়ার প্রভাব বিদ্যমান।

আসো	هَيَّا
আমি ব্যথা অনূভব করি	آهِ
আমি বিরক্ত	أُفٍّ
আমার প্রার্থনা কবুল কর	آمِيْنَ

১২। ক্ষুদ্রতর অর্থে ইসমের পরিবর্তন

ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহারের জন্য ইসমের সামান্য কিছু পরিবর্তন হয়। এর তিনটি গঠন আছে। যেমনঃ فُعَيْلٌ ، فُعَيْعِلٌ، فُعَيْعِيْلٌ

ভালো -ভালো	حَسَنٌ – حُسَيْنٌ	
খাল - নদী	نَهْرٌ – نُهَيْرٌ	
বুকলেট - বই	كِتَابٌ – كُتَيْبٌ	**فُعَيْلٌ**
ছোট দাস – দাস	عَبْدٌ – عُبَيْدٌ	
ছোট দিরহাম-দিরহাম	دِرْهَمٌ–دُرَيْهِمٌ	**فُعَيْعِلٌ**
বুকলেট-বই	كِتَابٌ–كُتَيِّبٌ	
ছোট কাপ-কাপ	فِنْجَانٌ–فُنَيْجِيْنٌ	**فُعَيْعِيْلٌ**

১৩। অনেকের মধ্যে একজন

"আমার ভাই মক্কা থেকে এলো" এর আরবী হলো جَاءَ أَخِيْ مِنْ مَكَّةَ কিন্তু যদি আমরা এখানে অনেক ভাইদের একজন বোঝাতে চাই তাহলে কি হবে লক্ষ্য করি,

আমার **ভাইদের একজন** মক্কা থেকে এলো	جَاءَ **أَخٌ لِيْ** مِنْ مَكَّةَ
আমার **ভাইদের একজন** মক্কা থেকে এলো	جَاءَ **أَحَدُ إِخْوَتِيْ** مِنْ مَكَّةَ

১৪। আংশিক কিছু বোঝাতে

আংশিক কিছু বোঝাতে مِنْ ব্যবহার করা হয় যেমন, كُلْ هَذَا অর্থ এটা (পুরোটা) খাও কিন্তু كُلْ مِنْ هٰذَا এটা থেকে (আংশিক) কিছু খাও। এরকম আরও কিছু উদাহরণ,

তুমি সবচেয়ে ভাল ছাত্রদের একজন	أَنْتَ مِنْ أَحْسَنِ الطُّلَّابِ
এবং যা আমি তাদের রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে	وَ مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُوْنَ
এবং মানুষের মধ্যে কিছু যারা বলে আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি	وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ أَمَنَّا بِاللهِ

১৫। نَكُنْ, أَكُنْ, تَكُنْ, يَكُنْ এই চারটি মাজ্জুম এর نْ উঠে গিয়ে نَكُ, أَكُ, تَكُ, يَكُ হতে পারে

এবং পুর্বে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি অথচ তুমি কিছুই ছিলে না	وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا
তারা বলল, আমরা মুসল্লি ছিলাম না	قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ
অতঃপর যদি তারা তাওবা করত সেটা তাদের জন্য কল্যানকর হত	فَإِنْ يَتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ

১৬। أُولٰئِكَ ، تِلْكَ ، ذٰلِكَ এর كَ কে كِ، كُمْ، كُنَّ দ্বারা পরিবর্তন

ওটা তোমাদের জন্য ভাল	ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
তোমাদের অবিশ্বাসীরা কি তাদের চেয়ে ভালো ?	أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُوْلٰئِكُمْ؟
তোমাদের ঐ ঘড়িটি সুন্দর হে বোনেরা	تِلْكُنَّ السَّاعَةُ جَمِيْلَةٌ يَا أَخَوَاتُ
তিনি বললেন ওভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন	قَالَ كَذٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

১৭। রোগের আরবী

রোগগুলো সাধারনত فُعَالٌ গঠনের এবং এগুলো بِكَ দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

আমি মারাত্মক মাথা ব্যথায় ভুগছি	بِي صُدَاعٌ شَدِيْدٌ
তুমি কী রোগে ভুগছো ,হে যায়নাব ?	مَاذَا بِكِ يَا زَيْنَبُ؟

دُوَارٌ	زُكَامٌ	صُدَاعٌ	سُعَالٌ
মাথাঘোরা	ঠাণ্ডা	মাথাব্যাথা	কাশি

অনুশীলনী–১৩.৩

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	তুমি কি কাশিতে ভুগছো?
	আমার ঠান্ডা লেগেছে

১৮। স্থানে প্রবেশের (دَخَلَ) ক্ষেত্রে হারফ জার তুলে দেওয়া

دَخَلَ ক্রিয়ার ক্ষেত্র স্থান হলে এর পুর্বে হারফ জার তুলে দেওয়া হয়। তখন পরবর্তী স্থানটি মাফুলুন বিহি হিসেবে মানসুব হবে। যেমন دَخَلَ الفَصْلَ

কিন্তু স্থান না হলে إِلَى , فِي ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

এখনও তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি	وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ

অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।	فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

২২। অনেক আয়াত إِذْ দিয়ে শুরু হয়

সেক্ষেত্রে তা اُذْكُرُوْا এর মাফুলুন বিহি যা উহ্য থাকে। এক্ষেত্রে إِذْ অর্থ "স্মরন করা যখন"

এবং স্মরন কর যখন ইব্রাহিম বলল	وَ إِذْ قَالَ اِبْرٰهِيمُ
স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আঃ) বললঃ হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল	وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
স্মরণ কর, যখন মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও	وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي

১৭। لَا النَّافِيَّةُ لِلْجِنْسِ সমষ্টিগতভাবে না বোঝাতে

কোনকিছুর না বোধককে ব্যাপকভাবে বোঝাতে لَا ব্যবহৃত হয়। এটা ঐ জাতীয় সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করে। এরপর ইসম মানসুব হয় এবং আল বা তানভিন হয় না।

আমার কাছে কোন বইই নেই	لَا كِتَابَ عِنْدِي
দ্বীনের মধ্যে কোন প্রকার জবরদস্তি নেই	لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ
তাতে কোন ধরণের সন্দেহ নেই	لَا رَيْبَ فِيْهِ
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহই নেই	لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নাই	لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

লক্ষ্যনীয়ঃ

لَا كِتَابٌ ثَمِينٌ	لَا كِتَابَ ثَمِينٌ
একটি বই দামী নয়	কোন বইই দামী নয়

অনুশীলনী–১৩.৪

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	আমার পকেটে কোন টাকা নাই
	টেবিলের উপর কোন বই নাই
	বাজারে আজ কোন মাছ নাই
	আকাশে কোন মেঘ নাই
	তাদের দুজনের মধ্যে কোন বিদ্বেষ নাই
	জান্নাতে কোন দুঃখ নাই

কুরানীয় উদাহরণঃ

তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত।	إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ
এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য,	ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই।	وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ
আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক।	اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
এসব মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীও সাথে নিরাভরণ হওয়া জায়েজ নয়। না অশোভন কোন কাজ করা, না ঝাগড়া-বিবাদ করা হজ্জের সেই সময় জায়েজ নয়।	فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ
তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ (সেগুলো ব্যতীত)	قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ
স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে।	لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

২০। لَا الْعَاطِفَةُ সংযোজক لاَ

জ্ঞানের প্রতি ভালবাসার জন্য, পরীক্ষা ভয়ের জন্য নয়	رَغْبَةً فِى الْعِلْمِ، لاَ رَهْبَةً مِنَ الْاِمْتِحَانِ
বেলাল বের হয়েছে, হামিদ নয়	خَرَجَ بِلاَلٌ، لاَ حَامِدٌ
প্রধান শিক্ষককে জিজ্ঞেস কর, শিক্ষককে নয়	اِسْاَلِ الْمُدِيْرَ، لاَ الْمُدَرِّسَ
আপেলটি খাও, কলাটা নয়	كُلِ التُّفَّاحَ، لاَ الْمَوْزَ

অনুশীলনী–১৩.৫

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	আমরা শান্তি চাই, অর্থ নয়
	তারা খেলতে যাবে, খেতে নয়
	হামিদ স্কুলে যাবে, খালিদ নয়
	আমাকে গোস্ত দাও, মাছ নয়
	ইনসাফ কর, জুলুম নয়

২১। بَدَلٌ এর প্রকারভেদ

বাদাল মোট চার প্রকার।

তোমার ভাই হাশিম পাশ করেছে	نَجَحَ أَخُوْكَ هَاشِمٌ	পূর্ণ বদল
আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ।	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	
আমি খেয়েছি মোরগটির অর্ধেক	أَكَلْتُ الدَّجَاجَةَ نِصْفَهَا	আংশিক বদল
আমি বইটি পছন্দ করি তার স্টাইল	أَعْجَبَنِيْ هٰذا الْكِتَابُ أُسْلُوْبُهُ	বর্ণনামূলক বদল
আমাকে বইটি দাও ,খাতাটি	أَعْطِنِيْ الْكِتَابَ الدَّفْتَرَ	ভুল সংশোধনের বদল

[১ম দাগে মুবদাল ও ২য় দাগে বাদাল]

بَدَلٌ এবং مُبْدَلٌ এর চার অবস্থা

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ	উভয়ই ইসম
وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ	উভয়ই ফে'ল
وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينٍ	উভয়ই বাক্য
أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ	বাদল বাক্য, মুবদাল ইসম

২২। نَعْتٌ এর বিভিন্ন প্রকার

আমরা এর আগে এক শব্দের বিশেষণ দেখেছি। কিন্তু জার মাজরুর বা জারফ কিংবা একটা পূর্ন বাক্যও কোন একটি শব্দের نَعْتٌ হতে পারে। যেমন,

অন্য সব আওয়াজের উপর সত্যের আওয়াজ	لِلْحَقِّ صَوْتٌ فَوْقَ كُلِّ صَوْتٍ
আল্লাহর ঘর নিরাপত্তার শহরে	بَيتُ اللهِ فِي بَلَدِ الآمِنِ
এটা এমন একটা কাজ যা উপকারে আসে	هٰذَا عَمَلٌ يَنْفَعُ
একটি দিন অতিবাহিত হয়েছে যার গরম তীব্র	مَضَى يَوْمٌ حَرُّهُ شَدِيْدٌ
আমি একটা জাহাজ দেখেছিলাম যা ডুবছিল	نَظَرْتُ إِلَى سَفِيْنَةٍ تَغْرَقُ
এবং যে ইলম উপকার করে না তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও	وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ
এবং তিনি তোমাদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত	وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

২৩। প্রশংসা ও ঘৃনা প্রকাশক শব্দসমূহের ব্যবহার

প্রশংসার জন্য شَرُفَ ، حَسُنَ ، نِعْمَ এবং দোষারোপের জন্য كَبُرَ ، ضَعُفَ ، سَاءَ ، بِئْسَ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

অর্থ	স্ত্রী	পুরুষ
কত ভালো!	نِعْمَتْ	نِعْمَ
কত উত্তম!	حَسُنَتْ	حَسُنَ
কত মর্যাদাবান!	شَرُفَتْ	شَرُفَ
কত খারাপ!	سَاءَتْ	سَاءَ
কত নিকৃষ্ট!	بِئْسَتْ	بِئْسَ
কত দুর্বল!	ضَعُفَتْ	ضَعُفَ
কত ঘৃণিত!	كَبُرَتْ	كَبُرَ

কুরআনীয় উদাহরণ

এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী।	نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ
যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান।	وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।	بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا
কত মন্দ এই বন্ধু এবং কত মন্দ এই সঙ্গী।	لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ
তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উত্তম।	خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
আর বন্ধু হিসেবে তারা কত না উত্তম!	وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا
বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা।	إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
নিশ্চয় তারা যা করে, খুবই মন্দ।	إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
তারা যা ফয়সালা করে তা কতই না মন্দ।	سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই কত দুর্বল!	ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ
তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।	كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
কত কঠিন তাদের মুখের কথা।	كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

২৪। النَّعْتُ السَّبَبِيُّ নিমিত্তবাচক বিশেষণ

একজনের গুনের কারনে অন্যজন গুনান্বিত হলে النَّعْتُ السَّبَبِيُّ বলে। যেমনঃ

এটা একটা রেস্টুরেন্ট যার খাবার সুস্বাদু	هَذَا مَطْعَمٌ لَذِيذٌ طَعَامُهُ
এটা একটা দেশ যার অধিবাসী দয়ালু	هَذَا بَلَدٌ كِرَامٌ أَهْلُهُ
এই দুই ভাই যাদের বাবা দয়ালু	هَذانِ وَلَدانِ كَرِيمٌ أبُوهُما
আমি সেই দেশকে ভালোবাসি যার প্রশাসক ন্যায়পরায়ণ	أُحِبُّ الْبَلَدَ الْعادِلَ حاكِمُهُ
সেই লোকটি এসেছিলো যার ভাই ভদ্র	جَاءَ الرَّجُلُ الْفَاضِلُ أَخُوهُ

প্রথম বাক্যে বিশেষণ "সুস্বাদু" আসলে রেস্টুরেন্টের গুন নয় বরং খাবারের গুন। তেমনিভাবে দ্বিতীয় বাক্যে "দয়ালু" দেশের গুন নয় বরং অধিবাসীর গুন। النَّعْتُ السَّبَبِيُّ এর ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়ঃ

ক) النَّعْتُ السَّبَبِيُّ তার পূর্ববর্তী ইসমের বিভক্তি ও নির্দিষ্টতা গ্রহণ করে কিন্তু লিঙ্গ ও বচনে তার পরবর্তী ইসমকে অনুসরণ করে।

খ) النَّعْتُ السَّبَبِيُّ এর পরবর্তী ইসমটি সর্বদা মারফু এবং তার সাথে একটি সর্বনাম বিদ্যমান যার লিঙ্গ ও বচন পুর্ববর্তী ইসমকে অনুসরণ করে।

২৫। দ্বিকর্মক ক্রিয়া

কিছু কিছু ক্রিয়ার দুটি করে কর্ম থাকে। এদের কিছু উদাহরণ হলো,

হামিদ খালিদকে একজন শিক্ষক মনে করেছে	ظَنَّ حَامِدٌ خَالِدًا مُدَرِّسًا	ظَنَّ মনে করা
আমি মনে করেছিলাম যে তুমি একজন ছাত্র	حَسِبْتُ أَنَّكَ طَالِبًا	حَسِبَ মনে করা
অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা।	فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ	جَعَلَ রুপান্তর করা
হামিদ বেলালকে শিক্ষক ভেবেছে	زَعَمَ حَامِدٌ بِلَالًا مُدَرِّسًا	زَعَمَ মনে করা
বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا	رَأَى ভাবা
তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা	وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ	وَجَدَ পাওয়া
জেনে রাখো জীবন একটা সংগ্রাম	تَعْلَمْ الحَيَاةَ جِهَادًا	تَعْلَمْ জানো
আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তারা প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে	أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ	اِتَّخَذَ গ্রহণ করা

২৬। الْفِعْلُ الْجَامِدُ যামিদ ক্রিয়া

কিছু ক্রিয়া আছে যাদের কেবল অতীত কাল এবং আদেশ বাচক রূপ আছে এদের যামিদ ক্রিয়া বলে। যেমন,

تَعَلَّمْ	هَبْ	مَا دَامَ	خَلَا	بِئْسَ	نِعْمَ	عسَى	لَيْسَ

আমরা ইতোমধ্যে এগুলোর কিছু ব্যবহার দেখেছি। আর সামনে কিছু দেখব ইন শা আল্লাহ।

২৭। اَلْمَنْسُوْبُ বিশেষ্যের বিশেষণ

বিশেষ্যের গুনকে বলা হয় বিশেষ্যের বিশেষণ। যেমন পিতা থেকে পিতৃসূলভ, মাতা থেকে মাতৃসুলভ ইত্যাদি। এরকম কিছু উদাহরণ হলঃ

বিশেষ্যের বিশেষণ		বিশেষ্য	
هِنْدِيٌّ	হিন্দুস্থানী	اَلْهِنْدُ	হিন্দ
أَمْرِيْكِيٌّ	আমেরিকান	أَمْرِيْكَا	আমেরিকা
سُوْرِيٌّ	সিরিয়ান	سُوْرِيَا	সিরিয়া
أَخَوِيٌّ	ভাইসুলভ	أَخٌ	ভাই
أَبَوِيٌّ	পিতৃসুলভ	أَبٌ	পিতা
أُمُومِيٌّ	মাতৃসূলভ	أُمٌّ	মা
نَبَوِيٌّ	নবী সুলভ	نَبِيٌّ	নবী

رُجُولِيٌّ	পুরুষসূলভ	رَجُلٌ	পুরুষ
نِسْوِيٌّ	নারী সূলভ	نِسَاءٌ	নারী
طُفُولِيٌّ	শিশুসুলভ	طِفْلٌ	শিশু
رِيفِيٌّ	গ্রামীণ	رِيْفٌ	গ্রাম

কুরআনীয় উদাহরণ

(কিতাব) অনারব ভাষায় (আর রসূল) আর আরবী ভাষী?	أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ
এবং এ কোরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়	وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ

নোটঃ শেষে ة থাকলে বাদ যায় যেমনঃ

বিশেষ্যের বিশেষণ	বিশেষ্য
مَكِّيٌّ	مَكَّةُ
مَدْرَسِيٌّ	مَدْرَسَةٌ
مَدَنِيٌّ	مَدِينَةٌ
قَرَوِيٌّ	قَرْيَةٌ

উদাহরণ

তুমি একজন হিন্দুস্থানী?	هَلْ هِنْدِيٌّ أَنْتَ؟
না আমি একজন তুর্কি	لَا، أَنَا تُرْكِيٌّ
আমি এটা পড়েছিলাম নবী (স) এর হাদিস শরীফে	قَرَأْتُ هٰذَا فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ
এই আয়াতটি কি মাক্কী?	هَلْ هٰذِهِ الْآيَةُ مَكِّيَّةٌ؟

না, এই আয়াতটি মাদানী	لَا، هٰذِهِ الْآيَةُ مَدَنِيَّةٌ

২৮। الْمَفْعُولُ غَيْرُ الصَّرِيحِ গৌণ কর্ম

কিছু ক্রিয়া সরাসরি কর্মের সাথে আরোপিত না হয়ে হারফ জারের সাহায্যে আরোপিত হয়। এ ধরণের কর্মকে গৌণ কর্ম বলে। যেমনঃ

আমি আল্লাহর উপর বিশ্বাস করেছি	أَمَنْتُ بِاللهِ
শিক্ষকটি ছাত্রটির উপর রাগ করলেন	غَضِبَ الْمُدَرِّسُ عَلَى الطَّالِبِ
আমি রোগীটিকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছি	ذَهَبْتُ بِالْمَرِيضِ إِلَى الْمُسْتَشْفَى
আমি পর্বতটির দিকে লক্ষ্য করলাম	نَظَرْتُ إِلَى الجَبَلِ
আমরা ক্লাসরুমে প্রবেশ করলাম	دَخَلْنَا فِي الفَصْلِ

২৯। বিপরীত লিঙ্গের কর্তা

কখনও কখনও কর্তা বহুবচন হলে ক্রিয়া বিপরীত লিঙ্গের একবচন হতে পারে,

মরুবাসীরা বলেঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি।	**قَالَتِ الْأَعْرَابُ** آمَنَّا
তাদের পয়গম্বর তাদেরকে বলেনঃ আমারাও তোমাদের মত মানুষ	**قَالَتْ** لَهُمْ **رُسُلُهُمْ** إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ	**وَقَالَ نِسْوَةٌ** فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ

করার জন্য ফুসলায়।	فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ
যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর।	إِذَا **جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ** مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ

৩০। এই অর্থে ذٰلِكَ

ذٰلِكَ এবং تِلْكَ এই দুটি নিকট অর্থেও আসে যখন তারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছুকে নির্দেশ করে।যেমনঃ

এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই	ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ
এই রসূলগণ-আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি	تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

৩১। مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِمْ এর অর্থ

مَغْضُوْبٌ عَلَيهِ এর অর্থ হল "গযব প্রাপ্ত" । এটা এসেছে غَضِبَ عَلَى ক্রিয়া থেকে। এর বহুবচন হলো مَغْضُوْبٌ عَلَيهِمْ গযব প্রাপ্তগণ।

৩২। যারফ প্রকাশক শব্দ

কিছু শব্দ আছে যা স্থান বা কালবাচক না হলেও যারফের মত কাজ করে এবং মানসুব হয়। যেমন , كُلٌّ بَعْضٌ , نِصْفٌ , رُبْعٌ ইত্যাদি।

আমরা পুরা দিন সফর করেছিলাম	سَافَرْنَا كُلَّ النَّهَارِ
একদিনের কিছু অংশ হাসপাতালে ছিলাম	بَقِيْتُ فِيْ الْمُسْتَشْفَى بَعْضَ يَوْمٍ
তোমার জন্য ঘন্টার এক চতুর্থাংশ অপেক্ষা করেছিলাম	إِنْتَظَرْتُكَ رُبْعَ سَاعَةٍ
অর্ধ কিলোমিটার হেটেছিলাম	مَشَيْتُ نِصْفَ كِيْلُوْمِتْرٍ

৩৩। শব্দের শুরুতে, মধ্যে এবং শেষে আলিফ এর রুপ

শব্দের শুরুতে ও মধ্যে আলিফ সর্বদা ا রুপেই বসে। তবে শেষে বসার ক্ষেত্রে ইসম, ফেল ও হারফের নিজ নিজ নিয়ম আছে। মনে রাখতে হবে যে শব্দের শেষের প্রকাশ্য আলিফ মূলত و কিংবা ي

ইসমের ক্ষেত্রেঃ		
মাবনী	**মু'রাব**	
	তিন অক্ষরের ইসম	তিনোর্ধ অক্ষরের ইসম
মাবনী ইসমের ক্ষেত্রে أَلَّى ، أَنَّى ، مَتَى ، لَدَى، أُوْلَى এই পাঁচটি ছাড়া সকল ক্ষেত্রে ا লেখা হয়। যেমনঃ أَنَا، هٰذَا	و থেকে উদ্ভূত হলে ا যেমনঃ عصَا এবং ي থেকে উদ্ভূত হলে ى যেমনঃ هُدًى	১) জাতিবাচক নামের শেষে আলিফের পুর্বে ي হলে ا হবে যেমনঃ دُنْيَا আর আলিফের পুর্বে ي না হলে ى হবে। যেমনঃ مُشْتَشْفَى। তবে নামবাচক বিশেষ্যে আলিফের পুর্বে ي হলেও ى হবে। যেমনঃ يَحْيَ ২) অনারব নামে সর্বদা ا হবে যেমনঃ أَمْرِيْكَا ، فَرَنْسَا তবে مُوْسَى عِيْسَى، كَسْرَى ইত্যাদি ব্যতিক্রম।

ফে’লের ক্ষেত্রে	
তিন অক্ষরের ফে’ল	তিনোর্ধ অক্ষরের ফে’ল
আলিফটি و থেকে উদ্ভূত হলে ا আর ي থেকে উদ্ভূত হলে ى যেমনঃ دَعَا عَفَا، مَشَى মনে রাখার জন্য, শব্দের মধ্যে و বা ء থাকলে শেষে ى হয় যেমনঃ جَوَى، وَقَى، شَأَى، بَأَى	তিনোর্ধ অক্ষরের ক্ষেত্রে শেষ আলিফের পুর্বে ي হলে ا হবে যেমনঃ أَحْيَا আর না হলে ى হবে। যেমনঃ اِنْتَهَى

হারফের ক্ষেত্রে
لَا، أَلَّا، كَلَّا، عَدَا إِلَى، عَلَى، حَتَّى، بَلَى এই চারটি ব্যতিত সকল হারফে ا হবে। যেমনঃ

আলিফ মাকসুরা ى এর পরে মানসুব বা মাজরুর অবস্থায় ضَمِيْرٌ আসলে তা ‘ ا ’ হয়ে যায়।

আমি তার অর্থ জানি না	لَا أَدْرِي مَعْنَاهُ	مَعْنَى + هُ = مَعْنَاهُ
সে সেটা ইস্ত্রী করল	كَوَاهُ	كَوَى + هُ = كَوَاهُ
বুখারি তা বর্ণনা করল	رَوَاهُ الْبُخَارِي	رَوَى + هُ = رَوَاهُ

৩৪। শব্দের শুরুতে, মধ্যে এবং শেষে ء এর চেয়ার

ব্যতিক্রম	নিয়ম	ء এর অবস্থান
	শব্দের শুরুতে ء সর্বদা আলিফকে চেয়ার হিসেবে গ্রহন করে। যেমনঃ أ ، إ	শব্দের শুরুতে
	১) ءِ এর পুর্বে যাই থাকুক না কেন তার চেয়ার হবে ي যেমনঃ سُئِلَ	

وْ এবং يْ	২) ءُ এর পুর্বে যাই থাকুক না কেন তার চেয়ার হবে و যেমনঃ لَؤُمٌ ، رُؤُسٌ، تَلْؤُمٌ ، خَلطَاؤُهُ	
وْ এবং يْ	৩) ءَ এর পুর্বে, যবর/সাকিন হলে ا , যের হলে ي, পেশ হলে و চেয়ার হিসেবে আসে। যেমনঃ رَأَيْتَ، تَسْأَلُوْنَ، سَيِّئَةٌ، فُؤَادٌ	শব্দের মধ্যে
	৪) ءْ এর পুর্বে, যবর হলে ا, যের হলে ي, পেশ হলে و চেয়ার হিসেবে আসে। যেমনঃ رَأْسٌ، بِئْسٌ، مُؤْمِنٌ	
	৫) ءَ / ءُ এর পুর্বে يْ হলে তার চেয়ার হবে ي যেমনঃ مَجِيْئُهَا ، مَلِيْئَةٌআর পুর্বে اْ ، وْ، وّ হলে চেয়ার ছাড়া। যেমনঃ يَتَسَاءَلُ تَوْءَمٌ، بَوَّءَهُمْ، يَسُوْءُهُمْ،	
	১) যবর এর পরে হলে ا, যের এর পরে হলে ي, পেশ এর পরে হলে و চেয়ার হিসেবে আসে। যেমনঃ قَرَأَ ، شَاطِئٌ، بجُرُؤٌ	শব্দের শেষে
	২) সুকুন এর পরে আসলে চেয়ার ছাড়া। যেমনঃ شَيْءٌ، سَمَاءٌ، مَاءٌ	

অধ্যায়-১৪ (বিবিধ অব্যয়)

১। حَرْفُ العَطْفِ এর ব্যবহার

সংযোজক অব্যয় বা Conjunction গুলো দুইটি শব্দ বা বাক্যকে যুক্ত করে। এর পরের ইসমটি পূর্বের ইসমের বিভক্তি নেয়। পরবর্তী ইসমটিকে বলা হয় مَعْطُوْفٌ عَلَيهِ

আমার আব্বা ও আম্মা তাদের রুমে আছেন।	أَبِي وَ أَمِّي فِي غُرْفَتِهِمَا	এবং	وَ
এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে।	ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا	অতঃপর	ثُمَّ
ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না।	فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ	সুতরাং/ অতএব	فَ
আপনি বলুন, তোমরা ইচ্ছায় অর্থ ব্যয় কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা কখনো কবুল হবে না,	قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ	অথবা	أَوْ
নাকি তারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছে?	أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ	নাকি	أَمْ
বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।	بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ	বরং	بَلْ
জায়েদ এসেছিলো মুহাম্মাদ নয়	جاءَ زَيْدٌ لا مُحَمَّدٌ	নয়	لَا
আমি রুটি খাইনি কিন্তু গোশ্ত (খেয়েছি)	ما أَكَلْتُ الخُبْزَ لَكِنِ اللَّحْمَ	কিন্তু	لَكِنْ
শত্রু পালিয়েছে এমনকি নেতাও	فَرَّ الْعَدُوُّ حَتَّى الْقَائِدُ	এমনকি	حَتَّى

২। حَرْفُ النِّدَاءِ সম্বোধনের অব্যয়

কাউকে ডাকার জন্য يَا অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়। একে حَرْفُ النِّدَاءِ বলে। হারফু নিদার পর নির্দিষ্ট কাউকে ডাকলে ইসম গুলো মারফু হয় এবং শেষে তানভীন হয় না। তবে এর পরে مُضَافٌ থাকলে কিংবা তা দ্বারা অনির্দিষ্ট কাউকে ডাকলে মানসুব হয়। যেমনঃ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنِ । আবার يَا এর পরে اَلْ বিশিষ্ট পুরুষবাচক اِسْمٌ আসলে اَيُّهَا এবং اَلْ বিশিষ্ট স্ত্রীবাচক اِسْمٌ আসলে اَيَّتُهَا যোগ করতে হয়।

হে আল্লাহ!	يَا اللهُ	নির্দিষ্ট নামকে ডাকা
হে ওস্তায!	يَا أُسْتَاذُ	
হে আমিনাহ!	يَا آمِنَةُ	
হে মারইয়াম!	يَا مَرْيَمُ	
হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক!	يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنِ	মুদাফকে ডাকা
হে আবু বাকর!	يَا أَبَابَكْرٍ	
হে লেবাননের পথযাত্রী!	يَا مُسَافِرًا إِلَى لُبْنَانَ	কোন বিষয়ের সাথে সংযুক্ত অনির্দিষ্ট কাউকে ডাকা
হে বই হারানো ব্যক্তি!	يَا ضَائِعًا كِتَابُهُ	
হে জালিম! পরিণাম ভেবে দেখ	يَا ظَالِمًا! تَبَصَّرْ فِي العَوَاقِبِ	সাধারণভাবে অনির্দিষ্ট সকলকে ডাকা
হে ছাত্র! বেশি করে পড়!	يَا طَالِبًا أُدْرُسْ كَثِيْرًا	
হে মুমিনগণ!	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	اَلْ বিশিষ্ট কাউকে ডাকা
হে প্রশান্ত মন!	يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ	

লক্ষ্যনীয় কয়েকটি বিষয়ঃ

১। অনেক সময় يَا এর পর ইয়ামুতাকাল্লিম উঠে যায়। যেমনঃ يَا أَبَتِ হে আমার বাবা

২। আবার কখনও يَا উঠে যায়। যেমন قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا

৩। আল্লাহকে ডাকতে অনেক সময় يَا এর বদলে مَّ যুক্ত হয়। যেমনঃ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

৪। মুনাদা যদি ي ইয়া মুতাকাল্লিম এর সাথে থাকে তবে এর অনেকগুলো গঠন আছে। যেমনঃ

يَا رَبَّاهْ নেয় ه এটা শেষে يَا رَبَّا আবার يَا رَبِّي، يَا رَبِّ، يَا رَبِّيَ، يَا رَبَّ

৩। حَرْفُ التَّنْبِهِ বা সাবধানতার অব্যয়

সাবধান! তুমি ভুলের মধ্যে আছো	أَمَا إِنَّكَ فِي الخَطَاءِ	أَمَا
জেনেরেখো! প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না	أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ	أَلَا
দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না।	هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ	هَا

৪। حَرْفُ التَّحْضِيْضِ উৎসাহর অব্যয়

আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন!	لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ	لَوْلَا
তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন!	أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ	أَلَا

৫। حَرْفُ الزَّائِدَةِ অতিরিক্ত অব্যয়

لِ، بِ، مِنْ، لَا، مَا، أَنْ، إِنْ ইত্যাদি হারফ মাঝে মাঝে অতিরিক্ত হিসেবে আসে। এগুলোর ব্যকরণগত তাৎপর্য নাই তবে অনেক সময় জোড় দেওয়ার জন্য আসে।

বিধান	অর্থ	উদাহরণ	অনুবাদ
بِ	অতঃপর	وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ	আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি মোটেই যুলুম করেন না।
مِنْ	সুতরাং, অতএব	وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا	অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি।
مَا	যা	فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ	আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন

৬। حَرْفُ التَّعَجُّبِ বিস্ময় প্রকাশক অব্যয়

শব্দ	উদাহরণ	অনুবাদ
وَيْلٌ + لِ	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ	প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ
وَيْلَكَ	وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ	দুর্ভোগ তোমার তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য।
وَيْلَنَا	قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ	তারা বললঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের আমরা ছিলাম সীমাতিক্রমকারী।
وَيْكَ	وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ	হায়, কাফেররা সফলকাম হবে না।
أَوْلَىٰ	أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ	তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ।
يَا وَيْلَتَىٰ	قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ	সে বলল-কি দুর্ভাগ্য আমার! আমি সন্তান প্রসব করব?
يَا لَيْتَنِي	يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا	হায়, আফসোস-আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।

হায়, হায়, আল্লাহ সকাশে আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি	يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ	يَا حَسْرَتَا
তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা কোথায় হতে পারে?	هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ	هَيْهَاتَ
বলে দাও, অবশ্যই আমার পরওয়ারদেগারের কসম এটা সত্য।	قُلْ إِيْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ	إِيْ

৭। حَرْفُ الْإِسْتِئْنَافِيَّةِ পুনরারম্ভ করার অব্যয়

অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না।	فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا	সুতরাং	فَ
আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ	আর	وَ

অধ্যায়-১৫ (তুলনাবাচক বাক্য)

১। اِسْمُ التَّفْضِيْلِ তুলনার্থে ব্যবহৃত বিশেষ্য

ক্রিয়া থেকে উদ্ভুত أَفْعَلُ গঠনের ইসমগুলোকে اِسْمُ التَّفْضِيْلِ বলে। যেমনঃ أَكْبَرُ ، أَحْسَنُ ، أَطْوَلُ ইত্যাদি। তুলনার্থে এই ইসমগুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন,

বেলাল হামিদের থেকে ভালো	بِلَالٌ أَحْسَنُ مِنْ حَامِدٍ

যাকে তুলনা করা হয় তাকে বলা হয় مُفَضَّلٌ আর যার সাথে তুলনা করা হয় তাকে বলা হয় مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ যেমন উপরের বাক্যটিতে বেলাল হল مُفَضَّلٌ এবং হামিদ হলো مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ

দুইয়ের মধ্যে তুলনা করতে اِسْمُ التَّفْضِيْلِ এরপর مِنْ অব্যয় ব্যবহৃত হয় এবং এগুলো লিঙ্গ ও বচনভেদে পরিবর্তন হয় না।

বেলাল হামিদের থেকে ভালো	بِلَالٌ أَحْسَنُ مِنْ حَامِدٍ
বেলাল হামিদের থেকে ভালো ছাত্র	بِلَالٌ أَحْسَنُ طَالِبٍ مِنْ حَامِدٍ
আয়িশা আমিনার চেয়ে ভালো ছাত্রী	عَائِشَةُ أَحْسَنُ طَالِبَةٍ مِنْ آمِنَةَ
তারা তোমাদের থেকে ভালো ছাত্র	هُمْ أَفْضَلُ طُلَّابٍ مِنْكُمْ

বিশেষঃ তিনের অধিক অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়া থেকে উদ্ভুত "মাসদার" কিংবা أفْعَلُ/فَعْلَاءُ প্যাটার্ণের শব্দ হলে সেগুলোর মাসদারের পূর্বে أَكْثَرُ / أَشَدُّ / أَعْظَمُ ইত্যাদি যোগ করতে হয়। তখন এর পরবর্তী ইসমটি মানসুব হয়। যেমন,

أَشَدُّ إِيْمَانًا	إِيْمَانٌ
অধিক বিশ্বাস	বিশ্বাস
أَكْثَرُ بَيَاضًا	أَبْيَضُ/بَيْضَاءُ
অধিক সাদা	সাদা

সবার সাথে তুলনা দুইভাবে করা যায়ঃ

১। ال যুক্ত করে যেখানে مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ উল্লেখ থাকে না। এগুলো লিঙ্গ ও বচনভেদে পরিবর্তন হয়। লিংগ ও বচন ভেদে এর গঠনগুলো নিম্নরূপঃ

ভঙ্গুর বহুবচন	সুগঠিত বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
أَفَاعِلُ	أَفْعَلُوْنَ	أَفْعَلَانِ	أَفْعَلُ	পুং
فُعَلٌ	فُعْلَيَاتٌ	فُعْلَيَانِ	فُعْلَى	স্ত্রী

নিচে আমরা এর কিছু উদাহরণ দেখি,

আল্লাহ সবচেয়ে মহান	اللهُ أَكْبَرُ
সবচেয়ে বড় ঘরটি আরামদায়ক	البَيْتُ الأَكْبَرُ مُرِيْحٌ
সবচেয়ে বড় ঘরটি সুন্দর	الدَّارُ الكُبْرَى جَمِيْلَةٌ
সবচেয়ে বড় শহীদ	الشَّهِيدُ الأَكْبَرُ
সবচেয়ে মহান দুইজন শহীদ	الشَّهِيْدَانِ الأَكْبَارَانِ
সবচেয়ে মহান শহীদগন	الشُّهَدَاءُ الأَكَابِرُ/الأَكْبَرُوْنَ
সবচেয়ে বড় বাগানটি	الْحَدِيْقَةُ الكُبْرَى

সবচেয়ে বড় বাগানদুটি	الْحَدِيْقَتَانِ الْكُبْرَيَانِ
সবচেয়ে বড় বাগানগুলো	الْحَدِيْقَاتُ الْكُبْرَيَاتُ/الْكُبَرُ

২। মুদাফ ইলাইহি যোগ করে। এক্ষেত্রে মুদাফ ইলাইহি অনির্দিষ্ট হলে اِسْمُ التَّفْضِيْلِ পুরুষবাচক ও একবচন হবে

আলিয়া সবচেয়ে ভালো ছাত্রী	عَالِيَةُ أَحْسَنُ طَالِبَةٍ
বেলাল ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্র	بِلَالٌ أَحْسَنُ طَالِبٍ فِي الْفَصْلِ
সালমানের বাড়িটি সবচেয়ে বড়	بَيْتُ سَلْمَانَ أَكْبَرُ بَيْتٍ
আরবী ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ ভাষা	اَللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ أَسْهَلُ لُغَةٍ فِي الْعَالَمِ
এই যুবকেরা সবচেয়ে লম্বা হাজ্জী	هٰؤُلَاءِ الفِتيَةُ أَطْوَلُ حُجَّاجٍ
আমার রব আমার কাছে এসেছিল সর্বোত্তম সুরাতে	أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ

আর নির্দিষ্ট হলে مُفَضَّلٌ এর লিঙ্গ ও বচন অনুযায়ী হতেও পারে নাও হতে পারে।

মক্কা এবং মদীনা সকল শহরের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ	الْمَكَّةُ وَالْمَدِيْنَةُ أَفْضَلُ الْمُدُنِ
মক্কা এবং মদীনা সকল শহরের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ	الْمَكَّةُ وَالْمَدِيْنَةُ أَفْضَلا الْمُدُنِ
খাদিজা সকল নারীর চেয়ে মর্যাদাবান	خَدِيجَةُ أَفْضَلُ النِّسَاءِ
খাদিজা সকল নারীর চেয়ে মর্যাদাবান	خَدِيجَةُ فُضْلَى النِّسَاءِ

অনুশীলনী–১৫.১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর

আরবী	বাক্য
	মা সন্তানের থেকেও বেশি খুশি
	সে আমার চেয়ে বেশি অজ্ঞ
	মেয়েটি ছেলেটির চেয়ে খাটো
	যাইদ খালিদের থেকে কৃপণ
	আইশা যায়নাবের চেয়ে সুন্দরী
	বরফ পানির চেয়ে ঠাণ্ডা
	তার চেয়ে অধিক জালেম আর কে?
	মানুষ সৃষ্টির সেরা
	সে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছাত্র
	সবচেয়ে বড় বাড়িটি দূরে
	আল্লাহর রাসুল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী
	সবচেয়ে ছোট মেয়েটি বুদ্ধিমতি
	আল্লাহ সবচেয়ে বেশি দয়ালু
	জান্নাত সবচেয়ে সুন্দর স্থান
	সবচেয়ে বিখ্যাত ডাক্তারটি একজন ভাল লোক

শব্দার্থঃ

ঠাণ্ডা	সুন্দরী	কৃপণ	অজ্ঞ	খুশি	ছোট
بَارِدٌ	جَمِيْلَةٌ	بَخِيلٌ	جَاهِلٌ	فَرِيْحٌ	صَغِيرٌ
স্থান	বুদ্ধিমতি	জ্ঞানী	উৎসাহী	সেরা	জালেম
مَكَنٌ	ذَكِيَّةٌ	عَالِمٌ	نَفْعِيٌّ	شَرِيْفٌ	ظَالِمٌ

অনুশীলনী–১৫.২

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর

বাংলা	বাক্য
	الحَجَرُ أَثْقَلُ مِنَ الوَرَقِ
	هِيَ أَضْعَفُ مِنْهُ
	أَصْدَقُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ
	هَذَا الكِتَابُ أَسْهَلُ كِتَابٍ
	بَيْتُ الرَّجُلِ أَجْمَلُ مِنْ بَيْتِي
	أَوْهَنُ الْبُيُوْتِ بَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ
	الدَّجَاجَةُ الكُبْرَى لِيْ

শব্দার্থঃ

وَهْنٌ	جَمِيْلٌ	سَهْلٌ	صَدِيْقٌ	ضَعِيْفٌ	ثَقِيْلٌ
দূর্বল	স্থান	উৎসাহী	সত্যবাদী	দূর্বল	ভারী

কুরআনীয় উদাহরণঃ

আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ।	وَالْفِتْنَةُ **أَكْبَرُ** مِنَ الْقَتْلِ

আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।	وَنَحْنُ **أَقْرَبُ** إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে?	وَمَنْ **أَحْسَنُ** مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً
আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী।	وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ **أَحْكَمُ** الْحَاكِمِينَ
তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।	وَهُوَ **أَرْحَمُ** الرَّاحِمِينَ
আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?	أَلَيْسَ اللَّهُ **بِأَحْكَمِ** الْحَاكِمِينَ
তিনি সর্বাধিক দ্রুত হিসাব গ্রহনকারী	وَهُوَ **أَسْرَعُ** الْحَاسِبِينَ
সে এমন কিছুকে ডাকে, যার অপকার উপকারের আগে পৌছে।	يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ **أَقْرَبُ** مِن نَّفْعِهِ ۚ
আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী।	وَأَنتَ **أَحْكَمُ** الْحَاكِمِينَ
আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী।	أَنَا **أَكْثَرُ** مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

এছাড়াও خَيْرٌ (ভালো) ও شَرٌّ (খারাপ) এই দুটি শব্দ أَفْعَلُ গঠনের না হলেও তুলনার্থে ব্যবহৃত হয় যেমন,

শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।	لَيْلَةُ الْقَدْرِ **خَيْرٌ مِّنْ** أَلْفِ شَهْرٍ
যায়েদ বকরের চেয়ে খারাপ	زَيْدٌ **شَرٌّ** مِنْ بَكْرٍ
যায়েদ সবচেয়ে মন্দ লোক	زَيْدٌ **شَرُّ** النَّاسِ

অধ্যায়-১৬ (আশ্চর্যবোধক বাক্য)

১। আশ্চর্যবোধক বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় তিনটি বিষয়

- فِعْلُ التَّعَجُّبِ বা আশ্চর্যবোধক ক্রিয়ার সাধারণ গঠনঃ مَا أَفْعَلَ
- أَفْعَلَ হল পুংজাতীয় এমনকি স্ত্রী اِسْمٌ এর জন্যও।
- যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে সেটা মানসুব হবে।

গাড়িটি কী সুন্দর!	مَا أَجْمَلَ السَّيَّارَةَ !
তুমি কত ভালো !	مَا أَطْيَبَكَ!
কত অসঙ্খ্য তারা !	مَا أَكْثَرَ النُّجُومَ!
এই পাঠটি কত সহজ!	مَا أَسْهَلَ هٰذَا الدَّرْسَ!

কুরানীয় উদাহরণঃ

মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ!	قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ
অতএব, তারা দোযখের উপর কত ধৈর্য্য ধারণকারী!	فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

এছাড়াও أَفْعِلْ بِهِ গঠনও আশ্চর্যবোধক বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

বাড়িটি কত সুন্দর!	أَجْمِلْ بِا لْبَيْتِ!

কুরানীয় উদাহরণঃ

নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন!	لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

সেদিন তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে, যেদিন তারা আমার কাছে আগমন করবে।	أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

২। আশ্চর্যবোধকের জন্য إِذَا এর ব্যবহার

' যদি ' ও ' যখন ' অর্থ প্রকাশার্থে إِذَا এর ব্যবহার ব্যাপক। তবে إِذَا আশ্চর্যবোধকের জন্যও ব্যবহৃত হয়। একে إِذَا الْفُجَائِيَّةُ বলে। এক্ষেত্রে إِذَا এর পূর্বে فَ আসে এবং إِذَا বাক্যের শুরুতে আসে না।

আমি বের হলাম আর কি আশ্চর্য ,দরজায় একজন পুলিশ !	خَرَجْتُ فَإِذَا شُرْطِيٌّ بِالْبَابِ
সুতরাং সে তার লাঠিটি ছুড়লো আর কি আশ্চর্য তা একটি দৃশ্যমান সাপ!	فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِيْنٌ
রুমে ঢুকলাম কি আশ্চর্য খাটের উপর একটা সাপ	دَخَلْتُ الغُرفَةَ فَإِذَا حَيَّةٌ عَلَى السَّرِيْرِ

৩। আশ্চর্যবোধকের জন্য كَمْ এর ব্যবহার

আশ্চর্যবোধক বাক্যের ক্ষেত্রে كَمْ এর পরবর্তী ইসম مَجْرُوْرٌ হবে এবং বহুবচনও হতে পারে।

তোমার কাছে কত বই!	كَمْ كِتَابٍ عِنْدَكَ!
তোমার কাছে কতগুলো বই!	كَمْ كُتُبٍ عِنْدَكَ!
আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল বিজয়ী হয়েছে কত বৃহৎ দলের মোকাবেলায়	كَم مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

অনুশীলনী-১৬.১

مَا أَفْعَلَ গঠনে আশ্চর্যবোধক বাক্য তৈরি করো।

	গাছটি কত লম্বা!
	আকাশটা কত বিশাল!

	ছেলেটি কতই না ধৈর্য্যবান!
	লোকটি কত ব্যস্ত!
	গরু কতই না উপকারী!
	আল্লাহ কত দয়ালু!
	মানুষ কতই অকৃতজ্ঞ!

শব্দার্থঃ

ব্যস্ত	ধৈর্য্যবান	বিশাল	লম্বা	অকৃতজ্ঞ	উপকারী	দয়ালু
نَشِيْطٌ	صَابِرٌ	وَاسِعٌ	طَوِيْلٌ	كَنُوْدٌ	نَافِعٌ	رَحِيْمٌ

অনুশীলনী-১৬.২

كَمْ ব্যবহার করে আশ্চর্যবোধক বাক্য গঠন করো।

	বইটিতে কতগুলো পৃষ্ঠা!
	হজ্বে কত বর্ণ!
	পৃথিবীতে কত ভাষা!
	তার মাথায় কত চুল!
	রাস্তায় কত পুলিশ!

শব্দার্থঃ

বর্ণ	পৃষ্ঠা	ভাষা	চুল	পুলিশ
لَوْنٌ	صَفْحَةٌ	لُغَةٌ	شَعْرٌ	شُرْطَةٌ

অধ্যায়-১৭ (জোরদান)

১। التَّوْكِيْدُ জোরদান

এটা কয়েকভাবে করা যায় যেমনঃ

নَفْسُهُ ব্যবহার করে	
মন্ত্রী নিজে আমার সাথে কথা বলেছেন	حَادَثَنِي الوَزِيْرُ نَفْسُهُ
আমি মন্ত্রীর নিজের সাথেই সাক্ষাত করেছি	قَابَلْتُ الوَزِرَ نَفْسَهُ
আমি খোদ মন্ত্রীর কাছেই লিখেছি	كَتَبْتُ إِلَى الوَزِرِ نَفْسِهِ
كُلُّ এবং كِلَا ব্যবহার করে	
সকল ছাত্ররাই উপস্থিত ছিল।	حَضَرَ الطُّلَّابُ كُلُّهُمْ
এবং তিনি আদমকে সব কিছুর নাম শিখালেন	وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
নিশ্চয়ই সকল আদেশ আল্লাহরই	إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ
সব কাজ থেকেই সরে এসেছি	فَرَغْتُ مِنَ الأَعْمَالِ كُلِّهَا
দুই ভাইই পাস করেছে	نَجَحَ الأَخَوَانِ كِلَاهُمَا
আমরা দুটি মেষই জবেহ করেছি	ذَبَحْنَا الكَبْشَيْنِ كِلَيْهِمَا
একই শব্দ দুইবার ব্যবহার করে	
অনুপস্থিত ব্যক্তি হাজির হয়েছে, হাজির হয়েছে	حَضَرَ حَضَرَ الغَائِبُ
না, আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি না	لا، لا أَخُونُ العَهْدَ
আমি কুমিরটি দেখেছি, কুমিরটি	رَأَيْتُ التِّمْسَاحَ التِّمْسَاحَ

অতিরিক্ত সর্বনাম ব্যবহার করে	
আমি তো কর্তব্য সম্পাদন করেছি	قُمْتُ أَنَا بِالوَاجِبِ
আপনার কাছে তো কেউ আসেনি	مَا جَاءَكَ أَنْتَ أَحَدٌ
ফরিদ সে-ই বইটা পড়েছে	فَرِيْدٌ قَرَأَ هُوَ الْكِتَابَ

২। নিষেধাজ্ঞা, প্রশ্ন ও না-বোধক জোর

নিষেধাজ্ঞা, প্রশ্ন ও না-বোধক জোর দেওয়ার জন্য مِنْ এর ব্যবহার হয়।

কেউই অনুপস্থিত নয়	مَا غَابَ مِنْ أَحَدٍ	না বোধকে জোর
আমি কাউকেই দেখিনি	مَا رَأَيْتُ مِنْ أَحَدٍ	
এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনই সংকীর্ণতা রাখেননি	وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ	
কেউ যেন বাইরে না যায়	لَا يَخْرُجْ مِنْ أَحَدٍ	নিষেধাজ্ঞা
কিছুই লিখো না	لَا تَكْتُبْ مِنْ شَيْءٍ	
কোন প্রশ্ন?	هَلْ مِنْ سُؤَالٍ؟	প্রশ্নবোধক
কেউ বাকি আছে?	هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ؟	
নতুন কিছু?	هَلْ مِنْ جَدِيْدٍ؟	

লক্ষ্যণীয়ঃ প্রশ্নবোধকে কেবল هَلْ ব্যবহৃত হবে এবং مِنْ এর পরবর্তী اِسْمٌ টি অনির্দিষ্ট

৩। ক্রিয়ায় জোর দিতে أَبَدًا ও قَطُّ এর ব্যবহার

অতীতের না-বোধক ক্রিয়ায় জোর দিতে قَطُّ এবং ভবিষ্যত কালের না-বোধক ক্রিয়ায় জোর দিতে أَبَدًا ব্যবহৃত হয়।

ভবিষ্যত কালের না বোধক ক্রিয়ায় জোর	অতীত কালের নাবোধক ক্রিয়ায় জোর
لَنْ أَكْتُبَ إِلَيْهِ أَبَدًا	مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ
আমি কখনোই তার কাছে লিখব না	আমি তাকে কখনো দেখিনি।
لَنْ أَشْرَبَ الخَمْرَ أَبَدًا	مَا شَرَبْتُ الْخَمْرَ قَطُّ
আমি কখনোই মদ পান করবো না	আমি কখনোই মদ পান করিনি

কুরআন ও হাদিসের উদাহরণ

তথায় তারা চিরকাল থাকবে।	خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়	وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا
আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে তখনও পুনরায় এ ধরণের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।	يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
তবে কখনই তারা সৎপথে আসবে না।	فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا
আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে।	مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا
কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না ঐসব গোনাহর কারণে	وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
কবরের দৃশ্যের চেয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি কখনও দেখিনি	مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ

৪। نُوْنُ التَّوْكِيْدِ জোর দেওয়ার নুন

মুদারি কিংবা আমরকে জোর দিতে نُوْنُ التَّوْكِيْدِ ব্যবহৃত হয়। এটা একটা নুন نْ বা দুইটি নুন نّ দ্বারা হতে পারে। তবে نّ ই বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন,

আল্লাহর শপথ আমি আমার দেশে ইসলামের প্রচার করব	وَاللّٰهِ لَأَنْشُرَنَّ الْإِسْلَامَ فِيْ بَلَدِيْ
এখান থেকে বের হও !	أُخْرُجَنَّ مِنْ هُنَا
এখান থেকে বের হও!	أُخْرُجَنْ مِنْ هُنَا
যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

মুদারিতে নুন যুক্ত হওয়ার নিয়ম

গ্রুপ-১ কর্তা উহ্য

ن যুক্ত মুদারি	মুদারি
يَكْتُبَنَّ	يَكْتُبُ
تَكْتُبَنَّ	تَكْتُبُ
أَكْتُبَنَّ	أَكْتُبُ
نَكْتُبَنَّ	نَكْتُبُ

গ্রুপ-২: ن আসে ن যায়

ن যুক্ত মুদারি	মুদারি
يَكْتُبَانِّ	يَكْتُبَانِ
تَكْتُبَانِّ	تَكْتُبَانِ
يَكْتُبُنَّ	يَكْتُبُوْنَ
تَكْتُبُنَّ	تَكْتُبُوْنَ
تَكْتُبِنَّ	تَكْتُبِيْنَ

গ্রুপ-৩: تُنَّ ও هُنَّ মাবনী

ن যুক্ত মুদারি	মুদারি
يَكْتُبْنَانِّ	يَكْتُبْنَ
تَكْتُبْنَانِّ	تَكْتُبْنَ

আদেশে নুন যুক্ত হওয়ার নিয়ম

ن যুক্ত আমর	আমর
اُكْتُبَنَّ	اُكْتُبْ
اُكْتُبَانَّ	اُكْتُبَا
اُكْتُبُنَّ	اُكْتُبُوْا
اُكْتُبِنَّ	اُكْتُبِيْ
اُكْتُبْنَانِّ	اُكْتُبْنَ

৫। لَامُ الاِبْتِدَاءِ : জোর দেয়ার ''লাম''

لَ কখনো শব্দের পূর্বে বসে জোর দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।	لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
অবশ্যই আল্লাহর স্মরণই সর্বোত্তম।	لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
নিশ্চয়ই তোমার রব ক্ষমাশীল	لَرَبُّكَ غَفُوْرٌ

তবে একই বাক্যে إِنَّ ও لَ আসলে لَ খবরের পুর্বে চলে যায়,

অবশ্যই আল্লাহর স্মরণই সর্বোত্তম।	إِنَّ ذِكْرَ اللّٰهِ لَأَكْبَرُ
নিশ্চয়ই তোমার রব ক্ষমাশীল	إِنَّ رَبَّكَ لَغَفُوْرٌ
নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ একজনই	إِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ
পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন	وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ
এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ নেককারদের সাথে আছেন	وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

অধ্যায়-১৮ (ব্যতীত)

১। اَلْإِسْتِثْنَاءُ (ব্যতীত)

কোন কিছু ব্যতীত বোঝাতে اَلْإِسْتِثْنَاءُ ব্যবহৃত হয়। যেমন, نَجَحَ الطُّلاَّبُ كُلُّهُمْ إِلاَّ خَالِدًا

খালিদ ব্যতীত সকল ছাত্র পাস করেছিল। اَلْإِسْتِثْنَاءُ এর তিনটি অংশঃ

اَلْمُسْتَثْنَى	اَدَاةُ الْإِسْتِثْنَاءِ	اَلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ
যা ব্যতীত যেমন, خَالِدًا	ব্যতীত করার উপাদান যেমন ,উপর্যুক্ত বাক্যে إِلاَّ। এছাড়াও , مَاخَلاَ , سِوَى , غَيْرَ مَاعَدَ এগুলোও ব্যতীত করার উপাদান।	যা থেকে বাদ গেছে যেমন, اَلطُّلاَّبُ

اَلْإِسْتِثْنَاءُ কয়েকভাবে হতে পারে,

<table>
<tr><th colspan="3">اَلْإِسْتِثْنَاءُ</th></tr>
<tr><td>مُفَرَّغٌ
(اَلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ নাই)</td><td colspan="2">تَامٌّ
(اَلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ আছে)</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>مُنْقَطِعٌ</td><td>مُتَّصِلٌ</td></tr>
<tr><td>اَلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ও اَلْمُسْتَثْنَى
উভয় ভিন্ন জাতীয়।</td><td>اَلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ও اَلْمُسْتَثْنَى
উভয় একই জাতীয়।</td></tr>
</table>

মুস্তাসনা নাই	উভয় ভিন্ন জাতীয়		উভয় একই জাতীয়	
বিভক্তি বাক্যের গঠন অনুযায়ী	غَيْرُ مُوْجَبٍ	مُوْجَبٌ	غَيْرُ مُوجَبٍ নাবোধক /প্রশ্নবোধক / নিষেধসূচক	مُوْجَبٌ হ্যাঁবোধক
	মানসুব	মানসুব	মানসুব/ মুসতাসনা মিনহু এর বিভক্তির ন্যায়	মানসুব

সকল ছাত্ররাই পাশ করেছে খলিদ ছাড়া	نَجَحَ الطُّلاَّبُ كُلُّهُمْ إِلاَّ خَالِدً	تَامٌّ مُتَّصِلٌ مُوْجَبٌ
জানালাগুলো খুলো শেষেরটি বাদে	اِفْتَحِ النَّوَافِذَ إِلاَّ الْاَخِرَةَ	
আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করবেন শিরক ছাড়া	يَغْفِرُ اللّٰهُ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا إِلاَّ الشِّرْكَ	
অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া।	فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ	
ইব্রাহীম ছাড়া কেউ অনুপস্থিত থাকেনি	مَا غَابَ الطُّلاَّبُ إِلاَّ إِبْرَاهِيْمَ/ إِبْرَاهِيْمُ	تَامٌّ مُتَّصِلٌ غَيْرُ مُوجَبٍ
নতুনটি বাদে কেউ যেন বের না হয়	لاَ يَخْرُجْ أَحَدٌ إِلاَّ الْجُدُدَ / الْجُدُدُ	
অলস ছাড়া কেউ কি ফেল করেছে ?	هَلْ يَرْسُبُ أَحَدٌ إِلاَّ الْكَسْلاَنَ؟ / الْكَسْلاَنُ	
আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়!	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	
আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই	لَا إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ	

অতিথিরা পৌঁছেছিলো তাদের লাগেজ ছাড়া	وَصَلَ الضُّيُوْفُ إِلاَّ أَمْتِعَتَهُمْ	تَامٌّ مُنْقَطِعٌ مُوْجَبٌ
প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে মৃত্যু ছাড়া	لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلاَّ الْمَوْتَ	
অতিথিরা কি পৌঁছেছিলো তাদের লাগেজ ছাড়া?	هَلْ وَصَلَ الضُّيُوْفُ إِلاَّ اَمْتِعَتَهُمْ	تَامٌّ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ مُوجَبٍ
কেউ তার মাল ছাড়া আসেনি	لَا يَجِئْ اَحَدٌ إِلاَّ مَالَهُ	
হামিদ ছাড়া কেউ আসেনি	مَا جَاءَ إِلاَّ حَامِدٌ	مُفَرَّغٌ
হামিদকে ছাড়া আমি কাউকে দেখিনি	مَا رَأَيْتُ إِلاَّ حَامِدًا	
বেলাল ছাড়া কি কেউ ফেল করেছে	هَلْ رَسَبَ إِلاَّ بِلاَلٌ؟	
আমি বেলাল ছাড়া আর কাউকে খুঁজিনি	مَابَحَثْتُ إِلاَّ عَنْ خَالِدٍ	

২। غَيْرُ ও سِوَى এর পরবর্তী মুসতাসনা

غَيْرُ এর পরবর্তী মুসতাসনা মাজরুর হবে মুদাফ ইলাইহি হিসেবে। কিন্তু غَيْرُ বা غَيْرَ হওয়ার দুটি ক্ষেত্র আছে।

نَجَحَ الطُّلاَّبُ غَيْرَ حَامِدٍ	হ্যা বোধক বাক্যে غَيْرَ হয়
مَا نَجَحَ غَيْرُ حَامِدٍ مَا سَأَلْتُ غَيْرَ حَامِدٍ	না-বোধক বাক্যে غَيْرَ বা غَيْرُ উভয়ই হতে পারে

سِوَى এর বিভক্তি ঠিক غَيْرُ এর মত

যে রাতে ও দিনে ফরজ ব্যতিত বারো রাকাত	مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً

সালাত পড়ে তাঁর জন্য জান্নাতে একটা বাড়ি তৈরী করা হয়।	سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

৩। مَاعَدَا ও مَاخَلَا এর পরবর্তী মুসতাসনা

এই দুটি উপাদানের পরবর্তী মুসতাসনা মানসুব। যেমন,

তিনজন ছাত্র ব্যতিত সকলকে পরীক্ষা করেছিলাম	اِخْتَبَرْتُ الطُّلَّابَ مَاعَدَا ثَلَاثَةً
জেনে রেখো! আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বাতিল	أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ

অনুশীলনী–১৮.১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	আলী ব্যতিত বন্ধুরা উপস্থিত হয়েছে
	একটি অঙ্ক ব্যতিত অঙ্কগুলো সমাধান করেছি
	দুই পৃষ্ঠা ব্যতিত বইটি পড়েছি
	একটি গাছ ব্যতিত সব গাছে ফল ধরেছে
	ডাক্তার ব্যতিত রোগীটিকে কেউ দেখতে যায়নি
	আল্লাহ ব্যতিত কারও উপর ভরসা করো না

অনুশীলনী–১৮.২

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর।

বাংলা	বাক্য
	شَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ

	وَصَلَ الحُجَّاجُ إِلَى بِلَادِهِمْ إِلَّا أَمْتِعَتَهُمْ
	قَرَأْتُ الْكِتَابَ غَيرَ بَابَيْنِ
	يَنْقُصُ كُلُّ شَيْءٍ بِاالإِنْفَاقِ سِوَى الْعِلْمِ
	لَا يَعْمَلُ أَحَدٌ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ غَيرَ الكَيِّسِ
	لَا أَسْئَلُكَ مَسْلَكًا غَيْرَ الْحَقِّ

কুরানীয় উদাহরণঃ

তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত।	إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ
এবং যখন আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো।	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া।	فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ
আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই।	وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۘ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়!	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
বলুনঃ আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের খবর অল্প লোকই জানে।	قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ
যখন আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا

করবে না,	تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
আপনি এর জন্যে তাদের কাছে কোন বিনিময় চান না। এটা তো সারা বিশ্বের জন্যে উপদেশ বৈ নয়।	وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ
তারা বলেঃ আগুন আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করবে না; কিন্তু গণাগনতি কয়েকদিন।	وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً
তোমাদের কিছু লোক নিরক্ষর। তারা মিথ্যা আকাঙ্খা ছাড়া আল্লাহর গ্রন্থের কিছুই জানে না।	وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ

অধ্যায়-১৯ (রঙ)

১। اللَّوْنُ রঙ

বহুবচন (فُعْلٌ)	স্ত্রী (فَعْلَاءُ)	পুং (أَفْعَلُ)	রঙ (لَوْنٌ)
بِيْضٌ	بَيْضَاءُ	أَبْيَضُ	সাদা
سُوْدٌ	سَوْدَاءُ	أَسْوَدُ	কালো
حُمْرٌ	حَمْرَاءُ	أَحْمَرُ	লাল
خُضْرٌ	خَضْرَاءُ	أَخْضَرُ	সবুজ
صُفْرٌ	صَفْرَاءُ	أَصْفَرُ	হলুদ
زُرْقٌ	زَرْقَاءُ	أَزْرَقُ	নীল
سُمْرٌ	سَمْرَاءُ	أَسْمَرُ	বাদামী

أَفْعَلُ প্যাটার্নের ইসমগুলো দ্বিত্ব। সেক্ষেত্রে রঙ দ্বিত্ব। অর্থাৎ সেগুলো তানয়ীন নেয় না এবং মাজরুর অবস্থায় যবর গ্রহণ করে। তবে দ্বিত্বের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে সেগুলো ال বিশিষ্ট হলে ত্রিত্ব হয়ে যায়।

আমার একটি হলুদ জামা আছে	عِنْدِيْ قَمِيْصٌ أَصْفَرُ
তোমার কাছে কি লাল কলম আছে?	هَلْ عِنْدَكَ قَلَمٌ أَحْمَرُ؟
আকাশের রঙ নীল	لَوْنُ السَّمَاءِ أَزْرَقُ
নীল রঙের কলমগুলো কার?	لِمَنِ الأَقْلَامُ الزَّرْقَاءُ

আমাকে একটা সবুজ জামা দাও	أَعْطِنِي قَمِيْصًا أَخْضَرَ
আমি লাল ফুল ভালোবাসি	أُحِبُّ الزُّهُوْرَ الْحَمْرَاءَ
উসমানের কলমগুলো কালো আর জয়নাবের কলম গুলো লাল।	أَقْلَامُ عُسْمَانَ سَوْدَاءُ وَأَقْلَامُ زَيْنَبَ حَمْرَاءُ
আমি লাল কলম দিয়ে লিখেছিলাম।	كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ الْأَحْمَرِ
টেলিফোনটি একটি সবুজ বাক্সের মধ্যে	الْهَاتِفُ فِيْ عُلْبَةٍ أَخْضَرَ
সবুজ বাক্সটিতে একটি আশ্চর্য জিনিস	فِيْ العُلْبَةِ الأَخْضَرِ شَيْءٌ عَجِيْبٌ

কুরআনীয় উদাহরণ

তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম	عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ
আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়	وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
তিনি বলেছেন যে, গাঢ় হলুদ বর্ণের গাভী	قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ
পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ- সাদা, লাল ও নিকষ কালো কৃষ্ণ।	وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ
তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।	مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
যিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন। তখন তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও।	الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ
সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল চক্ষু অবস্থায়।	وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا

.

অধ্যায়-২০ (সময়)

১। وَقْتٌ সময়

সময়	وَقْتٌ (ج) أوقَاتٌ	ঘন্টা	سَاعَةٌ (ج) سَاعَاتٌ
শতাব্দী	قَرْنٌ (ج) قُرُونٌ	মিনিট	دَقِيقَةٌ (ج) دَقَائِقُ
দশ বছর	حِقْبَةٌ (ج) حِقْبَاتٌ	সেকেন্ড	ثَانِيَةٌ (ج) ثَوانِي
বছর	سَنَةٌ (ج) سَنَواتٌ	মুহূর্ত	لَحْظَةٌ (ج) لَحْظَاتٌ
সপ্তাহ	أُسْبُوعٌ (ج) أسابيع	গত সপ্তাহ	الأُسْبُوعُ الْمَاضِي
দিন	يَومٌ (ج) أيّام	আগামী সপ্তাহ	الأُسْبُوعُ الْمُقْبِلُ
প্রত্যেক দুই দিন	كُلُّ يَومَيْنِ	পুরো দিন	طُوَالُ اليَوْمِ
একদিন পর একদিন	يَومًا بَعْدَ يَوْمٍ	প্রত্যেক দিন	كُلُّ يَوْمٍ
পরবর্তীতে	لَاحَقًّا	সর্বদা	دَائِمًا
		সাধারণত	عَادَةً
মুহাররাম	مُحَرَّمٌ	মাঝে মাঝে	أَحْيَانًا
সাফার	صَفَرٌ	কদাচিৎ	نَادِراً
রবিউল আউয়াল	رَبِيعُ الأَوَّلُ	রবিবার	يَومُ الْأَحَدِ
রবিউস সানি	رَبِيعُ الثَّانِي	সোমবার	يَومُ الْإِثْنَيْنِ
জুমাদাল উলা	جُمَادَى ٱلْأُولَى	মঙ্গলবার	يَومُ الثُّلاَثَاءِ
জুমাদাস সানি	جمادى الثَّانِي	বুধবার	يَومُ الأَرْبِعَاءِ

রজাব	رَجَبٌ	বৃহস্পতিবার	يَومُ الْخَمِيْسِ
শাবান	شَعْبَانُ	শুক্রবার	يَومُ الْجُمْعَةِ
রমাদান	رَمَضَانُ	শনিবার	يَومُ السَّبْتِ
শাওয়াল	شَوَّالٌ	আগে	مُبَكِّرٌ
যুলক্বদাহ	ذُو الْقَعْدَةِ	দেরী	مُتَأَخِّرٌ
যুলহিজ্জা	ذُو الْحِجَّةِ	কিছুক্ষন পর	بَعْدَ قَلِيلٍ

উদাহরণ

কয়টা বাজে?	كَمْ السَّاعَةُ؟
দশটা	السَّاعَةُ العَاشِرَةُ
সাড়ে দশটা	السَّاعَةُ العَاشِرَةُ وَالنِّصْفُ
সোয়া দশটা	السَّاعَةُ العَاشِرَةُ والرَّبعُ
পৌনে দশটা	السَّاعَةُ العَاشِرَةُ إِلَّا رُبْعًا
দশটা পাঁচ	السَّاعَةُ العَاشِرَةُ وَخَمْسُ دَقَائِقَ
দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট	السَّاعَةُ العَاشِرَةُ إِلَّا خَمْسَ دَقَائِقَ
আজকে কি বার?	مَا هُوَ اليَوم؟
আজ শনিবার	هُوَ اليَومَ الْأَحَدِ
হামিদ মাদরাসা থেকে প্রতিদিন সাতটায় ফিরে।	يَرْجِعُ حَامِدٌ مِنَ الْمَدْرَسَةِ فِي السَّاعَةِ السَّابِعَةِ كُلَّ يَوْمٍ
নিশ্চয়ই আমি তাকে অবতীর্ণ করেছি কদরের	إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

রাতে	
হামিদ আগামী সপ্তাহে আসবে	يَجِيءُ حَامِدٌ فِي الْأُسْبُوْعِ الْمُقْبِلِ
সে গত সপ্তাহে রিয়াদে পৌঁছেছে	وَصَلَ إِلَى الرِّيَاضِ فِي الْأُسْبُوعِ الْمَاضِي
আমি প্রতিদিন সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠি	أَسْتَيْقِظُ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ كُلَّ صَبَاحٍ
আমাদের অফিস প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টায় বন্ধ হয়	أَغْلَقَتْ مَكْتَبُنَا فِي السَّاعَةِ السَّادِسَةِ كُلَّ مَسَاءٍ
বিকাল তিনটায় মাঠে এসো	اِيْتِ إِلَى الْمَلْعَبِ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ مَسَاءً

অনুশীলনী–২০.১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	গাছের পাতা সবুজ।
	রেস্টুরেন্ট রাত দশটা পর্যন্ত খোলা।
	আজ আমি অসুস্থ।
	তোমরা দেরি করলে কেন?
	আনাস প্রতি দিন আগে আগে মাসজিদে যায়।
	বিছানার উপর যে লাল কাপড়গুলো সেগুলো নোংরা।
	আমরা হজে কালো পাথরকে চুমু খাই।
	শিশুটি একটি নীল কলমের জন্য কাঁদছে।

শব্দার্থঃ

রেস্টুরেন্ট	সারাদিন	কাঁদা	চুমু খাওয়া
مَطْعَمٌ	طُوَالُ اليَوْمِ	بَكَى-يَبْكِي	قَبَّلَ - يُقَبِّلُ

অনুশীলনী-২০.২

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর।

বাংলা	বাক্য
	خَرَجَ مُحَمَّدٌ وَعَادَ قَبْلَ سَاعَةٍ
	الْإِمْتِحَانُ كَائِنٌ بَعْدَ أُسْبُوعٍ
	مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَزْرَقَ
	تَوَفَّ يَوْمَ الاَثْنَيْنِ

শব্দার্থঃ

مَرَّ	تَوَفَّ	كَائِنٌ	عَادَ
সে হাটলো	সে মারা গেলো	সঙ্ঘটিত	সে ফিরে আসালো

অধ্যায়-২১ (নম্বর)

১। الْعَدَدُ নম্বর

অর্থ	স্ত্রী বাচক عَدَدٌ	পুং বাচক عَدَدٌ	অঙ্ক	অর্থ
এক	وَاحِدَةٌ	وَاحِدٌ	١	১
দুই	اِثْنَتَانِ	اِثْنَانِ	٢	২
তিন	ثَلَاثَةٌ	ثَلَاثٌ	٣	৩
চার	أَرْبَعَةٌ	أَرْبَعٌ	٤	৪
পাঁচ	خَمْسَةٌ	خَمْسٌ	٥	৫
ছয়	سِتَّةٌ	سِتٌّ	٦	৬
সাত	سَبْعَةٌ	سَبْعٌ	٧	৭
আট	ثَمَانِيَةٌ	ثَمَانٍ	٨	৮
নয়	تِسْعَةٌ	تِسْعٌ	٩	৯
দশ	عَشَرَةٌ	عَشْرٌ	١٠	১০

গণনাঃ ১–২			
সংখ্যা গুলোকে عَدَدٌ ও যাকে গণনা করা হয় তাকে مَعْدُوْدٌ বলে। ১-২ এর ক্ষেত্রে مَعْدُوْدٌ ও عَدَدٌ গুলো نَعْتٌ ও مَنْعُوْتٌ এর মত কাজ করে।			
একজন ছাত্রী	طَالِبَةٌ وَاحِدَةٌ	একজন ছাত্র	طَالِبٌ وَاحِدٌ
দুইজন ছাত্রী	طَالِبَتَانِ اِثْنَتَانِ	দুইজন ছাত্র	طَالِبَانِ اِثْنَانِ
গণনাঃ ৩-৯			
এক্ষেত্রে عَدَدٌ ও مَعْدُوْدٌ যথাক্রমে مُضَافٌ ও مُضَافٌ إِلَيْهِ এর মত কাজ করে। পুরুষবাচক শব্দ গণনা করতে হয় স্ত্রীবাচক عَدَدٌ দিয়ে এবং স্ত্রীবাচক শব্দ গননা করতে হয় পুরুষবাচক عَدَدٌ দিয়ে। বিভক্তি পরিবর্তনশীল।			
তিনজন ছাত্রী	ثَلاثُ طَالِبَاتٍ	তিনজন ছাত্র	ثَلَاثَةُ طُلَّابٍ
চারজন ছাত্রী	أَرْبَعُ طَالِبَاتٍ	চারজন ছাত্র	أَرْبَعَةُ طُلَّابٍ
পাঁচজন ছাত্রী	خَمْسُ طَالِبَاتٍ	পাঁচজন ছাত্র	خَمْسَةُ طُلَّابٍ
ছয়জন ছাত্রী	سِتُّ طَالِبَاتٍ	ছয়জন ছাত্র	سِتَّةُ طُلَّابٍ
সাতজন ছাত্রী	سَبْعُ طَالِبَاتٍ	সাতজন ছাত্র	سَبْعَةُ طُلَّابٍ
আটজন ছাত্রী	ثَمَانِي طَالِبَاتٍ	আটজন ছাত্র	ثَمَانِيَةُ طُلَّابٍ
নয়জন ছাত্রী	تِسْعُ طَالِبَاتٍ	নয়জন ছাত্র	تِسْعَةُ طُلَّابٍ
দশজন ছাত্রী	عَشْرُ طَالِبَاتٍ	দশজন ছাত্র	عَشَرَةُ طُلَّابٍ

গণনাঃ ১১–১২ সংখ্যা গুলোর দুটি অংশ। দুটি অংশই مَعْدُوْدٌ এর লিংগের সাথে মিলে যায়। مَعْدُوْدٌ সর্বদা একবচন মানসুব (১১-৯৯ সকল ক্ষেত্রে)। ১২ এর বিভক্তি পরিবর্তনশীল		
إِحْدَى عَشْرَةَ طَالِبَةً	أَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا	مَرْفُوْعٌ مَنْصُوْبٌ مَجْرُوْرٌ
اِثْنَتَا عَشْرَةَ طَالِبَةً	اِثْنَا عَشَرَ طَالِبًا	مَرْفُوْعٌ
اِثْنَتَي عَشْرَةَ طَالِبَةً	اِثْنَي عَشَرَ طَالِبًا	مَنْصُوْبٌ مَجْرُوْرٌ

গণনাঃ ১৩–১৯ সংখ্যা গুলোর কেবল দ্বিতীয় অংশ مَعْدُوْدٌ এর লিংগের সাথে মিলে যায়। বিভক্তি পরিবর্তন হয় না।	
ثَلَاثَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	ثَلَاثَةَ عَشَرَ طَالِبًا
أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	أَرْبَعَةَ عَشَرَ طَالِبًا
خَمْسَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	خَمْسَةَ عَشَرَ طَالِبًا
سِتَّ عَشْرَةَ طَالِبَةً	سِتَّةَ عَشَرَ طَالِبًا
سَبْعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	سَبْعَةَ عَشَرَ طَالِبًا
ثَمَانِيْ عَشْرَةَ طَالِبَةً	ثَمَانِيَةَ عَشَرَ طَالِبًا
تِسْعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	تِسْعَةَ عَشَرَ طَالِبًا
আমার কাছে তেরো রিয়াল আছে	عِنْدِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ رِيَالًا
আমি তেরো রিয়াল চাই	أُرِيْدُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رِيَالًا
এই বইটি তেরো রিয়াল	هٰذَا الْكِتَابُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ رِيَالًا

গননাঃ ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ...৯০ পুরুষ ও স্ত্রীবাচক مَعْدُوْدٌ এর জন্য এগুলোর রূপ পরিবর্তন হয় না। মাদুদ একবচন মানসুব। বিভক্তির পরিবর্তন সুগঠিত পুরুষবাচক বহুবচনের বিভক্তির ন্যায়।	
عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	عِشْرُوْنَ طَالِبًا
ثَلاثُوْنَ طَالِبَةً	ثَلاثُوْنَ طَالِبًا
أَرْبَعُوْنَ طَالِبَةً	أَرْبَعُوْنَ طَالِبًا
خَمْسُوْنَ طَالِبَةً	خَمْسُوْنَ طَالِبًا
سِتُّوْنَ طَالِبَةً	سِتُّوْنَ طَالِبًا
سَبْعُوْنَ طَالِبَةً	سَبْعُوْنَ طَالِبًا
ثَمَانُوْنَ طَالِبَةً	ثَمَانُوْنَ طَالِبًا
تِسْعُوْنَ طَالِبَةً	تِسْعُوْنَ طَالِبًا

গণনাঃ ২১–২২ সংখ্যা গুলোর দুটি অংশ (তানভীন যুক্ত ১-৯) এবং وَ عِشْرُوْنَ। দুটি অংশই مَعْدُوْدٌ এর লিংগের সাথে মিলে যায় এবং বিভক্তি পরিবর্তনশীল। مَعْدُوْدٌ সর্বদা একবচন মানসুব (১১-৯৯ সকল ক্ষেত্রে)।	
إِحْدَى/ وَاحِدَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	وَاحِدٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا
اِثْنَتَانِ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	اِثْنَانِ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا

গণনাঃ ২৩–২৯ পুরুষবাচক শব্দ গণনা করতে হয় (তানভীন যুক্ত ১-৯) এর স্ত্রীবাচক ثَلَاثَةٌ ، أَرْبَعَةٌ ، خَمْسَةٌ ইত্যাদি দিয়ে এবং স্ত্রীবাচক শব্দ গননা করতে হয় (তানভীন যুক্ত ১-৯) এর পুংবাচক ثَلاثٌ ، أَرْبَعٌ خَمْسٌ ইত্যাদি দিয়ে। দুটো অংশেরই বিভক্তি পরিবর্তন হবে।	
ثَلَاثَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	ثَلَاثٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً
أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	أَرْبَعٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً
خَمْسَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	خَمْسٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً
سِتَّةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	سِتٌّ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً
سَبْعَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	سَبْعٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً
ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	ثَمَانٍ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً
تِسْعَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	تِسْعٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً
عِنْدِي ثَلَاثَةٌ وَ عِشْرُوْنَ رِيَالًا	আমার কাছে তেইশ রিয়াল আছে
أُرِيْدُ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِيْنَ رِيَالًا	আমি তেইশ রিয়াল চাই
هٰذَا الْكِتَابُ بِثَلَاثَةٍ وَ عِشْرِيْنَ رِيَالًا	এই বইটি তেইশ রিয়াল

গননাঃ ১০১–১০২ সংখ্যা দুটির দুটি অংশ যেমনঃ একশত ছাত্র (مِائَةُ طَالِبٍ) এবং একজন ছাত্র طَالِبٌ। مِائَةُ এরপর মাদুদ একবচন মাজরুর।	
مِائَةُ طَالِبٍ وَ طَالِبٌ	مِائَةُ طَالِبَةٍ وَ طَالِبَةٌ
مِائَةُ طَالِبٍ وَ طَالِبَانِ	مِائَةُ طَالِبَةٍ وَ طَالِبَتَانِ

গননাঃ ১০৩–১৯৯ সংখ্যাগুলোর দুটি অংশ যেমনঃ একশত مِائَةٌ এবং তিনজন ছাত্র (ثَلَاثَةُ طُلَّابٍ)	
مِائَةٌ وَ ثَلَاثَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ ثَلاثُ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ أَرْبَعَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ أَرْبَعُ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ خَمْسَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ خَمْسُ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ سِتَّةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ سِتُّ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ سَبْعَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ سَبْعُ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ ثَمَانِيَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ ثَمَانِيْ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ تِسْعَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ تِسْعُ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ عَشَرَةُ طُلَّابٍ	مِائَةٌ وَ عَشْرُ طَالِبَاتٍ
مِائَةٌ وَ أَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا	مِائَةٌ وَ إِحْدَى عَشْرَةَ طَالِبَةً
مِائَةٌ وَ إِثْنَا عَشَرَ طَالِبًا	مِائَةٌ وَ إِثْنَتَا عَشْرَةَ طَالِبَةً
مِائَةٌ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ طَالِبًا	مِائَةٌ وَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ طَالِبَةً
مِائَةٌ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ طَالِبًا	مِائَةٌ وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً
مِائَةٌ وَ خَمْسَةَ عَشَرَ طَالِبًا	مِائَةٌ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ طَالِبَةً
–	–
–	–
–	–

গননাঃ ১০০ ,২০০ ,৩০০ ,৪০০ ,৫০০........... ,৯০০	
مِائَةُ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	مِائَةٌ
مِائَتَا طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	مِائَتَانِ
ثَلَاثُمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	ثَلَاثُمِائَةٍ
أَرْبَعُمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	أَرْبَعُمِائَةٍ
خَمْسُمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	خَمْسُمِائَةٍ
سِتُّمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	سِتُّمِائَةٍ
سَبْعُمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	سَبْعُمِائَةٍ
ثَمَانِيْمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	ثَمَانِيْمِائَةٍ
تِسْعُمِائَةِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	تِسْعُمِائَةٍ
লক্ষণীয় পুরুষ এবং মেয়ে যাই গণনা করা হোক না কেন مِائَةٍ এর পূর্বে পুরুষ বাচক সঙ্খ্যা থাকবে এবং এটা একই সাথে মুদাফ এবং মুদাফ ইলাইহি। মাদুদ মুদাফ ইলাইহি একবচন মাজরুর।	

গণনাঃ ১০০০ ,২০০০ ,৩০০০........................,৯,০০০	
أَلْفُ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	أَلْفٌ
أَلْفَا طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	أَلْفَانِ
ثَلَاثَةُ آلَافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	ثَلَاثَةُ آلَافٍ
أَرْبَعَةُ آلَافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	أَرْبَعَةُ آلَافٍ
خَمْسَةُ آلَافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	خَمْسَةُ آلَافٍ

سِتَّةُ آلَافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	سِتَّةُ آلَافٍ
سَبْعَةُ آلَافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	سَبْعَةُ آلَافٍ
ثَمَانِيَةُ آلَافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	ثَمَانِيَةُ آلَافٍ
تِسْعَةُ آلَافِ طَالِبٍ/ طَالِبَةٍ	تِسْعَةُ آلَافٍ
লক্ষনীয় পুরুষ এবং মেয়ে যাই গণনা করা হোক না কেন أَلْفٍ এর পূর্বে স্ত্রী বাচক সঙ্খ্যা থাকবে এবং মাদুদ মুদাফ ইলাইহি একবচন মাজরুর।	

বৃহৎ সঙ্খ্যা গননার ক্ষেত্রে কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করি।

৬৫৪৩ জন ছাত্র	ثَلَاثَةٌ وَ أَرْبَعُوْنَ وَ خَمْسُمِائَةٍ وَ سِتَّةُ آلَافِ طَالِبٍ
৬৫৪৩ জন ছাত্রী	ثَلَاثٌ وَ أَرْبَعُوْنَ وَ خَمْسُمِائَةٍ وَ سِتَّةُ آلَافِ طَالِبَةٍ
৯৩২২ টি লোক	اِثْنَانِ وَ عِشْرُوْنَ وَ ثَلاثُمِائَةٍ وَ تِسْعَةُ آلَافِ رَجُلٍ

উল্লেখ্য এখানে একক, দশক, শতক এভাবে আগানো হয়েছে তবে এর বিপরী ক্রমও সম্ভব। আর এই সঙ্খ্যাগুলোর প্রতিটা অংশ বিভক্তি অনুযায়ী পরিবর্তন হয়। যেমন,

আমি সেখানে ৯৩২২ জন লোক দেখলাম	رَأَيْتُ هُنَاكَ اِثْنَيْنِ وَ عِشْرِينَ وَ ثَلاثَمِائَةٍ وَ تِسْعَةَ آلَافِ رَجُلٍ

কুরআনীয় উদাহরণ

আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে।	إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا
নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গননায় মাস বারটি	إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়।	إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ

আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর	وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থে বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌছেছে,	حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস	وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا
আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ন করেছি আরো দশ দ্বারা।	وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ
তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন।	فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
যে এতেও অক্ষম হয় সে ষাট জন মিসকীনকে আহার করাবে।	فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
এবং তাঁকে, লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম।	وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ

২। مِائَةٌ ও أَلْفٌ

مِائَةٌ = এক শত এবং أَلْفٌ = এক হাজার**।** এই দুটি নম্বরের পর মাদুদ একবচন মাজরুর হয়। পুরুষ ও স্ত্রী বাচকের জন্য এর রুপ পরিবর্তন হয় না। তবে এর বিভক্তি পরিবর্তনশীল।

مَرْفُوْعٌ	فِي فَصْلِنَا مِائَةُ طَالِبٍ আমাদের ক্লাসে একশত ছাত্র	فِي فَصْلِنَا أَلْفُ طَالِبٍ আমাদের ক্লাসে এক হাজার ছাত্র
مَنْصُوْبٌ	رَأَيْتُ مِائَةَ طَالِبٍ فِيْ الشَّارِعِ আমি রাস্তায় একশত ছাত্র দেখেছিলাম	رَأَيْتُ أَلْفَ رَجُلٍ فِيْ الْمَسْجِدِ আমি মসজিদে এক হাজার লোক দেখেছিলাম

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ কদরের রাতটি হাজার মাস হতে উত্তম	إِشْتَرَيْتُ هٰذَا الكِتَابَ بِمِائَةِ رُبِيَّةٍ এই বইটি একশত রুপি দিয়ে কিনেছিলাম	مَجْرُوْرٌ

কুরআনীয় উদাহরণঃ

তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ।	أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
বস্তুতঃ সে উত্থান হবে একটি বিকট শব্দ মাত্র	فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
তিনি বললেন তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না।	قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا
অতএব, এর কাফফরা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে;	فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
বস্তুতঃ যারা পাবে না, তারা হজ্জের দিনগুলোর মধ্যে রোজা রাখবে তিনটি আর সাতটি রোযা রাখবে ফিরে যাবার পর।	فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

৩। ক্রমবাচক সংখ্যা

স্ত্রী বাচক	পুরুষ বাচক	
الأُوْلىٰ	الأَوَّلُ	প্রথম
الثَّانِيَةُ	الثَّانِي	দ্বিতীয়
الثَّالِثَةُ	الثَّالِثُ	তৃতীয়
الرَّابِعَةُ	الرَّابِعُ	চতুর্থ
الْخَامِسَةُ	الخَامِسُ	পঞ্চম

السَّادِسَةُ	السَّادِسُ	ষষ্ঠ
السَّابِعَةُ	السَّابِعُ	সপ্তম
الثَّامِنَةُ	الثَّامِنُ	অষ্টম
التَّاسِعَةُ	التَّاسِعُ	নবম
العَاشِرَةُ	العَاشِرُ	দশম

ক্রমবাচক সংখ্যার উদাহরণ

আমি প্রথম পাঠ পড়েছিলাম	قَرَأْتُ الدَّرْسَ الأَوَّلَ	প্রথম পাঠ	الدَّرْسُ الأَوَّلُ
আমি দ্বিতীয় তলায় থাকি	أَسْكُنُ فِيْ الطَّابِقِ الثَّانِي	দ্বিতীয় তলা	الطَّابِقُ الثَّانِي
আমরা ৩য় ফ্লাটে গিয়েছিলাম	ذَهَبْنَا إِلَى الشَّقَّةِ الثَّالِثَةِ	তৃতীয় ফ্ল্যাট	الشَّقَّةُ الثَّالِثَةُ
হামিদ চতুর্থ বছরে পাস করেছিলো	نَجَحَ حَامِدٌ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ	চতুর্থ বছর	السَّنَةُ الرَّابِعَةُ
আমরা পঞ্চম দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম	دَخَلْنَا مِنَ الْبَابِ الْخَامِسِ	পঞ্চম দরজা	الْبَابُ الخَامِسُ
ষষ্ঠ পরীক্ষা আসছে	الإِمْتِحَانُ السَّادِسُ قَادِمٌ	ষষ্ঠ পরীক্ষা	الإِمْتِحَانُ السَّادِسُ
সপ্তম ঘরটি পরিচালকের	الْبَيْتُ السَّابِعُ لِلْمُدِيْرِ	সপ্তম ঘর	الْبَيْتُ السَّابِعُ
আব্বাস অষ্টম পৃষ্ঠা খুলেছিল	فَتَحَ عَبَّاسٌ الصَّفْحَةَ الثَّامِنَةَ	অষ্টম পৃষ্ঠা	الصَّفْحَةُ الثَّامِنَةُ
আমরা সেখানে নবম দিনে পৌঁছেছিলাম	وَصَلْنَا إِلىٰ هُنَاكَ فِي اليَوْمِ التَّاسِعِ	নবম দিন	اليَوْمُ التَّاسِعُ
আমরা এখানে দশম বছরে ফিরে এসেছিলাম	رَجَعْنَا هُنَا فِي السَّنَةِ العَاشِرَةِ	দশম বছর	السَّنَةُ العَاشِرَةُ

পুনরাবৃত্তিঃ

مَرَّةً أُخْرَى	أَوَّلُ مَرَّةٍ	كُلُّ مَرَّةٍ	ثَلاثَ مَرَّاتٍ	مَرَّتَانِ	مَرَّةً
দ্বিতীয়বার	প্রথমবার	সব সময়	তিন বার	দুইবার	একবার

উদাহরণ

যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম।	كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতি বছর তারা দু'একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ, তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না।	أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ
হে মুমিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

৪। ভগ্নাংশ

এক সপ্তমাংশ	سُبْعٌ	١/٧	অর্ধেক	نِصْفٌ	١/٢
এক অষ্টমাংশ	ثُمْنٌ	١/٨	এক তৃতীয়াংশ	ثُلُثٌ	١/٣
এক নবমাংশ	تُسْعٌ	١/٩	এক চতুর্থাংশ	رُبْعٌ	١/٤
এক দশমাংশ	عُشْرٌ	١/١٠	এক পঞ্চমাংশ	خُمْسٌ	١/٥
			এক ষষ্ঠাংশ	سُدُسٌ	١/٦

দেড়	ثَلاَثَةُ أَنْصَافٍ	٣/٢	দুইয়ের দুই	نِصْفانِ	٢/٢
তিনের তিন	ثَلاَثَةُ أَثْلاثٍ	٣/٣	দুই তৃতীয়াংশ	ثُلُثانِ	٢/٣
তিন চতুর্থাংশ	ثَلاَثَةُ أَرْباعٍ	٣/٤	চারের দুই	رُبُعانِ	٢/٤

ভগ্নাংশগুলো মুদাফ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

ছাত্রগণ আধা ঘন্টা আগে লাইব্রেরীতে ছিল	كَانَ الطُّلاَّبُ فِي الْمَكْتَبَةِ قَبْلَ نِصْفِ سَاعَةٍ
শিক্ষকটি পাঁচ মিনিট আগে ক্লাসরুমে ছিল	كَانَ الْمُدَرِّسُ فِي الفَصْلِ قَبْلَ خَمْسِ دَقَائِقَ

অনুশীলনী–২১.১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

	দুইজন ছাত্রী স্কুলে গেল
	তার তিনটি মেয়ে আছে
	আমি চারটি বই কিনলাম
	আমাদের ক্লাসে আটজন ছাত্রী ও দশজন ছাত্র
	একটি দলে এগারজন খেলোয়াড়
	সে বারোটি ফল কিনলো
	বাসটিতে ২৫জন পুরুষ ও ২৬জন মহিলা যাত্রী
	আমি ৮৮ দিনার ও ৫৭ ডলার জমিয়েছিলাম
	বইটির দাম ১০০ দিনার
	আমি বইটি ৩০০ ডলারে কিনলাম
	বছরে ৩৬৫ দিন

	বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪৪১জন ছাত্র পাশ করলো
	আমাদের স্কুলে ৫৩২ জন ছাত্রী
	তাদের গ্রামে ৩৪২৭ জন পুরুষ
	২য় প্রতিযোগীটি দুপুর ৩টায় পৌছালো
	আমি বইটির একাদশ অধ্যায় পড়লাম
	শিশুটি ১২তম মাসে জন্মেছিল
	গল্পটি ৫০তম পৃষ্ঠায়

শব্দার্থঃ

প্রতিযোগী	পাশ করা	দিনার	যাত্রী	খেলোয়াড়	সে কিনলো
مُتَسَابِقٌ	نَجَحَ	دِيْنَارٌ	رَاكِبٌ	لَاعِبٌ	اِشْتَرَى
বাস	ইউনিভার্সিটি	ডলার	দল	গল্প	পৌছালো
حَافِلَةٌ	جَامِعَةٌ	دُوْلَارٌ	طَائِفَةٌ	قِصَّةٌ	وَصَلَ

কুরআনীয় উদাহরণ

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেনঃ একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু' এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-	يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ

فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [٤:١١]

মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [٤:١٢]

আর, তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়; ওছিয়্যতের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্যে এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওছিয়্যতের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের, ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয়-ভাগের এক পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে ওছিয়্যতের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

অধ্যায়-২২ (দুর্বল ও নিরেট ক্রিয়া)

১। দুর্বল ক্রিয়া الْفِعْلُ الْمُعْتَلُّ ও নিরেট ক্রিয়া الْفِعْلُ الصَّحِيْحُ

ا و এবং ي কে বলা হয় حَرْفُ الْعِلَّةِ বা দুর্বল বর্ণ। যে ক্রিয়াতে হারফু ইল্লাত নাই তাকে فِعْلٌ صَحِيحٌ বা নিরেট ক্রিয়া বলে। নিরেট ক্রিয়া আবার তিন প্রকার।

নিরেট ক্রিয়া (فِعْلٌ صَحِيحٌ)

مُضَاعَفٌ		مَهْمُوزٌ		سَالِمٌ	
ف কালিমা ও ل কালিমা একই		ক্রিয়াতে أ আছে		ক্রিয়াতে أ নাই এবং ف কালিমা ও ل কালিমা এক নয়।	
সে হজ করলো	حَجَّ	সে খেলো	أَكَلَ	সে বসল	جَلَسَ
সে ক্ষতি করলো	ضَرَّ	সে প্রশ্ন করলো	سَأَلَ	সে গেলো	ذَهَبَ
সে মনে করলো	ظَنَّ	সে পড়লো	قَرَأَ	সে সাহায্য করলো	نَصَرَ

যে ক্রিয়াগুলোতে ا ي এবং و থাকে সেগুলোকে দুর্বল ক্রিয়া الْفِعْلُ الْمُعْتَلُّ বলে। যেমনঃ قَالَ , رَاَى ইত্যাদি। দুর্বল ক্রিয়ার লিখিত রূপে و কে ا (আলিফ) এবং ي কে ا (আলিফ) বা ى (আলিফ মাকসুরা) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তনের কয়েকটি সুত্র নিম্নরুপঃ

قَوَلَ > قَالَ خَوِفَ > خَافَ دَعَوَ > دَعَا	হরকতযুক্ত و এর আগে যবর থাকলে ا পরিনত হয়
سَيَرَ > سَارَ مَشَيَ > مَشَى بَكَيَ > بَكَى	হরকতযুক্ত ي এর আগে যবর থাকলে ا বা ى এ পরিনত হয়
نَسِيَ > نَسِيَ رَضِيَ > رَضِيَ	হরকতযুক্ত ي এর আগে যের থাকলে ي ই থেকে যায়

দুর্বল ক্রিয়াগুলো তিন প্রকার।

اَلنَّاقِصُ ل কালিমা দুর্বল		اَلْأَجْوَفُ ع কালিমা দুর্বল		اَلْمِثَالُ ف কালিমা দুর্বল	
সে পথ দেখালো	هَدَى (هَدَيَ)	সে হাটল	سَارَ (سَيَرَ)	সে পেল	وَجَدَ
সে ডাকল	دَعَا (دَعَوَ)	সে বলল	قَالَ (قَوَلَ)	সে রাখল	وَضَعَ
সে টিকে থাকল	بَكَى (بَكَيَ)	সে ঘুমালো	نَامَ (نَوِمَ)	সে উৎফুল্ল হল	يَسَرَ
সে দেখল	رَأَى (رَأَيَ)			ঘুম থেকে উঠল	يَقِظَ

পুর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা سَالِمٌ ক্রিয়া সম্পর্কে দেখেছি। এ অধ্যায়ে আমরা বাকী ক্রিয়াগুলো দেখবো।

২। الْمِثَالُ বা মিছাল ক্রিয়া

মিছাল ক্রিয়ার ف কালিমা দুর্বল। অর্থাৎ প্রথম বর্ণ و বা ي হয়। যেমনঃ

يَئِسَ	يَسَرَ	وَجَدَ	وَضَعَ
সে হতাশ হল	সে উৎফুল্ল হল	সে পেল	সে রাখল

এখানে আমরা মিছাল ক্রিয়াগুলোর ১৪ টি গঠন দেখি,

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
وَجَدُوْا	وَجَدَا	وَجَدَ	পুং
وَجَدْنَ	وَجَدَتَا	وَجَدَتْ	স্ত্রী
وَجَدْتُمْ	وَجَدْتُمَا	وَجَدْتَ	পুং
وَجَدْتُنَّ	وَجَدْتُمَا	وَجَدْتِ	স্ত্রী
وَجَدْنَا		وَجَدْتُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
وَضَعُوْا	وَضَعَا	وَضَعَ	পুং
وَضَعْنَ	وَضَعَتَا	وَضَعَتْ	স্ত্রী

وَضَعْتُمْ	وَضَعْتُمَا	وَضَعْتَ	পুং
وَضَعْتُنَّ	وَضَعْتُمَا	وَضَعْتِ	স্ত্রী
وَضَعْنَا		وَضَعْتُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَئِسُوْا	يَئِسَا	يَئِسَ	পুং
يَئِسْنَ	يَئِسَتَا	يَئِسَتْ	স্ত্রী
يَئِسْتُمْ	يَئِسْتُمَا	يَئِسْتَ	পুং
يَئِسْتُنَّ	يَئِسْتُمَا	يَئِسْتِ	স্ত্রী
يَئِسْنَا		يَئِسْتُ	উভয়

الْمِثَالُ ক্রিয়ার অতীত কাল থেকে বর্তমান কালে পরিবর্তনঃ

الْمُضَارِعُ	<< পরিবর্তন <<	الْمَاضِي
يَوْجِدُ < يَجِدُ يَوْهَبُ < يَهَبُ يَوْسَخُ	বাব ضَرَبَ–يَضْرِبُ এবং বাব فَتَحَ– يَفْتَحُ এর ক্ষেত্রে দুর্বল و বাদ যাবে। কিন্তু বাব سَمِعَ– يَسْمَعُ এর ক্ষেত্রে বাদ যায় না।	وَجَدَ وَهَبَ وَسِخَ
يَيْسَرُ	মিছাল ক্রিয়ার শুরুতে ي হলে তা সালিম ক্রিয়ার মত হয়।	يَسِرَ

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَجِدُوْنَ	يَجِدَانِ	يَجِدُ	পুং
يَجِدْنَ	تَجِدَانِ	تَجِدُ	স্ত্রী
تَجِدُوْنَ	تَجِدَانِ	تَجِدُ	পুং
تَجِدْنَ	تَجِدَانِ	تَجِدِيْنَ	স্ত্রী
نَجِدُ		أَجِدُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَضَعُوْنَ	يَضَعَانِ	يَضَعُ	পুং
يَضَعْنَ	تَضَعَانِ	تَضَعُ	স্ত্রী
تَضَعُوْنَ	تَضَعَانِ	تَضَعُ	পুং
تَضَعْنَ	تَضَعَانِ	تَضَعِيْنَ	স্ত্রী
نَضَعُ		أَضَعُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَيْئَسُونَ	يَيْئَسَانِ	يَيْئَسُ	পুং
يَيْئَسْنَ	تَيْئَسَانِ	تَيْئَسُ	স্ত্রী

تَيْئَسُونَ	تَيْئَسَانِ	تَيْئَسُ	পুং
تَيْئَسْنَ	تَيْئَسَانِ	تَيْئَسِيْنَ	স্ত্রী
نَيْئَسُ		أَيْئَسُ	উভয়

الْمِثَالُ ক্রিয়ার বর্তমান কাল থেকে আদেশবাচকে পরিবর্তনঃ

اَمْرٌ	<< পরিবর্তন <<	الْمُضَارِعُ
جِدْ هَبْ اِوْجَلْ > اِيْجَلْ	বাব ضَرَبَ–يَضْرِبُ এবং বাব فَتَحَ– يَفْتَحُ এর ক্ষেত্রে হামজাতুল ওয়াসালি আনতে হবে না। কিন্তু বাব سَمِعَ– يَسْمَعُ এর ক্ষেত্রে হামজাতুল ওয়াসালি আনতে হবে।	تَجِدُ تَهَبُ تَوْجَلُ
اِيْقَظْ	মিছাল ক্রিয়ার শুরুতে ي হলে তা সালিম ক্রিয়ার মত হয়।	يَيْقَظُ

أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
جِدُوْا	جِدَا	جِدْ	পুং
جِدْنَ	جِدَا	جِدِيْ	স্ত্রী
نَهْيٌ নিষেধ			
لَا تَجِدُوْا	لَا تَجِدَا	لَا تَجِدْ	পুং
لَا تَجِدْنَ	لَا تَجِدَا	لَا تَجِدِيْ	স্ত্রী

أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
ضَعُوْا	ضَعَا	ضَعْ	পুং
ضَعْنَ	ضَعَا	ضَعِيْ	স্ত্রী
نَهْيٌ নিষেধ			
لا تَضَعُوْا	لا تَضَعَا	لا تَضَعْ	পুং
لا تَضَعْنَ	لا تَضَعَا	لا تَضَعِيْ	স্ত্রী

মিছাল ক্রিয়ার উদাহরণ

الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
وَذْرٌ	ذَرْ	يَذَرُ	وَذَرَ	পেছনে ফেলা
وَضْعٌ	ضَعْ	يَضَعُ	وَضَعَ	রাখা
وُقُوعٌ	قَعْ	يَقَعُ	وَقَعَ	ঘটে যাওয়া
وَهْبٌ	هَبْ	يَهَبُ	وَهَبَ	দান করা
وُجُودٌ	جِدْ	يَجِدُ	وَجَدَ *	খুঁজে পাওয়া
وِرْثٌ	رِثْ	يَرِثُ	وَرِثَ	উত্তরাধিকারী হওয়া
وِزْرٌ	زِرْ	يَزِرُ	وَزَرَ	ওজন বহন করা
وَصْفٌ	صِفْ	يَصِفُ	وَصَفَ	বর্ণনা করা
وَعْدٌ	عِدْ	يَعِدُ	وَعَدَ *	ওয়াদা করা
وِقَايَةٌ	قِ	يَقِي	وَقَى *	রক্ষা করা

سَعَةٌ	سَعْ	يَوْسَعُ	وَسِعَ	আয়ত্ব করা
وَصْلٌ	صِلْ	يَصِلُ	وَصَلَ	পৌছানো
يَسَرٌ	إِيْسَرْ	يَيْسَرُ	يَسِرَ	সহজ হওয়া
يَفْعٌ	اِيْفَعْ	يَيْفَعُ	يَفَعَ	বেড়ে ওঠা
يَبْسٌ	اِيْبَسْ	يَيْبَسُ	يَبِسَ	শুকানো
يَأْسٌ	اِيئَسْ	يَيْئَسُ	يَئِسَ	আশা ছেড়ে দেওয়া

যে সকল ক্রিয়া মূলের প্রথম অক্ষর و সেগুলোর মাসদার দুরকম। একটাতে و বাদ যাবে এবং ة শেষে আসবে। যেমনঃ

صِفَةٌ	وَصْفٌ	وَصِفَ	সে বর্ণনা করল
عِظَةٌ	وَعْظٌ	وَعَظَ	অনুযোগ
ثِقَةٌ	وَثْقٌ	وَثِقَ	সে বিশ্বাস করল

অনুশীলনী–২২.১

আরবিতে অনুবাদ করো [*অতীত কালের না বোধকের জন্য لَمْ এবং ভবিষ্যত কালের না বোধকের জন্য لَنْ ব্যবহার বাধ্যতামূলক]

	আমি কলমটি খুঁজে পেয়েছিলাম
	খালিদ তার বাবার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হবে
	খাতাটি টেবিলের উপর রাখো
	আশা ছেড়ে দিও না
	আমিনা মক্কায় পৌঁছাতে পারে নি

	কেউ কারো ওজন বহন করবে না

কুরানীয় উদাহরণঃ

অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো বলল, হে আমার রব! আমি একে কন্যা প্রসব করেছি।	فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ
অবশেষে তিনি যখন সুর্যের অস্তাচলে পৌছলেন; তখন তিনি সুর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন।	حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا
আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও পুরস্কার স্বরূপ দিলাম ইয়াকুব এবং প্রত্যেককেই সৎকর্ম পরায়ণ করলাম।	وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ
যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে,	إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর।	الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ
যারা আল্লাহর আয়াত সমূহ ও তাঁর সাক্ষাত অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে	وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي
এবং যারা বজায় রাখে ঐ সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন	وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ
যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।	يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ

৩। الْأَجْوَفُ বা আজওয়াফ ক্রিয়া

الْأَجْوَفُ ক্রিয়ার ع কালিমা দুর্বল। অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ণ و বা ي হয়। লিখিত রূপে و এবং ي কে ا (আলিফ) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। যেমনঃ

خَافَ (خَوِفَ)	نَامَ (نَوِمَ)	سَارَ (سَيَرَ)	قَالَ (قَوَلَ)
সে ভয় পেল	সে ঘুমালো	সে হাটলো	সে বলল

এখানে তাঁর ১৪ টি গঠন দেখি,

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
جَاؤُوْا	جَاءَا	جَاءَ	পুং
جِئْنَ *	جَاءَتَا	جَاءَتْ	স্ত্রী
جِئْتُمْ	جِئْتُمَا	جِئْتَ	পুং
جِئْتُنَّ	جِئْتُمَا	جِئْتِ	স্ত্রী
جِئْنَا		جِئْتُ	উভয়

*মূলত এটা ছিল جَائْنَ । দুই সুকুনের মিলন রোধে দুর্বলটা বাদ দেওয়া হয়েছে। আর বাব نَصَرَ হলে ف কালিমায় পেশ, নইলে যের।

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
قَالُوْا	قَالاَ	قَالَ	পুং
قُلْنَ *	قَالَتَا	قَالَتْ	স্ত্রী
قُلْتُمْ	قُلْتُمَا	قُلْتَ	পুং
قُلْتُنَّ	قُلْتُمَا	قُلْتِ	স্ত্রী
قُلْنَا		قُلْتُ	উভয়

*মূলত এটা ছিলقَاْلْنَ। দুই সুকুনের মিলন রোধে দুর্বলটা বাদ দেওয়া হয়েছে। আর বাব نَصَرَ হলে ف কালিমায় পেশ, নইলে যের।

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
نَامُوْا	نَامَا	نَامَ	পুং
نِمْنَ *	نَامَتَا	نَامَتْ	স্ত্রী
نِمْتُمْ	نِمْتُمَا	نِمْتَ	পুং
نِمْتُنَّ	نِمْتُمَا	نِمْتِ	স্ত্রী
نِمْنَا		نِمْتُ	উভয়

*মূলত এটা ছিল نَأْمَنَ । দুই সুকুনের মিলন রোধে দুর্বলটা বাদ দেওয়া হয়েছে। আর বাব نَصَرَ হলে ف কালিমায় পেশ, নইলে যের।

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
بَاعُوْا	بَاعَا	بَاعَ	পুং
بِعْنَ	بَاعَتَا	بَاعَتْ	স্ত্রী
بِعْتُمْ	بِعْتُمَا	بِعْتَ	পুং
بِعْتُنَّ	بِعْتُمَا	بِعْتِ	স্ত্রী
بِعْنَا		بِعْتُ	উভয়

নিচে এর অতীত কাল থেকে বর্তমান কালে পরিবর্তন দেখি,

الْمُضَارِعُ	<< পরিবর্তন <<	الْمَاضِي
يَقْوُلُ > يَقُوْلُ يَخْاَفُ > يَخَافُ يَسْيِرُ > يَسِيْرُ	উচ্চারণের সুবিধার জন্য সুকুন ও হারাকাত তাদের অবস্থানের বদল করবে	قَالَ (قَوَلَ) خَافَ (خَوِفَ) سَارَ (سَيَرَ)

বর্তমান কালের ক্রিয়া الْمُضَارِعُ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَجِيْئُوْنَ	يَجِيْئَانِ	يَجِيْءُ	পুং
يَجِئْنَ	تَجِيْئَانِ	تَجِيْءُ	স্ত্রী
تَجِيْئُوْنَ	تَجِيْئَانِ	تَجِيْءُ	পুং
تَجِئْنَ	تَجِيْئَانِ	تَجِيْئِيْنَ	স্ত্রী
نَجِيْءُ		أَجِيْءُ	উভয়

বর্তমান কালের ক্রিয়া الْمُضَارِعُ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَقُوْلُوْنَ	يَقُوْلاَنِ	يَقُوْلُ	পুং
يَقُلْنَ	تَقُوْلاَنِ	تَقُوْلُ	স্ত্রী
تَقُوْلُوْنَ	تَقُوْلاَنِ	تَقُوْلُ	পুং
تَقُلْنَ	تَقُوْلاَنِ	تَقُوْلِيْنَ	স্ত্রী
نَقُوْلُ		أَقُوْلُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَنَامُوْنَ	يَنَامَانِ	يَنَامُ	পুং
يَنَمْنَ	تَنَامَانِ	تَنَامُ	স্ত্রী
تَنَامُوْنَ	تَنَامَانِ	تَنَامُ	পুং
تَنَمْنَ	تَنَامَانِ	تَنَامِيْنَ	স্ত্রী
نَنَامُ		أَنَامُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَبِيْعُوْنَ	يَبِيْعَانِ	يَبِيْعُ	পুং
يَبِعْنَ	تَبِيْعَانِ	تَبِيْعُ	স্ত্রী
تَبِيْعُوْنَ	تَبِيْعَانِ	تَبِيْعُ	পুং
تَبِعْنَ	تَبِيْعَانِ	تَبِيْعِيْنَ	স্ত্রী
نَبِيْعُ		أَبِيْعُ	উভয়

الْأَجْوَفُ ক্রিয়ার বর্তমান কাল থেকে আদেশবাচকে পরিবর্তনঃ

أَمْرٌ	<< পরিবর্তন <<	الْمُضَارِعُ
قُوْلْ < قُلْ سِيْرْ < سِرْ خَافْ < خَفْ	এক্ষেত্রে হামজাতুল ওয়াসলি আনতে হয় না যেহেতু হারফু মুদারিয়া বাদ দিলে উচ্চারনে সমস্যা হয় না। আর দুই সাকিনের মিলন রোধ করতে দুর্বল অক্ষরটি উঠে যাবে।	تَقُوْلُ تَسِيْرُ تَخَافُ

أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
قُوْلُوْا	قُوْلَا	قُلْ	পুং
قُلْنَ	قُوْلَا	قُوْلِيْ	স্ত্রী
نَهْيٌ নিষেধ			
لَا تَقُوْلُوْا	لَا تَقُوْلَا	لَا تَقُلْ	পুং
لَا تَقُلْنَ	لَا تَقُوْلَا	لَا تَقُوْلِيْ	স্ত্রী

أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
جِئُوْا	جِئَا	جِئْ	পুং
جِئْنَ	جِئَا	جِئِيْ	স্ত্রী

নিষেধ نَهْيٌ			
পুং	لا تَجِئْ	لا تَجِيْئَا	لا تَجِيْئُوْا
স্ত্রী	لا تَجِيْئِي	لا تَجِيْئَا	لا تَجِئْنَ

আজওয়াফ ক্রিয়ার উদাহরণ

ক্রিয়া	الْمَاضِي	الْمُضَارِعُ	أَمْرٌ	الْمَصْدَرُ
তাওবা করা	تَابَ	يَتُوبُ	تُبْ	تَوْبَةٌ
স্বাদ নেওয়া	ذَاقَ	يَذُوقُ	ذُقْ	ذَوْقٌ
সফল হওয়া	فَازَ	يَفُوزُ	فُزْ	فَوْزٌ
বলা	قَالَ *	يَقُولُ	قُلْ	قَوْلٌ
দাঁড়ানো	قَامَ	يَقُومُ	قُمْ	قِيَامٌ، قَوْمَةٌ
হওয়া	كَانَ *	يَكُونُ	كُنْ	كَوْنٌ
মরে যাওয়া	مَاتَ	يَمُوتُ	مُتْ	مَوْتٌ
ভীত হওয়া	خَافَ	يَخَافُ	خَفْ	خَوْفٌ
প্রায় হওয়া	كَادَ	يَكَادُ	كَدْ	كَوْدٌ
কৌশল করা	كَادَ	يَكِيدُ	كِدْ	كَيْدٌ
বাড়ানো	زَادَ *	يَزِيدُ	زِدْ	زِيَادَةٌ
বিক্রি করা	بَاعَ	يَبِيْعُ	بِعْ	بَيْعٌ
হাঁটা	سَارَ	يَسِيْرُ	سِرْ	سَيْرٌ

عَيْشٌ	عِشْ	يَعِيْشُ	عَاشَ	বেঁচে থাকা
غِيَابٌ	غِبْ	يَغِيْبُ	غَابَ	অনুপস্থিত থাকা
عِيَاذٌ	عُذْ	يَعُوذُ	عَاذَ	আশ্রয় চাওয়া
كَيْلٌ	كِلْ	يَكِيْلُ	كَالَ	পরিমাপ করা
زِيَارَةٌ	زُرْ	يَزُوْرُ	زَارَ	পরিদর্শন করা
طَوْفٌ	طُفْ	يَطُوْفُ	طَافَ	তাওয়াফ করা

অনুশীলনী–২২.২

আরবিতে অনুবাদ করো [*অতীত কালের না বোধকের জন্য لَمْ এবং ভবিষ্যত কালের না বোধকের জন্য لَنْ ব্যবহার বাধ্যতামূলক]

	মেয়েরা ভয় পেয়েছিল
	আমরা আল্লাহর কাছে শাইত্বান থেকে আশ্রয় চাই
	ফাতিমা, আল্লাহর কাছে তাওবা করো
	ছাত্রীরা, অনুপস্থিত থেকো না
	তারা (দু'জন) মারা যায় নি
	তুমি সফল হবে না

কুরানীয় উদাহরণঃ

তিনি বললেন, হে আদম, ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম।	قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ
তারা বললঃ আল্লাহ মহান, আমরা তার সম্পর্কে মন্দ কিছু জানি না।	قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ

তারা ইতিপূর্বে স্বাচ্ছন্দ্যশীল ছিল।	إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ
তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি	إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ
আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে।	وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
অতঃপর মূসা (আঃ) যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তুর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেল।	فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا
তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।	إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى
অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন।	فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
তোমাদের পুর্বে যারা কাফের ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌছেনি? তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে,	أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ
এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও।	حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে আশংকা করে পক্ষপাতিত্বের অথবা কোন অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন গোনাহ হবে না।	فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না।	فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ

তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা সেটা জবাই করল, অথচ জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না।	قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ
আমরা যখন মরে যাব, এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব?	أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহর ফেরেশতাগনের এবং সমগ্র মানুষের লা'নত।	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যেকার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো? অতএব যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে।	وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
আর যখন তাদের মধ্যে থেকে এক সম্প্রদায় বলল, কেন সে লোকদের সদুপদেশ দিচ্ছেন,	وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا
বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার,	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো	وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ
তারা তথায় যা চাইবে, তাই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।	لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

৪। النَّاقِصُ বা নাকিস ক্রিয়া

النَّاقِصُ ক্রিয়ার ل কালিমা দুর্বল। অর্থাৎ শেষ বর্ণ و বা ي হয়। লিখিত রূপে و কে ا (আলিফ) এবং ي কে ى (আলিফ মাকসুরা) দ্বারা পরিবর্তন করা হয় অথবা ي ই থেকে যায়। যেমনঃ

رَأَى (رَأَيَ)	بَكَى (بَكَيَ)	دَعَا (دَعَوَ)	هَدَى (هَدَيَ)
সে দেখল	সে টিকে গেল	সে ডাকল	সে পথ দেখালো

এখানে তাঁর ১৪ টি গঠন দেখি,

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
دَعَوْا	دَعَوَا	دَعَا	পুং
دَعَوْنَ	دَعَتَا	دَعَتْ	স্ত্রী
دَعَوْتُمْ	دَعَوْتُمَا	دَعَوْتَ	পুং
دَعَوْتُنَّ	دَعَوْتُمَا	دَعَوْتِ	স্ত্রী
دَعَوْنَا		دَعَوْتُ	উভয়

লক্ষণীয়ঃ

- ৩য় পুরুষের দ্বিবচনে মূল অক্ষর و ফিরে এসেছে
- ৩য় পুরুষের বহুবচনে ل কালিমা উঠে যায়। যেমনঃ دَعَوُوْا > دَعَوْا
- .দুই সুকুনের মিলন রোধে دَعَاْتْ এর দুর্বল অক্ষরটি উঠে গিয়ে হবে دَعَتْ
- মুতাহাররিক সর্বনাম (نَ، تَ، تُمَا، تُمْ، تِ، تُمَا، تُنَّ، تُ، نَا) গুলোতে ل কালিমা স্বরূপে ফিরে আসে।

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
مَشَوْا	مَشَيَا	مَشَى	পুং
مَشَيْنَ	مَشَتَا	مَشَتْ	স্ত্রী
مَشَيْتُمْ	مَشَيْتُمَا	مَشَيْتَ	পুং
مَشَيْتُنَّ	مَشَيْتُمَا	مَشَيْتِ	স্ত্রী
مَشَيْنَا		مَشَيْتُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
نَسُوْا*	نَسِيَا	نَسِيَ	পুং
نَسِيْنَ	نَسِيَتَا	نَسِيَتْ	স্ত্রী
نَسِيْتُمْ	نَسِيْتُمَا	نَسِيْتَ	পুং
نَسِيْتُنَّ	نَسِيْتُمَا	نَسِيْتِ	স্ত্রী
نَسِيْنَا		نَسِيْتُ	উভয়

* و এর আগে যের হয় না তাই نَسِوْا > نَسُوْا হবে।

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
رَأَوْا	رَأَيَا	رَأَى	পুং
رَأَيْنَ	رَأَتَا	رَأَتْ	স্ত্রী
رَأَيْتُمْ	رَأَيْتُمَا	رَأَيْتَ	পুং
رَأَيْتُنَّ	رَأَيْتُمَا	رَأَيْتِ	স্ত্রী
رَأَيْنَا		رَأَيْتُ	উভয়

النَّاقِصُ ক্রিয়ার বর্তমান কালে লক্ষ্যণীয়ঃ

মারফুঃ

১. লাম কালিমা (و বা ي) ফিরে আসে এবং লাম কালিমায় পেশের বদলে সুকুন হয়। যেমনঃ

الْمُضَارِعُ	<= **পরিবর্তন** <=	**الْمَاضِي**
يَدْعُوْ	يَدْعُوُ	دَعَا (دَعَوَ)
يَبْكِيْ	يَبْكِيُ	بَكَى (بَكَيَ)
يَنْسَى	يَنْسَيُ	نَسِيَ (نَسِيَ)

২. ৩য় পুরুষের বহুবচনে ل কালিমা উঠে যায়। যেমনঃ

يَدْعُوُوْنَ => يَدْعُوْنَ যেখানে وُ তুলে দেওয়া হয়েছে।

يَنْسَيُوْنَ => يَنْسَوْنَ যেখানে يُ তুলে দেওয়া হয়েছে।

تَدْعُوِيْنَ => تَدْعِيْنَ যেখানে وِ তুলে দেওয়া হয়েছে আর ي এর আগে পেশ আসে না তাই عُ কে عِ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

ٱلْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَدْعُوْنَ	يَدْعُوَانِ	يَدْعُوْ	পুং
يَدْعُوْنَ	تَدْعُوَانِ	تَدْعُوْ	স্ত্রী
تَدْعُوْنَ	تَدْعُوَانِ	تَدْعُوْ	পুং
تَدْعُوْنَ	تَدْعُوَانِ	تَدْعِيْنَ	স্ত্রী
نَدْعُوْ		أَدْعُوْ	উভয়

ٱلْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَمْشُوْنَ	يَمْشِيَانِ	يَمْشِيْ	পুং
يَمْشِيْنَ	تَمْشِيَانِ	تَمْشِيْ	স্ত্রী
تَمْشُوْنَ	تَمْشِيَانِ	تَمْشِيْ	পুং
تَمْشِيْنَ	تَمْشِيَانِ	تَمْشِيْنَ	স্ত্রী
نَمْشِيْ		أَمْشِيْ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَنْسَوْنَ	يَنْسَيَانِ	يَنْسَى	পুং
يَنْسَيْنَ	تَنْسَيَانِ	تَنْسَى	স্ত্রী
تَنْسَوْنَ	تَنْسَيَانِ	تَنْسَى	পুং
تَنْسَيْنَ	تَنْسَيَانِ	تَنْسَيْنَ	স্ত্রী
نَنْسَى		أَنْسَى	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَرَوْنَ	يَرَيَانِ	يَرَى	পুং
يَرَيْنَ	تَرَيَانِ	تَرَى	স্ত্রী
تَرَوْنَ	تَرَيَانِ	تَرَى	পুং
تَرَيْنَ	تَرَيَانِ	تَرَيْنَ	স্ত্রী
نَرَى		أَرَى	উভয়

মানসুবঃ

১. و এবং ي দ্বারা শেষ হওয়া ক্রিয়ার উপর যবর উচ্চারিত হয় কিন্তু আলিফ দ্বারা শেষ হওয়া যবর উচ্চারিত হয় না। যেমনঃ لَنْ يَبْكِيَ ، لَنْ يَدْعُوَ কিন্তু لَنْ يَنْسَى

মাজ্জুমঃ

১। ل কালিমা উঠে যায়।

যেমন, لَمْ يَدْعُوْ => لَمْ يَدْعُ অনুরূপ ভাবে, اُدْعُ

لَمْ يَبْكِيْ => لَمْ يَبْكِ অনুরূপ ভাবে, اِبْكِ

لَمْ يَنْسَىْ => لَمْ يَنْسَ অনুরূপ ভাবে, اِنْسَ

أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اُدْعُوْا	اُدْعُوَا	اُدْعُ	পুং
اُدْعُوْنَ	اُدْعُوَا	اُدْعِيْ	স্ত্রী
نَهْيْ নিষেধ			
لا تَدْعُوْا	لا تَدعُوَا	لا تَدْعُ	পুং
لا تَدْعُوْنَ	لا تَدعُوَا	لا تَدْعِيْ	স্ত্রী

أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اِمْشُوْا	اِمْشِيَا	اِمْشِ	পুং
اِمْشِيْنَ	اِمْشِيَا	اِمْشِيْ	স্ত্রী
نَهْيْ নিষেধ			
لا تَمْشُوْا	لا تَمْشِيَا	لا تَمْشِ	পুং
لا تَمْشِيْنَ	لا تَمْشِيَا	لا تَمْشِيْ	স্ত্রী

নাকিস ক্রিয়ার উদাহরণ

ক্রিয়া	الْمَاضِي	الْمُضَارِعُ	أَمْرٌ	الْمَصْدَرُ
তিলাওয়াত করা	تَلَا	يَتْلُوْ	اُتْلُ	تِلَاوَةٌ
ডাকা	دَعَا	يَدْعُوْ	اُدْعُ	دُعَاءٌ
ক্ষমা করা	عَفَا	يَعْفُوْ	اُعْفُ	عَفْوٌ
অভিযোগ করা	شَكَا	يَشْكُوْ	اُشْكُ	شِكَايَةٌ
মুছে ফেলা	مَحَا	يَمْحُوْ	اُمْحُ	مَحْوٌ
আশা করা	رَجا	يَرْجُوْ	اُرْجُ	رَجَاءٌ
হাঁটা	مَشَى	يَمْشِيْ	اِمْشِ	مشْيٌ
পান করানো	سَقَى	يَسْقِيْ	اِسْقِ	سَقْيٌ
বানানো	بَنَى	يَبْنِيْ	اِبْنِ	بِنَاءٌ
খুব চাওয়া	بَغَى	يَبْغِيْ	اِبْغِ	بَغْيٌ
নিষেধ করা	نَهَى	يَنْهَى	اِنْهَ	نَهْيٌ
প্রবাহিত হওয়া	جَرَى	يَجْرِي	اِجْرِ	جَرَيَانٌ
বিচার করা	قَضَى	يَقْضِي	اِقْضِ	قَضَاءٌ
যথেষ্ট হওয়া	كَفَى	يَكْفِي	اِكْفِ	كِفَايَةٌ
পথ দেখানো	هَدَى	يَهْدِي	اِهْدِ	هِدَايَةٌ
বোঝানো	عَنَى	يَعْنِي	اِعْنِ	عَنْيٌ

خَشْيَةٌ	اِخْشَ	يَخْشَى	خَشِيَ	ভয় করা
رِضْوَانٌ	اِرْضَ	يَرْضَى	رَضِيَ	সন্তুষ্ট হওয়া
نِسْيَانٌ	اِنْسَ	يَنْسَى	نَسِيَ	ভুলে যাওয়া
بَقَاءٌ	اِبْقَ	يَبْقَى	بَقِيَ	স্থায়ী হওয়া
لِقَاءٌ	اِلْقَ	يَلْقَى	لَقِيَ	মিলিত হওয়া

অনুশীলনী–২২.৩

আরবিতে অনুবাদ করো [*অতীত কালের না বোধকের জন্য لَمْ এবং ভবিষ্যত কালের না বোধকের জন্য لَنْ ব্যবহার বাধ্যতামূলক]

	আইশা কুর'আন তিলাওয়াত করেছিল
	তারা ভুলে গিয়েছিল
	তারা (দু'জন) সকালে বাগানে হাঁটে
	আমরা আল্লাহ্‌র রহমত আশা করি
	আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে অভিযোগ করো না
	তোমরা (দু'জন) ভয় করো না
	তাকে কেউ নিষেধ করে নি
	তারা আমাদের পানি পান করায় নি
	ছাত্ররা, বোর্ডটি মুছো
	দুনিয়ার জীবন স্থায়ী হবে না

কুরানীয় উদাহরণঃ

মূসা বললেনঃ হে হারুন, তুমি যখন তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট হতে দেখলে, তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল ?	قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا
আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে?	أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ
নিশ্চয় আল্লাহ অবিবেচকদেরকে পথ দেখান না।	إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি;	قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا
তারপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও।	ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলেঃ আমরা মুসলমান হয়েছি। আর যখন পরস্পরের সাথে নিভৃতে অবস্থান করে, তখন বলে, পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যা প্রকাশ করেছেন, তা কি তাদের কাছে বলে দিচ্ছ?	وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
তারা বলল, আমরা শুনেছি আর অমান্য করেছি। কুফরের কারণে তাদের অন্তরে গোবৎসপ্রীতি পান করানো হয়েছিল।	قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ
যদি আপনি আহলে কিতাবদের কাছে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কেবলা মেনে নেবে না এবং আপনিও তাদের কেবলা মানেন না।	وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ
বিদ্যুতালোকে যখন সামান্য আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে।	كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী	وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ

থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে,	الْهَوَىٰ
ফেরাউনের নিকট যাও, সে দারুণ উদ্ধত হয়ে গেছে।	اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ
তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা সরে না যায়।	قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ
যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।	وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ
আপনি বলুন, আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হতে ভয় পাই কেননা, আমি একটি মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় করি।	قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
অতঃপর যখন তাঁরা দুই সুমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছালেন, তখন তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন।	فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا
তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় কর।	جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ
যদি আপনি সত্যবাদী হন, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে আনেন না কেন?	لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে	سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
অর্থাৎ আল্লাহর একজন রসূল, যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা,	رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً
এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে,	وَهُوَ يَخْشَىٰ

এবং দর্শকদের জন্যে জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে,	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ
শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে।	وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

৫। اللَّفِيْفُ বা লাফিফ ক্রিয়া

যে ক্রিয়া মূলের একাধিক অক্ষর দুর্বল তাকে الْفِعْلُ اللَّفِيْفُ বলে। যেমনঃ

قَوِيَ	حَيِيَ	وَنَى	وَقَى
সে দৃঢ় হল	সে বেচে থাকল	সে দুর্বল হলো	সে রক্ষা করলো

এখানে তাঁর ১৪ টি গঠন দেখি,

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
وَقَوْا	وَقَيَا	وَقَى	পুং
وَقَيْنَ	وَقَتَا	وَقَتْ	স্ত্রী
وَقَيْتُمْ	وَقَيْتُمَا	وَقَيْتَ	পুং
وَقَيْتُنَّ	وَقَيْتُمَا	وَقَيْتِ	স্ত্রী
وَقَيْنَا		وَقَيْتُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
حَيُوْا	حَيِيَا	حَيِيَ	পুং
حَيِيْنَ	حَيِيَتَا	حَيِيَتْ	স্ত্রী
حَيِيْتُمْ	حَيِيْتُمَا	حَيِيْتَ	পুং
حَيِيْتُنَّ	حَيِيْتُمَا	حَيِيْتِ	স্ত্রী
حَيِيْنَا		حَيِيْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَقُوْنَ	يَقِيَانِ	يَقِيْ	পুং
يَقِيْنَ	تَقِيَانِ	تَقِيْ	স্ত্রী
تَقُوْنَ	تَقِيَانِ	تَقِيْ	পুং
تَقِيْنَ	تَقِيَانِ	تَقِيْنَ	স্ত্রী
نَقِيْ		أَقِيْ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَحْيَوْنَ	يَحْيَيَانِ	يَحْيَ	পুং
يَحْيَيْنَ	تَحْيَيَانِ	تَحْيَ	স্ত্রী
تَحْيَوْنَ	تَحْيَيَانِ	تَحْيَ	পুং
تَحْيَيْنَ	تَحْيَيَانِ	تَحْيَيْنَ	স্ত্রী
نَحْيَ		أَحْيَ	উভয়

أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
قُوْا	قِيَا	قِ	পুং
قِيْنَ	قِيَا	قِيْ	স্ত্রী
نَهْيْ নিষেধ			
لا تَقُوْا	لا تَقِيَا	لا تَقِ	পুং
لا تَقِيْنَ	لا تَقِيَا	لا تَقِيْ	স্ত্রী

৬। الْمَهْمُوْزُ বা মাহমুজ ক্রিয়া

যে ক্রিয়া মূলের একটি অক্ষর أ তাকে الْفِعْلُ الْمَهْمُوْزُ বলে। যেমনঃ

الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
سُؤَالٌ	سَلْ/ اِسْئَلْ	يَسْأَلُ	سَأَلَ	প্রশ্ন করা
قِرَاءَةٌ	اِقْرَأْ	يَقْرَأُ	قَرَأَ	পড়া
أَخْذٌ	خُذْ	يَأْخُذُ	أَخَذَ	ধরা
أَكْلٌ	كُلْ	يَأْكُلُ	أَكَلَ	খাওয়া
أَمْرٌ	مُرْ	يَأْمُرُ	أَمَرَ *	আদেশ করা
أَمْنٌ	اِيْمَنْ	يَأْمَنُ	أَمِنَ	নিরাপদ হওয়া
اِبَاءٌ	اِيْبَ	يَأْبَى	أَبَى	অমান্য করা
رَأْيٌ	رَ	يَرَى	رَأَى *	দেখা
اِتْيَانٌ	اِيْتِ	يَأْتِي	أَتَى *	আসা
مَشِيئَةٌ	شَأْ	يَشَاءُ	شَاءَ *	চাওয়া
سَوْءٌ	سُؤْ	يَسُوءُ	سَاءَ	খারাপ হওয়া
مَجِيءٌ	جِئْ	يَجِيءُ	جَاءَ	আসা

লক্ষণীয়ঃ

- ف কালিমা হামজাহ হলে أَمْرٌ এর ক্ষেত্রে প্রথমে হামজাতুল ওয়াসলি নাও আসতে পারে। যেমনঃ

  أَكَلَ – يَأْكُلُ – كُلْ

- ع কালিমা হামজাহ হলে হামজাতুল ওয়াসলি থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। যেমনঃ

  سَأَلَ – يَسْأَلُ – اِسْئَلْ/ سَلْ

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
أَكَلُوْا	أَكَلَا	أَكَلَ	পুং
أَكَلْنَ	أَكَلَتَا	أَكَلَتْ	স্ত্রী
أَكَلْتُمْ	أَكَلْتُمَا	أَكَلْتَ	পুং
أَكَلْتُنَّ	أَكَلْتُمَا	أَكَلْتِ	স্ত্রী
أَكَلْنَا		أَكَلْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَأْكُلُوْنَ	يَأْكُلَانِ	يَأْكُلُ	পুং
يَأْكُلْنَ	تَأْكُلَانِ	تَأْكُلُ	স্ত্রী
تَأْكُلُوْنَ	تَأْكُلَانِ	تَأْكُلُ	পুং
تَأْكُلْنَ	تَأْكُلَانِ	تَأْكُلِيْنَ	স্ত্রী
نَأْكُلُ		آكُلُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
سَأَلُوْا	سَأَلا	سَأَلَ	পুং
سَأَلْنَ	سَأَلَتَا	سَأَلَتْ	স্ত্রী
سَأَلْتُمْ	سَأَلْتُمَا	سَأَلْتَ	পুং
سَأَلْتُنَّ	سَأَلْتُمَا	سَأَلْتِ	স্ত্রী
سَأَلْنَا		سَأَلْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَسْأَلُوْنَ	يَسْأَلَانِ	يَسْأَلُ	পুং
يَسْأَلْنَ	تَسْأَلَانِ	تَسْأَلُ	স্ত্রী
تَسْأَلُوْنَ	تَسْأَلَانِ	تَسْأَلُ	পুং
تَسْأَلْنَ	تَسْأَلَانِ	تَسْأَلِيْنَ	স্ত্রী
نَسْأَلُ		أَسْأَلُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
قَرَأُوْا	قَرَآ	قَرَأَ	পুং
قَرَأْنَ	قرأَتَا	قَرَأَتْ	স্ত্রী
قَرَأْتُمْ	قَرَأْتُمَا	قَرَأْتَ	পুং
قَرَأْتُنَّ	قَرَأْتُمَا	قَرَأْتِ	স্ত্রী
قَرَأْنَا		قَرَأْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَقْرَأُوْنَ	يَقْرَآنِ	يَقْرَأُ	পুং
يَقْرَأْنَ	تَقْرَآنِ	تَقْرَأُ	স্ত্রী
تَقْرَأُوْنَ	تَقْرَآنِ	تَقْرَأُ	পুং
تَقْرَأْنَ	تَقْرَآنِ	تَقْرَئِيْنَ	স্ত্রী
نَقْرَأُ		أَقْرَأُ	উভয়

أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
كُلُوْا	كُلَا	كُلْ	পুং
كُلْنَ	كُلَا	كُلِيْ	স্ত্রী
نَهْيٌ নিষেধ			
لا تَأْكُلُوْا	لا تَأْكُلَا	لا تَأْكُلْ	পুং
لا تَأْكُلْنَ	لا تَأْكُلَا	لا تَأْكُلِيْ	স্ত্রী

أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اِقْرَءُوْا	اِقْرَءَا	اِقْرَأْ	পুং
اِقْرَئْنَ	اِقْرَءَا	اِقْرَئِيْ	স্ত্রী
نَهْيٌ নিষেধ			
لا تَقْرَءُوْا	لا تَقْرَءَا	لا تَقْرَأْ	পুং
لا تَقْرَئْنَ	لا تَقْرَءَا	لا تَقْرَئِيْ	স্ত্রী

অনুশীলনী–২২.৪

আরবিতে অনুবাদ করো [*অতীত কালের না বোধকের জন্য لَمْ এবং ভবিষ্যত কালের না বোধকের জন্য لَنْ ব্যবহার বাধ্যতামূলক]

	তারা দু'জন স্কুলে আসে নি
	যায়নাব সূরা বাক্বারা পড়ছে
	[তোমরা দু'জন] এই ফলটি খাও
	আদেশ করবে না
	আমি প্রশ্ন করি নি
	তারা সূর্য দেখবে না

কুরানীয় উদাহরণঃ

যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতিত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে।	يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا
ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত	وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বললঃ তোমরা কি জান না যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা অন্যায় করেছো?	قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ
একব্যক্তি চাইল, সেই আযাব সংঘটিত হোক যা অবধারিত-	سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ
অতএব, যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন।	فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

৭। الْمُضَعَّفُ বা মুদায়াফ ক্রিয়া

আল মুদা'য়াফ হল এমন ক্রিয়াপদ যার ع কালিমা ও ل কালিমা একই। যেমনঃ حَجَّ অর্থ সে হাজ্ব করলো।

حَجَّ হল মূলত حَجَجَ যার ع কালিমার "হারকাত" উঠে গিয়ে হয়েছে حَجْجَ => حَجَّ ।

কিন্তু মুতাহাররিক সর্বনামের ক্ষেত্রে হারকাত ফিরে আসে। যেমনঃ حَجَجْنَ , حَجَجْتَ ,

حَجَجْتُمَا .... حَجَجْنَا

الْمُضَارِعُ এর ক্ষেত্রেও সাকিন সর্বনামের ক্ষেত্রে ل কালিমার "হারকাত" উঠে যায়। যেমনঃ

يَحْجُجُ => يَحُجُّ কিন্তু মুতাহাররিক সর্বনামের ক্ষেত্রে হারকাত ফিরে আসে। যেমনঃ يَحْجُجْنَ

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
حَجُّوْا	حَجَّا	حَجَّ	পুং
حَجَجْنَ	حَجَّتَا	حَجَّتْ	স্ত্রী
حَجَجْتُمْ	حَجَجْتُمَا	حَجَجْتَ	পুং
حَجَجْتُنَّ	حَجَجْتُمَا	حَجَجْتِ	স্ত্রী
حَجَجْنَا		حَجَجْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَحُجُّوْنَ	يَحُجَّانِ	يَحُجُّ	পুং
يَحْجُجْنَ	تَحُجَّانِ	تَحُجُّ	স্ত্রী
تَحُجُّوْنَ	تَحُجَّانِ	تَحُجُّ	পুং
تَحْجُجْنَ	تَحُجَّانِ	تَحُجِّيْنَ	স্ত্রী
نَحُجُّ		أَحُجُّ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
ضَلُّوا	ضَلَّا	ضَلَّ	পুং
ضَلَلْنَ	ضَلَّتَا	ضَلَّتْ	স্ত্রী
ضَلَلْتُمْ	ضَلَلْتُمَا	ضَلَلْتَ	পুং
ضَلَلْتُنَّ	ضَلَلْتُمَا	ضَلَلْتِ	স্ত্রী
ضَلَلْنَا		ضَلَلْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَضِلُّوْنَ	يَضِلَّانِ	يَضِلُّ	পুং
يَضْلِلْنَ	تَضِلَّانِ	تَضِلُّ	স্ত্রী

تَضِلُّوْنَ	تَضِلَّانِ	تَضِلُّ	পুং
تَضْلِلْنَ	تَضِلَّانِ	تَضِلِّيْنَ	স্ত্রী
نَضِلُّ		أَضِلُّ	উভয়

মাজ্জুম ও আমরঃ

বর্তমানের রূপ يَحُجُّ কে মাজ্জুম করলে দাঁড়ায় يَحُجْجْ । দুই সাকিনের মিলন রোধে শেষে একটা হরকাত নিয়ে আসতে হয়। যেমন لَمْ يَحُجَّ । কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে এরূপ সমস্যা হয় না যেমন لَمْ يَحُجُّوْا আদেশের ক্ষেত্রে تَحُجُّ এর মুদারীর আলামত تَ এবং শেষের পেশ উঠে যাবে অর্থাৎ حُجّ । দুই সুকুনের মিলন রোধে শেষে যবর আসবে এবং এক্ষেত্রে কোন হামজাতুল ওয়াসালি আনতে হবে না যেহেতু প্রথমে সাকিন আসছে না। সুতরাং সবশেষে আমরের রূপ হবে حُجَّ । উল্লেখ্য যে মুদা'য়াফ এর আমর এভাবেও হয়ঃ أُرْدُدْ , أُصْدُدْ ইত্যাদি।

أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
حُجُّوْا	حُجَّا	حُجَّ	পুং
أُحْجُجْنَ	حُجَّا	حُجِّيْ	স্ত্রী
نَهْيٌ নিষেধ			
لا تَحُجُّوْا	لا تَحُجَّا	لا تَحُجَّ	পুং
لا تَحْجُجْنَ	لا تَحُجَّا	لا تَحُجِّيْ	স্ত্রী

أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
ضِلُّوْا	ضِلَّا	ضِلَّ	পুং
اِضْلِلْنَ	ضِلَّا	ضِلِّيْ	স্ত্রী
نَهْيٌ নিষেধ			
لا تَضِلُّوْا	لا تَضِلَّا	لا تَضِلَّ	পুং
لا تَضْلِلْنَ	لا تَضِلَّا	لا تَضِلِّيْ	স্ত্রী

মুদায়াফ ক্রিয়ার উদাহরণ,

الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
حَيَاةٌ	اِحْيَ	يَحْيَا	حَيَّ	জীবিত হওয়া
رَدٌّ	اُرْدُدْ	يَرُدُّ	رَدَّ	ফিরে যাওয়া
صَدٌّ	اُصْدُدْ	يَصُدُّ	صَدَّ	লুকানো
ضَرٌّ	اُضْرُرْ	يَضُرُّ	ضَرَّ	ক্ষতি করা
ظَنٌّ	اُظْنُنْ	يَظُنُّ	ظَنَّ *	মনে করা
عَدٌّ	اُعْدُدْ	يَعُدُّ	عَدَّ	গণনা করা
مَدٌّ	اُمْدُدْ	يَمُدُّ	مَدَّ	ছড়ানো
وُدٌّ	اِوْدَدْ	يَوَدُّ	وَدَّ	ইচ্ছা করা
ضَلَالَةٌ، ضَلَالٌ	اِضْلِلْ	يَضِلُّ	ضَلَّ *	পথভ্রষ্ট হওয়া
غُرُورٌ	اِغْرِرْ	يَغُرُّ	غَرَّ	বিভ্রান্ত করা

স্পর্শ করা	مَسَّ	يَمَسُّ	اِمْسَسْ	مَسٌّ

অনুশীলনী–২২.৫

আরবিতে অনুবাদ করো [*অতীত কালের না বোধকের জন্য لَمْ এবং ভবিষ্যত কালের না বোধকের জন্য لَنْ ব্যবহার বাধ্যতামূলক]

তারা বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল	
তারা (দু'জন) হাজ্ব করছে	
তোমরা তারাগুলো গণনা করো	
তোমরা ধারণা করবে না	
আমরা কারো ক্ষতি করি নি	
মেয়েরা খাবার স্পর্শ করবেই না	

কুরানীয় উদাহরণঃ

قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ	তাহলে আমি পথভ্রান্ত হয়ে যাব এবং সুপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হব না।
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا	যারা কুফরী অবলম্বন করেছে, এবং আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, তারা বিভ্রান্তিতে সুদূরে পতিত হয়েছে।
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا	সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্ব বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই।
وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ	আল্লাহর পরিবর্তে সে যার এবাদত করত, সেই তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিল।
وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى	অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন কখনও আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না।

	اللَّهِ كَذِبًا
তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা মানবেরা ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা কখনও কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না।	وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا
আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে,	تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল,	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا
এছাড়া এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি ইতিপূর্বে এবং এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাইনি।	وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ
যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে তাদের নাফরমানীর কারণে আযাব স্পর্শ করবে।	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে।	يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا
তোমাদের কিছু লোক নিরক্ষর। তারা মিথ্যা আকাঙ্খা ছাড়া আল্লাহর গ্রন্থের কিছুই জানে না। তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া কিছুই নেই।	وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে,	يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ

অধ্যায়-২৩ (কর্মবাচ্যের ক্রিয়া)

১। সালিম ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপ اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ

অতীত কালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে ع কালিমায় যের এবং ل কালিমায় যবর বসে (ইলা)। এর পূর্বে যেকোন অক্ষরে "পেশ" বসবে যদি তাতে সুকুন না থাকে।

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
সে কৃত হল	فُعِلَ	فَعَلَ
তাকে সাহায্য করা হল	نُصِرَ	نَصَرَ
তাকে শোনানো হল	سُمِعَ	سَمِعَ
সে অবতীর্ন হল	أُنْزِلَ	أَنْزَلَ
সে অবতীর্ন হল	نُزِّلَ	نَزَّلَ
সে ব্যবহৃত হল	اُسْتُخْدِمَ	اِسْتَخْدَمَ
সে ব্যবহৃত হল	اُسْتُعْمِلَ	اِسْتَعْمَلَ
তাকে ডাকা হল	نُوْدِيَ	نَادَى

أَنْزَلَ ، نَزَّلَ ، إِسْتَخْدَمَ ، نَادَى ইত্যাদি যেগুলো তিন অক্ষরের বেশি সেগুলোকে বলা হয় মাজিদ ক্রিয়া। বিস্তারিত আমরা অধ্যায়-২৫ এ দেখব ইং শা~ আল্লাহ।

বর্তমান কালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে ع কালিমায় যবর ل কালিমায় পেশ বসে (আলু)। এর পুর্বে হারফু মুদারিয়া বাদে যেকোন অক্ষরে "যবর" বসবে যদি তাতে সুকুন না থাকে। মাদি ও মুদারী উভয় ক্ষেত্রে প্রথম অক্ষরে পেশ হবে।

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
তাকে সাহায্য করা হয়/হবে	يُنْصَرُ	يَنْصُرُ
তাকে প্রহার করা হয়/হবে	يُضْرَبُ	يَضْرِبُ
তাকে অবতীর্ণ করা হয় /হবে	يُنْزَلُ	يَنْزِلُ
তাকে অবতীর্ণ করা হয় /হবে	يُنَزَّلُ	يُنَزِّلُ
তাকে ব্যবহার করা হয় /হবে	يُسْتَعْمَلُ	يَسْتَعْمِلُ

** উল্লেখ্য কর্মবাচ্য ক্রিয়াগুলো মাবনী।

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

অতীতকালের ক্রিয়া		
نُصِرُوْا	نُصِرَا	نُصِرَ
نُصِرْنَ	نُصِرَتَا	نُصِرَتْ
نُصِرْتُمْ	نُصِرْتُمَا	نُصِرْتَ
نُصِرْتُنَّ	نُصِرْتُمَا	نُصِرْتِ
نُصِرْنَا		نُصِرْتُ

বর্তমানকালের ক্রিয়া		
يُنْصَرُوْنَ	يُنْصَرَانِ	يُنْصَرُ
يُنْصَرْنَ	تُنْصَرَانِ	تُنْصَرُ
تُنْصَرُوْنَ	تُنْصَرَانِ	تُنْصَرُ
تُنْصَرْنَ	تُنْصَرَانِ	تُنْصَرِيْنَ
نُنْصَرُ		أُنْصَرُ

কর্মবাচ্য ক্রিয়ার কিছু উদাহরণ

মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল মাটি থেকে	خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ طِيْنٍ
কোন বছরে তুমি জন্মেছিলে?	فِيْ اَيِّ عَامٍ وُلِدْتَ؟
তিনি কাউকে জন্ম দেননি তাকেও কেউ জন্ম দেননি	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ.
আমিনা কি নিয়ে জিজ্ঞাসিত হয়েছিল?	عَمَّ سُئِلَتْ اَمِنَةُ؟
মানুষ কি মনে করেছে "আমরা ঈমান এনেছি" এ কথা বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে অথচ তাদের পরীক্ষা করা হবে না?	أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
জান্নাতকে ঘিরে রাখা হয়ছে অপছন্দনীয় দ্বারা আর জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে পছন্দনীয় দ্বারা	حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ
নিশ্চয়ই যখন রুহ কবয করা হয় দৃষ্টি তার অনুসরণ করে	إِنَّ الرُّوحَ إِذاَ قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ

কর্তৃবাচক ক্রিয়া থেকে কর্মবচক ক্রিয়ায় রুপান্তরঃ

কর্তৃবাচক ক্রিয়া থেকে কর্মবাচক ক্রিয়ায় রুপান্তর করা হলে ফায়িল বিলুপ্ত হয় এবং এর মাফুলুন বিহি নায়েবে ফায়িলে পরিনত হয়। اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ যার উপর আপতিত হয় তাকে বলা হয় نَائِبُ الفَاعِلِ যা সর্বদা মারফু। যেমনঃ

نَائِبُ الفَاعِلِ	اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ কর্মবাচক	اَلْفِعْلُ الْمَعْلُومُ কতৃবাচক
الْإِنْسَانُ	خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ طِيْنٍ	خَلَقَ اللهُ الْإِنْسَانَ مِنْ طِيْنٍ
الدَّرْسُ	يُشْرَحُ الدَّرْسُ مَرَّتَيْنِ	يَشْرَحُ الْمُدَرِّسُ الدَّرْسَ مَرَّتَيْنِ
الْمَسِيْحُ	مَا صُلِبَ الْمَسِيْحُ	مَا صَلَبَ اليَهُوْدُ الْمَسِيْحَ
القَهْوَةُ	صُبَّ القَهْوَةُ فِي الفَنَاجِيْنِ	صَبَّ الرَّجُلُ القَهْوَةَ فِي الفَنَاجِيْنِ

যদি মাফউলুন বিহি সর্বনাম হয় তাহলে نَائِبُ الفَاعِلِ সর্বনামের মারফু অবস্থায় আসবে।

نَائِبُ الفَاعِلِ	اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ কর্মবাচক	اَلْفِعْلُ الْمَعْلُومُ কতৃবাচক
تَ	عَمَّ سُئِلْتَ؟	عَمَّ سَأَلَكَ الْمُدِيْرُ؟
وْ	قُتِلُوا بِالْمُسَدَّسِ	قَتَلَهُم الْمُجْرِمُ بِالْمُسَدَّسِ
وْ	لَا يُسْأَلُونَ عَنْ سَبَبٍ	لَا يَسْأَلُهُم أَحَدٌ عَنْ سَبَبٍ
نَا	ضُرِبْنَا بِا لْعَصَا	ضَرَبَنَا الرَّجُلُ بِا لْعَصَا

একধিক কর্ম থাকলে প্রথম মাফুলুন বিহি নায়িবু ফায়িল হিসেবে মারফু হবে আর দ্বিতীয়টি মানসুব থাকবে। যেমন,

পাসকৃতকে পুরুস্কার দেওয়া হয়েছিলো	أُعْطِيَ النَّاجِحُ جَائِزَةً

২। মাহমুজ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
সে আদেশ দিল	أُمِرَ	أَمَرَ
সে জিজ্ঞাসা করল	سُئِلَ	سَأَلَ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
সে আদিষ্ট হল	يُؤْمَرُ	يَأْمُرُ
সে জিজ্ঞাসিত হল	يُسْئَلُ	يَسْئَلُ

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

سُئِلُوْا	سُئِلَا	سُئِلَ
سُئِلْنَ	سُئِلَتَا	سُئِلَتْ
سُئِلْتُمْ	سُئِلْتُمَا	سُئِلْتَ
سُئِلْتُنَّ	سُئِلْتُمَا	سُئِلْتِ
سُئِلْنَا		سُئِلْتُ

বর্তমানকালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপঃ

يُسْئَلُونَ	يُسْئَلَانِ	يُسْئَلُ
يُسْئَلْنَ	تُسْئَلَانِ	تُسْئَلُ
تُسْئَلُونَ	تُسْئَلَانِ	تُسْئَلُ
تُسْئَلْنَ	تُسْئَلَانِ	تُسْئَلِيْنَ
نُسْئَلُ		أُسْئَلُ

৩। মুদায়াফ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
তাকে কামড়ানো হল	عُضَّ	عَضَّ
তাকে স্পর্শ করা হল	مُسَّ	مَسَّ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
তাকে কামড়ানো হবে	يُعَضُّ	يَعَضُّ
তাকে স্পর্শ করা হবে	يُمَسُّ	يَمَسُّ

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

عُضُّوْا	عُضَّا	عُضَّ
عُضَضْنَ	عُضَّتَا	عُضَّتْ

عُضَضْتُمْ	عُضَضْتُمَا	عُضَضْتَ
عُضَضْتُنَّ	عُضَضْتُمَا	عُضَضْتِ
عُضَضْنَا		عُضَضْتُ

বর্তমানকালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপঃ

يُعَضُّوْنَ	يُعَضَّانِ	يُعَضُّ
يُعْضَضْنَ	تُعَضَّانِ	تُعَضُّ
تُعَضُّوْنَ	تُعَضَّانِ	تُعَضُّ
تُعْضَضْنَ	تُعَضَّانِ	تُعَضِّيْنَ
نُعَضُّ		أُعَضُّ

৪। মিছাল ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
পাওয়া গেল	وُجِدَ	وَجَدَ
রাখা হল	وُضِعَ	وَضَعَ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
পাওয়া যাবে	يُوْجَدُ	يَجِدُ
রাখা হবে	يُوْضَعُ	يَضَعُ

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

وُجِدُوْا	وُجِدَا	وُجِدَ
وُجِدْنَ	وُجِدَتَا	وُجِدَتْ
وُجِدْتُمْ	وُجِدْتُمَا	وُجِدْتَ
وُجِدْتُنَّ	وُجِدْتُمَا	وُجِدْتِ
وُجِدْنَا		وُجِدْتُ

বর্তমানকালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপঃ

يُوْجَدُوْنَ	يُوْجَدَانِ	يُوْجَدُ
يُوْجَدْنَ	تُوْجَدَانِ	تُوْجَدُ
تُوْجَدُوْنَ	تُوْجَدَانِ	تُوْجَدُ
تُوْجَدْنَ	تُوْجَدَانِ	تُوْجَدِيْنَ
نُوْجَدُ		أُوْجَدُ

৫। আজওয়াফ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
বলা হল	قِيْلَ	قَالَ
বিক্রি করা হল	بِيْعَ	بَاعَ
বাড়ানো হল	زِيْدَ	زَادَ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
বলা হয়/হবে	يُقَالُ	يَقُوْلُ
বিক্রি করা হয়/হবে	يُبَاعُ	يَبِيْعُ
বাড়ানো হয়/হবে	يُزَادُ	يَزِيْدُ

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

قِيْلُوْا	قِيْلَا	قِيْلَ
قِلْنَ	قِيْلَتَا	قِيْلَتْ
قِلْتُمْ	قِلْتُمَا	قِلْتَ
قِلْتُنَّ	قِلْتُمَا	قِلْتِ
قِلْنَا		قِلْتُ

বর্তমানকালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপঃ

يُقَالُوْنَ	يُقَالَانِ	يُقَالُ
يُقَلْنَ	تُقَالَانِ	تُقَالُ
تُقَالُوْنَ	تُقَالَانِ	تُقَالُ
تُقَلْنَ	تُقَالَانِ	تُقَالِيْنَ
نُقَالُ		أُقَالُ

৬। নাকিস ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
ডাকা হল	دُعِيَ	دَعَا
দেওয়া হল	أُتِيَ	أَتَى
ভুলিয়ে দেওয়া হল	نُسِيَ	نَسِيَ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
ডাকা হবে	يُدْعَى	يَدْعُو
দেওয়া হবে	يُؤْتَى	يَأْتِي
ভুলিয়ে দেওয়া হবে	يُنْسَى	يَنْسَى

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

دُعُوْا	دُعِيَا	دُعِيَ
دُعِيْنَ	دُعِيَتَا	دُعِيَتْ
دُعِيْتُمْ	دُعِيْتُمَا	دُعِيْتَ
دُعِيْتُنَّ	دُعِيْتُمَا	دُعِيْتِ
دُعِيْنَا		دُعِيْتُ

বর্তমানকালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপঃ

يُدْعَوْنَ	يُدْعَيَانِ	يُدْعَى
يُدْعَيْنَ	تُدْعَيَانِ	تُدْعَى
تُدْعَوْنَ	تُدْعَيَانِ	تُدْعَى
تُدْعَيْنَ	تُدْعَيَانِ	تُدْعَيْنَ
نُدْعَى		أُدْعَى

অনুশীলনী–২৩.১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী করঃ

	কুর'আন অবতীর্ণ হয়েছিল রমাদান মাসে
	তোমাদের (দু'জনকে) প্রহার করা হবে
	তাদের (দু'জনকে) প্রশ্ন করা হয়েছিল
	তারা(স্ত্রীবাচক) এই ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছিল
	লোকেদের কিয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছিল
	ঘোড়াগুলো গণনা করা হবে
	ঘড়িটি টেবিলের উপর পাওয়া গিয়েছিল
	বইগুলো লাইব্রেরিতে রাখা হবে
	তোমাদের স্পর্শ করেছিলো যখন তোমরা ছিলে ঘুমন্ত
	ব্যাগগুলো বিক্রি করা হবে

	মেয়েদের শিক্ষিকার রুমে ডাকা হয়েছিল
	সেখানে আমাদের ভুলিয়ে দেয়া হবে

কুরআনীয় উদাহরণঃ

আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না,	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
আর পানি হ্রাস করা হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল, আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল	وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ
পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে, পয়গম্বরগণ ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে	وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ
পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা	مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ
আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে; তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবেঃ হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি-সবই এতে রয়েছে।	وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا
আপনি বলে দিনঃ আমাকে তাদের এবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের এবাদত কর।	قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۚ
কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে।	وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا

এ তো শুনলে, যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে নিপীড়ন পরিমাণে প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং পুনরায় সে নিপীড়িত হয়, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন।	ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ
আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা যা কিছু সংগ্রহ করে থাক আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম।	وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
তোমাদের এ বিপদ এ কারণে যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত, তখন তোমরা কাফের হয়ে যেতে	ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ
আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়	وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী।	إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا
এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।	وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا
যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে অগ্নিকুন্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে। এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে।	وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন।	وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ
আপনাকে তো তাই বলা হয়, যা বলা হত পূর্ববর্তী রসূলগনকে।	مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ
তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হবার পর; তারা যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে।	يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ

গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ কর, সেদিন তাদেরকে সেজদা করতে আহবান জানানো হবে, অতঃপর তারা সক্ষম হবে না।	يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
আর সে দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না; কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যও পাবে না।	وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
ঐ দিনকে ভয় কর, যে দিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোন রূপ অবিচার করা হবে না।	وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা কাফের, তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে।	فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

অধ্যায়-২৪ (ক্রিয়া উদ্ভূত বিভিন্ন ইসম)

১। اِسْمُ الْفَاعِلِ ও اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ

কর্তার নামকে اِسْمُ الْفَاعِلِ বলে। যেমন যে সাহায্য করেছে সে হল نَاصِرٌ বা সাহায্যকারী। যার উপর ক্রিয়া আপতিত হয় তাকে اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ বলে। যেমন যাকে সাহায্য করা হয়েছে সে হল مَنْصُوْرٌ বা সাহায্যপ্রাপ্ত। অকর্মক ক্রিয়ার اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ হয় না।

১) সালিম ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ

সালিম ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ			
اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ	اِسْمُ الْفَاعِلِ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
مَطْلُوْبٌ	طَالِبٌ	طَلَبَ	অন্বেষণ করা
مَغْضُوبٌ	غَاضِبٌ	غَضَبَ	গযব দেওয়া
–	دَاخِلٌ	دَخَلَ	প্রবেশ করা
مَقْتُوْلٌ	قَاتِلٌ	قَتَلَ	হত্যা করা
–	فَاسِدٌ	فَسَدَ	বিশৃঙ্খলা করা
مَحْكُوْمٌ	حَاكِمٌ	حَكَمَ	বিচার করা
–	قَاعِدٌ	قَعَدَ	বসা
مَتْرُوْكٌ	تَارِكٌ	تَرَكَ	ছেড়ে দেওয়া

مَنْقُوْضٌ	نَاقِضٌ	نَقَضَ	চুক্তি ভংগ করা
مَنْظُوْرٌ	نَاظِرٌ	نَظَرَ	লক্ষ্য করা
مَكْفُوْرٌ	كَافِرٌ	كَفَرَ	অবিশ্বাস করা
مَدْرُوْسٌ	دَارِسٌ	دَرَسَ	অধ্যয়ন করা
مَبْلُوْغٌ	بَالِغٌ	بَلَغَ	পৌছানো
–	شَاكِرٌ	شَكَرَ	কৃতজ্ঞতা করা

কুরানীয় উদাহরণঃ

বলুন, হে কাফেরকূল,	قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
এবং আমি এবাদতকারী নই, যার এবাদত তোমরা কর।	وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ
তোমরা এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি।	وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে।	فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ
আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।	وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,	وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ
এবং সেই দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয়	وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ
তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন।	فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ
এবং সংরক্ষিত পানপাত্র	وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ

এবং সারি সারি গালিচা	وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ
এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট।	وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ
সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।	لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ
যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত	يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
রাত্রির কিছু অংশ কোরআন পাঠ সহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্যে অতিরিক্ত। হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মোকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন।	وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا
অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।	فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ
কেয়ামতের দিন সে তার জাতির লোকদের আগে আগে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পৌঁছে দিবে। আর সেটা অতীব নিকৃষ্ট স্থান, সেখানে তারা পৌঁছেছে	يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ
আর যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতের মাঝে, সেখানেই চিরদিন থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রভু অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়।	وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ
আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে আযাবের ভাগ কিছু মাত্রও কম না করেই পুরোপুরি দান করবো।	وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ

২। মাহমুজ ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ

মাহমুজ ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ			
اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ	**اِسْمُ الْفَاعِلِ**	**اَلْمَاضِي**	**ক্রিয়া**
مَسْؤُوْلٌ	سَائِلٌ	سَأَلَ	প্রশ্ন করা
مَقْرُوْءٌ	قَارِئٌ	قَرَأَ	পড়া
مَأْخُوذٌ	آخِذٌ	أَخَذَ	ধরা
مَأْكُولٌ	آكِلٌ	أَكَلَ	খাওয়া
مَأْمُورٌ	آمِرٌ	أَمَرَ *	আদেশ করা
مَأْمُونٌ	آمِنٌ	أَمِنَ	নিরাপদ হওয়া
	آبٍ	أَبَى	অমান্য করা
مَرْئِيٌّ	رَاءٍ	رَأَى *	দেখা
مَأْتِيٌّ	آتٍ	أَتَى *	আসা
	شَاءٍ	شَاءَ *	চাওয়া
مَسَاوِئُ	سَاوِئ	سَاءَ	খারাপ হওয়া
	جَاءٍ	جَاءَ	আসা

৩। মুদায়াফ ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও اِسْمُ مَفْعُوْلِ

মুদায়াফ ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ			
اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ	**اِسْمُ الْفَاعِلِ**	**الْمَاضِي**	**ক্রিয়া**
–	حَايٌّ	حَيَّ	জীবিত হওয়া
مَرْدُوْدٌ	رَادٌّ	رَدَّ	ফিরে যাওয়া
–	صَادٌّ	صَدَّ	লুকানো
مَضْرُوْرٌ	ضَارٌّ	ضَرَّ	ক্ষতি করা
مَظْنُوْنٌ	ظَانٌّ	ظَنَّ *	মনে করা
مَعْدُوْدٌ	عَادٌّ	عَدَّ	গণনা করা
مَمْدُوْدٌ	مَادٌّ	مَدَّ	ছড়ানো
–	وَادٌّ	وَدَّ	ইচ্ছা করা
–	ضَالٌّ	ضَلَّ *	পথভ্রষ্ট হওয়া
مَغْرُوْرٌ	غَارٌّ	غَرَّ	বিভ্রান্ত করা
مَمْسُوْسٌ	مَاسٌّ	مَسَّ	স্পর্শ করা

৪। মিছাল ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ

মিছাল ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ			
اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ	**اِسْمُ الْفَاعِلِ**	**اَلْمَاضِي**	**ক্রিয়া**
–	وَاذِرٌ	وَذَرَ	পেছনে ফেলা
مَوْضُوْعٌ	وَاضِعٌ	وَضَعَ	রাখা
–	وَاقِعٌ	وَقَعَ	পড়ে যাওয়া
مَوْهُوْبٌ	وَاهِبٌ	وَهَبَ	দান করা
مَوْجُوْدٌ	وَاجِدٌ	وَجَدَ	খুঁজে পাওয়া
مَوْرُوْثٌ	وَارِثٌ	وَرِثَ	উত্তরাধিকারী হওয়া
–	وَازِرٌ	وَزَرَ	ওজন বহন করা
مَوْصُوْفٌ	وَاصِفٌ	وَصَفَ	বর্ণনা করা
مَوْعُوْدٌ	وَاعِدٌ	وَعَدَ	ওয়াদা করা
مَوْسُوْعٌ	وَاسِعٌ	وَسِعَ	আয়ত্ত করা
مَوْصُوْلٌ	وَاصِلٌ	وَصَلَ	পৌছানো
مَوْهُوْبٌ	وَاهِبٌ	وَهَبَ	মঞ্জুর করা
–	يَاسِرٌ	يَسِرَ	সহজ করা
–	يَافِعٌ	يَفُعَ	বেড়ে ওঠা
–	يَابِسٌ	يَبُسَ	শুকানো
مَيْؤُوسٌ	يَائِسٌ	يَئِسَ	আশা ছেড়ে দেওয়া

৫। আজওয়াফ ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ

আজওয়াফ ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ			
ক্রিয়া	**اَلْمَاضِي**	**اِسْمُ الْفَاعِلِ**	**اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ**
তাওবা করা	تَابَ	تَائِبٌ	–
স্বাদ নেওয়া	ذَاقَ	ذَائِقٌ	–
সফল হওয়া	فَازَ	فَائِزٌ	–
বলা	قَالَ	قَائِلٌ	–
দাঁড়ানো	قَامَ	قَائِمٌ	مَقُوْمٌ
হওয়া	كَانَ	كَائِنٌ	مَكُوْنٌ
মরে যাওয়া	مَاتَ	مَائِتٌ	–
ভীত হওয়া	خَافَ	خَائِفٌ	مَخَافٌ
প্রায় হওয়া	كَادَ	كَائِدٌ	–
কৌশল করা	كَادَ	كَائِدٌ	–
বাড়ানো	زَادَ	زَائِدٌ	مَزِيْدٌ
বিক্রি করা	بَاعَ	بَائِعٌ	مَبِيْعٌ
হাঁটা	سَارَ	سَائِرٌ	مَسِيْرٌ
বেঁচে থাকা	عَاشَ	عَائِشٌ	مَعِيْشٌ
অনুপস্থিত থাকা	غَابَ	غَائِبٌ	مَغِيْبٌ
পরিমাপ করা	كَالَ	كَائِلٌ	–

مَزُوْرٌ	زَائِرٌ	زَارَ	পরিদর্শন করা
–	طَائِفٌ	طَافَ	তাওয়াফ করা

কুরনীয় উদাহরণঃ

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে,	أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ
বরং আল্লাহরই এবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন।	بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ
আসমান ও যমীনের চাবি তাঁরই নিকট।	لَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
বলুন, হে মুর্খরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের এবাদত করতে আদেশ করছ?	قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ
যখন তার সামনে অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হল,	إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ
তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। ঝরণা নির্গত হল গোসল করার জন্যে শীতল ও পান করার জন্যে।	ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ
তারা কি বলতে চায়ঃ সে একজন কবি আমরা তার মৃত্যু-দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছি।	أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ
তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী এবং আল্লাহর দেওয়া সীমাসমূহের হেফাযতকারী। বস্তুতঃ সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে।	التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
এছাড়া তারা আরও বলেঃ অলীক স্বপ্ন; না সে মিথ্যা	بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ

উদ্ভাবন করেছে, না সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনয়ন করুক, যেমন নিদর্শন সহ আগমন করেছিলেন পূর্ববর্তীগন।	شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ
যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবতঃ আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন।	فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا
তারা বললঃ এই দুইজন নিশ্চিতই যাদুকর, তারা তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে চায় এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা রহিত করতে চায়।	قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ
যারা যাকাত দান করে থাকে	وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে, সজীব,	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ
তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা।	لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً

৬৷ নাকিস ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ

নাকিস ক্রিয়ার اِسْمُ الْفَاعِلِ ও اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ			
اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ	**اِسْمُ الْفَاعِلِ**	**اَلْمَاضِي**	**ক্রিয়া**
مَتْلُوٌّ	تَالٍ	تَلَا	তিলোয়াত করা
مَدْعُوٌّ	دَاعٍ	دَعَا *	ডাকা
مَعْفُوٌّ	عَافٍ	عَفَا	ক্ষমা করা
مَشْكُوٌّ	شَاكٍ	شَكَا	অভিযোগ করা

مَمْحُوٌّ	مَاحٍ	مَحَا	মুছে ফেলা
مَرْجُوٌّ	رَاجٍ	رَجا	আশা করা
مَسْقِيٌّ	سَاقٍ	سَقَى	পান করানো
مَبْنِيٌّ	بَانٍ	بَنَى	বানানো
مَبْغِيٌّ	بَاغٍ	بَغَى	খুব চাওয়া
مَنْهِيٌّ	ناهٍ	نَهَى	নিষেধ করা
مَجْرِيٌّ	جَارٍ	جَرَى	প্রবাহিত হওয়া
مَقْضِيٌّ	قَاضٍ	قَضَى	পূর্ণ করা
–	كَافٍ	كَفَى	যথেষ্ঠ হওয়া
مَهْدِيٌّ	هَادٍ	هَدَى	পথ দেখানো
–	خَاشٍ	خَشِيَ	ভয় করা
مَرْضَى	رَاضٍ	رَضِيَ	সন্তুষ্ট হওয়া
مَنْسَى	نَاسٍ	نَسِيَ	ভুলে যাওয়া
مَبْقَى	بَاقٍ	بَقِيَ	স্থায়ী হওয়া
مَلْقَى	لَاقٍ	لَقِيَ	মিলিত হওয়া

اِسْمُ الْفَاعِلِ গুলো কিছু ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের বর্তমান বা ভবিষ্যত কালের মত কাজ করে। যেমন,

আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি **বানাতে যাচ্ছি**,	إِنِّي **جَاعِلٌ** فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (أَجْعَلُ)

যায়েদ কি তার পাঠটি **বুঝেছে**?	أَ **فَاهِمٌ** زَيْدٌ دَرْسَهُ؟ (يَفْهَمُ)
যায়েদ তার পাঠটি **বুঝে**	زَيْدٌ **فَاهِمٌ** دَرْسَهُ (يَفْهَمُ)
আলি যায়েদকে **মারবে** না	مَا **ضَارِبٌ** عَلِيٌّ زَيْدًا (يَضْرِبُ)

২। ইসমুল ফায়িল এর তীব্রতার গঠন الاِسْمُ الْمُبَالَغَةُ

ইসমুল ফায়িলের অর্থকে তীব্র করতে কিছু গঠন আছে যেমন,

অর্থ	তীব্র	সাধারণ	
অধিক ক্ষমাশীল	غَفَّارٌ	غَافِرٌ	**فَعَّالٌ**
অধিক রিযিক দানকারী	رَزَّاقٌ	رَازِقٌ	
অধিক ক্ষমাশীল	غَفُوْرٌ	غَافِرٌ	**فَعُوْلٌ**
অধিক কৃতজ্ঞ	شَكُوْرٌ	شَاكِرٌ	
অধিক খাদক	اَكُوْلٌ	آكِلٌ	
অধিক সতর্ক	حَذِرٌ	حَاذِرٌ	**فَعِلٌ**
অধিক দানকারী	مِعْطَاءٌ	طَاعٍ	**مِفْعَالٌ**
অধিক সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী	فُرْقَانُ	فَرْقٌ	**فُعْلانُ**
অধিক সত্যবাদী	صِدِّيْقٌ	صَدِيْقٌ	**فِعِّيْلٌ**
অধিক গীবতকারী	هُمَزَةٌ	هَمَّازٌ	**فُعَلَةٌ**
অধিক জ্ঞানী	عَلَّامَةٌ	عَالِمٌ	**فَعَّالَةٌ**

অধিক অবিশ্বাসী	كُفَّارٌ	كَافِرٌ	**فُعَّالٌ**
অধিক স্থায়ী	قَيُّوْمٌ	قَيِّمٌ	**فَعُّوْلٌ**
অধিক পবিত্র	قُدُّوْسٌ	قُدُّسٌ	**فُعُّوْلٌ**

এছাড়া কিছু গঠন ব্যক্তির স্থায়ী বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যাকে الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ বলে। এর অনেকগুলো গঠন রয়েছে যেমন,

অর্থ	তীব্র	
যিনি সর্বদাই জানেন	عَلِيْمٌ	**فَعِيْلٌ**
যিনি সর্বদাই শোনেন	سَمِيْعٌ	
যিনি সর্বদাই দয়া করেন	رَحْمَانُ	**فَعْلَانُ**
সর্বদাই অলস	كَسْلَانُ	
সর্বদাই কালো	أَسْوَدٌ	**أَفْعَلٌ**
সর্বদাই কঠিন	صَعْبٌ	**فَعْلٌ**
সর্বদাই কম করা	بَخْسٌ	
সর্বদাই সুন্দর	حَسَنٌ	**فَعَلٌ**
সর্বদাই দুর্বল	ضِعْفٌ	**فِعْلٌ**
সর্বদাই মিষ্টি	فُرَاتٌ	**فُعَالٌ**
সর্বদাই ক্ষমাশীল	غَفُوْرٌ	**فَعُوْلٌ**
সর্বদাই পবিত্র	طَهُوْرٌ	

اِسْمُ الْفَاعِلِ ও الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ এর মধ্যকার পার্থক্য হলো ইসমুল ফায়িল এর ক্রিয়া সাময়িক কিন্তু সিফাতুল মুশাব্বাহার ক্রিয়া স্থায়ী। যেমন نَاصِرٌ হল সাময়িক সাহায্যকারী অর্থাৎ সাহায্য করার সময়ই কেবল তাকে সাহায্যকারী বলা হবে কিন্তু نَصِيرٌ এমন কাউকে বলা হয় যে সর্বদাই সাহায্য করতে থাকে।

কুরআনীয় উদাহরণ

আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করেছে।	وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا
আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।	إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার	إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ
আল্লাহ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত।	إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
মানুষ তো খুবই দ্রুততা প্রিয়।	وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا
শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।	وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا
আর যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল।	وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ
তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।	وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী	إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

৩। সময় ও স্থানবাচক বিশেষ্য اِسْمُ الزَّمَانِ ও اِسْمُ الْمَكَانِ

ক্রিয়া সংঘটনের স্থানকে اِسْمُ الْمَكَانِ এবং ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে اِسْمُ الزَمَانِ বলে। এদের রূপ একই। এদেরকে اسمُ الظَّرْفِ ও বলে।

নিম্নোক্ত দুটি ক্ষেত্রে এগুলো مَفْعَلٌ আকারে হয়,

অর্থ	স্থান/সময়	মুদারী	মাদী	ক্ষেত্র
খেলার মাঠ	مَلْعَبٌ	يَلْعَبُ	لَعِبَ	সালিম ক্রিয়ার মুদারীতে ع কালিমায় যবর বা পেশ হলে
পানশালা	مَشْرَبٌ	يَشْرَبُ	شَرِبَ	
প্রবেশ পথ	مَدْخَلٌ	يَدْخُلُ	دَخَلَ	
রান্না ঘর	مَطْبَخٌ	يَطْبُخُ	طَبَخَ	
বিনোদন স্থল	مَلْهًى	يَلْهُو	لَهَا	নাকিস ক্রিয়া হলে
হাটার স্থান	مَمْشًى	يَمْشِي	مَشَى	
প্রবাহ স্থান	مَجْرًى	يَجْرِي	جَرَى	

কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুদারীর ع কালিমায় যবর পেশ হলেও مَفْعِلٌ গঠনের হয়। যেমনঃ

অর্থ	স্থান/সময়	মুদারী	মাদী
মাসজিদ	مَسْجِدٌ	يَسْجُدُ	سَجَدَ
পূর্ব	مَشْرِقٌ	يَشْرُقُ	شَرَقَ
পশ্চিম	مَغْرِبٌ	يَغْرُبُ	غَرَبَ

নিম্নোক্ত দুটি ক্ষেত্রে এগুলো مَفْعِلٌ আকারে হয়,

অর্থ	স্থান/সময়	মুদারী	মাদী	ক্ষেত্র
আসন	مَجْلِسٌ	يَجْلِسُ	جَلَسَ	সালিম ক্রিয়ার মুদারীতে ع কালিমায় যের হলে
অবতরণ স্থল	مَنْزِلٌ	يَنْزِلُ	نَزَلَ	
প্রহার স্থান	مَضْرِبٌ	يَضْرِبُ	ضَرَبَ	
থামার স্থান	مَوْقِفٌ	يَقِفُ	وَقَفَ	মিছাল ক্রিয়া হলে
রাখার স্থান	مَوْضِعٌ	يَضَعُ	وَضَعَ	
পাওয়ার স্থান	مَوْجِدٌ	يَجِدُ	وَجَدَ	

নোটঃ

- উভয় ক্ষেত্রেই ة যোগ হতে পারে ,যেমনঃ مَنْزِلَةٌ ، مَدْرَسَةٌ ، مَشْئَمَةٌ ، مَقْبَرَةٌ
- উভয় প্যাটার্নেরই বহুবচন হলো مَفَاعِلُ যা দ্বিত্ব। যেমন مَسَاجِدُ
- ইসম মাফউল গুলোও اِسْمُ الْمَكَانِ ও اِسْمُ الزَّمَانِ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন مَدْخَلٌ مُقَامٌ ، مُصَلًّى

কুরানীয় উদাহরণঃ

আর আমি বনী-ইসরাঈলদিগকে দান করেছি উত্তম স্থান এবং তাদেরকে আহার্য দিয়েছি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বস্তু-সামগ্রী।	لَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
সম্মান জনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করার।	وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا
প্রত্যেক খবরের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা তা জেনে নিবে।	لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

তিনিই তোমাদের কে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা ও একটি হচ্ছে গচ্ছিত স্থল।	وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ
তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে পৌছাবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে	لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۚ
বলুনঃ আল্লাহ তা'আলার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না।	قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا
যে ব্যাক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড় যালেম আর কে?	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا

৪। ক্রিয়া সম্পাদনের উপকরণ اِسْمُ الآلَةِ

ক্রিয়া যার অবলম্বনে সঙ্ঘঠিত হয় তাকে اِسْمُ الآلَةِ বলে। এগুলোর তিনটি প্যাটার্ন আছে। যেমন,

অর্থ	اِسْمُ الآلَةِ	অর্থ	ক্রিয়া	প্যাটার্ণ
চাবি	مِفْتَاحٌ	খোলা	فَتَحَ	
আয়না	مِرْآةٌ	দেখা	رَاَى	
নিক্তি	مِيْزَانٌ	ওজন করা	وَزَنَ	**مِفْعَالٌ**
বাতি	مِصْبَاحٌ	সকাল হওয়া	صَبِحَ	
লিফট	مِصْعَدٌ	ওপরে ওঠা	صَعِدَ	
ড্রিল	مِثْقَبٌ	খোদাই করা	ثَقَبَ	**مِفْعَلٌ**
ঝাটা	مِكْنَسَةٌ	ঝাড়ু দেওয়া	كَنَسَ	

ফ্রাইপ্যান	مِقْلَاةٌ	ভাঁজা	قَلَى	**مِفْعَلَةٌ**
ইস্ত্রী	مِكْوَاةٌ	ইস্ত্রী করা	كَوَى	

কুরানীয় উদাহরণঃ

তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ,	مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ
তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে।	وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ
তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিয়ো না।	وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
অতএব যার পাল্লা ভারী হবে,	فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

অধ্যায়-২৫ (ক্রিয়াপদের বিভিন্ন গঠন)

১। اَلْمُجَرَّدُ এবং اَلْمَزِيْدُ

যেসকল ক্রিয়াপদ কেবল ক্রিয়ামূল দ্বারা গঠিত তাদের اَلْمُجَرَّدُ বলে। যেমনঃ ذَهَبَ, زَلْزَلَ ইত্যাদি ।

আর যে সকল ক্রিয়াপদ ক্রিয়ামূলের সাথে বিভিন্ন উপসর্গ যোগ হয়ে গঠিত হয় তাদের কে اَلْمَزِيْدُ বলে।

যেমনঃ تَعَارَفَ, تَكَلَّمَ, جَاهَدَ, أَسْلَمَ, صَبَّحَ ইত্যাদি।

২। ক্রিয়াপদের বিভিন্ন গঠন

নং	اَلْمَاضِي	اَلْمُضَارِعُ	أَمْرٌ	اَلْمَصْدَرُ	إِسْمُ الْفَاعِل	إِسْمُ الْمَفْعُوْل
II	فَعَّلَ	يُفَعِّلُ	فَعِّلْ	تَفْعِيْلٌ	مُفَعِّلٌ	مُفَعَّلٌ
III	أَفْعَلَ	يُفْعِلُ	أَفْعِلْ	اِفْعَالٌ	مُفْعِلٌ	مُفْعَلٌ
IV	فَاعَلَ	يُفَاعِلُ	فَاعِلْ	مُفَاعَلَةٌ– فِعَالٌ	مُفَاعِلٌ	مُفَاعَلٌ
V	تَفَعَّلَ	يَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلْ	تَفَعُّلٌ	مُتَفَعِّلٌ	مُتَفَعَّلٌ
VI	تَفَاعَلَ	يَتَفَاعَلُ	تَفَاعَلْ	تَفَاعُلٌ	مُتَفَاعِلٌ	مُتَفَاعَلٌ
VII	اِنْفَعَلَ	يَنْفَعِلُ	إِنْفَعِلْ	اِنْفِعَالٌ	مُنْفَعِلٌ	–
VIII	اِفْتَعَلَ	يَفْتَعِلُ	إِفْتَعِلْ	اِفْتِعَالٌ	مُفْتَعِلٌ	مُفْتَعَلٌ
IX	اِفْعَلَّ	يَفْعَلُّ	إِفْعَلَّ	اِفْعِلاَلٌ	مُفْعَلٌّ	–
X	اِسْتَفْعَلَ	يَسْتَفْعِلُ	إِسْتَفْعِلْ	اِسْتِفْعَالٌ	مُسْتَفْعِلٌ	مُسْتَفْعَلٌ

উল্লেখ্যঃ আন্তর্জাতিক নিয়মে أَفْعَلَ হল গ্রুপ-৪ এবং فَاعَلَ গ্রুপ-৩। আমরা একটু ব্যতিক্রম করেছি। পাঠকদের এটা খেয়াল রাখা জরুরী। মনে রাখার জন্য আমরা কিছু পরিচিত উদাহরণ মুখস্ত রাখতে পারি।

اِسْمُ الْمَفْعُوْل	اِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	নং
مُسَبَّحٌ	مُسَبِّحٌ	تَسْبِيْحٌ	سَبِّحْ	يُسَبِّحُ	سَبَّحَ	II
مُسْلَمٌ	مُسْلِمٌ	اِسْلَامٌ	أَسْلِمْ	يُسْلِمُ	أَسْلَمَ	III
مُجَاهَدٌ	مُجَاهِدٌ	مُجَاهَدَةٌ	جَاهِدْ	يُجَاهِدُ	جَاهَدَ	IV
مُتَكَلَّمٌ	مُتَكَلِّمٌ	تَكَلُّمٌ	تَكَلَّمْ	يَتَكَلَّمُ	تَكَلَّمَ	V
مُتَعَارَفٌ	مُتَعَارِفٌ	تَعَارُفٌ	تَعَارَفْ	يَتَعَارَفُ	تَعَارَفَ	VI
	مُنْقَلِبٌ	اِنْقِلَابٌ	إِنْقَلِبْ	يَنْقَلِبُ	اِنْقَلَبَ	VII
مُخْتَلَفٌ	مُخْتَلِفٌ	اِخْتِلَافٌ	اِخْتَلِفْ	يَخْتَلِفُ	اِخْتَلَفَ	VIII
	مُحْمَرٌّ	إِحْمِرَارٌ	إِحْمَرَّ	يَحْمَرُّ	إِحْمَرَّ	IX
مُسْتَغْفَرٌ	مُسْتَغْفِرٌ	اِسْتِغْفَارٌ	اِسْتَغْفِرْ	يَسْتَغْفِرُ	اِسْتَغْفَرَ	X

লক্ষনীয়ঃ

১। প্রথম তিন গ্রুপ (২,৩,৪) ক্ষেত্রে الْمُضَارِعُ পেশ দিয়ে শুরু বাকী সব ক্ষেত্রে যবর দিয়ে শুরু।

২। الْمَاضِي এর প্রথম অক্ষরে হামজা থাকলে الْمُضَارِعُ তে তা বাদ যাবে।

৩। تَفَعَّلَ, تَفَاعَلَ, إِفْعَلَّ এই তিনটার মুদারীতে ع এর উপর যবর বাকী সব ক্ষেত্রে যের। [মনে রাখার জন্যঃ কথা বলে تَكَلَّمَ চেনা যায় تَعَارَفَ লাল মিয়াকে إِحْمَرَّ]

৪। الْمُضَارِعُ এর ২য় অক্ষরে হরকত থাকলে আমরে اِ আনতে হয় না।

৫। তিন অক্ষুর বিশিষ্ট মুজাররাদ ক্রিয়ার اَلْمَصْدَرُ এর নির্দিষ্ট কোন গঠন নাই বরং বিভিন্ন রকম হতে পারে কিন্তু বাকী সব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গঠন আছে।

৬। اَلْمُضَارِعُ থেকে اِسْمُ الْفَاعِلِ করতে হারফু মুদারীকে مُ দ্বারা পরিবর্তন করতে হয় এবং ع কালিমায় যের হয়। (ব্যতিক্রম রঙ যেমন, মুহমাররুন)

৭। اِسْمُ الْفَاعِل থেকে اِسْمُ الْمَفْعُوْل করতে হলে ع কালিমার উপর যেরকে যবর করলেই হয়।

বি দ্রঃ অকর্মক ক্রিয়ার اِسْمُ الْمَفْعُوْل নাই।

ক্রমানুসারে ক্রিয়ার গঠনগুলো মনে রাখার জন্যঃ
সে আল্লাহর প্রশংসা করে صَبَّحَ ও মুসলিম হয় أَسْلَمَ । এরপর সে জিহাদের جَاهَدَ ব্যাপারে কথা বলে تَكَلَّمَ এবং চিনতে পারে تَعَارَفَ আসল সংগ্রাম اِنْقَلَبَ কি জিনিষ। কিন্তু সে মতভেদ اِخْتَلَفَ দেখে রাগে লাল হয়ে যায় إِحْمَرَّ পরে আবার ক্ষমা চায় اِسْتَغْفَرَ

৩। Form II فَعَّلَ

اِسْمُ الْمَفْعُوْل	اِسْمُ الْفَاعِلِ	اَلْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	اَلْمُضَارِعُ	اَلْمَاضِي	ক্রিয়া
مُفَعَّلٌ	مُفَعِّلٌ	تَفْعِيْلٌ	فَعِّلْ	يُفَعِّلُ	فَعَّلَ	
مُسَبَّحٌ	مُسَبِّحٌ	تَسْبِيْحٌ	سَبِّحْ	يُسَبِّحُ	سَبَّحَ	মহিমান্বিত করা
مُعَذَّبٌ	مُعَذِّبٌ	تَعْذِيبٌ	عَذِّبْ	يُعَذِّبُ	عَذَّبَ	শাস্তি দেয়া
مُبَدَّلٌ	مُبَدِّلٌ	تَبْدِيْلٌ	بَدِّلْ	يُبَدِّلُ	بَدَّلَ	পরিবর্তন করা
مُحَرَّمٌ	مُحَرِّمٌ	تَحْرِيْمٌ	حَرِّمْ	يُحَرِّمُ	حَرَّمَ	নিষেধ করা

مُدَرَّسٌ	مُدَرِّسٌ	تَدْرِيْسٌ	دَرِّسْ	يُدَرِّسُ	دَرَّسَ	শিক্ষা দেয়া
مُنَبَّهٌ	مُنَبِّهٌ	تَنْبِيْهٌ	نَبِّهْ	يُنَبِّهُ	نَبَّهَ	সতর্ক করা
مُبَلَّغٌ	مُبَلِّغٌ	تَبْلِيْغٌ	بَلِّغْ	يُبَلِّغُ	بَلَّغَ	প্রচার করা
مُحَدَّثٌ	مُحَدِّثٌ	تَحْدِيْثٌ	حَدِّثْ	يُحَدِّثُ	حَدَّثَ	বর্ণনা করা
مُفَضَّلٌ	مُفَضِّلٌ	تَفْضِيْلٌ	فَضِّلْ	يُفَضِّلُ	فَضَّلَ	প্রাধান্য দেয়া
مُكَرَّمٌ	مُكَرِّمٌ	تَكْرِيْمٌ	كَرِّمْ	يُكَرِّمُ	كَرَّمَ	সম্মান করা
مُبَشَّرٌ	مُبَشِّرٌ	تَبْشِيْرٌ	بَشِّرْ	يُبَشِّرُ	بَشَّرَ	সুসংবাদ দেওয়া
مُبَيَّنٌ	مُبَيِّيٌ	تَبْيِيْنٌ	بَيِّنْ	يُبَيِّنُ	بَيَّنَ	স্পষ্ট করা
مُزَيَّنٌ	مُزَيِّنٌ	تَزْيِيْنٌ	زَيِّنْ	يُزَيِّنُ	زَيَّنَ	সজ্জিত করা
مُسَخَّرٌ	مُسَخِّرٌ	تَسْخِيْرٌ	سَخِّرْ	يُسَخِّرُ	سَخَّرَ	নিয়ন্ত্রন করা
مُصَدَّقٌ	مُصَدِّقٌ	تَصْدِيْقٌ	صَدِّقْ	يُصَدِّقُ	صَدَّقَ	সত্য বলা
مُكَذَّبٌ	مُكَذِّبٌ	تَكْذِيْبٌ	كَذِّبْ	يُكَذِّبُ	كَذَّبَ	মিথ্যা বলা
مُنَبَّءٌ	مُنَبِّءٌ	تَنْبِيْءٌ	نَبِّئْ	يُنَبِّئُ	نَبَّأَ	সংবাদ দেওয়া
مُنَزَّلٌ	مُنَزِّلٌ	تَنْزِيْلٌ	نَزِّلْ	يُنَزِّلُ	نَزَّلَ	অবতীর্ন করা

** এই গ্রুপের নাকিস ক্রিয়ার মাসদার হলো, تَفْعِلَةٌ যেমন, زَكَّى সে পবিত্র হলো এর মাসদার হলো تَزْكِيَةٌ । তবে নাকিস ছাড়াও অন্য ক্রিয়ার এই গঠনের মাসদার হতে পারে। যেমন, ذَكَّرَ সে স্মরণ করলো এর মাসদার হলো تَذْكِيْرٌ/تَذْكِرَةٌ

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
عَلَّمُوْا	عَلَّمَا	عَلَّمَ	পুং
عَلَّمْنَ	عَلَّمَتَا	عَلَّمَتْ	স্ত্রী
عَلَّمْتُمْ	عَلَّمْتُمَا	عَلَّمْتَ	পুং
عَلَّمْتُنَّ	عَلَّمْتُمَا	عَلَّمْتِ	স্ত্রী
عَلَّمْنَا		عَلَّمْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُعَلِّمُوْنَ	يُعَلِّمَانِ	يُعَلِّمُ	পুং
يُعَلِّمْنَ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمُ	স্ত্রী
تُعَلِّمُوْنَ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمُ	পুং
تُعَلِّمْنَ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمِيْنَ	স্ত্রী
نُعَلِّمُ		أُعَلِّمُ	উভয়

أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
عَلِّمُوْا	عَلِّمَا	عَلِّمْ	পুং
عَلِّمْنَ	عَلِّمَا	عَلِّمِيْ	স্ত্রী

نَهْيٌ নিষেধ			
لا تُعَلَّمُوْا	لا تُعَلَّمَا	لا تُعَلَّمْ	পুং
لا تُعَلَّمْنَ	لا تُعَلَّمَا	لا تُعَلَّمِيْ	স্ত্রী

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্যের রূপ)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
عُلِّمُوْا	عُلِّمَا	عُلِّمَ	পুং
عُلِّمْنَ	عُلِّمَتَا	عُلِّمَتْ	স্ত্রী
عُلِّمْتُمْ	عُلِّمْتُمَا	عُلِّمْتَ	পুং
عُلِّمْتُنَّ	عُلِّمْتُمَا	عُلِّمْتِ	স্ত্রী
عُلِّمْنَا		عُلِّمْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্যের রূপ)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُعَلَّمُوْنَ	يُعَلَّمَانِ	يُعَلَّمُ	পুং
يُعَلَّمْنَ	تُعَلَّمَانِ	تُعَلَّمُ	স্ত্রী
تُعَلَّمُوْنَ	تُعَلَّمَانِ	تُعَلَّمُ	পুং
تُعَلَّمْنَ	تُعَلَّمَانِ	تُعَلَّمِيْنَ	স্ত্রী
نُعَلَّمُ		أُعَلَّمُ	উভয়

৪। فَعَّلَ গঠনের কিছু তাতপর্য

ক) অর্থের পরিবর্তনঃ

	বাক্য	ক্রিয়া	অর্থ
প্রতিটি গোত্র জেনে নিল নিজেদের পান করার স্থান	قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ	عَلِمَ	সে জানল
শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।	عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ	عَلَّمَ	সে শেখালো
আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন	سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ	سَخِرَ	সে ঠাট্টা করলো
পবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন	سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا	سَخَّرَ	সে বশীভূত করলো
হামিদ লাঠি দিয়ে আঘাত করেছে	كَلِمَ حَامِدٌ بِالعَصَا	كَلِمَ	আঘাত করা
আর আল্লাহ মূসার সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি	وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا	كَلَّمَ	কথা বলা
এবং তাকে জাহান্নামে ঝলসাবো	وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ	صَلَى	সে ঝলসালো
এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে।	وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ	صَلَّى	সে সালাত পড়লো

খ) কাজের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বোঝাতে فَعَّلَ গঠনের ব্যবহার

ব্যাপকতা	সাধারন
قَتَّلَ الْمُجْرِمُ أَهْلَ القَرْيَةِ সন্ত্রাসী গ্রামবাসীকে ব্যাপকভাবে হত্যা করলো	قَتَلَ الْمُجْرِمُ رَجُلًا সন্ত্রাসী একটা লোক হত্যা করলো
عَدَّدَ الرَّجُلُ مَالَهُ লোকটি বারবার তার সম্পদ গুনলো	عَدَّ الرَّجُلُ مَالَهُ লোকটি তার সম্পদ গুনলো

তীব্রতা	সাধারন
كَسَّرْتُ الكُوْبَ আমি কাপটি খন্ড খন্ড করে ভাঙলাম।	كَسَرْتُ الكُوْبَ আমি কলমটি ভেঙ্গেছিলাম।
قَطَّعْتُ الحَبَلَ আমি রশিটি টুকরা টুকরা করে কেটেছিলাম।	قَطَعْتُ الحَبَلَ আমি রশিটি কেটেছিলাম।

নোটঃ ব্যাপকতা বোঝানোর ক্ষেত্রে ক্রিয়ার কর্ম বহুবচন বা একবচন হয়। কিন্তু তীব্রতা বোঝাতে একবচনেই তীব্রভাবে করা বোঝায়।

অনুশীলনী–২৫.১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	আমরা সকাল বিকাল আল্লহর পবিত্রতা ঘোষনা করি
	আল্লাহ অবিশ্বাসীদের ভীষণ শাস্তি দেবেন
	সত্যকে মিথ্যা দিয়ে পরিবর্তন কর না
	তিনি হারাম করেছেন যা কিছু খারাপ সব
	তোমাদের মধ্যে সে সর্বোত্তম যে কুরআন শিখে এবং তা শিক্ষা দেয়া
	আমি তোমাকে সতর্ক করা করছি মিথ্যা বলা থেকে
	প্রচার কর তাই যা তোমার রবের পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে
	যে বর্ণনা করবে আমার থেকে একটা হাদিস অথচ সে মনে করবে তা মিথ্যা তাহলে সেও মিথ্যাবাদী
	আল্লাহ একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন

	বড়দের সম্মান কর আর ছোটদের স্নেহ কর
	তোমরা তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও যারা নেক আমাল করে

অনুশীলনী–২৫.২

নিচের ক্রিয়া গুলো দিয়ে আরবী বাক্য রচনা কর

বাক্য	ক্রিয়া	অর্থ
	تَبَّرَ	ধ্বংশ করা
	ثَبَّتَ	প্রতিষ্ঠা দেয়া
	جَهَّجَ	প্রস্তুত করা
	حَرَّضَ	উত্তেজিত করা
	حَصَّلَ	অর্জন দেয়া
	حَرَّقَ	জ্বালানো করা
	سَحَّرَ	যাদু করা
	فَسَّرَ	ব্যাখ্যা করা
	أَذَّنَ	ঘোষনা দেয়া
	أَخَّرَ	পিছনে আনা
	خَفَّفَ	সহজ করা
	ضَلَّلَ	বিভ্রান্ত করা
	عَدَّدَ	গণনা করা
	وَكَّدَ	দৃঢ় করা

	يَسَّرَ	সহজ করা
	خَوَّفَ	ভয় দেখানো
	صَوَّرَ	আকৃতি গঠন করা
	زَكَّى	পবিত্র করা
	غَشَّى	আবৃত করা
	صَلَّى	দুরুদ পড়া

Form-ii এর কুরআনীয় উদাহরণ

শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।	عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
আমি পরিস্কারভাবে তোমাদের জন্যে আয়াতগুলো ব্যক্ত করেছি, যাতে তোমরা বোঝ।	قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্ত ভাবে ও স্পষ্টভাবে	وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
সেদিন তার শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিবে না।	فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ
আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কোরআন নাযিল করেছি।	إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا

৫। Form III أَفْعَلَ

اِسْمُ الْمَفْعُوْل	اِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
مُفْعَلٌ	مُفْعِلٌ	اِفْعَالٌ	أَفْعِلْ	يُفْعِلُ	أَفْعَلَ	
مُخْرَجٌ	مُخْرِجٌ	اِخْرَاجٌ	أَخْرِجْ	يُخْرِجُ	أَخْرَجَ	বের করা
مُرَادٌ	مُرِيْدٌ	اِرَادَةٌ	أَرِدْ	يُرِيْدُ	أَرَادَ	চাওয়া
مُدْرًى	مُدْرٍ	اِدْرَاءٌ	أَدْرِ	يُدْرِي	أَدْرَى	জানানো
مُهْلَكٌ	مُهْلِكٌ	اِهْلَاكٌ	أَهْلِكْ	يُهْلِكُ	أَهْلَكَ	ধ্বংস করা
مُبْصَرٌ	مُبْصِرٌ	اِبْصَارٌ	أَبْصِرْ	يُبْصِرُ	أَبْصَرَ	দেখা
مُحْسَنٌ	مُحْسِنٌ	اِحْسَانٌ	أَحْسِنْ	يُحْسِنُ	أَحْسَنَ	ভালো করা
مُدْخَلٌ	مُدْخِلٌ	اِدْخَالٌ	أَدْخِلْ	يُدْخِلُ	أَدْخَلَ	প্রবেশ করানো
مُرْجَعٌ	مُرْجِعٌ	اِرْجَاعٌ	أَرْجِعْ	يُرْجِعُ	أَرْجَعَ	ফিরানো
مُرْسَلٌ	مُرْسِلٌ	اِرْسَالٌ	أَرْسِلْ	يُرْسِلُ	أَرْسَلَ	পাঠানো
مُسْرَفٌ	مُسْرِفٌ	اِسْرَافٌ	أَسْرِفْ	يُسْرِفُ	أَسْرَفَ	অপচয় করা
مُسْلَمٌ	مُسْلِمٌ	اِسْلَامٌ	أَسْلِمْ	يُسْلِمُ	أَسْلَمَ	আত্মসমর্পন
مُشْرَكٌ	مُشْرِكٌ	اِشْرَاكٌ	أَشْرِكْ	يُشْرِكُ	أَشْرَكَ	শিরক করা
مُصْلَحٌ	مُصْلِحٌ	اِصْلَاحٌ	أَصْلِحْ	يُصْلِحُ	أَصْلَحَ	সংশোধন করা
مُغْرَقٌ	مُغْرِقٌ	اِغْرَاقٌ	أَغْرِقْ	يُغْرِقُ	أَغْرَقَ	ডুবিয়ে দেওয়া
مُفْسَدٌ	مُفْسِدٌ	اِفْسَادٌ	أَفْسِدْ	يُفْسِدُ	أَفْسَدَ	বিশৃঙ্খলা করা

مُفْلَحٌ	مُفْلِحٌ	اِفْلَاحٌ	أَفْلِحْ	يُفْلِحُ	أَفْلَحَ	সফল হওয়া
مُنْبَتٌ	مُنْبِتٌ	اِنْبَاتٌ	أَنْبِتْ	يُنْبِتُ	أَنْبَتَ	জন্মানো
مُنْذَرٌ	مُنْذِرٌ	اِنْذَارٌ	أَنْذِرْ	يُنْذِرُ	أَنْذَرَ	সতর্ক করা
مُنعَمٌ	مُنْعِمٌ	اِنْعَامٌ	أَنعِمْ	يُنْعِمُ	أَنْعَمَ	নিয়ামত দাওয়া

** এই গ্রুপের আজওয়াফ ক্রিয়ার মাসদার হলো, إِفْعَالَةٌ যেমন, أَقَامَ সে প্রতিষ্ঠা করলো। হলো এর মাসদার হলো إِقَامَةٌ

** এই গ্রুপের নাকিস ক্রিয়ার মাসদার হলো, إِفْعَاءٌ যেমন, أَوْفَى সে পূর্ণ করলো এর মাসদার হলো إِيْفَاءٌ

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
أَخْرَجُوْا	أَخْرَجَا	أَخْرَجَ	পুং
أَخْرَجْنَ	اَخْرَجَتَا	أَخْرَجَتْ	স্ত্রী
أَخْرَجْتُمْ	أَخْرَجْتُمَا	أَخْرَجْتَ	পুং
أَخْرَجْتُنَّ	أَخْرَجْتُمَا	أَخْرَجْتِ	স্ত্রী
أَخْرَجْنَا		أَخْرَجْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُخْرِجُوْنَ	يُخْرِجَانِ	يُخْرِجُ	পুং
يُخْرِجْنَ	تُخْرِجَانِ	تُخْرِجُ	স্ত্রী
تُخْرِجُوْنَ	تُخْرِجَانِ	تُخْرِجُ	পুং
تُخْرِجْنَ	تُخْرِجَانِ	تُخْرِجِيْنَ	স্ত্রী
نُخْرِجُ		أُخْرِجُ	উভয়

أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
أَخْرِجُوْا	أَخْرِجَا	أَخْرِجْ	পুং
أَخْرِجْنَ	أَخْرِجَا	أَخْرِجِيْ	স্ত্রী
نَهْيٌ নিষেধ			
لا تُخْرِجُوْا	لا تُخْرِجَا	لا تُخْرِجْ	পুং
لا تُخْرِجْنَ	لا تُخْرِجَا	لا تُخْرِجِيْ	স্ত্রী

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
أُخْرِجُوْا	أُخْرِجَا	أُخْرِجَ	পুং
أُخْرِجْنَ	أُخْرِجَتَا	أُخْرِجَتْ	স্ত্রী
أُخْرِجْتُمْ	أُخْرِجْتُمَا	أُخْرِجْتَ	পুং
أُخْرِجْتُنَّ	أُخْرِجْتُمَا	أُخْرِجْتِ	স্ত্রী
أُخْرِجْنَا		أُخْرِجْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُخْرَجُوْنَ	يُخْرَجَانِ	يُخْرَجُ	পুং
يُخْرَجْنَ	تُخْرَجَانِ	تُخْرَجُ	স্ত্রী
تُخْرَجُوْنَ	تُخْرَجَانِ	تُخْرَجُ	পুং
تُخْرَجْنَ	تُخْرَجَانِ	تُخْرَجِيْنَ	স্ত্রী
نُخْرَجُ		أُخْرَجُ	উভয়

৬। অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়ায় রুপান্তর

فَعَّلَ এবং أَفْعَلَ বাবে পরিণত করে অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়াতে রুপান্তর করা যায়।

সকর্মক	অকর্মক	
نَزَّلْتُ الطِّفْلَ শিশুটিকে নামিয়েছিলাম	نَزَلْتُ مِنَ السَّيَّارَةِ গাড়ি থেকে নামলাম	نَزَلَ সে নামলো نَزَّلَ সে নামালো
أَجْلَسْتُ الطِّفْلَ بِجَانِبِي শিশুটিকে আমার পাশে বসিয়েছিলাম	جَلَسْتُ هُنَا এখানে বসেছিলাম	جَلَسَ সে বসলো أَجْلَسَ সে বসালো

৭। সকর্মক ক্রিয়াকে দ্বিকর্মক ক্রিয়ায় রুপান্তর

সকর্মক ক্রিয়াকে فَعَّلَ বা أَفْعَلَ ফর্মে নিলে তা দ্বিকর্মক ক্রিয়া হয়।

দ্বিকর্মক	সকর্মক	ক্রিয়া
دَرَّسَنِي حَامِدٌ الْقُرْآنَ হামিদ আমাকে কুরআন শিখালো	دَرَسَ حَامِدٌ الْقُرْآنَ হামিদ কুরআন শিখলো	دَرَسَ সে শিখলো دَرَّسَ সে শিখালো
أَسْمَعَ الطُّلَّابُ الْمُدَرِّسَ الْقُرْآنَ ছাত্ররা শিক্ষকটিকে কুরআন শুনালো	سَمِعَ الْمُدَرِّسُ الْقُرْآنَ শিক্ষকটি কুরআন শুনলো	سَمِعَ সে শুনলো أَسْمَعَ সে শুনালো

৮। أَرَى এর ব্যবহার

أَرَى অর্থ সে দেখালো। এটা أَفْعَلَ গঠনের। এটা মূলত أَرْأَى যার দ্বিতীয় হামযাটি তুলে নেয়া হয়েছে। এর মুদারি হল يُرِى এবং আদেশ হল أَرِ

أَرُوْنِي هَذاَ الكِتَابَ তোমরা আমাকে এই বইটি দেখাও	أَرِنِي هَذاَ الكِتَابَ তুমি আমাকে এই বইটি দেখাও
أَرِيْنَنِي هَذاَ الكِتَابَ তোমরা (মেয়ে) আমাকে এই বইটি দেখাও	أَرِيْنِي هَذاَ الكِتَابَ তুমি (মেয়ে) আমাকে এই বইটি দেখাও

অনুশীলনী–২৫.৩

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	আল্লাহ মৃত থেকে জীবিতদের বের করেন
	আমরা দুজনে বিকেলে খেলতে যেতে চাই
	কত সভ্যতা যে ধ্বংস হল তার হিসাব নাই
	বেশ ভালো করেছো
	তিনি দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান আর রাতকে দিনের মধ্যে
	তিনিই সে যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসুল পাঠিয়েছেন
	অপচয় করা গুনাহের কাজ
	আমরা আত্মসমর্পন করেছি আমাদের মহান রবের কাছে
	আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন যে শিরক করে
	নিজেকে সংশোধন করা ছাড়া উপায় নাই
	হে আল্লাহ আমাদের নিয়ামত দান কর

অনুশীলনী–২৫.৪

নিচের ক্রিয়া গুলো দিয়ে আরবী বাক্য রচনা কর

বাক্য	ক্রিয়া	অর্থ
	أَنْفَقَ	ব্যয় করা
	أَنْكَرَ	প্রত্যাখ্যান করা
	أَهْلَكَ	ধ্বংস করা
	أَتَمَّ	পূর্ণ করা
	أَحْبَّ	ভালোবাসা
	أَحَلَّ	বৈধ করা
	أَسَرَّ	গোপন করা
	أَضَلَّ*	গোমরাহ করা
	أَعَدَّ	প্রস্তুত করা
	أَذَاقَ	স্বাদ গ্রহন করান
	أَرَادَ *	ইচ্ছা করা
	أَصَابَ	আপতিত হওয়া
	أَطَاعَ	মান্য করা
	أَقَامَ	প্রতিষ্ঠা করা
	أَمَاتَ	মেরে ফেলা

Form-iii এর কুরআনীয় উদাহরণ

যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে।	وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا
এবং কিসে আপনাকে জানাবে সেটা কি?	وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ
তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
সে বললঃ আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম।	قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়।	قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا
এরাই তারা-নবীগণের মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত দান করেছেন।	أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ

৯। Form IV فَاعَلَ

اِسْمُ الْمَفْعُوْل	اِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
مُفَاعَلٌ	مُفَاعِلٌ	مُفَاعَلَةٌ– فِعَالٌ	فَاعِلْ	يُفَاعِلُ	فَاعَل	
مُعَاقَبٌ	مُعَاقِبٌ	مُعَاقَبَةٌ–عِقَابٌ	عَاقِبْ	يُعَاقِبُ	عَاقَبَ	শাস্তি দেয়া
مُخَادَعٌ	مُخَادِعٌ	مُخَادَعةٌ–خِدَاعٌ	خَادِعْ	يُخَادِعُ	خَادَعَ	ধোকা দেয়া
مُبَارَكٌ	مُبَارِكٌ	مُبَارَكَةٌ–بِرَاكٌ	بَارِكْ	يُبَارِكُ	بَارَكَ	বরকত দেওয়া
مُجَادَلٌ	مُجَادِلٌ	مُجَادَلَةٌ–جِدَالٌ	جَادِلْ	يُجَادِلُ	جَادَلَ	ঝগড়া করা
مُسَافَرٌ	مُسَافِرٌ	مُسَافَرَةٌ	سَافِرْ	يُسَافِرُ	سَافَرَ	ভ্রমণ করা

مُعَامَلٌ	مُعَامِلٌ	مُعَامَلَةٌ	عَامِلْ	يُعَامِلُ	عَامَلَ	কাজ করা
مُحَارَبٌ	مُحَارِبٌ	مُحَارَبَةٌ	حَارِبْ	يُحَارِبُ	حَارَبَ	যুদ্ধ করা
مُخَالَفٌ	مُخَالِفٌ	مُخَالَفَةٌ	خَالِفْ	يُخَالِفُ	خَالَفَ	বিরুদ্ধতা করা
مُفَارَقٌ	مُفَارِقٌ	مُفَارَقَةٌ	فَارِقْ	يُفَارِقُ	فَارَقَ	বিছিন্ন হওয়া
مُقَابَلٌ	مُقَابِلٌ	مُقَابَلَةٌ	قَابِلْ	يُقَابِلُ	قَابَلَ	মুখোমুখি হওয়া
مُشَاوَرٌ	مُشَاوِرٌ	مُشَاوَرَةٌ	شَاوِرْ	يُشَاوِرُ	شَاوَرَ	পরামর্শ দেওয়া
مُسَابَقٌ	مُسَابِقٌ	مُسَابَقَةٌ	سَابِقْ	يُسَابِقُ	سَابَقَ	প্রতিযোগীতা করা
مُجَاهَدٌ	مُجَاهِدٌ	جِهَادٌ– مُجَاهَدَةٌ	جَاهِدْ	يُجَاهِدُ	جَاهَدَ	চেষ্টা করা
مُقَاتَلٌ	مُقَاتِلٌ	مُقَاتَلَةٌ	قَاتِلْ	يُقَاتِلُ	قَاتَلَ	যুদ্ধ করা
مُنَادًى	مُنَادٍ	نِدَاءٌ	نَادٍ	يُنَادِي	نَادَى	ডেকে বলা
مُنَافَقٌ	مُنَافِقٌ	مُنَافَقَةٌ	نَافِقْ	يُنَافِقُ	نَافَقَ	মুনাফেকি করা
مُهَاجَرٌ	مُهَاجِرٌ	مُهَاجَرَةٌ	هَاجِرْ	يُهَاجِرُ	هَاجَرَ	হিজরত করা

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
جَاهَدُوْا	جَاهَدَا	جَاهَدَ	পুং
جَاهَدْنَ	جَاهَدَتَا	جَاهَدَتْ	স্ত্রী
جَاهَدْتُمْ	جَاهَدْتُمَا	جَاهَدْتَ	পুং

جَاهَدْتُنَّ	جَاهَدْتُمَا	جَاهَدْتِ	স্ত্রী
جَاهَدْنَا		جَاهَدْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُجَاهِدُوْنَ	يُجَاهِدَانِ	يُجَاهِدُ	পুং
يُجَاهِدْنَ	تُجَاهِدَانِ	تُجَاهِدُ	স্ত্রী
تُجَاهِدُوْنَ	تُجَاهِدَانِ	تُجَاهِدُ	পুং
تُجَاهِدْنَ	تُجَاهِدَانِ	تُجَاهِدِيْنَ	স্ত্রী
نُجَاهِدُ		أُجَاهِدُ	উভয়

أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
جَاهِدُوْا	جَاهِدَا	جَاهِدْ	পুং
جَاهِدْنَ	جَاهِدَا	جَاهِدِيْ	স্ত্রী
نَهْيٌ নিষেধ			
لا تُجَاهِدُوْا	لا تُجَاهِدَا	لا تُجَاهِدْ	পুং
لا تُجَاهِدْنَ	لا تُجَاهِدَا	لا تُجَاهِدِيْ	স্ত্রী

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
جُوْهِدُوا	جُوْهِدَا	جُوْهِدَ	পুং
جُوْهِدْنَ	جُوْهِدَتَا	جُوْهِدَتْ	স্ত্রী
جُوْهِدْتُمْ	جُوْهِدْتُمَا	جُوْهِدْتَ	পুং
جُوْهِدْتُنَّ	جُوْهِدْتُمَا	جُوْهِدْتِ	স্ত্রী
جُوْهِدْنَا		جُوْهِدْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُجَاهَدُوْنَ	يُجَاهَدَانِ	يُجَاهَدُ	পুং
يُجَاهَدْنَ	تُجَاهَدَانِ	تُجَاهَدُ	স্ত্রী
تُجَاهَدُوْنَ	تُجَاهَدَانِ	تُجَاهَدُ	পুং
تُجَاهَدْنَ	تُجَاهَدَانِ	تُجَاهَدِيْنَ	স্ত্রী
نُجَاهَدُ		أُجَاهَدُ	উভয়

অনুশীলনী–২৫.৫

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	তারা মনে করেছে যে তারা আমাদের ধোকা দেবে
	আল্লাহ তোমাদের কাজে বরকত দিক

	আর ঝগড়া কর না তাদের সাথে যারা মুর্খ
	আমারা প্রতি সপ্তাহে একবার ভ্রমণ করি
	দুটি দল মুখোমুখি হয়েছিলো বদরের প্রান্তে
	আর তুমি পরামর্শ কর তাদের সাথে
	আমরা জান্নাতের জন্য প্রতিযোগীতা করা করি
	আমি তাদের ডেকে বললাম আমাকে সাহায্য কর

অনুশীলনী–২৫.৬

নিচের ক্রিয়া গুলো দিয়ে আরবী বাক্য রচনা কর

বাক্য	ক্রিয়া	অর্থ
	بَاعَدَ	দূর করা
	حَافَظَ	সংরক্ষণ করা
	خَالَفَ	বিরোধিতা করা
	نَازَعَ	ঝগড়া করা
	غَادَرَ	বাদ দেওয়া
	قَاسَمَ	শফথ করা
	آخَرَ	পাকড়াও করা
	وَاعَدَ	পরস্পর অঙ্গীকার করা
	وَاثَقَ	অঙ্গীকার করা
	حَاجَّ	তর্ক করা

	حَادَّ	শত্রুতা করা
	شَاقَّ	বিরোধিতা করা
	جَاوَزَ	পার করানো
	حَاوَرَ	কথাবার্তা বলা
	بَايَعَ	বাইয়াত করা
	عَادَى	শত্রুতা করা
	لَاقَى	সাক্ষাত করা
	فَادَى	মুক্তিপন দেওয়ায়

Form IV এর কুরআনীয় উদাহরণ

যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যেই কষ্ট স্বীকার করে।	وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ
অতএব আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন	فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا
আর তোমাদের কি হল যে, তেমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না	وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
এবং কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ করুন।	وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا
আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা কোথায় ফিরছে?	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ

১০। Form V تَفَعَّلَ

اِسْمُ الْمَفْعُوْل	اِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
مُتَفَعَّلٌ	مُتَفَعِّلٌ	تَفَعُّلٌ	تَفَعَّلْ	يَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلَ	
مُتَفَكَّرٌ	مُتَفَكِّرٌ	تَفَكُّرٌ	تَفَكَّرْ	يَتَفَكَّرُ	تَفَكَّرَ	চিন্তা করা
مُتَذَكَّرٌ	مُتَذَكِّرٌ	تَذَكُّرٌ	تَذَكَّرْ	يَتَذَكَّرُ	تَذَكَّرَ*	স্মরন করা
مُتَوَكَّلٌ	مُتَوَكِّلٌ	تَوَكُّلٌ	تَوَكَّلْ	يَتَوَكَّلُ	تَوَكَّلَ	ভরসা করা
مُتَبَيَّنٌ	مُتَبَيِّنٌ	تَبَيُّنٌ	تَبَيَّنْ	يَتَبَيَّنُ	تَبَيَّنَ	সুস্পষ্ট করা
مُتَوَلًّا	مُتَوَلٍّ	تَوَلٍّ	تَوَلَّ	يَتَوَلَّى	تَوَلَّى *	মুখ ঘুরানো
مُتَوَفًّا	مُتَوَفٍّ	تَوَفٍّ	تَوَفَّ	يَتَوَفَّى	تَوَفَّى	পুর্ন মাত্রায় নেওয়া
مُتَكَلَّمٌ	مُتَكَلِّمٌ	تَكَلُّمٌ	تَكَلَّمْ	يَتَكَلَّمُ	تَكَلَّمَ	কথা বলা
مُتَعَلَّقٌ	مُتَعَلِّقٌ	تَعَلُّقٌ	تَعَلَّقْ	يَتَعَلَّقُ	تَعَلَّقَ	সম্পর্ক রাখা
مُتَقَبَّلٌ	مُتَقَبِّلٌ	تَقَبُّلٌ	تَقَبَّلْ	يَتَقَبَّلُ	تَقَبَّلَ	গ্রহন করা
مُتَطَهَّرٌ	مُتَطَهِّرٌ	تَطَهُّرٌ	تَطَهَّرْ	يَتَطَهَّرُ	تَطَهَّرَ	পবিত্র হওয়া
مُتَفَرَّقٌ	مُتَفَرِّقٌ	تَفَرُّقٌ	تَفَرَّقْ	يَتَفَرَّقُ	تَفَرَّقَ	পৃথক হওয়া
مُتَزَوَّجٌ	مُتَزَوِّجٌ	تَزَوُّجٌ	تَزَوَّجْ	يَتَزَوَّجُ	تَزَوَّجَ	বিবাহ করা
مُتَقَلَّبٌ	مُتَقَلِّبٌ	تَقَلُّبٌ	تَقَلَّبْ	يَتَقَلَّبُ	تَقَلَّبَ	পরিবর্তন হওয়া
مُتَأَخَّرٌ	مُتَأَخِّرٌ	تَأَخُّرٌ	تَأَخَّرْ	يَتَأَخَّرُ	تَأَخَّرَ	দেরি করা

تَفَعَّلَ গঠনের কিছু তাতপর্য

ক) فَعَّلَ গ্রুপে ক্রিয়া কর্মের উপর বর্তায় কিন্তু تَفَعَّلَ এই গ্রুপে ক্রিয়া কর্তার নিজের উপর বর্তায়।

সে শিখলো	تَعَلَّمَ	সে শিখাল	عَلَّمَ
সে আলাদা হলো	تَفَرَّقَ	সে আলাদা করলো	فَرَّقَ
সে জায়গা করে নিলো	تَفَسَّحَ	সে জায়গা করে দিল	فَسَّحَ

খ) এই গ্রুপে ক্রিয়া অনেক সময় ধীরে ধীরে করা বোঝায়,

সে চুমুক দিয়ে দিয়ে পান করলো	تَجَرَّعَ	সে গিলে ফেলল	جَرَعَ

গ) সম্পূর্ণ নতুন অর্থঃ

সে কথা বলল	تَكَلَّمَ	সে আঘাত করলো	كَلِمَ
সে দান করলো	تَصَدَّقَ	সে সত্য বলল	صَدَقَ

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
تَأَخَّرُوْا	تَأَخَّرَا	تَأَخَّرَ	পুং
تَأَخَّرْنَ	تَأَخَّرَتَا	تَأَخَّرَتْ	স্ত্রী
تَأَخَّرْتُمْ	تَأَخَّرْتُمَا	تَأَخَّرْتَ	পুং
تَأَخَّرْتُنَّ	تَأَخَّرْتُمَا	تَأَخَّرْتِ	স্ত্রী
تَأَخَّرْنَا		تَأَخَّرْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَتَأَخَّرُوْنَ	يَتَأَخَّرَانِ	يَتَأَخَّرُ	পুং
يَتَأَخَّرْنَ	تَتَأَخَّرَانِ	تَتَأَخَّرُ	স্ত্রী
تَتَأَخَّرُوْنَ	تَتَأَخَّرَانِ	تَتَأَخَّرُ	পুং
تَتَأَخَّرْنَ	تَتَأَخَّرَانِ	تَتَأَخَّرِيْنَ	স্ত্রী
نَتَأَخَّرُ		أَتَأَخَّرُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
تُؤُخِّرُوْا	تُؤُخِّرَا	تُؤُخِّرَ	পুং
تتُؤُخِّرْنَ	تُؤُخِّرَتَا	تُؤُخِّرَتْ	স্ত্রী
تُؤُخِّرْتُمْ	تُؤُخِّرْتُمَا	تُؤُخِّرْتَ	পুং
تتُؤُخِّرْتُنَّ	تتُؤُخِّرْتُمَا	تُؤُخِّرْتِ	স্ত্রী
تتُؤُخِّرْنَا		تُؤُخِّرْتُ	উভয়

أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
تَأَخَّرُوْا	تَأَخَّرَا	تَأَخَّرْ	পুং
تَأَخَّرْنَ	تَأَخَّرَا	تَأَخَّرِيْ	স্ত্রী

نَهْيٌ নিষেধ			
لا تَتَأَخَّرُوْا	لا تَتَأَخَّرَا	لا تَتَأَخَّرْ	পুং
لا تَتَأَخَّرْنَ	لا تَتَأَخَّرَا	لا تَتَأَخَّرِيْ	স্ত্রী

اَلْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُتَأَخَّرُوْنَ	يُتَأَخَّرَانِ	يُتَأَخَّرُ	পুং
يُتَأَخَّرْنَ	تُتَأَخَّرَانِ	تُتَأَخَّرُ	স্ত্রী
تُتَأَخَّرُوْنَ	تُتَأَخَّرَانِ	تُتَأَخَّرُ	পুং
تُتَأَخَّرْنَ	تُتَأَخَّرَانِ	تُتَأَخَّرِيْنَ	স্ত্রী
نُتَأَخَّرُ		أُتَأَخَّرُ	উভয়

অনুশীলনী–২৫.৭

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	মুমিনরা কুরআন নিয়ে চিন্তা করে যাতে তাদের ঈমান বাড়ে
	আমরা কেবল তোমার উপরই ভরসা করি
	তিনি আয়াতগুলো সুস্পষ্ট করেছেন যাতে আমরা বুঝতে পারি
	যে ইসলাম থেকে মুখ ঘুরালো সে ধংশ হলো
	ঐদিন সকলের পুরস্কার পুর্ন মাত্রায় দেওয়া হবে

	মুসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন
	মুত্তাকীদের সাথে সম্পর্ক রাখ
	আল্লহ কেবল মুত্তাকীদের থেকে গ্রহন করেন
	সালাতের পূর্বে পবিত্র হওয়া ওয়াজিব
	খালিদ একজন নেককার মেয়ে বিবাহ করতে চায়
	দেরি কর না বাস ছেড়ে দেবে

অনুশীলনী–২৫.৮

নিচের ক্রিয়া গুলো দিয়ে আরবী বাক্য রচনা কর

বাক্য	ক্রিয়া	অর্থ
	تَفَكَّرَ	চিন্তা করা
	تَذَكَّرَ	স্মরন করা
	تَوَكَّلَ	ভরসা করা
	تَبَيَّنَ	সুস্পষ্ট করা
	تَوَلَّى	মুখ ঘুরানো
	تَوَفَّى	পুর্ন মাত্রায় নেওয়া
	تَكَلَّمَ	কথা বলা
	تَعَلَّقَ	সম্পর্ক রাখা
	تَقَبَّلَ	গ্রহন করা
	تَطَهَّرَ	পবিত্র হওয়া

	تَفَرَّقَ	পৃথক হওয়া
	تَزَوَّجَ	বিবাহ করা
	تَقَلَّبَ	পরিবর্তন হওয়া
	تَأَخَّرَ	দেরি করা

Form V এর কুরআনীয় উদাহরণ

নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।	رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
এমনিভাবে আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী-স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর এঁটে দেন।	كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ
নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নামে নয় কি?	أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ
আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ার দেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে।	وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

১১। Form VI تَفَاعَلَ

اِسْمُ الْمَفْعُوْل	اِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
مُتَفَاعَلٌ	مُتَفَاعِلٌ	تَفَاعُلٌ	تَفَاعَلْ	يَتَفَاعَلُ	تَفَاعَلَ	
مُتَعَارَفٌ	مُتَعَارِفٌ	تَعَارُفٌ	تَعَارَفْ	يَتَعَارَفُ	تَعَارَفَ	পরস্পর পরিচিত হওয়া
مُتَنَافَسٌ	مُتَنَافِسٌ	تَنَافُسٌ	تَنَافَسْ	يَتَنَافَسُ	تَنَافَسَ	প্রতিযোগিতা করা
مُتَشَاوَرٌ	مُتَشَاوِرٌ	تَشَاوُرٌ	تَشَاوَرْ	يَتَشَاوَرُ	تَشَاوَرَ	পরামর্শ করা
مُتَعَاوَنٌ	مُتَعَاوِنٌ	تَعَاوُنٌ	تَعَاوَنْ	يَتَعَاوَنُ	تَعَاوَنَ	পরস্পর সাহায্য করা
مُتَحَاسَدٌ	مُتَحَاسِدٌ	تَحَاسُدٌ	تَحَاسَدْ	يَتَحَاسَدُ	تَحَاسَدَ	পরস্পর হিংসা করা
مُتَكَاسَلٌ	مُتَكَاسِلٌ	تَكَاسُلٌ	تَكَاسَلْ	يَتَكَاسَلُ	تَكَاسَلَ	অলসতা করা
مُتَنَافَرٌ	مُتَنَافِرٌ	تَنَافُرٌ	تَنَافَرْ	يَتَنَافَرُ	تَنَافَرَ	পরস্পর ঘৃনা করা

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
تَنَافَرُوْا	تَنَافَرَا	تَنَافَرَ	পুং
تَنَافَرْنَ	تَنَافَرَتَا	تَنَافَرَتْ	স্ত্রী
تَنَافَرْتُمْ	تَنَافَرْتُمَا	تَنَافَرْتَ	পুং

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
تَنَافَرْتُنَّ	تَنَافَرْتُمَا	تَنَافَرْتِ	স্ত্রী
تَنَافَرْنَا		تَنَافَرْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَتَنَافَرُوْنَ	يَتَنَافَرَانِ	يَتَنَافَرُ	পুং
يَتَنَافَرْنَ	تَتَنَافَرَانِ	تَتَنَافَرُ	স্ত্রী
تَتَنَافَرُوْنَ	تَتَنَافَرَانِ	تَتَنَافَرُ	পুং
تَتَنَافَرْنَ	تَتَنَافَرَانِ	تَتَنَافَرِيْنَ	স্ত্রী
نَتَنَافَرُ		أَتَنَافَرُ	উভয়

أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
تَنَافَرُوْا	تَنَافَرَا	تَنَافَرْ	পুং
تَنَافَرْنَ	تَنَافَرَا	تَنَافَرِيْ	স্ত্রী
نَهْيٌ নিষেধ			
لا تَتَنَافَرُوْا	لا تَتَنَافَرَا	لا تَتَنَافَرْ	পুং
لا تَتَنَافَرْنَ	لا تَتَنَافَرَا	لا تَتَنَافَرِيْ	স্ত্রী

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
تُنُوفِرُوْا	تُنُوفِرَا	تُنُوفِرَ	পুং
تُنُوفِرْنَ	تُنُوفِرَتَا	تُنُوفِرَتْ	স্ত্রী
تُنُوفِرْتُمْ	تُنُوفِرْتُمَا	تُنُوفِرْتَ	পুং
تُنُوفِرْتُنَّ	تُنُوفِرْتُمَا	تُنُوفِرْتِ	স্ত্রী
تُنُوفِرْنَا		تُنُوفِرْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُتَنَافَرُوْنَ	يُتَنَافَرَانِ	يُتَنَافَرُ	পুং
يُتَنَافَرْنَ	تُتَنَافَرَانِ	تُتَنَافَرُ	স্ত্রী
تُتَنَافَرُوْنَ	تُتَنَافَرَانِ	تُتَنَافَرُ	পুং
تُتَنَافَرْنَ	تُتَنَافَرَانِ	تُتَنَافَرِيْنَ	স্ত্রী
نُتَنَافَرُ		أُتَنَافَرُ	উভয়

Form V এবং Form VI এর ক্ষেত্রে শুরুতে যখন পরপর দুইটি ت আসে তখন একটা ت বাদ দেওয়া যায়। অর্থাৎ تَتَنَزَّلُ → تَنَزَّلُ ، تَتَنَافَسُ → تَنَافَسُ

ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে	**تَنَزَّلُ** الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم

তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না	**تَتَنَزَّلُ** عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا

অনুশীলনী–২৫.৯

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	প্রথমে আমরা পরস্পর পরিচিত হলাম
	দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা কর না
	একজন ভালো আলিমের সাথে পরামর্শ কর
	নেক ও ভালো কাজে পরস্পর সাহায্য কর অন্যায় ও সীমালজ্ঘনে একে অপরকে সাহাজ্য কর না
	পরস্পর হিংসা কর না
	তারা যেন পরস্পরকে ঘৃনা না করে

অনুশীলনী–২৫.১০

নিচের ক্রিয়া গুলো দিয়ে আরবী বাক্য রচনা কর

বাক্য	ক্রিয়া	অর্থ
	تَعَارَفَ	পরস্পর পরিচিত হওয়া
	تَنَافَسَ	প্রতিযোগিতা করা
	تَشَاوَرَ	পরামর্শ করা
	تَعَاوَنَ	পরস্পর সাহায্য করা
	تَحَاسَدَ	পরস্পর হিংসা করা
	تَنَافَرَ	পরস্পর ঘৃনা করা

Form VI এর কুরআনীয় উদাহরণ

আর যেদিন তাদেরকে সমবেত করা হবে, যেন তারা অবস্থান করেনি, তবে দিনের একদন্ড একজন অপরজনকে চিনবে।	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ
সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।	وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Form VI এর হাদিসের উদাহরণ

আর আল্লাহর কসম! তোমরা আমার পরে শিরক করবে এ আশংকা আমি করি না। তবে তোমাদের ব্যাপারে আমার আশংকা যে, তেমরা পার্থিব সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে	وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا
নিশ্চয়ই কিয়ামতের আলামত ও লক্ষন হল, থালা গুলো নিয়মিত যোগাযোগের কাজ করবে আর আত্মীয়রা তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবে	إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ تَوَاصَلَ الأَطْبَاقُ ، وَأَنْ تَقَاطَعَ الأَرْحَامُ

১২। Form VII اِنْفَعَلَ

اِسْمُ الْمَفْعُوْل	اِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
–	مُنْفَعِلٌ	اِنْفِعَالٌ	إِنْفَعِلْ	يَنْفَعِلُ	اِنْفَعَلَ	
–	مُنْقَلِبٌ	اِنْقِلَابٌ	اِنْقَلِبْ	يَنْقَلِبُ	اِنْقَلَبَ	উলটে যাওয়া
–	مُنْتَهٍ	اِنْتِهَاءٌ	اِنْتَهِ	يَنْتَهِي	اِنْتَهَى	শেষ করা
–	مُنْصَرِفٌ	اِنْصِرَافٌ	إِنْصَرِفْ	يَنْصَرِفُ	اِنْصَرَفَ	চলে যাওয়া
–	مُنْقَلِبٌ	اِنْقِلَابٌ	إِنْقَلِبْ	يَنْقَلِبُ	اِنْقَلَبَ	সংগ্রাম করা
–	مُنْطَلِقٌ	اِنْطِلَاقٌ	إِنْطَلِقْ	يَنْطَلِقُ	اِنْطَلَقَ	চলে যাওয়া
–	مُنْكَشِفٌ	اِنْكِشَافٌ	إِنْكَشِفْ	يَنْكَشِفُ	اِنْكَشَفَ	খুলে যাওয়া
–	مُنْفَصِلٌ	اِنْفِصَالٌ	إِنْفَصِلْ	يَنْفَصِلُ	اِنْفَصَلَ	আলাদা হওয়া
–	مُنْفَجِرٌ	اِنْفِجَارٌ	إِنْفَجِرْ	يَنْفَجِرُ	اِنْفَجَرَ	প্রবাহিত হওয়া
–	مُنْفَرِدٌ	اِنْفِرَادٌ	إِنْفَرِدْ	يَنْفَرِدُ	اِنْفَرَدَ	একাকী হওয়া

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اِنْفَرَدُوْا	اِنْفَرَدَا	اِنْفَرَدَ	পুং
اِنْفَرَدْنَ	اِنْفَرَدَتَا	اِنْفَرَدَتْ	স্ত্রী

اِنْفَرَدْتُمْ	اِنْفَرَدْتُمَا	اِنْفَرَدْتَ	পুং
اِنْفَرَدْتُنَّ	اِنْفَرَدْتُمَا	اِنْفَرَدْتِ	স্ত্রী
اِنْفَرَدْنَا		اِنْفَرَدْتُ	উভয়

বর্তমান কালের ক্রিয়া اَلْمُضَارِعُ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَنْفَرِدُوْنَ	يَنْفَرِدَانِ	يَنْفَرِدُ	পুং
يَنْفَرِدْنَ	تَنْفَرِدَانِ	تَنْفَرِدُ	স্ত্রী
تَنْفَرِدُوْنَ	تَنْفَرِدَانِ	تَنْفَرِدُ	পুং
تَنْفَرِدْنَ	تَنْفَرِدَانِ	تَنْفَرِدِيْنَ	স্ত্রী
نَنْفَرِدُ		أَنْفَرِدُ	উভয়

আদেশ أَمْرٌ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اِنْفَرِدُوْا	اِنْفَرِدَا	اِنْفَرِدْ	পুং
اِنْفَرِدْنَ	اِنْفَرِدَا	اِنْفَرِدِيْنَ	স্ত্রী
নিষেধ نَهْيٌ			
لا تَنْفَرِدُوْا	لا تَنْفَرِدَا	لا تَنْفَرِدْ	পুং
لا تَنْفَرِدْنَ	لا تَنْفَرِدَا	لا تَنْفَرِدِيْ	স্ত্রী

১৩। মাফউলুন বিহি যখন ফা'য়িল [কর্ম যখন কর্তা]

বাব اِنْفَعَلَ তে সাধারণত আমরা যাকে ক্রিয়ার কর্ম বলে চিনি সেটাই কর্তা হয়। যেমনঃ

كَسَرْتُ الكُوْبَ (আমি গ্লাসটি ভাঙলাম), এখানে الكُوْبَ হচ্ছে مَفْعُوْلٌ بِهِ

اِنْكَسَرَ الكُوْبُ (গ্লাসটি ভেঙ্গে গেল), এখানে الكُوْبُ হচ্ছে فَاعِلٌ

অনুরূপভাবে,

فَتَحْتُ البَابَ (আমি দরজাটি খুললাম), এখানে البَابَ হচ্ছে مَفْعُوْلٌ بِهِ

اِنْفَتَحَ البَابُ (দরজাটি খুলে গেল), এখানে البَابُ হচ্ছে فَاعِلٌ

১৪। اِنْفَعَلَ বাবের পূর্বে প্রশ্নসূচক أَ থাকলে হামযাতুল ওয়াসলি উঠে যায়

দরজাটি কি খুলে গেল?	أَنْفَتَحَ البَابُ؟	أَاِنْفَتَحَ البَابُ ←
গাড়িটি কি উল্টে গেল?	أَنْقَلَبَتِ السَّيَّارَةُ؟	أَاِنْقَلَبَتِ السَّيَّارَةُ ←

অনুশীলনী–২৫.১১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	গড়িটি রাস্তার মোড়ে উলটে গেল
	বক্তৃতা শেষে আমরা তাকে সালাম দিলাম
	আজকের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
	বালকটি কিছু না বলেই চলে গেল
	তার সামনে সম্ভাবনার দরজা খুলে গেল

অনুশীলনী–২৫.১২

নিচের ক্রিয়া গুলো দিয়ে আরবী বাক্য রচনা কর

বাক্য	ক্রিয়া	অর্থ
	اِنْقَلَبَ	ফিরে যাওয়া
	اِنْتَهَى	শেষ করা
	اِنْصَرَفَ	চলে যাওয়া
	اِنْقَلَبَ	সংগ্রাম করা
	اِنْطَلَقَ	চলে যাওয়া
	اِنْكَشَفَ	খুলে যাওয়া
	اِنْفَصَلَ	আলাদা হওয়া
	اِنْفَجَرَ	প্রবাহিত হওয়া
	اِنْفَرَدَ	একাকী হওয়া

Form VII এর কুরআনীয় উদাহরণ

এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে	وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ مَسْرُورًا
যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে,	إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ . وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ
এবং আমার মন হতবল হয়ে পড়ে এবং আমার জিহবা অচল হয়ে যায়।	وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي

১৫। Form VIII اِفْتَعَلَ

اِسْمُ الْمَفْعُوْل	اِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
مُفْتَعَلٌ	مُفْتَعِلٌ	اِفْتِعَالٌ	إِفْتَعِلْ	يَفْتَعِلُ	اِفْتَعَلَ	
مُخْتَلَفٌ	مُخْتَلِفٌ	اِخْتِلَافٌ	اِخْتَلِفْ	يَخْتَلِفُ	اِخْتَلَفَ	মতভেদ করা
مُتَّبَعٌ	مُتَّبِعٌ	اِتِّبَاعٌ	اِتَّبِعْ	يَتَّبِعُ	اِتَّبَعَ	অনুসরন করা
مُتَّخَذٌ	مُتَّخِذٌ	اِتِّخَاذٌ	اِتَّخِذْ	يَتَّخِذُ	اِتَّخَذَ	গ্রহন করা
مُتَّقًا	مُتَّقٍ	إِتِّقَاءٌ	اِتَّقِ	يَتَّقِي	اِتَّقَى	ভয় করা
مُفْتَرًا	مُفْتَرٍ	اِفْتِرَاءٌ	اِفْتَرِ	يَفْتَرِي	اِفْتَرَى	মিথ্যা রচনা করা
مُهْتَدًا	مُهْتَدٍ	اِهْتِدَاءٌ	اِهْتَدِ	يَهْتَدِي	اِهْتَدَى	সঠিক পথ অনুসরন করা
مُبْتَغًا	مُبْتَغٍ	اِبْتِغَاءٌ	اِبْتَغِ	يَبْتَغِي	اِبْتَغَى	খোজা

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اِخْتَلَفُوْا	اِخْتَلَفَا	اِخْتَلَفَ	পুং
اِخْتَلَفْنَ	اِخْتَلَفَتَا	اِخْتَلَفَتْ	স্ত্রী

اِخْتَلَفْتُمْ	اِخْتَلَفْتُمَا	اِخْتَلَفْتَ	পুং
اِخْتَلَفْتُنَّ	اِخْتَلَفْتُمَا	اِخْتَلَفْتِ	স্ত্রী
اِخْتَلَفْنَا		اِخْتَلَفْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَخْتَلِفُوْنَ	يَخْتَلِفَانِ	يَخْتَلِفُ	পুং
يَخْتَلِفْنَ	تَخْتَلِفَانِ	تَخْتَلِفُ	স্ত্রী
تَخْتَلِفُوْنَ	تَخْتَلِفَانِ	تَخْتَلِفُ	পুং
تَخْتَلِفْنَ	تَخْتَلِفَانِ	تَخْتَلِفِيْنَ	স্ত্রী
نَخْتَلِفُ		أَخْتَلِفُ	উভয়

أَمْرٌআদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اِخْتَلِفُوا	اِخْتَلِفَا	اِخْتَلِفْ	পুং
اِخْتَلِفْنَ	اِخْتَلِفَا	اِخْتَلِفِيْ	স্ত্রী
نَهْيٌ নিষেধ			

لاتَخْتَلِفُوا	لاتَخْتَلِفَا	لاتَخْتَلِفْ	পুং
لاتَخْتَلِفْنَ	لاتَخْتَلِفَا	لاتَخْتَلِفِيْ	স্ত্রী

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
أُخْتُلِفُوْا	أُخْتُلِفَا	أُخْتُلِفَ	পুং
أُخْتُلِفْنَ	أُخْتُلِفَتَا	أُخْتُلِفَتْ	স্ত্রী
أُخْتُلِفْتُمْ	أُخْتُلِفْتُمَا	أُخْتُلِفْتَ	পুং
أُخْتُلِفْتُنَّ	أُخْتُلِفْتُمَا	أُخْتُلِفْتِ	স্ত্রী
أُخْتُلِفْنَا		أُخْتُلِفْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُخْتَلَفُوْنَ	يُخْتَلَفَانِ	يُخْتَلَفُ	পুং
يُخْتَلَفْنَ	تُخْتَلَفَانِ	تُخْتَلَفُ	স্ত্রী
تُخْتَلَفُوْنَ	تُخْتَلَفَانِ	تُخْتَلَفُ	পুং

تُخْتَلَفْنَ	تُخْتَلَفَانِ	تُخْتَلَفِيْنَ	স্ত্রী
نُخْتَلَفُ		أُخْتَلَفُ	উভয়

১৬। বাব اِفْتَعَلَ এর ت এর পরিবর্তন

এর পরিবর্তন কয়েকভাবে হতে পারে। যেমন

অর্থ	اِفْتَعَلَ	فَعَلَ	ت এর পরিবর্তন
সে স্মরন করল	اِذْدَكَرَ ← اِذْتَكَرَ	ذَكَرَ	যদি ف কালিমা ز ذ د হয়
সমাবেশ করা	اِزْدَحَمَ ← اِزْتَحَمَ	زَحَمَ	তাহলে ت → د
ধৈর্য ধরা	اِصْطَبَرَ ← اِصْتَبَرَ	صَبَرَ	যদি ف কালিমা ض ط ظ
সে জানত	اِطَّلَعَ ← اِطْتَلَعَ	طَلَعَ	ص হয় তাহলে
সে ভুল করল	اِظْطَلَمَ ← اِظْتَلَمَ	ظَلَمَ	ت → ط
সে এক হল	اِتَّحَدَ ← اِوْتَحَدَ	وَحَدَ	যদি ف কালিমা و হয় ,
সে ভীত হল	اِتَّقَى ← اِوْتَقَى	وَقَى	তাহলে و → ت

অনুশীলনী–২৫.১৩

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	এ বিষয়ে তারা মতভেদ করত
	রসুল (স) এর সুন্নাহ অনুসরন কর

	তারা তাদের আলিমদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে
	আল্লাহকে ভয় কর যেমন ভয় করা উচিত
	তার চেয়ে বড় জালিম কে যে দ্বীন নিয়ে মিথ্যা রচনা করে
	হে আল্লাহ! আমাদের সহজ সরল পথে চালিত করুন
	যে ইসলাম ভিন্ন অন্য দ্বীন খুজবে সে সফল হবে না

অনুশীলনী–২৫.১৪

নিচের ক্রিয়া গুলো দিয়ে আরবী বাক্য রচনা কর

বাক্য	ক্রিয়া	অর্থ
	اِخْتَلَفَ	মতভেদ করা
	اِتَّبَعَ	অনুসরন করা
	اِتَّخَذَ	গ্রহন করা
	اِتَّقَى	রক্ষা করা
	اِفْتَرَى	মিথ্যা রচনা করা
	اِهْتَدَى	সঠিক পথ অনুসরন করা
	اِبْتَغَى	খোজা

Form-viii এর কুরআনীয় উদাহরণ

মুমিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে।	لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ
তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।	فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে।	وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ
যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য।	الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا
এবং যেন আমি কোরআন পাঠ করে শোনাই। পর যে ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে	وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ
যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত।	وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

১৭। Form IX اِفْعَلَّ

ক্রিয়া	الْمَاضِي	الْمُضَارِعُ	أَمْرٌ	الْمَصْدَرُ	اِسْمُ الْفَاعِل	اِسْمُ الْمَفْعُوْل
	اِفْعَلَّ	يَفْعَلُّ	إِفْعَلَّ	اِفْعِلاَلٌ	مُفْعَلٌّ	–
সবুজ হওয়া	اِخْضَرَّ	يَخْضَرُّ	اِخْضَرَّ	اِخْضِرَارٌ	مُخْضَرٌّ	–
হলুদ হওয়া	اِصْفَرَّ	يَصْفَرُّ	اِصْفَرَّ	اِصْفِرَارٌ	مُصْفَرٌّ	–
সাদা হওয়া	اِبْيَضَّ	يَبْيَضُّ	اِبْيَضَّ	اِبْيِضَاضٌ	مُبْيَضٌّ	–
কালো হওয়া	اِسْوَدَّ	يَسْوَدُّ	اِسْوَدَّ	اِسْوِدَادٌ	مُسْوَدٌّ	–
ধুলাযুক্ত হওয়া	اِغْبَرَّ	يَغْبَرُّ	اِغْبَرَّ	اِغْبِرَارٌ	مُغْبَرٌّ	–
বাঁকা হওয়া	اِعْوَجَّ	يَعْوَجُّ	اِعْوَجَّ	اِعْوِجَاجٌ	مُعْوَجٌّ	–
লাল হওয়া	اِحْمَرَّ	يَحْمَرُّ	اِحْمَرَّ	اِحْمِرَارٌ	مُحْمَرٌّ	

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
পুং	إِخْضَرَّ	إِخْضَرَّا	إِخْضَرُّوْا
স্ত্রী	اِخْضَرَّتْ	اِخْضَرَّتَا	اِخْضَرَرْنَ
পুং	اِخْضَرَرْتَ	اِخْضَرَرْتُمَا	اِخْضَرَرْتُمْ

اِخْضَرَرْتُنَّ	اِخْضَرَرْتُمَا	اِخْضَرَرْتِ	স্ত্রী
اِخْضَرَرْنَا		اِخْضَرَرْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَخْضَرُّوْنَ	يَخْضَرَّانِ	يَخْضَرُّ	পুং
يَخْضَرِرْنَ	تَخْضَرَّانِ	تَخْضَرُّ	স্ত্রী
تَخْضَرُّوْنَ	تَخْضَرَّانِ	تَخْضَرُّ	পুং
تَخْضَرِرْنَ	تَخْضَرَّانِ	تَخْضَرِّيْنَ	স্ত্রী
نَخْضَرُّ		أَخْضَرُّ	উভয়

أَمْرٌআদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اِخْضَرُّوا	اِخْضَرَّا	اِخْضَرَّ	পুং
اِخْضَرِرْنَ	اِخْضَرَّا	اِخْضَرِّي	স্ত্রী
نَهْيٌ নিষেধ			
لاتَخْضَرُّوا	لاتَخْضَرَّا	لاتَخْضَرَّ	পুং
لاتَخْضَرِرْنَ	لاتَخْضَرَّا	لاتَخْضَرِّي	স্ত্রী

অনুশীলনী–২৫.১৫

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে
	জামাটি আগের চেয়ে অনেক সাদা হয়েছে
	আকাশ হঠাত কালো হয়ে গেল
	সে তো দেখি ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেছে!
	সকালে আর বিকালে সুর্য লাল হয়

অনুশীলনী–২৫.১৬

নিচের ক্রিয়া গুলো দিয়ে আরবী বাক্য রচনা কর

বাক্য	ক্রিয়া	অর্থ
	اِخْضَرَّ	সবুজ হওয়া
	اِصْفَرَّ	হলুদ হওয়া
	اِبْيَضَّ	সাদা হওয়া
	اِسْوَدَّ	কালো হওয়া
	اِغْبَرَّ	ধুলাযুক্ত হওয়া
	اِعْوَجَّ	বাঁকা হওয়া
	اِحْمَرَّ	লাল হওয়া

কুরআনীয় উদাহরণ

সেদিন কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো।	يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

১৮। Form X اِسْتَفْعَلَ

অর্থ	الْمَاضِي	الْمُضَارِعُ	أَمْرٌ	الْمَصْدَرُ	اِسْمُ الْفَاعِلِ	اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ
	اِسْتَفْعَلَ	يَسْتَفْعِلُ	إِسْتَفْعِلْ	اِسْتِفْعَالٌ	مُسْتَفْعِلٌ	مُسْتَفْعَلٌ
তাড়াতাড়ি করা	اِسْتَعْجَلَ	يَسْتَعْجِلُ	اِسْتَعْجِلْ	اِسْتِعْجَالٌ	مُسْتَعْجِلٌ	مُسْتَعْجَلٌ
ক্ষমা চাওয়া	اِسْتَغْفَرَ	يَسْتَغْفِرُ	اِسْتَغْفِرْ	اِسْتِغْفَارٌ	مُسْتَغْفِرٌ	مُسْتَغْفَرٌ
অহঙ্কার করা	اِسْتَكْبَرَ	يَسْتَكْبِرُ	اِسْتَكْبِرْ	اِسْتِكْبَارٌ	مُسْتَكْبِرٌ	مُسْتَكْبَرٌ
উপহাস করা	اِسْتَهْزَأَ	يَسْتَهْزِئُ	اِسْتَهْزِئْ	اِسْتِهْزَاءٌ	مُسْتَهْزِئٌ	مُسْتَهْزَئٌ
গ্রহন করা	اِسْتَجَابَ	يَسْتَجِيْبُ	اِسْتَجِبْ	اِسْتِجَابَةٌ	مُسْتَجِيْبٌ	مُسْتَجَابٌ
সক্ষম হওয়া	اِسْتَطَاعَ	يَسْتَطِيعُ	اِسْتَطِعْ	اِسْتِطَاعَةٌ	مُسْتَطِيعٌ	مُسْتَطَاعٌ
সোজা হওয়া	اِسْتَقَامَ	يَسْتَقِيمُ	اِسْتَقِمْ	اِسْتِقَامَةٌ	مُسْتَقِيمٌ	مُسْتَقَامٌ
সাহায্য চাওয়া	اِسْتَعَانَ	يَسْتَعِينُ	اِسْتَعِينْ	اِسْتِعَانَةٌ	مُسْتَعِينٌ	مُسْتَعَانٌ
আনুগত্য করা	اِسْتَسْلَمَ	يَسْتَسْلِمُ	اِسْتَسْلِمْ	اِسْتِسْلاَمٌ	مُسْتَسْلِمٌ	مُسْتَسْلَمٌ
ব্যবহার করা	اِسْتَعْمَلَ	يَسْتَعْمِلُ	اِسْتَعْمِلْ	اِسْتِعْمَالٌ	مُسْتَعْمِلٌ	مُسْتَعْمَلٌ

مُسْتَفْهَمٌ	مُسْتَفْهِمٌ	اِسْتِفْهَامٌ	اِسْتَفْهِمْ	يَسْتَفْهِمُ	اِسْتَفْهَمَ	জিজ্ঞাসা করা

اَلْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اِسْتَسْلَمُوْا	اِسْتَسْلَمَا	اِسْتَسْلَمَ	পুং
اِسْتَسْلَمْنَ	اِسْتَسْلَمَتَا	اِسْتَسْلَمَتْ	স্ত্রী
اِسْتَسْلَمْتُمْ	اِسْتَسْلَمْتُمَا	اِسْتَسْلَمْتَ	পুং
اِسْتَسْلَمْتُنَّ	اِسْتَسْلَمْتُما	اِسْتَسْلَمْتِ	স্ত্রী
اِسْتَسْلَمْنَا		اِسْتَسْلَمْتُ	উভয়

اَلْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَسْتَسْلِمُوْنَ	يَسْتَسْلِمَانِ	يَسْتَسْلِمُ	পুং
يَسْتَسْلِمْنَ	تَسْتَسْلِمَانِ	تَسْتَسْلِمُ	স্ত্রী
تَسْتَسْلِمُوْنَ	تَسْتَسْلِمَانِ	تَسْتَسْلِمُ	পুং
تَسْتَسْلِمْنَ	تَسْتَسْلِمَانِ	تَسْتَسْلِمِيْنَ	স্ত্রী
نَسْتَسْلِمُ		أَسْتَسْلِمُ	উভয়

أَمْرٌআদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اِسْتَسْلِمُوْا	اِسْتَسْلِمَا	اِسْتَسْلِمْ	পুং
اِسْتَسْلِمْنَ	اِسْتَسْلِمَا	اِسْتَسْلِمِيْ	স্ত্রী
نَهْيٌ নিষেধ			
لا تَسْتَسْلِمُوْا	لا تَسْتَسْلِمَا	لا تَسْتَسْلِمْ	পুং
لا تَسْتَسْلِمْنَ	لا تَسْتَسْلِمَا	لا تَسْتَسْلِمِيْ	স্ত্রী

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
أُسْتَسْلِمُوا	أُسْتَسْلِمَا	أُسْتَسْلِمَ	পুং
أُسْتَسْلِمْنَ	أُسْتَسْلِمَتَا	أُسْتَسْلِمَتْ	স্ত্রী
أُسْتَسْلِمْتُمْ	أُسْتَسْلِمْتُمَا	أُسْتَسْلِمْتَ	পুং
أُسْتَسْلِمْتُنَّ	أُسْتَسْلِمْتُمَا	أُسْتَسْلِمْتِ	স্ত্রী
أُسْتَسْلِمْتُنَا		أُسْتَسْلِمْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُسْتَسْلَمُوْنَ	يُسْتَسْلَمَانِ	يُسْتَسْلَمُ	পুং
يُسْتَسْلَمْنَ	تُسْتَسْلَمَانِ	تُسْتَسْلَمُ	স্ত্রী
تُسْتَسْلَمُوْنَ	تُسْتَسْلَمَانِ	تُسْتَسْلَمُ	পুং
تُسْتَسْلَمْنَ	تُسْتَسْلَمَانِ	تُسْتَسْلَمِيْنَ	স্ত্রী
نُسْتَسْلَمُ		أُسْتَسْلَمُ	উভয়

অনুশীলনী–২৫.১৭

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার ভয়ে সে তাড়াতাড়ি করল
	হে আল্লাহ তুমি আমাদের ক্ষমা কর
	তারা দুজন (স্ত্রী) অহঙ্কার করলো
	গরীবদেরকে উপহাস কর না
	হে শিক্ষক আমার থেকে এটা গ্রহন করুন
	তুমি কি এই কাজ করতে সক্ষম?
	আমরা কেবল আপনার কাছেই সাহায্য চাই

	এটা আপনার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন
	শিক্ষক আমাদের দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল

অনুশীলনী–২৫.১৮

নিচের ক্রিয়া গুলো দিয়ে আরবী বাক্য রচনা কর

বাক্য	ক্রিয়া	অর্থ
	اِسْتَعْجَلَ	তাড়াতাড়ি করা
	اِسْتَغْفَرَ	ক্ষমা চাওয়া
	اِسْتَكْبَرَ	অহঙ্কার করা
	اِسْتَهْزَأَ	উপহাস করা
	اِسْتَجَابَ	গ্রহন করা
	اِسْتَطَاعَ	সক্ষম হওয়া
	اِسْتَقَامَ	সোজা হওয়া
	اِسْتَعَانَ	সাহায্য চাওয়া
	اِسْتَسْلَمَ	আনুগত্য করা
	اِسْتَعْمَلَ	ব্যবহার করা
	اِسْتَفْهَمَ	জিজ্ঞাসা করা

কুরআনীয় উদাহরণ

তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত।	إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ
তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ
ধৈর্য্যর সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে।	وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না।	فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন	هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ

১৯। الْفِعْلُ الرُّبَاعِيُّ (চার অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়ামূল)

ছুলাছি ক্রিয়ার মত এদেরও মুজাররাদ ও মাজীদ ক্রিয়া আছে। মুদারী মুজাররাদের একটি মাত্র গঠন হয়।

اِسمُ الفَاعِلِ	المَصْدَرُ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ	গঠন
مُتَرْجِمٌ	تَرْجَمَةٌ	يُتَرْجِمُ	تَرْجَمَ	সে অনুবাদ করল	فَعْلَلَ
مبَعْثِرٌ	بَعْثَرَةٌ	يُبَعْثِرُ	بَعْثَرَ	সে ছড়িয়ে দিল	
مُهَرْوِلٌ	هَرْوَلَةٌ	يُهَرْوِلُ	هَرْوَلَ	সে দ্রুত হাটল	
مُوَسْوِسٌ	وَسْوَسَةٌ	يُوَسْوِسُ	وَسْوَسَ	কুমন্ত্রনা দেওয়া	
مُبَسْمِلٌ	بَسْمَلَةٌ	يُبَسْمِلُ	بَسْمَلَ	সে বিসমিল্লাহ বললো	

مُتَرَعْرِعٌ	تَرَعْرُعٌ	يُتَرَعْرَعُ	تَرَعْرَعَ	সে বেড়ে উঠল	تَفَعْلَلَ
مُتَمَضْمَضٌ	تَمَضْمُضٌ	يَتَمَضْمَضُ	تَمَضْمَضَ	সে কুলি করল	
مُطْمَئِنٌ	إِطْمِئْنَانٌ	يَطْمَئِنُّ	إِطْمَأَنَّ	সে তৃপ্ত হল	إِفْعَلَلَّ
مُشْمَئِزٌّ	إِشْمِرَارٌ	يَشْمَئِزُّ	إِشْمَأَزَّ	ঘৃনা করা	
	إِفْرِنْقَاعٌ	يَفْرَنْقِعُ	اِفْرَنْقَعَ	ছড়িয়ে পড়া	إِفْعَنْلَلَ

অনুশীলনী–২৫.১৯

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	কে এই সুন্দর বইটার অনুবাদ করলো?
	সে সবার মাঝে আনন্দ ছড়িয়ে দিল
	সে দ্রুত হাটল যেন পিছে না পড়ে
	শয়তান প্রতিনিয়ত মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রনা দেয়
	আমরা খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলি
	লতাটি খুটি বেয়ে বেড়ে উঠলো
	খাওয়ার পর সে পানি দিয়ে কুলি করল

অনুশীলনী–২৫.২০

নিচের ক্রিয়া গুলো দিয়ে আরবী বাক্য রচনা কর

বাক্য	ক্রিয়া	অর্থ
	تَرْجَمَ	সে অনুবাদ করল
	بَعْثَرَ	সে ছড়িয়ে দিল
	هَرْوَلَ	সে দ্রুত হাটল
	وَسْوَسَ	কুমন্ত্রনা দেওয়া
	بَسْمَلَ	সে বিসমিল্লাহ বললো
	تَرَعْرَعَ	সে বেড়ে উঠল
	تَمَضْمَضَ	সে কুলি করল

কুরআনীয় উদাহরণ

যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে	الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ
জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।	أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

অধ্যায়-২৬ (সমধাতুজ কর্ম)

১। اَلْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ সমধাতুজ কর্ম

বাক্যে ব্যবহৃত মাসদারটি যদি ঐ বাক্যেই ব্যবহৃত কোন ক্রিয়াপদ থেকে উদ্ভূত হয় তবে তাকে اَلْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ বলে। মাফউলুন মুতলাক মানসুব হয়। যেমনঃ يَعْمَلُ عَمَلاً

নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর জুলুম করেছি অনেক জুলুম	إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا
আল্লাহর স্মরণ কর অধিক হারে	اُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
আল্লাহ তোমাকে পরিপুর্ন সুস্থতা দিক	شَفَاكَ اللهُ شِفَاءً كَامِلًا
আমি বেশ পানি বর্ষণ করেছি	أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا
যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করবে যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত	مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উদগত করেছেন।	وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا
অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্ত ভাবে ও স্পষ্টভাবে।	أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
যে কোন (প্রানীর) প্রতিকৃতি আঁকবে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন	مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ

মাফউলুন মুতলাক সাধারণত নিচের চারটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

১) জোর দেয়ার জন্য

আল্লাহ মুসার সাথে কথা বলেছেন সরাসরি	وَ كَلَّمَ اللهُ مُوْسَى تَكْلِيْمًا

বিলাল আমাকে একমারা মেরেছিলো	ضَرَبَنِي بِلَالٌ ضَرْبًا

২) সংখ্যাকে নির্দিষ্ট করার জন্য –

বইটা প্রিন্ট করা হয়েছে দুইবার	طُبِعَ الكِتَابُ طَبْعَتَيْنِ
আমি ভুলে গিয়েছিলাম এবং একটা সিজদাহ দিয়েছিলাম	نَسِيْتُ وَ سَجَدْتُ سَجْدَةً وَحِدَةً

৩) ক্রিয়ার রূপকে সুনির্দিষ্ট করা –

সে মরলো শহিদি মরা	مَاتَ مَوْتَ الشُهَدَاءِ
লেখ পরিস্কার লেখা	أُكْتُبْ كِتَابَةً وَاضِحَةً

৪) ক্রিয়ার বদল হিসাবে –

যেমনঃ صَبْرًا মূলত اِصْبِرْ আবার شُكْرًا মূলত أَشْكُرُ

২। বিশেষ শ্রেণীর اَلْمَفْعُلُ الْمُطْلَقُ

নিম্নের কিছু মাসদারকে ব্যকরণের দিক থেকে اَلْمَفْعُلُ الْمُطْلَقُ হিসেবে ধরা হয়। যেমনঃ

ক- أَيُّ ، بَعْضُ ، كُلُّ ইত্যাদি যখন মাসদারের মুদাফ হয় -

আমি তাকে পুরোপুরিভাবে চিনি	أَعْرِفُهُ كُلَّ مَعْرِفَةٍ
শিক্ষক আমাকে অল্পকিছু শাস্তি দিয়েছিলেন	أَخَذَنِي الْمُدِيْرُ بَعْضَ الْمُؤَاخَذَةِ
তুমি কী ঘুম ঘুমালে?	أَيَّ نَوْمٍ تَنَامُ؟

খ- তামিজ হিসাবে মাসদারের পূর্বে আগত নাম্বার

বইটি তিনবার মুদ্রিত হয়েছিল	طُبِعَ الكِتَابُ ثَلَاثَ طَبْعَاتٍ
তাদেরকে আশিটি চাবুক মার	فَجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيَن جَلْدَةً

গ- মাসদারের নাত যেখানে মাসদারকেই তুলে দেয়া হয়েছে

فَهْمًا থেকে মাসদার فَهِمْتُ الدَّرْسَ فَهْمًا جَيِّدًا তুলে দিয়ে فَهِمْتُ الدَّرْسَ جَيِّدًا করা হয়েছে	فَهِمْتُ الدَّرْسَ جَيِّدًا পাঠটি আমি বেশ ভালো বুঝেছি

ঘ- ইসমুল ইশারা যখন মাসদারের মুবদাল হয়

এখানে هٰذَا হচ্ছে মাফুলুন মুতলাক।	أَتَسْتَقْبَلُنِي هٰذَا الإِسْتِقْبَالَ؟ তুমি কি আমাকে এরকম অভ্যর্থনা জানালে?

৩। ব্যতিক্রমী মাসদারের اَلْمَفْعُلُ الْمُطْلَقُ

মন্তব্য	অর্থ	উদাহরণ
মাফুলুন মুতলাক হিসেবে ব্যবহৃত মাসদারের অক্ষর সঙ্খ্যা কমে গেছে।	সে আমার সাথে রূঢ় কথা বলেছিল	كَلَّامَنِي كَلَامًا شَدِيْدًا
মাজিদ ক্রিয়ার মুজাররিদ মাসদার। যেমন এখানে حُبًّا হল حَبَّ এর মাসদার কিন্তু ক্রিয়া হল أَحَبَّ যার মাসদার اِحْبَابٌ	এবং তোমরা ধন সম্পদকে প্রানভরে ভালোবাসো	وَ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا
ভিন্নবাবের মাসদার। যেমন, এখানে تَبْتِيْلًا হল بَتَّلَ এর মাসদার।	এবং তার দিকে রুজু হও পূর্ণ রুজুতে	وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

মাসদারের প্রতিশব্দ। এখানে حَيَاةٌ হচ্ছে عِيْشَةٌ এর প্রতিশব্দ যার ক্রিয়া হল عَاشَ	বেঁচেছিলাম রাজকীয় বাঁচায়	عِشْتُ حَيَّاةً سَعِيْدَةً

অনুশীলনী–২৬.১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	আমরা খুবই আন্তরিকভাবে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম
	শক্ত করে শরীয়াহ ধরে থাকবে
	হে আল্লাহ আমার জন্য একটা সহজ বিচার দিন
	পৃথিবী সুর্যের চারদিকে বছরে একবার ঘোরে
	আমি বইটা তিনবার পড়েছি
	আমি দিনে দুইবার খাই
	আমি একটা খুবই স্বাচ্ছন্দ জীবন কাটাতাম
	তারা আমাদের বেশ ধন্যবাদ দিলো
	আমরা তাদের উপর বেশ নির্ভরশীল
	মেয়েটি একটা সুন্দর হাসি দিলো

অনুশীলনী–২৬.২

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর।

বাংলা	বাক্য
	ضَرَبْتُ العَقْرَبَ ضَرْبًا
	كَرَّمْنَا الأُسْتَاذَ تَكْرِيْمًا
	رَغِبَ الْمُدَرِّسُ رَغْبَةً شَدِيدَةً
	شَفَاكَ اللهُ شِفَاءً عَاجِلًا
	فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيْرًا
	وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا
	وَ أَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا
	وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا
	كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرضُ دَكًّا دَكًّا

অধ্যায়-২৭ (নির্দিষ্টকরণ)

১। اَلتَّمْيِيْزُ নির্দিষ্টকরণ

تَمْيِيْزُ হল مَيَّزَ ক্রিয়ার মাসদার। مَيَّزَ অর্থ নির্দিষ্টকরণ (specification) । তামিজ হল এমন اِسْمٌ যা পূর্বে ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্যের নির্দেশিত অর্থ প্রকাশে সহায়ক হয়। যেমনঃ شَرِبْتُ لِتْرًا حَلِيْبًا আমি এক লিটার দুধ পান করেছি। এখানে কেবল شَرِبْتُ لِتْرًا বললে প্রশ্ন থেকে যায় এক লিটার কী পান করেছে ? حَلِيْبًا ইসমটি তার উত্তর দেয়। অনুরুপভাবে, إِبْرَاهِيْمُ أَحْسَنُ مِنِّي خَطًّا ইব্রাহিম আমার চেয়ে হাতের লেখায় ভাল। এখানে خَطًّا কোন ক্ষেত্রে ভালো তার উত্তর দেয়। এগুলোই تَمْيِيْزُ । তামিজ মানসুব। তবে তার পূর্বে হারফ যার হলে বা সেটা মুদাফ ইলাইহি হলে মাজরুর হয়। যেমনঃ

আমি এক লিটার দুধ পান করেছি	شَرِبْتُ لِتْرًا مِنْ حَلِيْبٍ
আমি এক লিটার দুধ পান করেছি	شَرِبْتُ لِتْرَ حَلِيْبٍ

তামিজের প্রকারভেদঃ

ক) تَمْيِيْزُ الذَّاتِ পরিমাণসূচক তামিজ

আমি এগারোজন ছাত্রকে দেখেছিলাম	رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا
আমি এক মিটার সিল্ক কিনেছিলাম	اِشْتَرَيْتُ مِتْرًا حَرِيْرًا
আমাকে দুই লিটার দুধ দাও	أَعْطِنِيْ لِتْرَيْنِ حَلِيْبًا
আমার কাছে এক কিলোগ্রাম কমলা আছে	عِنْدِيْ كِيْلُوْغِرَامٌ بُرْتُقَالاً

দ্রষ্টব্যঃ পরিমান সুচক "মুদাফ ও মুদাফ ইলাইহি" যদি তামিজ হিসাবে আসে তাহলে তামিজ সুচক শব্দটিকে আর মুদাফ ইলাইহি বলা যাবে না। যেমনঃ كَفُّ سُكَّرٍ একমুঠ চিনি। এখন এটা যদি তামিজ হয় তাহলে كَفٌّ سُكَّرًا হবে। নিম্নোক্ত উদাহরণটি লক্ষ্য করি,

আমার কাছে একমুষ্ঠি চিনি নিয়ে আসো	أَعْطِنِيْ مِلأَ كَفٍّ سُكَّرًا

ক) تَمْيِيْزُ النِّسْبَةِ অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশক তামিজ

এই ছাত্রটি চরিত্রগত দিকে ভালো।	حَسُنَ هٰذَا الطَّالِبُ خُلُقًا
বেলাল চরিত্রগত দিকে ভালো।	حَسُنَ بِلاَلٌ خُلُقًا

কিছু শব্দ তামিজ নিয়ে আসে। যেমনঃ

তোমার কয়জন বোন আছে ?	كَمْ بِنْتًا لَكَ؟	كَمْ
তোমার কাছে কি একটি ময়দার বস্তা আছে?	هَلْ عِنْدَكَ كِيْسٌ دَقِيْقًا؟	كِيْسٌ
যে অনু পরিমান ভালো করবে তা সে দেখতে পাবে	فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ	مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
আকাশে হাতের এক তালু পরিমান মেঘ নাই	مَا فِيْ السَّمَاءِ قَدْرُ رَاحَةٍ سَحَابًا	قَدْرُ رَاحَةٍ

অনুশীলনী–২৭.১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	আমি এক গ্লাস পানি পান করেছি
	আমি এক বিঘা জমির মালিকও নই
	আমি এক লিটার দুধ পান করেছি

	তারা তিনটি গাছ রোপন করেছে
	আমিনা পাঁচটি কলম কিনেছে
	ময়দানটির দৈর্ঘ্য দুইশত গজ
	লাইব্রেরীতে এক হাজার বই আছে
	কথা বলায় ছেলেটি ভালো
	দৈহিক গঠনে লোকটি সুষম
	মূল্যে রেশম তুলার চেয়ে দামী

অনুশীলনী–২৭.২

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর।

বাংলা	বাক্য
	إِشْتَرَيْتُ كِيلُوجِرَامًا لَحْمًا/ كِيلُوجِرَامَ لَحْمٍ
	شَرِبْتُ كُوْبًا شَايًا/ كُوْبَ شَايٍ فِي الإِفْطَارِ
	صَدَقَةُ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ حِنْطَةً
	حَامِدٌ أَحْسَنُ مِنْ خَالِدٍ خَطًّا
	يَكْفِي لِثَوبِ الطِّفْلِ مِترٌ قُمَاشًا
	فِي الْحَقْلِ عِشْرُونَ بَقَرَةً
	فَاضَ الْقَلْبُ سُرُورًا

কুরআনীয় উদাহরণ

হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।	وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا
আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী।	أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا
আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না।	إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا
আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে।	إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا
আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির	وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী।	وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ
আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে?	وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً
যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ?	الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
তাদেরকে বর্জন করুন যারা তাদের ধর্মকে ক্রিয়া তামাশা হিসেবে নিয়েছে	وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا
ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম	وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
নিশ্চয় এবাদতের জন্যে রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক	إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا
যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধন-সম্পদে অধিক প্রাচুর্যশীল?	مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا

অধ্যায়-২৮ (হাল)

১। اَلحَالُ ক্রিয়ার অবস্থা (কাইফিয়্যাত)

اَلْحَالُ হল এমন ইসম যা কর্তা বা কর্মের অবস্থা বর্ননা করে। হাল মানসুব। যেমনঃ

جَاءَ بِلَالٌ رَاكِبًا এখানে رَاكِبًا হল اَلحَالُ এবং بِلَالٌ হল " সাহিব আল হাল" অর্থাৎ যার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। اَلحَالُ কয়েকভাবে হতে পারে। যেমনঃ

এক শব্দের হাল	
বেলাল আরোহী অবস্থায় এসেছিল।	جَاءَ بِلَالٌ رَاكِبًا
বাচ্চাটি কান্নারত অবস্থায় আমার কাছে আসল।	جَاءَ تْنِي الطِّفْلَةُ بَكِيَةً
আমি গোস্ত ঝলসানো পছন্দ করি।	أُحِبُّ اللَّحْمَ مَشْوِيًّا
পানি স্বচ্ছ অবস্থায় প্রবাহিত হয়েছে	جَرَى الْمَاءُ صَافِيًا
পানি ঘোলা অবস্থায় পান করো না	لَا تَشْرَبِ الْمَاءَ كَدِيْرًا

শব্দগুচ্ছের হাল	
আমি বক্তাকে মঞ্চের উপর দেখেছি	أَبْصَرْتُ الخَطِيْبَ فَوْقَ الْمِنْبَرِ
চাঁদ মেঘের মধ্যে উদিত হয়েছে	طَلَعَ البَدْرُ بَيْنَ السَّحَابِ
আমি গাছে থাকা অবস্থায় ফল বিক্রি করেছি	بِعْتُ الثَّمَرَ عَلَى شَجَرَةٍ
পাখিটি কষ্ট পেয়েছে খাঁচার ভেতর	تَأَلَّمَ الطَّائِرُ فِي القَفَصِ

বাক্যের হাল	
মেহমানরা এসেছেন অথচ নিমন্ত্রণকারী অনুপস্থিত	حَضَرَ الضُّيُوفُ وَالْمُضِيْفُ غَائِبٌ
আমি ছোট অবস্থায় কুরআন মুখস্ত করেছিলাম	حَفِظْتُ الْقُرْآنَ وَ أَنَا صَغِيْرٌ
আমার ভাই বের হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করেছি	اِلْتَحقْتُ بِالْجَامِعَةِ وَ قَدْ تَخَرَّجَ أَخِي
আহত ব্যক্তি রক্ত ঝরা অবস্থায় এসেছিল	جَاءَ الْجَرِيْحُ دَمُهُ يَتَدَفَّقُ
বোনেরা হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَتِ الْاَخَوَاتُ يَضْحَكْنَ
আমি মক্কায় প্রবেশ করলাম যখন সূর্য ডুবছিল	دَخَلْتُ مَكَّةَ وَ الشَّمْسُ تَغْرُبُ
ছাত্ররা ফিরে এসেছিল ক্লান্ত অবস্থায়	رَجَعَ الطُّلاَّبُ وَ هُمْ مُتْعَبُوْنَ
তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেওনা	لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ
তোমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ তোমাদের একজন অন্য জনের সাথে মিলিত হয়েছে	وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

اَلْحَالُ الْجُمْلَةُ বা "বাক্যের হাল" একটা শব্দ দ্বারা মুলবাক্যের সাথে যুক্ত হয় যাকে اَلرَّابِطُ বলে। এটা হয় ضَمِيْرٌ বা و অথবা দুটিই। তবে বাক্যটি ক্রিয়া প্রধান হলে و আসবে না। যেমন,

| অতঃপর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল | وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ |

২। সাহিব আল হাল

"সাহিব আল হাল " যার হালত বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো নিম্নের যে কোনটি হতে পারেঃ

লোকটি আমার সাথে হেসে কথা বলল।	كَلَّمَنِي الرَّجُلُ بَاسِمًا	ফায়িল
আযান পরিষ্কারভাবে শোনা যায়	يُسْمَعُ الْأَذَانُ وَاضِحًا	নায়িব আল ফায়িল
আমি মুরগিটি জবাই করা অবস্থায় কিনেছি।	اِشْتَرَيْتُ الدَّجَاجَةَ مَذْبُوْحَةً	মাফুলুন বিহি
বাচ্চাটি রুমে ঘুমন্ত আছে।	اَلطِّفْلُ فِي الْغُرْفَةِ نَائِمًا	মুবতাদা
এই নতুন চাঁদটি উদিত হচ্ছে।	هٰذَا الْهِلَالُ طَالِعًا	খবর

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে সাহিব আল হাল অনির্দিষ্টও হতে পারে। যেমনঃ

ক- যখন তা মান'উত হয়,

একজন পরিশ্রমী ছাত্র অনুমতি নিয়ে আমার নিকট আসল।	جَاءَنِيْ طَالِبٌ مُجْتَهِدٌ مُسْتَأْذِنًا

খ- যদি তা অনির্দিষ্ট মুদফ হয়,

একজন শিক্ষকের ছেলে আমাকে রাগান্বিত হয়ে প্রশ্ন করল।	سَأَلَنِيْ ابْنُ مُدَرِّسٍ غَاضِبًا

গ- যখন হাল, সাহিব আল হালের আগে আসে,

একজন ছাত্র প্রশ্ন করতে করতে আমার কাছে এসেছিল	جَاءَنِي سَائِلاً طَالِبٌ

ঘ- যখন একটা নামপ্রধান বাক্য ওয়াও আল হাল দ্বারা যুক্ত হয়,

একটা বালক আমার কাছে এসেছিল যখন সে কাঁদছিল	جَاءَنِي وَلَدٌ وَهُوَ يَبْكِي

উপর্যুক্ত ক্ষেত্রগুলো ছাড়াও তা অনির্দিষ্ট হতে পারে। যেমন,

হামিদ বসে নামাজ পড়ছিল এবং কিছু লোক তার পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিল	صَلَّى حَامِدٌ قَاعِدًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ رِجَالٌ قِيَامًا

হাল ও সাহিব আল হাল বচন ও লিঙ্গে মিল থাকবে।

ছাত্রটি হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَ الطَّالِبُ ضَاحِكًا
ছাত্রদুটি হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَ الطَّالِبَانِ ضَاحِكَيْنِ
ছাত্ররা হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَ الطُّلاَّبُ ضَاحِكِيْنَ
ছাত্রীটি হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَتِ الطَّالِبَةُ ضَاحِكَةً
ছাত্রীদুটি হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَتِ الطَّالِبَتَانِ ضَاحِكَتَيْنِ

৩। نَعْتٌ এবং حَالٌ এর মধ্যে পার্থক্য

نَعْتٌ এবং حَالٌ এর মধ্যে মুল পার্থক্য হলো نَعْتٌ এর ক্ষেত্রে ইরব বা বিভক্তির মিল থাকতে হয় আর হালের ক্ষেত্রে তা নয়। নিচে আমরা نَعْتٌ আর حَالٌ এর মধ্যকার পার্থক্য লক্ষ্য করি।

حَالٌ	نَعْتٌ
رَأَيْتُ الْوَلَدَ بَاكِيًا	رَأَيْتُ وَلَدًا بَاكِيًا
আমি বালকটিকে কান্নারত দেখেছিলাম	আমি একটি কান্নারত বালককে দেখেছিলাম
رَأَيْتُ وَلَدًا وَهُوَ يَبْكِيْ	رَأَيْتُ وَلَدًا يَبْكِيْ
আমি একটি বালককে দেখেছিলাম যখন সে কাঁদছিল	আমি দেখেছিলাম একটি বালক কাঁদছে
رَأَيْتُ بَاكِيًا وَلَدًا	
আমি একটি কান্নারত বালককে দেখেছিলাম	

অনুশীলনী–২৮.১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

আরবী	বাক্য
	উভয় সৈন্য লড়লো সাহসিকতার সাথে
	তোমার বাচ্চাকে ছোট অবস্থায় আদাব শিখাও
	আমরা অতিথিদ্বয়কে সম্মানের সাথে অভিবাদন জানালাম
	আমি মহিলাদের অভিযোগ করতে শুনলাম
	কেন তুমি বসা অবস্থায় সালাত পড়েছো?
	মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে
	আল্লাহ নবীদের পাঠিয়েছেন সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসেবে

অনুশীলনী–২৮.২

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর।

বাংলা	বাক্য
	عَادَ الجَيشُ ظَافِرًا
	أَقْبَلَ الْمَظْلُومُ بَاكِيًا
	لَا تَلْبَسِ الثَّوْبَ مُمَزَّقًا
	رَكِبْنَا الْبَحْرَ هَائِجًا
	لَا تَأْكُلُوا الطَّعَامَ حَارًّا
	لَا تَأْكُلُوا الفَاكِهَةَ وَ هِيَ فِجَّةٌ

কুরআনীয় উদাহরণ

তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।	رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে।	يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا
আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে	إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا
যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো	وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ
তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়।	وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে	وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا
আমি কেয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়।	وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا
অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে।	فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
যখন আপনি কোরআনে পালনকর্তার একত্ব আবৃত্তি করেন, তখন ও অনীহাবশতঃ ওরা পৃষ্ট প্রদর্শন করে চলে যায়।	وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا

অধ্যায়-২৯ (শর্তসূচক বাক্য)

১। الجَزْمُ بِالطَّلَبِ তলব ও جَوَابُ الطَّلَبِ তলবের উত্তর

আদেশ বা নিষেধের পর "মুদারি মাজ্জুম" আসলে তাকে الجَزْمُ بِالْطَّلَبِ বলে। মুদারী মাজ্জুমকে বলা হয় جَوَابُ الْطَّلَبِ

جَوَابُ الْطَّلَبِ	অর্থ	الْجَزْمُ بِالْطَّلَبِ
تَفْهَمْ	সেটা পুনরায় পড় বুঝতে পারবে	اِقْرَأْهُ مَرَّةً أُخْرَى تَفْهَمْهُ
تَنْجَحْ	অলস হয়ো না পাস করবে।	لَا تَكْسَلْ تَنْجَحْ
فَتَرْغَبُوا	তোমরা সম্পদের জন্য বিভোর হয়ে পড়ো না, তাহলে তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে	لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا
فَتَفَرَّقَ	এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।	وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

"নতুবা" অর্থে جَوَابُ الْطَّلَبِ এর পূর্বে وَإِلَّا ব্যবহৃত হয়।

পাঠে পরিশ্রম কর নতুবা ফেল করবে	اِجْتَهِدْ فِي الدِّرَاسَةِ وَإِلَّا تَرْسُبْ
আমি যা আদেশ করি তা কর নতুবা ব্যর্থ হবে	اِفْعَلْ مَا آمُرُكَ بِهِ وَإِلَّا تَفْشَلْ
সেটা পুনরায় পড় নতুবা ভুলে যাবে	اِقْرَأْهُ مَرَّةً أُخْرَى وَإِلَّا تَنْسَ

২। الْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ শর্তযুক্ত বাক্য

যেসকল বাক্যে শর্ত ও তার জবাব থাকে তাকে শর্তযুক্ত বাক্য বলে। শর্তযুক্ত বাক্যের সাধারন গঠনঃ

أَدْوٰتُ الشَّرْطِ + فِعْلُ الشَّرْطِ + جَوَابُ الشَّرْط

	جَوَابُ الشَّرْطِ	فِعْلُ الشَّرْطِ	أَدْوٰتُ الشَّرْطِ
যদি তুমি যাও আমি যাব	أَذْهَبْ	تَذْهَبْ	إِنْ
যখন খালিদকে দেখবে তাকে বইটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে	فَاسْأَلْهُ عَنِ الْكِتَابِ	رَأَيْتَ خَالِدًا	إِذَا
যখন তুমি সফর করবে আমি করব	أُسَافِرْ	تُسَافِرْ	مَتَى

أَدْوٰتُ الشَّرْطِ দুই প্রকার।

১) غَيْرُ جَازِمٍ অর্থাৎ যা এর পরবর্তী ক্রিয়াকে মাজুম করে না। এদের মধ্যে আছে, لَوْ এবং إِذَ

২) جَازِمٌ – تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ অর্থাৎ এরা এর পরবর্তী جَوَابُ الشَّرْطِ ও فِعْلُ الشَّرْطِ কে মাজুম করে। এদের মধ্যে আছে, إِنْ ، مَنْ ، أَيْنَ ، مَا ، مَتَى ، أَيُّ ، مَهْمَا

أَدْوٰتُ الشَّرْطِ			
جَازِمٌ – تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ		غَيْرُ جَازِمٍ	
যদি	إِنْ	যদি	لَوْ
যে কিনা	مَنْ	যখন	إِذَ
যা কিনা	مَا		
যখনই	مَتَى		
যেখানেই	أَيْنَ		
যেটি	أَيُّ		
যাই হোক	مَهْمَا		

৩। إِذَا ''যখন/যদি'' শব্দের ব্যবহার

إِذَا হল ظَرْفٌ যা শর্ত প্রয়োগের অর্থে আসে অর্থাৎ أَدْوٰتُ الشَّرْطِ । এটা মূলত مَاضٍ এর পূর্বে বসে তাঁর অর্থকে مُضَارِعُ করে। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি এধরণের বাক্যে দুটি অংশ থাকে اَلْشَّرْطُ ও جَوَابُ الشَّرْطِ

إِذا رَأَيْتَ خَالِدًا فَاسْأَلْهُ عَنِ الْكِتَابِ (الْشَّرْطُ) (جَوَابُ الشَّرْطِ)	إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ (الْشَّرْطُ) (جَوَابُ الشَّرْطِ)
যখন খালিদকে দেখবে তাকে বইটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে	যখন আল্লাহ কোন জাতিকে ভালোবাসেন তাকে পরীক্ষা করেন

إذَا এবং جَوَابُ الشَّرْطِ উভয়তেই الْمُضَارِعُ ও আসতে পারে। যেমনঃ

إذا تُرَدُّ إِلَى قَلِيْلٍ تَقْنَعُ (الشَّرْطُ) (جَوَابُ الشَّرْطِ)
যদি তুমি অল্পে লাগাম টানো তাহলে তা সীমিত

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে جَوَابُ الشَّرْطِ এর পূর্বে فَ বসে।

যদি তুমি পরিশ্রম কর পাশ নিশ্চিত।	إذا اجْتَهَدْتَ فَالنَّجَاحُ مَضْمُوْنٌ	১) যদি জওয়াবু শার্ত নামপ্রধান বাক্য হয়।
এবং যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে আমি তো নিকটেই	وَإذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ	
এবং যদি তুমি হামিদকে দেখ তাকে সফরের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে	إذا رَأَيْتَ حَامِدًا فَاسْأَلْهُ عَنْ مَوْعِدِ السَّفَرِ	২) যদি জাওয়াবু শার্ত আদেশ, নিষেধ বা প্রশ্ন হয়।
যদি তুমি রোগীকে ঘুমন্ত দেখ তখন তাকে ডাকবে না।	إِذَا وَجَدْتَ الْمَرِيْضَ نَائِمًا فَلَا تَدْعُهُ	
যদি বেলালকে দেখি তাহলে তাকে কি বলব?	إِذَا رَأَيْتُ بِلَالًا فَمَاذَا أَقُوْلُ لَهُ؟	

তবে অনেক সময় جَوَابُ الشَّرْطِ আগেও আসতে পারে। যেমনঃ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا

৪। لَوْ এর ব্যবহার

لَوْ শব্দের অর্থ‘ যদি’। অতীতের দুটি অসংঘটিত ক্রিয়া যার একটির কারণে অন্যটি সংঘটিত হয়নি এরুপ বোঝাতে لَوْ ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ لَوْ اِجْتَهَدْتَ لَنَجَحْتَ যদি তুমি পরিশ্রম করতে তাহলে পাস করতে। এখানে,

لَنَجَحْتَ	اِجْتَهَدْتَ	لَوْ
جَوَابُ الشَّرْطِ	فِعْلُ الشَّرْطِ	حَرْفُ شَرْطٍ غَيْرُ جَازِمٍ

এবং যদি তুমি কর্কশ কঠিন হৃদয়ের হতে তাহলে তারা তোমার থেকে দূরে সরে যেত	وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
এবং যদি আল্লাহ চাইতেন তোমাদের আল্লাহ এক উম্মাহ বানাতেন	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
এবং যদি সেটা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো থেকে হত তাতে অনেক বৈপরিত্য পেতে	وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

জাওয়াব তার শুরুতে لَ নেয়। তবে না বোধক হলে لَ নেবে না।

যদি আমি এটা শুনতাম কিছুই বলতাম না	لَوْ سَمِعْتُ هَذَا مَا قُلْتُ شَيْئًا
যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত তোমাদের সন্দেহ ছাড়া কিছুই বাড়াত না	لَوْ خَرَجُوا فِيْكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا
এবং যদি আল্লহ চাইতেন তারা পরস্পর যুদ্ধ করত না	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا

যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু যমীনের বুকে রয়েছে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না	لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

৫। لَوْلَا (যদি না) শব্দের ব্যবহার

কোন কিছু থাকার জন্য কোন একটা ঘটনা ঘটে নি ,এরুপ অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে لَوْلَا ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ لَوْلَا الشَّمْسُ لَهَلَكَتِ الأَرْضُ যদি সূর্য না থাকে তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। এখানে – الشَّمْسُ মুবতাদা لَهَلَكَتِ الأَرْضُ হচ্ছে جَوَابُ لَوْلَا

এবং যদি আল্লাহ তাদের জন্য একটা সময় লিখে না রাখতেন অবশ্যই দুনিয়ায় তাদের শাস্তি দিতেন	وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا
আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং একটি কাল নির্দিষ্ট না থাকলে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেত।	وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى

جَوَابُ لَوْلَا হচ্ছে ক্রিয়াপ্রধান বাক্য এবং অতীতকালের। যদি না বোধক হয় তবে তখন لَ উপসর্গটি আসে না। যেমনঃ

পরীক্ষা না থাকলে আজ আমি উপস্থিত হতাম না	لَوْلَا الإِخْتِبَارُ مَا حَضَرْتُ اليَوْمَ
আল্লাহ না চাইলে আমরা মুসলিম হতাম না	لَوْلَا شَاءَ اللهُ مَا كُنَّا مِنَ الْمسْلِمِيْنَ

মুবতাদার পরিবর্তে নামপ্রধান বাক্যও আসতে পারে,

আবহাওয়া গরম না হলে লেকচারে উপস্থিত হতাম	لَوْلَا أَنَّ الجَوَّ حَارٌ لَحَضَرْتُ الْمُحَاضَرَةَ
যদি আমি অসুস্থ না হতাম তোমার সাথে সফরে যেতাম	لَوْلَا أَنَّنِي مَرِيْضٌ لَسَافَرْتُ مَعَكَ

৬। وَلَوْ এর ব্যবহার।

وَلَو শব্দের অর্থ“ যদিও”। এরপর ক্রিয়া অতীতকালের হবে।

এই বইটি ক্রয় কর যদিও সেটা দামী	اِشْتَرِ هٰذَا الكِتَابَ وَلَوْ كَانَ غَالِيًا
পরীক্ষায় উপস্থিত হও যদিও তুমি অসুস্থ	أُحْضُرِ الاِمْتِحَانَ وَلَوْ كُنْتَ مَرِيضًا

৭। أَدَوَاتُ الشَّرْطِ الْجَازِمَةِ শর্তবাচক অব্যয়/শব্দ যা ক্রিয়াকে মাজ্জুম করে

কিছু শর্তবাচক শব্দ আছে যা ক্রিয়ার পূর্বে বসে তাঁকে মাজ্জুম করে। যেমনঃ

	الْشَّرْطُ + جَوَابُ الشَّرْطِ		اَدَوَاتُ الشَّرْطِ
যদি তুমি যাও আমি যাব	إِنْ تَذْهَبْ أَذْهَبْ	যদি	إِنْ
সুতরাং যে অণু পরিমান ভালো করবে তা দেখতে পাবে	فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ	যে কিনা	مَنْ
এবং যা কিছু ভালো তোমরা কর আল্লাহ তা জানেন	وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ	যা কিনা	مَا

যখনই তুমি সফর করবে আমি করব	مَتَى تُسَافِرْ أُسَافِرْ	যখনই	مَتَى
যেখানেই তুমি থাকবে আমি থাকব	أَيْنَ تَسْكُنْ أَسْكُنْ	যেখানেই	أَيْنَ
যে বই-ই আমি লাইব্রেরীতে পাই তা পড়ব	أَيَّ كِتَابٍ أَجِدْ فِي الْمَكْتَبَةِ أَقْرَأْهُ	যেটি	أَيُّ
তুমি যাই বল আমরা তোমাকে সত্যায়ন করব	مَهْمَا تَقُلْ نُصَدِّقْكَ	যাই হোক	مَهْمَا

الشَّرْطِ ও جَوَابُ الشَّرْطِ এর ক্রিয়াপদের কাল।

উভয় ক্রিয়াই مُضَارِعْ	وَإِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ এবং যদি তোমরা ফিরে আস আমরা ফিরে আসব
উভয় ক্রিয়াই الْمَاضِي	وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا এবং যদি তোমরা ফিরে আস আমরা ফিরে আসব
শার্ত ক্রিয়া মাদি এবং জাওয়াব ক্রিয়া মুদারি	إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا যদি কোন পাপাচারী সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তা যাচাই কর
শার্ত ক্রিয়া মুদারি ও জাওয়াব ক্রিয়া মাদি	مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ যে কেউ ক্বদরের রাতে দাঁড়ায় ঈমান ও আশা নিয়ে তার পুর্বের গুনাহ মাফ করা হবে

جَوَابٌ গুলো নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে فَ গ্রহণ করে এবং সেক্ষেত্রে মুদারি মাজ্জুম হবেনা।

যখন جَوَابُ الشَّرْطِ নামপ্রধান বাক্য হয়	إِذَا اجْتَهَدْتَ فَالنَّجَاحُ مَضْمُوْنٌ যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম কর তাহলে নিশ্চয়ই পাস করবে
যদি جَوَابُ الشَّرْطِ আদেশ ,নিষেধ বা প্রশ্ন হয়	إِذَا رَأَيْتَ حَامِدًا فَاسْأَلْهُ عَنْ مَوْعِدِ الْسَّفَرِ এবং যদি তুমি হামিদকে দেখ তাকে সফরের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে
যদি جَوَابُ الشَّرْطِ যামিদ ক্রিয়া হয়। لَيْسَ , عَسَى ইত্যাদি হল যামিদ ক্রিয়া যাদের মুদারি ও আমর নাই।	مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَا مِنَّا যে ধোকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়
যদি جَوَابُ الشَّرْطِ এর ক্রিয়ার পূর্বে قَدْ থাকে।	وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا এবং যে আল্লাহ ও তার রসুলকে অনুসরণ করবে সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে
যদি جَوَابُ الشَّرْطِ এর ক্রিয়ার পুর্বে নাবোধক مَا থাকে।	مَهْمَا تَكُنِ الظُّرُوْفُ فَمَا أَكْذِبُ অবস্থা যাই হোক না কেন আমি মিথ্যা বলি না
যদি جَوَابُ الشَّرْطِ এর ক্রিয়ার পূর্বে سَ থাকে।	إِنْ تُسَافِرْ فَسَأُسَافِرُ করব আমিও করলে সফর তুমি
যদি جَوَابُ الشَّرْطِ এর ক্রিয়ার পূর্বে سَوْفَ থাকে।	وَإِنْ خِفْتُم عَلَيْةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ এবং যদি তুমি দারিদ্রতার ভয় কর আল্লাহ তোমাকে তার অনুগ্রহে ধনী করবেন যদি তিনি চান

যদি جَوَابُ الشَّرْطِ এর ক্রিয়ার পূর্বে كَأَنَّمَا থাকে।	مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবাপৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে।

উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলো মনে রাখার জন্য,

وَ التَّنْفِيْسُ	وَ بِقَدْ	وَ لَنْ	وَ بِمَا	وَ بِجَامِدٍ	طَلَبِيَّةٌ	إِسْمِيَّةٌ
سَ، سَوْفَ				لَيْسَ ، عَسَى		

অনুশীলনী–২৯.১

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

	যখন তুমি ফিরে আসবে, আমরা বাজারে যাবো
	যদি তোমরা বুঝতে, কমই হাসতে
	পানি না পেলে আমরা মারা যেতাম
	যদি তুমি খাও, আমি খাবো
	যে ঈমান আনবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে
	তোমরা যা কিছুই খাও, আল্লাহ্র নাম নাও
	যখনই সূর্য উঠবে, আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বো
	তাকে যেখানেই পাবে, এই চিঠিটি পৌঁছে দিবে
	তোমরা যে মাসেই যাও, সেখানে আমাকে পাবে

অনুশীলনী–২৯.২

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর।

	إِذَا جَاءَ الْمُدِيْرُ فِيْ الفَصْلِ فَلَا تَضْحَكْ أَحَدٌ
	لَوْ أَتَيْتَ قَبْلَ يَوْمٍ لَوَجَدْتَهُ هُنَاكَ
	إِنْ تَفْهَمِيْ هَذَا الدَرْسُ فَأَنْتِ مُمْتَازَةٌ
	مَنْ يَدْخُلْ البَيْتَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ
	مَا أَنْزَلَ اللّهُ فِيْ القُرْآنِ فَآمِنُوْا بِهِ
	مَتَى تُسَافِرُوْا فَسَأُسَافِرُ مَعَكُمْ
	أَيْنَ نَذْهَبْ فَإِنَّ اللّهَ مَعَنَا
	أَيُّ طَعَامٍ تُعْطِنِيْ آكُلْهُ
	مَهْمَا نَكُنْ فَمَا نَسْرِقُ مِنْ أَحَدٍ شَيْءً
	لَوْلاَ أَمَرَ أَبِيْ لَضَرَبْتُكَ ضَرْباً

কুরানীয় উদাহরণঃ

হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ
তোমরা যদি মীমাংসা কামনা কর, তাহলে তোমাদের নিকট মীমাংসা পৌছে গেছে। আর যদি তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যদি তাই কর, তবে আমি ও তেমনি করব। বস্তুতঃ তোমাদের কোনই কাজে আসবে না তোমাদের দল-বল, তা যত বেশীই হোক। জেনে রেখ আল্লাহ রয়েছেন ঈমানদারদের সাথে।	إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব।	لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ
আর আমি যা আদেশ দেই, সে যদি তা না করে, তবে অবশ্যই সে কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্চিত হবে।	وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ
আর তোমার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই জাতিসত্তায় পরিনত করতে পারতেন আর তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হতো না।	وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ
যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে।	لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ
তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও। বস্তুতঃ তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে,	أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ
অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে	فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
আর যারা তা অবিশ্বাস করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।	وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
তোমাদের আশার উপর ও ভিত্তি নয় এবং আহলে-কিতাবদের আশার উপরও না। যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের কোন সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না।	مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।	وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
তারা আরও বলতে লাগল, আমাদের উপর জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা কিন্তু তোমার উপর ঈমান আনছি না।	وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

অধ্যায়-৩০ (বিভক্তি)

১। ইসমের মারফু অবস্থা

নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে একটা ইসম মারফু হয়,

আল্লাহ সবচেয়ে মহান	اَللّٰهُ أَكْبَرُ	খবর ও মুবতাদা
দরজাটি খোলা ছিল	كَانَ الْبَابُ مَفْتُوْحًا	اِسْمُ كَانَ
নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল	اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ	خَبَرُ إِنَّ
আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَ اللّٰهُ كُلَّ شَيءٍ	فَاعِلٌ
মানুষ সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে	خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ طِيْنٍ	নায়িবু ফায়িল

২। ইসমের মাজরুর অবস্থা

দুটি ক্ষেত্রে ইসম মাজরুর হয়।

মানুষের উপর একটি যমানা আসবে	يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ	حَرْفُ جَرٍّ এর পরে হলে
মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রসুল	مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ	مُضَافٌ إِلَيْهِ হলে

৩। ইসমের মানসুব অবস্থা

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে ইসমগুলো মানসুব হয়।

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল	إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ	ইসমু ইন্না
খাদ্যটি সুস্বাদু ছিল	كَانَ الطَّعَامُ لَذِيْذًا	খবর কানা

পাঠটি বুঝেছিলাম	فَهِمْتُ الدَّرْسَ	মাফুলুন বিহী
আমার আব্বা রাতে সফর করেছিল	سَافَرَ أَبِيْ لَيْلاً	মাফুলুন ফিহী
গরমের ভয়ে বের হইনি	مَاخَرَجْتُ خَوْفًا مِنَ الْحَرِّ	মাফুলুন লাহু
পাহাড় ধরে দৌড়িয়েছিলাম	سِرْتُ وَالْجَبَلَ	মাফুলুন মায়াহু
আল্লাহকে অধিকহারে স্বরণ কর	أُذْكُرُوْ اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا	মাফুলুন মুতলাক
আমার দাদা বসে নামাজ পড়ে	جَدِّيْ يُصَلِّيْ قَاعِدًا	হাল
আমি তোমার চেয়ে হাতের লেখায় ভালো	أَنَا أَحْسَنُ مِنْكَ خَطًّا	তামিজ
হামিদ ছাড়া সকল ছাত্র অনুপস্থিত	حَضَرَ الطُّلَّابُ كُلُّهُمْ إِلَّا حَامِدًا	মুস্তাছনা
হে আল্লাহর বান্দা	يَا عَبْدَاللّٰهِ	মুনাদা যখন মুদাফ

৪। ক্রিয়ার মানসুব অবস্থা

মুদারিকে মানসুব করে এমন কিছু অব্যয়ের ব্যবহার নিচে দেখানো হলো।

আমি আগামিকাল রিয়াদ যাবনা	لَنْ أَذْهَبَ إِلَى الرِّيَاضِ غَدًا	না অর্থে	لَنْ
তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।	كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ	যে	أَنْ
যাতে তোমরা সীমালংঘন না কর তুলাদন্ডে।	أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ	যেন নয়	أَلَّا
যাতে আমরা বেশী করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করতে পারি।	كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا	যাতে	كَيْ
যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে	لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ	যাতে নয়	كَيْلَا

সজ্ঞান না থাকে	شَيْئًا		
কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর।	لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ	যতক্ষণ পর্যন্ত	حَتَّىٰ
আরও আদিষ্ট হয়েছি, সর্ব প্রথম নির্দেশ পালনকারী হওয়ার জন্যে।	وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ	এ জন্য যে	لِأَنْ
আমি বের হতে চাই	أُرِيْدُ لِأَخْرُجَ	জন্য	لِ
তাহলে তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন	فَيُضَاعِفَهُ لَهُ	কারন বোঝাতে	فَ

অনুশীলনী–৩০.১

নিচের বাক্যগুলোর বাংলা কর।

বাংলা	বাক্য
	أُرِيْدُ أَنْ يحْضُرَ الخَادِمُ
	نَخْرُجُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الطُّلاَّبُ
	الإِسْلاَمُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ
	وحَسِبُوا أَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ
	فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
	لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

শব্দার্থ

رَأَى–يَرَى	رَدَّ–يَرُدُّ	قَرَّ–يَقَرُّ
দেখা	ফিরিয়ে দেওয়া	ঠান্ডা হওয়া

অনুশীলনী–৩০.২

বাক্সের শব্দগুলো ব্যবহার করে নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর।

শব্দ	আরবী	বাক্য
كَيْ		আমি আরবি শিখছি যাতে করে কুরআন বুঝতে পারি।
كَيْلَا		আমি লিখে রেখেছি যেন ভুলে না যাই।
أَنْ		আমি কুরআন হিফয করতে চাই।
أَلَّا		আমরা জাহান্নামে যেতে চাই না।
حَتَّى		তারা আসা পর্যন্ত আমরা এখানে অপেক্ষা করব।
لِأَنْ		সে সালাতে প্রথম কাতারে বসতে আগে এসেছে।
أَلَّا		এটা তোমাদের জন্য ভালো যে তোমরা দেরি করবে না

শব্দার্থ

সে এসেছে	আমরা চাই	বুঝতে পারা	শেখা	তোমরা দেরী করবে
جَاءَ	نُرِيْدُ	فَهِمَ–يَفْهَمُ	دَرَسَ–يَدْرُسُ	تَتَأَخَّرُوْنَ
আমরা অপেক্ষা করবো	কাতার	প্রথম	আমি ভুলে যাই	আগে
نَنْتَظِرُ	الصَّفُّ	الأَوَّلُ	أَنْسَى	مُبَكِّراً

৫। ক্রিয়ার মাজ্জুম অবস্থা

মুদারিকে মাজ্জুম করে এমন কিছু অব্যয়ের ব্যবহার নিচে দেখানো হলো।

তুমি যেও না	لَا تَذْهَبْ	না	لَا
সে পড়েনি	لَمْ يَدْرُسْ	নয়	لَمْ

এখনও সে পড়েনি	لَمَّا يَدْرُسْ	এখনও নয়	لَمَّا
যদি তুমি যাও আমি যাব	إِنْ تَذْهَبْ أَذْهَبْ	যদি	إِنْ
যে যাবে সে পাবে	مَنْ يَذْهَبْ يَجِدْ	যে কিনা	مَنْ
তোমরা যা করবে আমি সেটা করব	مَا تَفْعَلُوا أَفْعَلْهُ	যা কিনা	مَا
যখনই তুমি বের হবে করবে আমি বের হব	مَتَى تَخْرُجْ أَخْرُجْ	যখনই	مَتَى
যেখানেই তুমি থাকবে আমি থাকব	أَيْنَ تَسْكُنْ أَسْكُنْ	যেখানেই	أَيْنَ
যে বই-ই আমি কিনবো তা পড়ব	أَيَّ كِتَابٍ أَشْتَرِ أَقْرَأْهُ	যেটি	أَيُّ
তুমি যাই বল আমরা তোমাকে সত্যায়ন করব	مَهْمَا تَقُلْ نُصَدِّقْكَ	যাই হোক	مَهْمَا